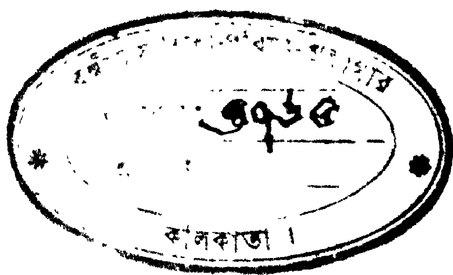

কলিকাতা।

কবি কালিদাস

শ্রীরাজকুমার বসু বি, এল্

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

সাকিম—গাভা, জিঃ বরিশাল।

কলিকাতা

১, বিশ্বকোষ-লেন, বাগ্‌বাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৩

মূল্য ২৲ টাকা।

উৎসর্গ

প্রভু আশুতোষ,

অনন্ত তোমার গুণ অব্যক্ত অব্যয়।
বিশ্ব-প্রীতি-বিমণ্ডিত করুণ-হৃদয়॥
অসতে শাসন কর সতের পালন।
অধম ভক্তের কর অভীষ্ট সাধন॥
যে যেমতি পূজা করে তাহাতে সন্তোষ।
উপচারহীন দীনে নাহি কর রোষ॥
তোমার অশেষ গুণে পাইয়া আশ্বাস।
এনেছি সামান্য অর্ঘ্য "কবি কালিদাস"॥
ভক্তের এ ভক্তি-পূজা ক্ষুদ্র নিবেদন।
চিরতুষ্ট আশুতোষ করহ গ্রহণ॥
সার্থক সাধনা দেব অর্চ্চনা আমার।
যদি পাই বিশ্ব-প্রীতি কৃপায় তোমার॥
তার পর আশুতোষ উদার অশেষ।
গাব তব গুণ-গান ফিরি দেশ-দেশ॥

গ্রন্থকারস্য—

নিবেদন পত্র

মহাকবি কালিদাস-সম্বন্ধে কিছু লিখিতে প্রয়াস পাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকতার কার্য্য সন্দেহ নাই। কালিদাস-সম্বন্ধে লেখার মধ্যে কিছু নূতনত্ব না থাকিলে সেই লেখা সর্ব্বসাধারণের প্রীতি-কর ও সুখপাঠ্য হইবার সম্ভাবনা অতি কম। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে মহাকবি কালিদাস-সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতনত্ব যথাসাধ্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকার কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়া থাকিলেও শ্রম সার্থক মনে করিবেন। ইতি

গ্রন্থকারস্য—

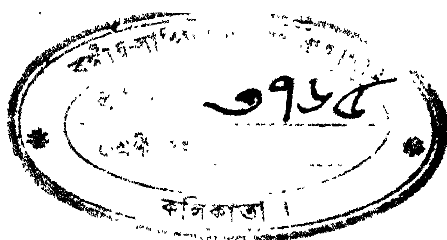
বিষয়-সূচী



"পুষ্পেষু যাতী নগরেষু কাঞ্চী,
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা নৃপতিষু রামঃ,
কাব্যেষু মাঘঃ কবি-কালিদাসঃ ॥"

"কুসুম-সমূহ মধ্যে জাতী মনোহর।
নগর-নিকর মধ্যে কাঞ্চী রম্যতর ॥
পুরুষ-প্রধান বিষ্ণু রম্ভা নারীবরা।
রাম নৃপ-শ্রেষ্ঠ, গঙ্গা-নদী পুণ্যতরা ॥
মাঘ কাব্য শ্লাঘ্য হয় সাহিত্যমণ্ডল।
কালিদাস যোগে কবি-সমাজ উজ্জ্বল ॥"

গিরীশচন্দ্র বেদরত্ন ভট্টাচার্য্য



কবি কালিদাস

কালিদাসের জীবনী

কালিদাস শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু মাঘের কাব্য শ্রেষ্ঠ। এই কথায় মনে হইতে পারে যে, কাব্য শ্রেষ্ঠ হইলে সেই কাব্য-প্রণেতা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না কেন? কিন্তু গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ কাব্য-রস থাকিলেও সেই গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠ কবি না হইতে পারেন। গ্রন্থে কাব্যের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সুন্দর সর্ব্বলক্ষণাদি থাকিতে পারে অথচ শ্রেষ্ঠ কবিত্ব না থাকিতে পারে। কালিদাস শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত, শ্রেষ্ঠকাব্যলেখক বলিয়া বিদিত নহেন। কবিত্বও কাব্যের এক অঙ্গ সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব ব্যতীত আরও অনেক লক্ষণ আছে, যাহাতে কাব্যের শ্রী ও শোভাবর্দ্ধন করে। অবশ্য কালিদাসের কাব্য যে নিকৃষ্ট বা কদর্য্য তাহা নহে, বরং সম্পূর্ণ তাহার বিপরীত। তবে তাঁহার কাব্যে কবিত্ব অধিক ও অতুলনীয়, এই জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ কবি।

কবিত্ব কি? কবির কার্য্য কি? কবি অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ এই উভয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া উহার বিবিধ সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাতে পাঠক বা শ্রোতা মুগ্ধ

ও আলোকিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যে কবি তাঁহার এইরূপ কবিত্ব দ্বারা জগৎ মুগ্ধ ও উন্নত করিতে সমর্থ হন বা হইয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। আর যে কাব্যে শাস্ত্রোক্ত নব রস সুন্দর ও বিশদরূপে সঞ্চারিত হইয়া লোককে যুগপৎ হর্ষ, দুঃখ ও ভয়-ভক্তি ইত্যাদিতে অভিভূত করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। কবিত্ব লোককে সাধারণতঃ উন্নত করে, কাব্যে সাধারণতঃ লোককে মুগ্ধ করে। আবার প্রত্যেক কাব্যেই কবিত্বের কিছু না কিছু বিকাশ আছে বলিয়া উহা উন্নতিসাধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ও তাঁহার বিভূতি তাঁহার সৃষ্ট অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতে অনেকরূপে প্রকটিত। সুতরাং অন্তর্জগৎ ও বাহ্য-জগৎ যিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়া সেই পরম-পুরুষের দিকে লোকের আত্মা আকৃষ্ট করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। প্রকৃত কবিত্ব ও প্রকৃত কবি সুন্দর কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কালিদাস প্রকৃত কবিত্বসম্পন্ন, এই জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। এ হেন কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাসের জীবন-চরিত সকলেরই জানিতে উৎসুক হওয়া সম্ভব।

কিন্তু কবি কালিদাসের সঠিক জীবন-চরিত নাই। তিনি নিজে তাঁহার জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার সমসাময়িক কেহই তাঁহার বিশদ জীবন-চরিত লিখেন নাই। তদীয় গ্রন্থাদিতেও তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের কোন আভাস নাই। কিন্তু অনেকের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার সৃষ্ট-পদার্থে যেরূপ প্রকাশিত, প্রত্যেক গ্রন্থকারও তাঁহার গ্রন্থাদিতে সেইরূপ প্রকটিত।

অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে কবি কালিদাসের জীবন-চরিত ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি হইতেই জানা যাইতে পারে। অধ্যাপক ডাউডেনও (Dowden) এইরূপ মতাবলম্বনে মহাকবি সেক্‌সপীয়রের প্রকৃত জীবন-চরিত সেক্‌সপীয়রের রচিত গ্রন্থাদি হইতে নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু কোন মনীষী কবি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"Here's my work ; does work discover
What was rest from work—my life ?
Did I live man's hater, lover ?
Leave the world at peace, strife ?
Blank of such a record truly
Here's the work I hand this scroll,
Yours to take or leave : as duly
Mine remains the unproffered soul."

Browning.

কিন্তু ইহার কোন মতই প্রকৃত নহে। কোন গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থাদিতে কখনই তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-চরিত প্রতিফলিত হইতে পারে না। যেরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার সম্পূর্ণ অংশ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থে প্রকটিত নহে—অনেকাংশ অজ্ঞেয়, সেইরূপ গ্রন্থকারের জীবন-কাহিনীর কতক অংশ তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদিতে প্রতিফলিত হইলেও অধিকাংশ অপরিজ্ঞাত রহিয়া যায়। জগৎ যেরূপ জগৎ-স্রষ্টার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি নহে—কেননা উহা অসম্পূর্ণ, সেইরূপ গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থাদিও তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব

নাই। তবে গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থাদিতে তাঁহার জীবন-চরিত্রের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ গ্রন্থাদিতে গ্রন্থকারের চরিত্রের আভাস যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুকবি পোপ গে (Gay) সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Of manners gentle, of affections mild
In wit a man, simplicity a child."

Pope's Epitaph on Gay.

কিন্তু ভারতীয় মহাকবি কালিদাস-সম্বন্ধে তৎসাময়িক কোন কবিও এইরূপ সাধারণ ভাবেও কিছু লিখিয়া যান নাই। কবি কালিদাস সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা অতি সামান্য। বিবিধ জনপ্রবাদপূর্ণ এবং বিভিন্ন প্রকারের রহস্যপূর্ণ। তাহার অধিকাংশ আধুনিক অনুসন্ধিৎসা ও সাহিত্য চর্চ্চার ফল। বোধ হয়, তৎকালে জীবন-চরিতাদি লেখার প্রথাও ছিল না।

লোক-চরিত বড়ই লোকশিক্ষাপ্রদ। প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনচরিত্র ততোধিক শিক্ষাপ্রদ। পাপ-পুণ্যময় ও সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে নিয়ত যুধ্যমান থাকিয়াও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কিরূপ কর্ম্মশীল হইয়া লোকহিতার্থে কত সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, কত সুখ-দুঃখের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং কত প্রকারের কবিত্ব প্রদর্শন করিয়া লোককে কতভাবে উন্নত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন-বৃত্তান্তই ইহার সুন্দর নিদর্শন। প্রতিভাময় কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্তও সেইরূপ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। আমরা নিশ্চিতভাবে

তাঁহার নাম ও গ্রন্থ জানিতে পারিয়াছি এবং অনিশ্চিতরূপে তাঁহার জনপ্রবাদপূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত কতক পরিজ্ঞাত হইতেছি। ইহাই লোকশিক্ষা ও লোকহিতপক্ষে এত যথেষ্ট ও এতদূর কার্য্যকর যে, জগতের আর অতি অল্প প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবন-চরিত হইতেই এ পর্য্যন্ত তদনুরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে ঘটনা-প্রণালী ও লোক-চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহা সময়ের অবশ্যম্ভাবী ফল বা কালের ধর্ম্ম। কালের গতি অপ্রতিহত ও অনন্তমুখী। এই জন্যই কোন কবি কালকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"ছুটেছ অনন্তে নাহি ক্লান্তি অবসাদ।"

(চন্দ্র—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত।)

সত্যযুগে লোক-চরিত্র যেরূপ ছিল ও ঘটনাবলী যেরূপ ঘটিয়াছে, ত্রেতাযুগে সেরূপ ছিল না, ও হয় নাই। ত্রেতাযুগে যেরূপ ছিল, দ্বাপরযুগে সেরূপ ছিল না ও হয় নাই। আবার দ্বাপর-যুগে যেরূপ ছিল, অধুনা কলিযুগে সেরূপ নাই। কলিযুগে সাধারণ লোক-চরিত্র কিরূপ, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিই ইহার সুন্দর প্রমাণ—

"কৃতাঃ কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্য-বিবর্জ্জিতা।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তা-পরাঙ্মুখাঃ॥
পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্তমনসাঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ॥
দেহাত্ম-দৃষ্টয়ে মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
পিতৃ-মাতৃ-কৃতা দ্বেষা স্ত্রীদেবা কামকিঙ্করাঃ॥"

কবি কালিদাসের জীবনীতে দ্বাপরযুগের কিছু অলৌকিকত্ব ও কলিযুগের কিছু কাম-কিঙ্করত্ব দৃষ্ট হয়। কবি কালিদাস দ্বাপরযুগের শেষভাগের ও কলিযুগের প্রথম ভাগের লোক। কাজেই তাঁহার জীবনীতে উভয় যুগের কিছু কিছু বর্ত্তিয়াছে। সুতরাং তিনি অশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি হইলেও তাঁহার জীবনের জনপ্রবাদপূর্ণ অলৌকিক দৈবী ঘটনা এবং লৌকিক নীচঘটনা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই।

মালব বা মালওয়ার রাজধানী উজ্জয়িনীর অনতিদূরে পৌণ্ড্রগ্রামে সংবতের পনর সনে কবি কালিদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সদাশিব ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাই বহুকাল-প্রচলিত মত।

কালিদাসের প্রাদুর্ভাবকাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, তাঁহার প্রাদুর্ভাব-সময় ৪৫০—৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী, কেহ বলেন, তিনি খৃঃ অঃ প্রচলনের সমসাময়িক। কেহ বলেন, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় আবির্ভূত ছিলেন।

অধুনা পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ বলেন যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্ম্মদেব নামে যে অধিপতি ছিলেন, কালিদাস তাঁহারই নবরত্নের অন্যতম। তাঁহারা বলেন যে, এই যশোধর্ম্মদেবই বিক্রমাদিত্য রাজা। "বিক্রমাদিত্য" উপাধিবিশেষ, ব্যক্তিগত নাম নহে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অতি পূর্ব্ব হইতেই উপরোক্ত বহুদিন প্রচলিত মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

"From inscriptions of ascertained age led such authorities as Weber and Lassen to agree in fixing on the 3rd. century A. D. as the approximate period to which the writings of Kalidas should be referred. He was one of the nine gems at the court of the King Vikramaditya or Vikrama at Ujjain and the tendency is now to regard the latter as having flourished about A. D. 375. Others place him as late as the 6th century." Encyclopædia Britannica.

কালিদাসের প্রাদুর্ভাব-কাল-সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ থাকিলেও কালিদাস নামক যে একজন সুবিখ্যাত কবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ আবার বলেন, কালিদাস নামক বিভিন্ন ব্যক্তি কবি ছিলেন। মহাকবি সেক্ষপীয়র সম্বন্ধেও অনেকের সেইরূপ অভিমত। কিন্তু উজ্জয়িনীনিবাসী কালিদাস নামক যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তদ্বিষয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিরই একমত।

Vide Weber's History of Indian Literature. Pages 203 & 204, Second period.

"So many poems partly of a very different stamp are attributed to Kalidas that it is scarcely possible to avoid the necessity of assuming the existence of more authors than one of that name. It is by no means improbable that there were three poets thus named. Indeed modern native astronomers are so convinced of the existence of a triad of authors of

this name that they apply the term Kalidas to designate the number three." Encyclopædia Britannica.

যৌবন-প্রারম্ভে কালিদাসের পিতৃ-বিয়োগ হয়। দুঃখিনী মা ব্যতীত সংসারে আর তাঁহার কেহই ছিল না। মা অতিকষ্টে তাঁহাকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উপনয়নকাল উপস্থিত হইলে মা রাজবাড়ী হইতে ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা যথা-সময়ে পুত্রের উপনয়ন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহাদের অবস্থাও ভাল ছিল না। সুতরাং কালিদাস মহারাষ্ট্রীয় বড় পণ্ডিত সদাশিবের একমাত্র সন্তান হইলেও তাঁহার শিক্ষা-কার্য্য চলিতে পারিল না।

দুরবস্থাপন্ন পিতৃহীন বালকের স্বাভাবিক গতি বা পরিণাম কি? সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসার-জাঁতার নিষ্পেষণে তাঁহার আশু বিনাশ ও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে সহায়-সম্পদহীন পিতৃ-হীন বালক ধর্ম্মপ্রাণ ও স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন, সে সংসারচক্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত না হইয়া তাহার স্বাভাবিক প্রতিভাবলে উন্নতির উচ্চ-শিখরে সমারূঢ় হইতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-জগতের অধিকাংশ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের জীবন-কাহিনী পর্য্যা-লোচনা করিলেই ইহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে। এইজন্যই কোন কবি লিখিয়াছেন :—

"চণকাদি শস্যচয় জাঁতায় পতিত হয়
বক্রভাবে চক্র ঘোরে তায়।

ঘর্ ঘর ঘন ঘর্ষে পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শে
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার ॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে ধরে গিয়া সেই দণ্ডে
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয় পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়
তার দেহে না সহে প্রহার ॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা সুচারু সংসার-জাঁতা
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর-আদি পশুচয় সমভাবে সমুদয়
দণ্ডযোগে করেন পেষণ ॥
যেজন সুজন হয় চক্র-মাঝে নাহি রয়
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয় সুখী হয় অতিশয়
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ ॥”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কালিদাস অবশ্য ধর্ম্মপ্রাণ ও স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। নতুবা পিতৃহীন নিঃসম্বল অবস্থা হইতে তিনি কখনও যশোন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারিতেন না। “Child is the father of the man” কালিদাসের বাল্যকাল হইতেই নিশ্চয়ই মনুষ্যত্ব সূচিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার বাল্যকালের বিবরণ আমরা অধিকাংশই অবগত নহি। যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু জানা যায়, তাহা জনপ্রবাদস্বরূপ মাত্র।

কালিদাসের বয়স হইতে লাগিল, কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ রহিল না, তিনি দা, কুঠার হস্তে বন-বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং তদ্দ্বারা কাঠাদি আহরণপূর্ব্বক জীবিকার সংস্থান করিতেন। ইহাতে কি তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পরিশ্রম-সহিষ্ণুতা এবং ঘোর অধ্যবসায় সূচিত হইতেছে না? উচ্চ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ হীনকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ সকলে করিতে পারে না। যখন যেরূপ অবস্থা হইবে, তদনুরূপ কার্য্যদ্বারা জীবিকা-সংস্থান করা মানবের পক্ষে বিশেষ পুরুষত্ব সন্দেহ নাই। কালিদাসের বাল্যকালের দুই একটী বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পঞ্চমবর্ষবয়স্ক কালিদাস পিতার বর্ত্তমানে তাহার পুনঃপুনঃ নিষেধসত্বেও তাঁহার হস্ত হইতে দা কাড়িয়া নিয়া বড়শীর ছিপ কাটিয়া সূতা-বড়শী জুড়িয়া বড়শী দ্বারা মৎস্য ধরিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, কালিদাস শৈশবকাল হইতেই কিছু একরোখা বা একমনাঃ ছিলেন।

তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রাম্য-পাঠশালায় পাঠাভ্যাস জন্য দিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালায় অন্যান্য বালকগণ সহ নিয়ত কলহ করিয়া কাল কাটাইতেন। একদা গুরুমহাশয় তাঁহার অবৈধ আচরণের জন্য বিশেষ তিরস্কার করিলে তিনি গুরুমহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া বিদ্যালয় হইতে তীরবেগে পলায়ন করিলেন। তৎপর তিনি দূরস্থিত কোন প্রান্তরে যাইয়া এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া রহিলেন এবং তাহার অনুসরণকারী বালকদিগকে প্রহারের ভয় প্রদর্শন করত বলিলেন যে, তিনি যে বৃক্ষে

উপবিষ্ট আছেন, তাহারা সেই বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিলে তিনি বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। বিদ্যালয়ের বালকগণ তাঁহাকে বিশেষ ভয় করিত।

অনুসরণকারী বালকগণ ভীত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। পরে কালিদাস তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। গুরুমহাশয় ও বালকগণ আসিয়া কালিদাসের পিতার নিকট অভিযোগ করিলেন। এইরূপ অনর্থক অপ্রীতিকর বিবাদনিবারণার্থ কালিদাসকে তাঁহার পিতা বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া আনেন। তদবধি কালিদাস মনের সুখে ক্রীড়া-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে থাকেন এবং নিত্য নিত্য পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া আনিতেন। এই বিবরণে কালিদাসের কলহপ্রিয়তা, প্রভুত্ব-বিস্তারের ক্ষমতা ও নির্ভীকচিত্ততা সূচিত হইতেছে। কালিদাসের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সব প্রবৃত্তি বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একরত্ন ছিলেন, কিন্তু কাহারও সঙ্গেই তাঁহার সদ্ভাব ছিল না এবং নির্ভীকচিত্তে তিনি সকলের উপরেই স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা-বলে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৪।১৫ বৎসর বয়সের সময় কালিদাসের পিতৃ-বিয়োগ হয়। তদবধি তিনি অবস্থার দায়ে কাঠ কাটিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

কালিদাস দিব্যশ্রী হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ছিলেন। কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া-কলাপ উপস্থিত হইলে বা পাড়াপড়শী

কেহ পীড়িত হইলে তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাদের উপকার করিতেন।

কালিদাসের বিবাহ-বিবরণটি কৌতুকপ্রদ, অথচ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসূচক এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। অনেকে মনে করেন, ইহা তাঁহার ঘোর নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক, কিন্তু তাহা নহে।

উজ্জয়িনী নগরে ধাক্কা নামক জনৈক সমৃদ্ধিশালী পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। সত্যবতী নাম্নী বিশেষ রূপবতী তাঁহার এক কন্যা ছিল। রাজসদৃশ ধনাঢ্য ভূস্বামীর একমাত্র কন্যা সত্যবতী পিতা-মাতার বড়ই আদরের কন্যা ছিলেন।

"সাধের মেয়ে আদর পেয়ে
হেসে কুটিকুটি।
মায়ের কাছে সদাই নাচে
তুলি হাত দুটি॥
পবনে উড়ে বদনে পড়ে
কুঞ্চিত কুন্তল।
তাহার মাঝে মধুর সাজে
নয়ন যুগল॥
নাকের কোলে নলক দোলে
মাধুরী-বিকাশ।
হাসির ঘায় কাঁপিয়া যায়
সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাস॥

সোহাগে গলে, ঢলিয়া চলে
পাগল পরাণ।
চকিত চায় কখন গায়
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তান।" ইত্যাদি
গিরীশচন্দ্র বেদরত্নের কালিদাস।

সত্যবতী যেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-বর্ণিত অশেষরূপ-গুণশালিনী বিদ্যা।

অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী সত্যবতী ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে লাগিল। তাহার পিতা-মাতা বিশেষ যত্নে তাহাকে বিবিধ গুণগ্রাম শিক্ষা করাইলেন। শিক্ষক ও পণ্ডিত রাখিয়া তাহাকে বিবিধ বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শিনী করাইলেন। ধনাঢ্য রাজ্য-কন্যা সত্যবতী বিখ্যাত রূপবতী, গুণবতী ও বিদুষী বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধা হইল।

ক্রমে সত্যবতীর যৌবন উত্তীর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু তাহার উপযুক্ত বর মিলিল না। তাঁহার পিতা-মাতাও স্বভাবতঃ তাঁহার বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। তাঁহার পিতা দেশ-বিদেশে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যিনি তাঁহার কন্যা সত্যবতীকে শাস্ত্রালোচনায় পরাজয় করিতে পারিবে তাহার নিকটই নিজ কন্যা সম্প্রদান করিবেন। বহু শিক্ষিত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও ধনাঢ্য ব্যক্তি এমন কি অনেক সুযোগ্য রাজনন্দন দেশ-বিদেশ হইতে সত্যবতীর বিবাহার্থী হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সকলেই সত্যবতীর নিকট শাস্ত্রালোচনায় পরাভূত হওয়ায় লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন

করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি যুবক পণ্ডিত বড়ই ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া পরামর্শ করিল, যে প্রকারেই হউক, এই রমণীকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করিতে হইবে। কতকগুলি লাঞ্ছিত বৃদ্ধ পণ্ডিতও তাঁহাদের এই কুপরামর্শে যোগ দিলেন। কেন না সামান্য একটি রমণীর সহিত শাস্ত্রালোচনায় পরাজিত হওয়ায় সকলেরই অতি অপমান বোধ হইয়াছিল এবং দেশ-বিদেশে দুর্নাম প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে কোন মূর্খ ও ঘোর নির্ব্বোধ ব্যক্তির অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে এক অরণ্যের ভিতর দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন, যে যুবক কালিদাস এক উচ্চ বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া সেই শাখার মূলদেশে অনবরত কুঠারাঘাত করিতেছে। সেই শাখাটি বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সে নিজে তাহার সহিত ভূমিতে পড়িয়া মরিয়া যাইবে তাহা একবারও ভাবিতেছে না। পণ্ডিতগণ ভাবিল, তাহার ন্যায় মূর্খ ও নির্ব্বোধ আর এ জগতে নাই। কিন্তু ইহা পণ্ডিতগণের ভুল ধারণা। এই ঘটনায় কালিদাসের গভীর একাগ্রচিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে। কালিদাস সম্ভবতঃ এ সময় তাঁহার কার্য্যের ফলাফল চিন্তা না করিয়া কোন বিষয়-সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সংসারে এরূপ গণ্ডমূর্খ কেহই হইতে পারে না যে, বৃক্ষ-শাখার মূলচ্ছেদ হইলে সেই বৃক্ষশাখা সহ নিজে ভূমিতে পতিত হইবে, ইহা বুঝিতে একেবারে অক্ষম হইবে। অন্ততঃ পক্ষে যে ব্যক্তি বৃক্ষারোহণ করিয়া কুঠার দ্বারা বৃক্ষ-শাখা ছেদন করিবার বুদ্ধি রাখে, সে ব্যক্তির বৃক্ষশাখাচ্ছেদনের ফল অনুধাবন করিবার ক্ষমতা থাকাও অতি সম্ভব। সে ব্যক্তির এ বুদ্ধি না থাকা

অনুমান করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। যাহা হউক, পরাজিত পণ্ডিতগণ কালিদাসকে তাঁহাদের উপযুক্ত লোক মনে করিয়া তাঁহাকে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিতে বলিলে কালিদাস চমকিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট আসিলেন। ইহাতে বোধ হয়, কালিদাস প্রকৃতই অন্যমনস্কভাবে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, নতুবা তিনি চমকিত হইতেন না। তাঁহার পরোপকার-প্রবৃত্তিও যথেষ্ট ছিল। পণ্ডিতগণের আহ্বানে তিনি নিশ্চয়ই অনুমান করিয়াছিলেন যে, সেই পণ্ডিতগণের জন্য তাঁহার কোন কার্য্য করিতে হইবে—তাঁহাদের বিশেষ কোন উপকার করিতে হইবে। ইহা কি তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় নহে ?

পণ্ডিতগণ কালিদাসকে বলিলেন—

আমাদের একটি উপকার করিবে ?

কালিদাস। কি উপকার ?

পণ্ডিতগণ। একটি কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে, পারিবে ?

কালিদাস স্বীকৃত হইলেন। পরোপকার তাঁহার বৃত্তি, কাজেই দুরবস্থাপন্ন হইলেও দ্বিধা না করিয়া তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বোধ হয়, তিনি ইহাও মনে করিলেন এই বিবাহে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হওয়া অসম্ভব নহে।

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বলিলেন, যে কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে তাহার নিকট এখনই যাইতে হইবে। সে অতি শিক্ষিতা ও বিদুষী। তাহার সঙ্গে বা সম্মুখে কথা বলিলে তোমার মূর্খতা ও অজ্ঞতা

প্রকাশ পাইবে। তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া হস্ত-সঞ্চালন বা মুখ-ভঙ্গী করিবে, আমরা যথোচিত ব্যাখ্যা ও অর্থ করিব।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কালিদাস বুঝিলেন যে, এই প্রস্তাব সুসঙ্গতই বটে, কেন না তিনি শিক্ষিত নহেন। তিনি পণ্ডিতগণের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন।

পণ্ডিতগণ কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া পরদিবস প্রভাতকালে সত্য-বতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচার-সভাতে কালিদাসকে সম্মুখে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া টিকি সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সুন্দর সুন্দর যথোচিত সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করিতেও ত্রুটি করিলেন না। কন্যা সত্যবতী সভামধ্যে আনীতা হইলেন। কিন্তু কালিদাস নীরবেই রহিলেন। সত্যবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে, বিচারাকাঙ্ক্ষী দিব্যকান্তি যুবা পণ্ডিত কোন কথাই বলিতেছেন না, তখন তিনি সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে" ? পণ্ডিতগণ উত্তর করিলেন, ইনি দ্বিতীয় বৃহস্পতি। ইনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ও লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনমধ্যে সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনে কালযাপন করেন, আমাদিগের কখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে ইঁহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করি, ইনিই তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতমাত্রে আমাদিগের সন্দেহ-ভঞ্জন করেন। আমরা তোমার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ইঁহাকেই তোমার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া অনেক যত্ন ও আয়াসে এস্থানে আনাইয়াছি।

বুদ্ধিমতী সত্যবতী সমাগত পণ্ডিতগণের এই প্রকার উক্তি শুনিয়া বলিলেন—

"ইঁহার যে প্রকার যুবাবয়স দেখিতেছি, তাহাতে ইনি যে শাস্ত্রবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হইবেন এরূপ সম্ভব মনে করি না। অল্পবয়সে বিদ্যা-উপার্জ্জন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বহুদিন চর্চ্চা না থাকিলে তাহা পরিপক্ক হইতে পারে না।" কালিদাস এই কথা শুনিয়া প্রথমে আটটী অঙ্গুলি দেখাইলেন, পরে সেই আটটী অঙ্গুলি বক্র করিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ও বৃদ্ধদিগের প্রতি চাহিয়া সত্যবতীর দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন। সত্যবতী বলিলেন, "ইনি কি অভিনয় করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।"

ইহা শুনিয়া পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি ইঁহার সঙ্কেত বুঝিতে অসমর্থ হইলে, তখন ইঁহার নিকট তোমার পরাজয় হইল।" শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার যে কয়টি উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, অভিনয় তাহার মধ্যে একটি উপায়। যখন তুমি বুঝিতে পারিলে না, তখন ইহা অপেক্ষা পরাজয় আর কি হইতে পারে? ইনি প্রথমে আটটী অঙ্গুলী দেখাইয়া, অষ্ট অঙ্ক বুঝাইলেন; পরে তাহাদিগকে বক্র করাতে অষ্টাবক্র-সংজ্ঞা সূচিত হইল। বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে "বন্দী সংজ্ঞা" বুঝাইলেন। তোমার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রাচীন ভট্টাচার্য্যগণের প্রতি চাওয়ায় এই বুঝাইল যে, আপনারা অষ্টাবক্র মুনির ও বন্দীর উপাখ্যান সত্যবতীকে বুঝাইয়া দেন। বিদ্যোত্তমা সত্যবতী

কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণকে বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যদি এই উপাখ্যানটি বর্ণনা করেন, তাহা হইলে আমি এই মহাত্মার অভিনয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি।"

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিলেন, "আমাদের গুরুমহাশয়ও আমাদের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন, অতএব আমরা অবশ্যই এই উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।"

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। কাহোড় নামক জনৈক শিষ্য তাঁহার নিকট নিয়ত অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অল্পবয়সেই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা আচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। মহর্ষি উদ্দালক কাহোড়ের শাস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত স্বীয় তনয়া সুজাতার বিবাহ দিয়াছিলেন।

কাহোড় ভার্য্যার সহিত গৃহাশ্রম করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নানাস্থান হইতে শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে আসিতে লাগিল। তিনিও নিদ্রা-সময় ব্যতীত কি দিবস কি রাত্রি সকল সময়েই তাহাদিগকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ও স্বয়ং সর্ব্বদা বেদপাঠ ও বেদার্থ চিন্তা করিতেন।

কালক্রমে সুজাতা গর্ভবতী হইলেন। পিতার মুখে নিরন্তর বেদপাঠ ও শাস্ত্রালাপ শুনিতে শুনিতে গর্ভস্থ বালক সাঙ্গবেদ ও অপরাপর শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রিকালে কাহোড় শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে মাতৃগর্ভস্থ বালক পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে

পিতঃ! আমি আপনার প্রসাদে মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সমগ্র বেদে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। আপনি সর্ব্বদা বেদপাঠ করেন, কিন্তু নিদ্রা ও তন্দ্রাদিদোষবশতঃ সকল সময়ে সকলস্থল শুদ্ধ-রূপে উচ্চারিত হয় না।" কাহোড় শিষ্যগণ মধ্যে আপনাকে এইরূপ অপমানিত দেখিয়া গর্ভস্থ শিশুকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—

"যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি
তস্মাদ্বক্রো ভবিতাস্যষ্ট কৃষ্ণঃ।"

"তুমি কুক্ষিস্থ থাকিয়া আমার প্রতি এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে, অতএব তুমি অষ্টাঙ্গে বক্র হইবে।" পিতার অভিশাপে অষ্টাঙ্গ বক্র অবয়ব হওয়াতে ঐ বালক অষ্টাবক্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে সুজাতা আপনার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া এক দিন কাহোড়কে নির্জ্জনে বলিলেন, "স্বামিন্! আমার প্রসবকাল আগতপ্রায়, অতএব এক্ষণে কিছু অর্থসংগ্রহ কর্ত্তব্য"। কাহোড় পত্নীর ঈদৃশ বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! বিদেহ নগরে রাজর্ষি জনক এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, তথায় যাইলে যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করিতে পারিব। অতএব আমি অবিলম্বেই বিদেহ নগরে গমন করিব।" এই বলিয়া পর দিন প্রত্যূষে বিদেহ প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রাজর্ষি জনকের যজ্ঞসভায় বন্দী নামক এক বিচক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি

রাজা জনকের সহিত গূঢ়মন্ত্রণা করিয়া এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞস্থলে যে কোন পণ্ডিত আগমন করিবেন, তিনি ইচ্ছা করিলে আমার সহিত শাস্ত্রার্থবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। আমি যদি পরাস্ত হই, তবে জেতা কর্তৃক জলে নিমজ্জিত হইব, নতুবা যিনি আমার নিকট পরাস্ত হইবেন, আমি তাঁহাকে জলে নিমজ্জিত করিব। জনক দেখিলেন, যখন সমাগত পণ্ডিতমাত্রেই স্বেচ্ছাক্রমে বন্দীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তখন অনেককেই জলমগ্ন হইতে হইবে। সুতরাং যাহাদিগকে তিনি বিচক্ষণ বিবেচনা করিতেন, কেবল তাঁহারাই বন্দীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। অপর কেহ তাঁহার নিকটেও যাইতে পারিতেন না।

কাহোড় জনকরাজার সহিত কথোপকথন করিয়া যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং কেহই তাঁহাকে বন্দীর সহিত বিচার করিতে নিষেধ করেন নাই। বন্দী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। যিনি তাঁহার সহিত শাস্ত্রার্থবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়া জলমগ্ন হইতে হইয়াছিল। কাহোড়ও তাঁহার নিকটে পরাজিত হইলেন এবং বন্দী তাঁহাকে আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে জলে নিমজ্জিত করিলেন।

ক্রমে ক্রমে উদ্দালক ও সুজাতা এই শোকাবহ ঘটনা শুনিতে পাইলেন এবং অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

যথাসময়ে সুজাতা এক পুত্র প্রসব করিলেন। পিতৃ-শাপে অষ্ট অবয়ব বক্র হইয়াছিল বলিয়া সেই বালক অষ্টাবক্র নামে প্রখ্যাত হইতে লাগিল। সুজাতা জানিতেন না যে, কাহোড় তাঁহার গর্ভস্থ শিশুকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পুত্রকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া আরও শোকাভিভূতা হইয়া পড়িলেন।

উদ্দালক আশ্রমস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যে অষ্টাবক্র তাহার পিতার জলমগ্ন হইবার কোন বৃত্তান্ত যেন কোনক্রমে শুনিতে না পায়। এই জন্য অষ্টাবক্র সেই দুর্ঘটনার বিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। তিনি মহর্ষি উদ্দালককে পিতা ও তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া গেলে একদিন অষ্টাবক্র মাতামহের ক্রোড়ে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও অষ্টাবক্রের সমবয়স্ক ছিলেন এবং পিতার ক্রোড়ে অষ্টাবক্র বসিয়াছেন দেখিয়া, বালস্বভাবসুলভ ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পিতার ক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিলেন ও বলিলেন, এ তোমার পিতার ক্রোড় নহে, তুমি কেন এ ক্রোড়ে বসিয়াছ। অষ্টাবক্র মাতুলের এই প্রকার দুর্ব্বাক্যে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আমার পিতা কে? এবং তিনি কোথায় রহিয়াছেন?" সুজাতা পুত্রের কথা শুনিয়া অতিশয় শোকাকুলা হইয়া উঠিলেন এবং অষ্টাবক্র কোন প্রকারে প্রকৃত বৃত্তান্তের আভাস পাইয়া থাকিবে ভাবিয়া, কাহোড়ের বিদেহরাজ্যে গমন

ও জলমগ্ন হইবার বৃত্তান্ত যে প্রকার শুনিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

এইরূপে অষ্টাবক্র মাতার নিকট পিতৃ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন। কিন্তু মাতাকে কিছুমাত্র না বলিয়া শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিলেন এবং তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া দুইজনে শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া বিদেহ-নগরে যাত্রা করিলেন।

যখন তাঁহারা বিদেহনগরে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজর্ষি জনক পুরোমার্গে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে অষ্টাবক্রকে দেখিয়া পথিমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে অষ্টাবক্র তাঁহার মাতুলের সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমাদিগকে পথ প্রদান করুন।" জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, পথ কাহার? অষ্টাবক্র বলিলেন—

অন্ধস্ত পন্থা বধিরস্ত পন্থাঃ
স্ত্রিয়ঃপন্থা ভারবাহস্ত পন্থাঃ।
রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেন সমেত্য
সমেত্যাতু ব্রাহ্মণস্থৈব পন্থা ॥

যদি ব্রাহ্মণ পথে উপস্থিত না থাকেন, তবে অগ্রে অন্ধ, পরে স্ত্রী, পরে ভারবাহক, পরে রাজা পথ দিয়া গমন করিবেন। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তিনিই গমন করিবেন।

জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে পথপ্রদান করিলাম, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন।"

অনন্তর অষ্টাবক্র যজ্ঞশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বার-পালকে বলিলেন যে, "আমি যজ্ঞস্থলে বন্দীকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি, আমাকে যজ্ঞশালার পথ প্রদান কর।"

দৌবারিক বলিল, "এই যজ্ঞশালায় বালকের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, কেবল বিচক্ষণ বৃদ্ধগণই এই সভায় প্রবেশ করিতে পারেন। আপনাকে দ্বাদশবর্ষীয় বালকমাত্র দেখিতেছি, আপনাকে কি প্রকারে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতে দিব। আমরা বন্দীর আজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনার ন্যায় বালকদিগকে তিনি প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "যদি বৃদ্ধেরা এই সভায় প্রবেশ করিতে পারেন তবে আমারও এই সভায় যাইবার অধিকার আছে। আমি ব্রতাচরণ ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমাকে বালক-জ্ঞানে তাচ্ছীল্য করিও না।"

দৌবারিক বলিল "আপনি কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছেন, প্রকৃত বিদ্বান্ অতি দুর্ল্লভ। বালকগণ বৃদ্ধের নিকট অধ্যয়ন করিয়াই শাস্ত্রে প্রবীণতা লাভ করিয়া থাকে।" এই কথায় অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

ন তেন স্থবিরো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
বালোঽপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥"
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনো মহান্॥"

কেবল মস্তক পলিত হইলেই কেহ বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত

হইতে পারে না; প্রজ্ঞাবান্ বালককেও দেবগণ বৃদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বয়স বা পলিত বা ঐশ্বর্য্য বা বন্ধু কিছু-তেই লোকে বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, ঋষিগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। যে যে ব্যক্তি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই মহান্।

দ্বারবান অষ্টাবক্রের মুখে এই প্রকার বৃদ্ধের ন্যায় কথাবার্ত্তা শুনিয়া বলিল, "আমি আপনাকে কৌশলে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছি, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।" তৎপর অষ্টাবক্র জনক সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! শুনিতেছি আপনার বন্দী অনেক বিদ্বান্‌কে পরাজয় করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়াছে। আমি অদ্য সেই বন্দীকে বিচারে পরাজয় করিয়া বিজিত পণ্ডিতদিগের ন্যায় তাহাকে জলে নিমজ্জিত করিব। শীঘ্র আমাকে বন্দীর নিকট লইয়া চলুন।"

জনক বলিলেন, "এ পর্য্যন্ত যে যে বিদ্বান্ তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "মহারাজ! তবে বন্দীর এ পর্য্যন্ত আমার ন্যায় কোন পণ্ডিতব্যক্তির সহিত বিচার করিতে হয় নাই। অতএব শীঘ্র আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন, দেখুন অদ্য সভাজন-সমক্ষে বন্দীর কি দুর্দ্দশা করি।"

জনক এই কথায় কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া বলিলেন—

"ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুর্ব্বিংশতি-পর্ব্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরং কবিঃ॥"

"যিনি দ্বাদশ অংশযুক্ত চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বসংযুক্ত এবং ত্রিশত ষষ্টিসংখ্যক অবয়ববিশিষ্ট পদার্থের অর্থ জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। এই এই দ্বাদশাংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশেরই ত্রিশটী অবয়ব শুনিবামাত্র অষ্টাবক্র উত্তর করিলেন,—

"চতুর্ব্বিংশতিপর্ব্বত্বাংবান্নাভি দ্বাদশপ্রধি।
তস্ত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রপাতু সদাগতিঃ ॥"

মহারাজ সেই সদাগতি বর্ষচক্র আপনার মঙ্গল করুন। দ্বাদশ মাস সেই চক্রের দ্বাদশনেমি (ও ত্রিংশৎ দিন সেই নেমির অবয়ব) ও চতুর্ব্বিংশতি পক্ষ তাহার চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব, ত্রিশত-ষষ্টি দিবস তাহার ষষ্ট্যধিক ত্রিশত অর।

এখন প্রকৃতপক্ষেই জনকের সহিত অষ্টাবক্রের শাস্ত্রালাপ আরম্ভ হইল। জনক পুনর্ব্বার বেদবিহিত শ্যেনপাতযোগ বিষয়ে আর একটি প্রশ্ন করিলেন, অষ্টাবক্র তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর প্রদান করিলেন। রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্রের এইরূপ শাস্ত্রনৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন এবং লৌকিক বস্তু সম্বন্ধে তাহার কিদৃশী অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন।

"কিংস্বিৎ সুপ্তন্ন নিমিষতি কিংস্বিজ্জাতনচোপতি।
কস্যচিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্বেগেন বর্দ্ধতে ॥"

" চক্ষু মুদিত না করিয়া কে নিদ্রা যায়? জন্মিয়া কে স্পন্দিত না হয়? কাহার হৃদয় নাই? কে বেগে বৰ্দ্ধিত হয়?

অষ্টাবক্র ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বলিলেন—

"মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং নচোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে॥"

✓ মৎস্য নিদ্রাকালে চক্ষু নিমীলিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, প্রস্তরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্রের এই প্রকার শাস্ত্রনৈপুণ্য ও লৌকিক পদার্থে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণকুমার! আপনি বালক নহেন, আপনি প্রকৃত বৃদ্ধ। আমি কোন বৃদ্ধকেও আপনার ন্যায় বাক্‌পটু দেখি নাই। যদিও বন্দী, বালকগণকে তাঁহার সমক্ষে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, তথাপি আমি আপনাকে পথ প্রদান করিতেছি। আসুন, আমি স্বয়ং আপনাকে বন্দীর নিকট লইয়া যাই।" এই বলিয়া জনক শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্রকে লইয়া বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

অষ্টাবক্র যজ্ঞশালায় রাজপ্রদত্ত স্বর্ণপীঠে উপবেশন করিয়া আরক্তনয়নে বন্দীকে বলিতে লাগিলেন, "বন্দিন্! তুমি আমার পিতাকে বিচারে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে জলে নিমজ্জিত করিয়াছ। এইরূপে শত শত ব্রহ্মহত্যা করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। অদ্য তোমার সেই ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। অদ্য এই সভাসমক্ষে তোমার দর্প চূর্ণ করিব। হয় তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, নচেৎ তুমি প্রশ্ন কর, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি।" সভাগণ বালকের মুখে এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বন্দী বলিলেন—

"এক এবাগ্নি র্বহুধা সমিধ্যতে
এক সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৄণামীশ্বরশ্চৈক এব॥"

এক অগ্নিই বহুপ্রকারে প্রদীপ্ত হন, এক সূর্য্যই এই সমগ্র লোক বিভাসিত করেন, এক বীর ইন্দ্রই শত্রুগণকে হনন করেন, এবং এক যমই পিতৃগণের ঈশ্বর।

অষ্টাবক্র বন্দীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

"দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষি নারদ-পর্ব্বতৌ চ।
দ্বাবাশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপত্নী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা॥"

ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা একত্রে বিচরণ করেন, নারদ ও পর্ব্বত এই দুইজন দেবর্ষি, অশ্বিনীকুমার দুইজন, রথেরও চক্র দুই খানি, এবং জায়া ও পত্নী এই দুই বিধাতা বিধান করিয়াছেন।

এইরূপে বন্দী প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি অযুগ্মসংখ্যক শ্লোকে অযুগ্ম-সংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্রও তদুত্তরে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি যুগ্মসংখ্যক শ্লোকের যুগ্মসংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থসমূহের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরে অষ্টাবক্র দ্বাদশসংখ্যক শ্লোকে দ্বাদশ সংখ্যাবিশিষ্ট পদার্থের বর্ণনা করিলেন। বন্দী ত্রয়োদশসংখ্যক শ্লোকের প্রথম দুই পাদ পাঠ করিলেন,—

"ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা
ত্রয়োদশ-দ্বীপবতী মহী চ।"

ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলিয়া বিখ্যাত। এই পৃথিবীতে ত্রয়োদশ দ্বীপ আছে"—কিন্তু অপর দুই চরণ পূরণ করিতে না পারিয়া অধো-মুখে বসিয়া রহিলেন। অষ্টাবক্র বন্দীকে তদবস্থ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিয়া দিলেন।

"ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী
ত্রয়োদশাদীন্যতি ছন্দাংসি চাহঃ।"

"আত্মা ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আসক্ত থাকেন এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োদশ পরিবন্ধক।"

অষ্টাবক্র এইরূপে ত্রয়োদশ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পূরণ করিলে যজ্ঞশালা তাঁহার প্রশংসাধ্বনিতে পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অষ্টাবক্র কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন "বন্দিন্! আর কেন বৃথা বিলম্ব করিতেছ। শীঘ্র জলমগ্ন হইবার উপক্রম কর, শীঘ্র আমার পিতৃশোকানল নির্বাপিত হউক, ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপের ফল ভোগ না করিয়া তুমি আর কত দিন থাকিবে? শাস্ত্রবাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একের পরাজয় হইবেই হইবে। তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজয় করিয়া গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলে এবং নিরপরাধে শত শত সাধুগণের প্রাণবিনাশ করিয়াছ। তুমি প্রসুপ্ত ব্যাঘ্রকে জাগ্রত করিয়াছ, বিষধর সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। তোমার এই প্রকার পরিণাম হইবে না ত কাহার হইবে? তুমি কোন্ পুণ্য-প্রভাবে

এত দিন আপনার দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ কর নাই, শীঘ্রই ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া লও, এখনই তোমাকে জলে নিমজ্জিত হইতে হইবে।"

বন্দী প্রত্যুত্তর করিলেন, "অষ্টাবক্র! আমি তোমার পাণ্ডিত্য ও বাক্‌পটুতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তুমি অকারণ আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ, আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই ও বোধ হয় ব্রহ্মহত্যা করিতে ত্রিলোকে আমার ন্যায় কেহ ভীত নহেন এবং সেই জন্য যে কথা এ পর্য্যন্ত রাজর্ষি জনক ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহাই তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি—

আমি জলাধিপতি বরুণদেবের পুত্র। আমার পিতা স্বনগরে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন বলিয়া তাঁহার আদেশে যজ্ঞ-শালার শোভার্থ সাদ্বধান ব্রাহ্মণের অন্বেষণে পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছি। নিমজ্জিত ব্রাহ্মণগণ বরুণালয়ে সহজে যাইবে না বলিয়াই এই ছল করিয়াছিলাম। প্রকৃত ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইলে পুণ্যবান্ রাজর্ষি জনক কখনই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না।"

অষ্টাবক্র বলিলেন, "বন্দিন্! তোমাকে ধিক্! তোমার ন্যায় পণ্ডিতের কি বাগাড়ম্বর শোভা পায়, না তোমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত? এখনও অভিমানেই তোমার প্রাণবিনাশ হইল না? আর আমি তোমার সহিত বাক্যব্যয় করিব না।" পরে জনক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রাজর্ষি, বন্দীর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আপনার ইচ্ছাক্রমে কি জলে নিমগ্ন হইতেন?

না বন্দী তাহাদিগকে জলে নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইলে আপনি কি আপনার নিয়োজিত ব্যক্তিগণ বন্দীকে সাহায্য করেন নাই? তবে এখন বিলম্ব করিতেছেন কেন? শীঘ্র বন্দীকে জলে নিমজ্জিত করুন। দেখিতেছেন না, বন্দী আমাকে বালক পাইয়া বাক্য-কৌশলে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন?"

এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া রাজর্ষি জনক বলিলেন, "ব্রাহ্মণকুমার, আপনি বালক নহেন, আপনি বিচারে দেবনন্দন বন্দীকে পরাজয় করিলেন, আপনি যদি বালক, তবে বৃদ্ধ কে? বন্দী আপনাকে বাক্যকৌশলে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন না। ইনি প্রকৃতই বরুণের পুত্র। জলনিমগ্ন হইতে ইঁহার কিছুমাত্র ভয় নাই, বন্দী যাঁহাদিগকে জলে নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা ধনমানে পূজিত হইয়া অদ্যই বরুণালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।"

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে বন্দীর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বিগণ অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়সহ জনকের যজ্ঞশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে অষ্টাবক্র ও বন্দীর উপাখ্যান সমাপ্ত হইলে বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ সত্যবতীকে বলিতে লাগিলেন যে, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রকৃত ব্যাধিদ্বারা তোমাকে নানাবিধ উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তাহার ইঙ্গিত সূচিত উপাখ্যানের মর্ম্ম এই যে, বয়সের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বিদ্যার তারতম্য হইতে পারে না। বয়ঃকনিষ্ঠ যদি কৃতবিদ্য হন, তবে তিনিই সকলের পূজনীয়। বিদ্যা-বিবাদে পরাজিত হইলে পণ্ডিত-গণের তাহাতে অবমাননা নাই। বাস্তবিকই যদি তাহাতে তাঁহা-

দের অপমান হইত, তাহা হইলে বন্দী পরাজিত পণ্ডিতগণকে স্বীয় পিতৃযজ্ঞে প্রেরণ করিয়া কখনই তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিতেন না। অতএব তুমি পরাজিত হইলে বলিয়া লজ্জিত হইও না বা আপনাকে অপমানিত বোধ করিও না। অন্যকে শাস্ত্রবিবাদে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া কাহারই বিদ্যামদে উন্মত্ত হওয়া উচিত নহে। দেখ, অল্পবয়স্ক ঋষিপুত্রের নিকট বয়োবৃদ্ধ দেবনন্দন বন্দীও পরাজিত হইয়াছিলেন। তুমি যেমন আপনার অনুরূপ পতিলাভের প্রয়াসে স্বয়ম্বরের ইচ্ছা করিয়াছিলে, তেমনি তোমার শুভ-দৃষ্টিবশতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদিগের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আর কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন না করিয়া ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান কর। তাহা হইলে তুমি নিজ অনুরূপ পতিলাভ করিয়া চিরসুখিনী হইতে পারিবে।"

বুদ্ধিমতী সত্যবতী পণ্ডিতগণের বাক্যে প্রত্যুত্তর না দিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইঁহার একটী অভিনয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না বলিয়াই একেবারে ইঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। ইনিই বা অভিনয়ের মর্ম্মগ্রহণে কতদূর নিপুণ তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য। আমি ইঙ্গিত দ্বারা যে পূর্ব্বপক্ষ করিব, যদি ইনি তাহার সমর্থন করেন, তবেই ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব। এইরূপ বিবেচনা করিয়া একমাত্র চৈতন্যই এই চরাচর জগতের কারণ, এই অভিপ্রায়ে একটী অঙ্গুলি প্রসারণ করিলেন। কালিদাস অমনি দুইটি অঙ্গুলি বাহির করিয়া দিলেন, নির্ব্বোধের ন্যায় একেবারে নিষ্ক্রিয় বসিয়া রহিলেন না।

এই ঘটনাটি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সত্যবতীর অঙ্গুলিসঙ্কেতের একটা প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক, ইহা মনে করিয়াই তিনি দুইটি অঙ্গুলি সংকেত করিলেন। মনে করিলেন, পণ্ডিতগণ অবশ্যই ইহার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিবেন। অবশ্য তিনি তিন বা ততোধিক অঙ্গুলিসঙ্কেতও করিতে পারিতেন, কিন্তু বিপরীতপক্ষের দ্বিগুণ প্রদর্শনই সর্ববিষয়ে সকলের পক্ষে সাধারণ নিয়ম। কালিদাস দুই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলে অমনি ভট্টাচার্য্যগণ তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিলেন, "ঠিক উত্তর হয়েছে, ঠিক উত্তর হইয়াছে"। একমাত্র পুরুষ এই জগতের কারণ, তুমি এই অভিপ্রায়ে অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়াছ। ইনি তোমার পক্ষ খণ্ডন করিয়া দুই অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, একমাত্র পুরুষ জগতের কারণ নহে। তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া এই সৃষ্টি করিয়াছেন। একমাত্র পুরুষ বা একমাত্র প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না।"

সত্যবতীও দেখিলেন, উত্তর ঠিকই হইয়াছে। সুতরাং তিনি পরাভব স্বীকার করিয়া কালিদাসের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হইলেন। সত্যবতীর মাতাপিতাও কালিদাসের ন্যায় বিদ্বান সুযোগ্য যুবক সত্যবতীর বরস্বরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে মিলিয়াছে দর্শনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। আর সত্যবতীও বোধ হয়, কালিদাসের বাহ্য অবয়ব দর্শনে ও বিদ্যার পরিচয়ে মনে মনে অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন ও নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া পরম প্রীতি অনুভব

করিতেছিলেন। স্বামীর একাধারে তুল্যরূপ ও গুণ অতি দুর্লভ। ভারতচন্দ্রের সুন্দরেও একাধারে রূপ ও গুণের সম্মিলন ছিল। বিদ্যা এইজন্যই এত অস্বাভাবিকভাবে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। ভারত-চন্দ্রের সুন্দর কিরূপ ?

* * * * *

"রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি তেমন আছে ॥
বদন-মণ্ডল, চাঁদ-নিরমল
ঈষদ্ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে যেন কুতূহলে
ভ্রমর পাঁতির দেখা ॥
গৃধিনী-গঞ্জিত মুকুতা-রঞ্জিত
রতিপতি শ্রুতি-মূলে।
ফাঁস জড়াইয়া গুণ গুড়াইয়া
খুলা ভুজ-ধনু ছলে ॥
অধর বিধুর খাইতে মধুর
চঞ্চল খঞ্জন-আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
মদনের শুক পাখি ॥
আজানুলম্বিত
কামের কনক-আশা।

রসের আলয় কপটহৃদয়—
ফণি-মণি পরকাশা ॥
যুবতীর মন সফরি-জীবন
নাভি-সরোবর তার।
ত্রিবলি-বন্ধন দেখয়ে যে জন
তার কি মোচন আর ॥”

বিদ্যাসুন্দর।

কালিদাসের জীবনীর উপরোক্ত বিবাহের বিবরণের সহিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বিবরণের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের বিচার-প্রণালী কিছু পৃথক। প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের নিকট সত্যবতীর পরাভব হইয়াছিল বলিতে হইবে। যে বুদ্ধিমতী বিদুষী রমণী বিচারকালে কালিদাসের উপযুক্ত শিক্ষাভাব ও শাস্ত্রাজ্ঞতা বুঝিতে পারিল না, পণ্ডিতমণ্ডলী ও কালিদাসের চাতুরীর নিকট তাহার পরাভব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

কালিদাসের জীবনীর এই বিবরণ কি ভিন্ন আকারে বিদ্যা-সুন্দরের গল্প হইতে লওয়া হইয়াছে? অথবা বিদ্যাসুন্দরের গল্পের আভাস কি অন্য আকারে কালিদাসের জীবনী হইতে লওয়া হইয়াছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ। কেন না উভয় বিবরণেই কিছু সত্য আছে এইরূপ জনপ্রবাদ।

যথাসময়ে শুভলগ্নে কালিদাস ও সত্যবতীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। উভয়ের মনেই বিভিন্ন প্রকারের আনন্দ। কালিদাসের আনন্দ তাহার অন্নাভাব দূর হইল, অথচ গুণবতী রূপবতী বিদুষী স্ত্রী

মিলিল। আর সত্যবতীর আনন্দ যে এতদিনে সুযোগ্য বর মিলিল। তাহা না হইলে সম্ভবতঃ চিরকুমারী অবস্থাতেই কাল কাটাইতে হইত। কিন্তু উভয়ের ক্ষণিক আনন্দের পরেই ঘোর নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ ইহাই সংসারের নিয়ম। কিন্তু উভয়ের মনে ক্ষণিক আনন্দের ভাব থাকলেও নিঃসন্দেহ ভাবী নিরানন্দের আশঙ্কা ছিল। কালিদাসের প্রকৃত ভয় তিনি অশিক্ষিত, স্ত্রী শিক্ষিতা, কাজেই বিরোধ ও বিচ্ছেদ সম্ভব। সত্যবতীর বৃথা আশঙ্কা তাঁহার স্বামী অগাধ পণ্ডিত। তিনি তাঁহার মনোমত হইবেন কিনা সন্দেহ। কবি কালিদাসের বিবাহ-সম্বন্ধে সেক্সপিয়রের এই বাক্যটী সুন্দর প্রযুজ্য :—

"The ancient saying is no heresy
Hanging and wiving go by destiny"

Shakespeare's Merchant of Veniece.

* মহাকবি সেক্সপিয়ারের ন্যায় কালিদাস বোধ হয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। বিচারকালে সত্যবতী কালিদাসকে অল্পবয়স্ক যুবক বলিয়া উল্লেখ করাই বোধ হয়, ইহার সুন্দর প্রমাণ।

স্বামী-স্ত্রী কালিদাস ও সত্যবতী উভয়েই বাসরঘরে বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কে পূর্ব্বে কথা বলিবে, এই প্রশ্নই উভয়ের মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কালিদাসের ভয় তাঁহার বিদ্যা আচরেই বাহির হইয়া পড়িবে, তখন কি ঘটিবে? সত্যবতীরও কালিদাসের বিদ্যাসম্বন্ধে বোধ হয়, একটু সন্দেহ ছিল। কেন না

বাক্য ব্যতীত ইঙ্গিতে কেবল বিদ্যানির্ণয় করা সহজ নহে।/ যাহা হউক, বাসরঘরে উভয়ে শয়ান আছেন, এমন সময়ে বাহিরে হঠাৎ একটি উষ্ট্র শব্দ করিয়া উঠিল। সত্যবতী কিসের শব্দ হঠাৎ বুঝিতে না পারিয়া একটু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের শব্দ, কে করিতেছে?" কালিদাস বলিলেন "উট্র"। সত্যবতী তাদৃশ পণ্ডিতের মুখে এইরূপ ভ্রষ্ট-উচ্চারণ শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, কি? কে শব্দ করিতেছে?" কালিদাস বলিলেন "উষ্ট"। কালিদাস দ্বিতীয়বারেও বিশুদ্ধপ্রকারে শব্দটি বলিতে পারিলেন না। তখন সত্যবতী সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"।

পরাজিত পণ্ডিতগণ প্রতারণা করিয়া এই ঘোরতর মূর্খের সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়াইয়াছেন বলিয়া, কপালে করাঘাত-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন—

"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা,
তস্মৈ দত্তা বিপুল-নিতম্বা॥"

"বিধাতা যদি রুষ্ট হন তাহা হইলে তিনি কি অনিষ্টই না করিতে পারেন এবং তিনি তুষ্ট হইলেই বা কোন সুমঙ্গল করিতে না পারেন। যে মূর্খ "উষ্ট্র" শব্দ করিতে গিয়া কখনও রকার, কখনও বা ষকারের উচ্চারণ করিতে পারে না, আমি রূপ ও গুণ-সম্পন্না হইয়া এইরূপ মূর্খের হস্তে পতিত হইলাম।"/

"The cat is out of the bag."

গুহ্যকথা বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপ হইবে, কালিদাস জানিতেন। কিন্তু ইহার উপায় নাই, অবশ্য তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এ সম্বন্ধে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। উভয়েরই ক্ষণিক আনন্দের পর ঘোর নিরানন্দ উপস্থিত হইল। সত্যবতী ক্রোধে আত্মহারা হইয়া স্বামী কালিদাসকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন (কেহ কেহ বলেন, পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন)। কালিদাস লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনগমনোদ্দেশে সেই রাত্রিতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আরও মনে করিলেন যে, এ জীবন-যাত্রা সরস্বতী দেবীর নিকট শেষ করিব। উপযুক্ত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে আর লোকালয়ে মুখ দেখাইব না। এইরূপ মনে করিয়া কালিদাস দৃঢ় সংকল্প চিত্তে সরস্বতীর সাধনা-উদ্দেশ্যে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহা কি নির্ব্বোধ (Idiot) ব্যক্তির লক্ষণ? একেবারে গণ্ডমূর্খের এইরূপ ধারণা কখনই হইতে পারে না। ইহা ঘোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ী, ধর্ম্ম ও ভক্তিশীল ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিচায়ক। সাধনায় অনুরূপ সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কালিদাস যেরূপ সাধনা করিয়াছিলেন, পরিণামে তদ্রূপই সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার সুপারণয়ের সুফল নিশ্চিত। স্বামী-স্ত্রীর একের হৃদয়ের ভাব তাড়িতের ন্যায় অন্যের হৃদয়-তন্ত্রীতে কার্য্য করে। এস্থলে বিদুষী সত্যবতীর বিদ্যা ও জ্ঞানস্পৃহা এবং আসক্তি তাড়িতের ন্যায় বিদ্যা-

হীন কালিদাসের হৃদয়-যন্ত্রে কার্য্য করিতে লাগিল। সুপরিণয়ের সুফল-সম্বন্ধে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ কোন কবি লিখিয়াছেন—

"সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
থ—মন্দাকিনী নিদান
মানব-মানবীদ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়,
করিবার বিশুদ্ধ বিধান।" দীনবন্ধু মিত্র

কালিদাস নিবিড় অরণ্যে নিরুদ্দেশ। এদিকে জ্ঞানবতী সত্যবতী স্বকৃত গর্হিত-কর্ম্মের জন্য বড়ই অনুতপ্তা হইলেন। স্বামী বিদ্যাহীন বা নিতান্ত অশিক্ষিত হইলেও স্ত্রীর পক্ষে পরমগুরু ও দেবতা। রাগের ভরে তাঁহাকে এইরূপ ভাবে তাড়াইয়া দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। ইহা তাঁহার এখন ক্রোধ প্রশমিত হওয়ায় হৃদয়ঙ্গম হইল।

"পড়িয়াছে সত্যবতী ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
বসন-ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশীকলা যেমন পড়ে ভূমিতলে॥"
গিরীশচন্দ্র বেদরত্নের কালিদাস।

সত্যবতীর বিলাপ প্রকৃত জ্ঞানময়ী রমণীর উপযুক্ত।

"ধ্রুবমহং সরসীকৃত যোনিনা
বিরচিতা শতকোটি শয্যাধিনা।
অকৃত-পুরুষীদৃশকর্ম্মকৈঃ
হৃদয়ভঙ্গ-কৃতং কথমন্যথা॥"

"হায়! বিধাতা নিশ্চয়ই আমাকে কুলিশের উপাদানে নির্ম্মিত করিয়াছেন, নতুবা ঈদৃশ অকৃতপূর্ব্ব হৃদয়বিদারক কার্য্য কিরূপে করিলাম।"

"অহমিদং রচিতাঞ্জলিরর্থয়ে।
শাসন সংহর মাং তব সন্নিধৌ॥
ন গুরুশোক-ভরোদ্বহন-ক্ষমা।
সকল-দুঃখসুদস্বদৃতেঽস্তি কঃ॥"

"হে কৃতান্ত! তুমি ব্যতীত সর্ব্বদুঃখসংহারক আর কে আছে? আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমাকে সংহার কর, আমি এই গুরুতর দুঃখভার বহন করিতে পারিতেছি না।"

সত্যবতী অতি শিক্ষিতা জ্ঞানবতী রমণী হইয়া এখন এরূপ বিলাপ করিলেন কেন? রমণীর প্রাণ বড় কোমল। সত্যবতী কলহান্তরিতা রমণী। কাজেই তাঁহার এইরূপ বিলাপ। কবিবর ভারতচন্দ্র কলহান্তরিতা রমণীর লক্ষণ বড় সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন—

"কলহে খেদায়া পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
কবিগণে বলে তারে কলহান্তরিতা॥
ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান, কৈনু তারে অপমান,
এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ভৃঙ্গ-অলিকুল,
সাযালিয এই শূল কার পানে চাহিয়া॥

কাতর হইয়া অতি বিস্তর করিয়া নতি
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম ফলিল তাহার ধর্ম্ম
মরুক এমত মর্ম্ম, দুঃখে যাই মরিয়া॥"

(ভারতচন্দ্র)

সত্যবতীর পিতামাতা নিরুদ্দিষ্ট জামাতা কালিদাসের অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং লোক প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ আদরের ও গৌরবের কন্যার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। হয়ত মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার পতিকে বলিয়াছিলেন—

"ঘরেতে যুবতী মেয়ে; কত জ্বালা মায়।
কোথায় জামাতা তার নাহি সমাচার॥
পতি ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে।
কেমনে জীবিতনাথ ভাত উঠে গালে॥
অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল।
কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতি-কুল॥"

দীনবন্ধু মিত্রকৃত সুরধুনী কাব্য।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কালিদাস নিরুদ্দেশ রহিলেন। এই সময় হয়ত জ্ঞানবতী সত্যবতী দিবানিশি অনুতপ্তহৃদয়ে ভাবিতেছিলেন।

"প্রমদা পরমগুরু পতি-মহাজন।
সেবিব তাঁহার পদ করি প্রাণপণ॥" দীনবন্ধু মিত্র

কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। হয়ত বা প্রিয়সখীকে সম্বোধন করিয়া পতি, পারাবার-বিরহ-বিধুরা ভাগীরথীর ন্যায় বলিতেছেন—

"দেশান্তরে বসিলেন পতি.........।
দেখা তাঁর দূরে থাক নাহি সমাচার॥
আমি অতি মন্দমতি কঠিন অন্তর।
তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর॥
তাই সখি এতদিন ভুলে আছি কান্ত।
সতীর সর্ব্বস্ব নিধি, চন্দ্র নিতান্ত॥" সুরধুনী কাব্য।

এদিকে কালিদাস বনে বনে সরস্বতীর মূর্ত্তি মনে মনে ধ্যানকরতঃ চতুর্দ্দিকে সরস্বতী দেবীকে খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি একদিন নিশীথকালে এক কুটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, কুটীরমধ্য হইতে কোন যোগীপুরুষ দ্বারা সরস্বতী-সাধনার বীজমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। মন্ত্রটি তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাল্যকালে দেবী সরস্বতী-সাধনার সেই বীজমন্ত্রটি শিক্ষা দিয়াছিলেন। কালিদাসের পূর্ব্ব পুণ্য-প্রভাবে সেই বনের কোন স্থানে এক রজঃস্বলা চণ্ডালিনীর মৃতদেহ ছিল। সে কিছুদিন পূর্ব্বে উদ্বন্ধনে তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই দিন আবার অমানিশার ঘোর অন্ধকার ছিল। সৌভাগ্যশালী কালিদাস অজ্ঞাতসারে সেই

চণ্ডালিনীর শবের উপর পদ্মাসনে বসিয়া আন্তরিক দৃঢ়তাসহকারে দেবী সরস্বতীর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই বীজমন্ত্রটি এইরূপ—

"ওঁ ঐঁ হ স ক, হঃ লহ্রীং বাসিনাদি-

অষ্টনায়িকা সহবাগ্‌বাদিন্যৈ নমঃ।"

পরে সেই অমানিশা প্রভাত হইলে যখন পূর্ব্বদিক অরুণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন দেবী সরস্বতী নিজ মূর্ত্তিতে কালিদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কালিদাস চক্ষু উন্মীলন করিয়াই মূর্ত্তিমতী ভগবতী সরস্বতীকে আহ্লাদ-প্রফুল্লিত-মনে ও আনন্দাশ্রু-বিগলিত-চক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিদ্যা-বর প্রার্থনা করিলেন। দেবী সরস্বতী সহাস্যবদনে "তথাস্তু" বলিয়া নিকটস্থ কুণ্ডে কালিদাসকে ডুব দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা তুলিতে বলিলেন। কালিদাস ডুব দিয়া যাহা পাইলেন, তাহা তুলিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কি তুলিলে?" কালিদাস উত্তর করিলেন "পাঁক"।

দেবী। আবার ডুব দাও।

কালিদাস আবার ডুব দিয়া উঠিলেন।

দেবী। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তুলিলে"?

কালিদাস। "পঙ্ক"।

তৎপরে দেবীর আদেশানুযায়ী পুনর্ব্বার ডুব দিয়া একটি পদ্ম তুলিয়া লইলেন। তখন দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি তুলিলে?" কালিদাস বলিলেন "পঙ্কজ"।

দেবী বলিলেন "তুমি পুনর্ব্বার ডুব দিয়া আইস।"

এই কথার পর যখন কালিদাস ডুব দিয়া উক্ত পঙ্কজত্রয় লইয়া আসিতেছিলেন, তখন কালিদাসের মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইতে লাগিল। যথা—

"তরুণ-সকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভরনমিতাঙ্গী সান্নিষণ্ণাসিতাব্জঃ॥
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ।
সকল-বিভবসিদ্ধৈঃ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥"

কালিদাস এই স্তব পাঠ করিতে করিতে যখন পদ্ম তিনটি লইয়া ভগবতীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে নিম্ন কবিতাটি নিঃসৃত হইল।

"পদ্মমিদং মম দক্ষিণ হস্তে।
বামকরে লসদুৎপলমেকং॥
ব্রূহি কিমিচ্ছসি পঙ্কজনেত্রে।
কর্কশ নালম্ বাকর্কশ নালম্!"

"আমার দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম ও বামহস্তে একটি প্রস্ফুটিত উৎপল, হে পঙ্কজনেত্রে আপনি কোনটি ইচ্ছা করেন? এই কণ্টকিত নাল না অকণ্টক-নাল-উৎপল? দেবী বলিলেন "বৎস! তোমার যাহা ইচ্ছা, আমারও তাহাই ইচ্ছা।"

তখন কালিদাস আন্তরিক ভক্তিভরে অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রথমে দেবীর বামচরণে অকণ্টক নালপদ্ম অর্পণ করিয়া পরে দক্ষিণ চরণে কর্কশ-নাল উৎপল প্রদান করিলেন।

দেবী তুষ্টা হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—

"বৎস বরং বৃণু"

বৎস বর প্রার্থনা কর।

কালিদাস তখন অশিক্ষিত নহেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন *—

"মাতঃ মহাবিদ্যাং মহ্যং দেহি।"

মাতঃ! আমাকে মহাবিদ্যা দান করুন।

দেবী কহিলেন "বৎস, আমিই মহাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোমার সঙ্কল্প সাধন করিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে তোমায় দান করিলাম। অদ্য হইতে আমি তোমার জিহ্বাগ্রে বাস করিব। যখন তুমি ইচ্ছা করিবে, তখন আমার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষও দর্শন করিতে পারিবে। কিন্তু বৎস কালিদাস! তুমি আমাকে পঙ্কজ-নেত্রা বলিয়া অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। আরাধ্যা দেবীর চরণ হইতে বর্ণনা করাই সাধকের কর্ত্তব্য, আর সামান্য নায়িকার বদন-কমল হইতে বর্ণন করা সঙ্গত। তুমি অগ্রে আমার চক্ষু বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতেই মুখের বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব তুমি সামান্য বনিতা ও গণিকার আসক্তিতে জীবন শেষ করিবে এবং গণিকা-হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে।"

দেবীর শেষোক্ত বাক্যে কালিদাস বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। দেবী তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস! দুঃখিত হইও না, সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। নিয়তির ফল অনিবার্য্য"।

এইরূপ বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে কালিদাস দুঃখ-হর্ষ-পূর্ণ হৃদয়ে শ্বশুরালয়াভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপ গল্প প্রধানতঃ নবদ্বীপ-নিবাসী গিরীশচন্দ্র বেদরত্ন ভট্টাচার্য্যের কালিদাসের জীবন-বৃত্তান্ত নামক উপন্যাসাকারে লিখিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

এই গল্পের মূল কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কালিদাস স্বয়ং এই বিবরণের কিছুই লিখিয়া যান নাই। এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী বোধ হয় কেহ ছিল না। কালিদাস তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থেই এই ঘটনার কোন আভাস দেন নাই। কাজেই এই অলৌকিক বিবরণ বিশ্বাস না করিলে এই মনে করা যাইতে পারে যে, বিজন বনে কোন যোগ-সিদ্ধ কৃতবিদ্য মহাপুরুষের নিকট ধর্ম্ম ও ভক্তিযুক্ত প্রাণে সারস্বত-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কালিদাস যথাসময়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইল। এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে সকলেই একান্ত মুগ্ধ ও প্রীত হইল। আর তাঁহার বিদ্যাভিমানিনী সহধর্ম্মিণী সত্যবতী সলজ্জবদনে আনন্দ-প্লাবিত হৃদয়ে তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। দম্পতীর এখন বিমল আনন্দ উপস্থিত। এইরূপ অসম্ভাবিত সুখের মিলন বড়ই মধুর। রূপবতী সত্যবতীর এখন কিরূপ মনোভাব? যেন—

"পতির সুহাসে সতী মনে হাসে
ভাবনা প্রকাশে মুখে।
ভাবিয়া নাগর প্রণয়-সাগর
ভাসিছে অশেষ সুখে।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্রবাদ এই যে, এই সময় প্রথম স্ত্রী-সম্ভাষণে কালিদাস বলিয়াছিলেন "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ"। পরে স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থ এই বাক্যের এক একটি শব্দ দ্বারা আরম্ভ করিয়া এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা "অস্তি" শব্দ দিয়া কুমারসম্ভব, "কশ্চিৎ" শব্দ দিয়া "মেঘদূত" এবং "বাক্" শব্দযোগে রঘুবংশ ইত্যাদি। আর "বিশেষ" শব্দযোগে কোন গ্রন্থারম্ভ হইয়া থাকিলে অদ্যাপিও তাহা লোকসমাজে প্রচারিত হয় নাই।

তৎপরে কালিদাস মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে লইয়া সস্ত্রীক উজ্জয়িনীতে বাস করিতে থাকেন। কালিদাসের এইরূপ অভাবনীয় প্রীতিকর অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার মাতার যে কতই আনন্দ হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে না।

অতি অল্পকাল মধ্যেই কালিদাসের যশঃ ও গৌরব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সেই অতীত গৌরব ও যশঃ অদ্যাপিও জগতে বর্ত্তমান। বহু বর্ষ অতীত হইল, কালিদাস এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত হইয়া কালের অতল গর্ভে বিলীন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যশঃ-সৌরভ অদ্যাপিও চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিকীরণ করিতেছে। বোধ হয় যুগ-যুগান্তরেও ইহার আর বিলোপ হইবে না। সেই

বিশ্বব্যাপী যশের সঙ্গে সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের অমূল্য প্রাণ যেন এই মর্ত্ত্য-জগতে অদ্যাপিও সতত বিচরণ করিয়া সকলকে সঞ্জীবনী-সুধা পান করাইতেছে। যশের এমনি মহিমা যে, যশস্বী ব্যক্তির প্রাণ যেন চিরকাল এই মর্ত্তভূমে জীবিত রহিয়া যায়। আমাদের কোন কবি লিখিয়াছেন—

"শূন্য জল জলপথে জলে লোক স্মরে ;
দেবশূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা, ভস্মের রাশি ঢালে বৈশ্বানরে।
সেইরূপ, ধড় যবে পড়ে কালগ্রাসে
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে,
কুযশে নরকে যেন সুযশে আকাশ !"

মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

কালিদাসের যশঃ-প্রভায় বিশ্ববাসী সকলে মুগ্ধ হইল। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে সভা-পণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিলেন। এই বিক্রমাদিত্য রাজা সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কলহ-ফলে পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়াছিলেন। এবং তাঁহার নাম-অনুসারেই তিনি যে প্রদেশে আসিয়াছিলেন তাহার নাম "বিক্রমপুর" হয়।

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রধান ৯ জন সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে "নবরত্ন" বলা হইত।

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতে সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য" ॥

অর্থাৎ ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। এই নয় জন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন ছিলেন। বাস্তবিক বিদ্যা-সম্পদে ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই এক একটি রত্নস্বরূপ ছিলেন, তন্মধ্যে কালিদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের স্থান ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

নবরত্নের নয় জন পণ্ডিতই সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাবান ছিলেন। ধন্বন্তরি চিকিৎসাশাস্ত্রে, বরাহমিহির জ্যোতিষে, ঘটকর্পর দর্শনে, কালিদাস কাব্যে, অমরসিংহ শব্দ-বিচারে এবং বররুচি ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নবরত্নের অন্যান্য পণ্ডিতগণ কালিদাসকে যথেষ্ট হিংসা-দ্বেষ করিতেন। কিন্তু পরিশেষে সকলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ঘটকর্পর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াই এই শ্লোকটি রচনা করেন—

"পুষ্পেষু জাতী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুর্নদীষু গঙ্গা।
নৃপতিষু রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ ॥"

কালিদাস উজ্জয়িনী রাজসভায় অতি সম্মানের সহিত অবস্থান করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রীতি-সম্পাদন ও নবরত্ন সভার গৌরব উজ্জ্বলতর করিলেন। সেই সময় নাটকাদি অভিনয়ের প্রথা ছিল। কালিদাস-প্রণীত নাটক উজ্জয়িনীর রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের তত্ত্বাবধানে অতি আদরের

সহিত অভিনীত হইত। কালিদাস-রচিত শকুন্তলা নাটকই তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

কালিদাসের অর্থের কোন অভাব ছিল না, সকলেই তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন। অযাচিত-ভাবে জলস্রোতের ন্যায় প্রচুর অর্থ তাঁহার নিকট নিয়ত উপস্থিত হইত। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার কবিত্বে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁহার অক্ষয়-ভাণ্ডার হইতে নিয়ত অজস্র অর্থ কালিদাসকে বিতরণ করিতেন। এমন কি কখন কখন বিস্তৃত ভূখণ্ডও তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

কালিদাস অতি বদান্য ছিলেন। তিনি অর্থহীন দীন-দরিদ্র-দিগকে অকাতরে ও অযাচিতভাবে যথেষ্ট অর্থ দান করিতেন। এমন কি কোন সময় তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থই দান করিয়া ফেলিতেন যে, তাঁহার নিজ সংসারের নিত্য আবশ্যকীয় ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য অর্থাভাব হইয়া পড়িত।

কালিদাসের একটিমাত্র পুত্রসন্তান ছিল। তদ্ব্যতীত অন্য কোন সন্তান ছিল বলিয়া জানা যায় না। কালিদাস স্বয়ং পুত্রটিকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তথাপি পুত্রটি পিতার উপযুক্ত পুত্র হইতে পারে নাই। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, বিধিলিপি সেরূপ নহে। স্বভাবিক প্রতিভা লইয়া যাহার জন্ম, সেই প্রতিভাশালী হইবে, অন্যে হইবে কি প্রকারে? শত শিক্ষা এবং চেষ্টায়ও স্বাভাবিক প্রতিভাশূন্য ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইতে পারিবে না।

কালিদাস যে কেবল সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। তিনি বিশেষ রাজনীতিবিশারদও ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপদেশ লইয়া অনেক সময় রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেন। কালিদাস অতিশয় সুরসিক, কিন্তু কিছু লম্পট প্রকৃতির লোক ছিলেন। এইজন্যই বাক্‌দেবীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথানুযায়ী বেশ্যালয়ে গণিকার অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অমূল্য প্রাণ বহির্গত হয়। ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজা বিক্রমাদিত্যের লক্ষহীরা নাম্নী এক সুন্দরী রাজকীয় বারবনিতা ছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য নিয়ত তাহার আলয়ে যাতায়াত করিতেন। কালিদাসও রাজার অনুবর্ত্তী হইয়া তথায় যাতায়াত করিতেন। পরিশেষে রাজা বিক্রমাদিত্য এ বিষয় জানিতে পারিয়া লক্ষহীরাকে বলিলেন যে, কালিদাসের ছিন্নমুণ্ড দর্শাইলে তাহাকে বিপুল অর্থ দেওয়া হইবে। অর্থলোভী সামান্য বনিতার অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কিছুই নাই। এই পিশাচিনী কালিদাসকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্নমুণ্ড বিক্রমাদিত্যকে দেখাইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিল। শিক্ষিত ও জ্ঞানী রাজা বিক্রমাদিত্যের এই জিঘাংসা-বৃত্তি অতি নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তুচ্ছ রমণীর মোহে জ্ঞানী ব্যক্তিরও জ্ঞানলোপ হয় এবং সামান্য বনিতারও ধনলোভে সংজ্ঞান লোপ পায়। লক্ষহীরা সামান্য বনিতা, এই জন্য সে এরূপ নৃশংস কাণ্ড করিতে পারিয়াছিল। কবি ভারতচন্দ্র সামান্য বনিতার লক্ষণ বড় সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন—

"ধন-লোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্য বণিতা তারে কবিলোকে বলে॥
স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে, পরকীয়া প্রীতি-রসে
অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেই লো।
আমার যৌবন-ধন ভোগ করে যেই জন
মনে বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥
যখন যে ধন চাই সেই ক্ষণে যদি পাই
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি নাগর মিলাবে আনি
আপনার মর্ম্ম-কথা কয়্যা দিনু এই লো॥"

ভারতচন্দ্র

অসীম প্রতিভাশালী কবি কালিদাস অতি কষ্টে দৃঢ় অধ্যবসায়ে সুখের সংসার গড়িয়াছিলেন। অতি অল্পকালেই তাহা শ্মশানে পরিণত হইল। আমাদের প্রত্যেকের উৎসবপূর্ণ আলয়ও সেই-রূপ সময়ানুসারে একদিন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তাই কবি বলিয়াছেন—

"কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়
নন্দিনী-নন্দনরূপ ইষ্ট-পুষ্পময়
আজি পূর্ণ কলরবে অচিরে নীরব হবে,
শকুনি বায়স কিম্বা পেচক-আশ্রয়
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত অস্থিময়।"

হেমচন্দ্র মিত্র

কিন্তু সেই শ্মশানসদৃশ ভস্মীভূত সংসারে কিছুই কি থাকিবে না? যাঁহার সংসার যশঃ-প্রভায় উজ্জ্বল ছিল—যিনি প্রতিভা দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সংসার ও তিনি স্বয়ং সময়ে বা অসময়ে ভস্মীভূত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইলেও তাঁহার যশঃ-প্রভা ও কীর্ত্তির নিশান চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। কালিদাস ভস্মীভূত হইয়াছেন, তাঁহার সুখের সংসার শ্মশান হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম রহিয়াছে, তাঁহার যশের আলো জ্বলিতেছে এবং তাঁহার কীর্ত্তির ধ্বজা এখনও বহিয়াছে ও চিরকাল থাকিবে। উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির নিশান উড্ডীন না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

ইংলণ্ডের সুকবি ও নাট্যকার মার্লোও (Marlowe) আমাদের কবি কালিদাসের ন্যায় বারবণিতালয়ে নিহত হইয়াছিলেন। তৎসাময়িক কোন কবি তৎসম্বন্ধে এইরূপ কবিতা লিখিয়াছেন :—

"Our theatre hath lost, Pluto hath got
A trageo penman for a dreary plot."

কিন্তু কালিদাসের শোচনীয় মৃত্যু-সম্বন্ধে তৎসাময়িক কোন কবি কোন কবিতা লিখিয়া যাইলে তাহা বড়ই আদরের জিনিস হইত।

কালিদাসের জীবন-বিবরণে প্রতীয়মান হয়, তাঁহার জীবনের প্রতি আদৌ মায়া ছিল না। তাঁহার অদম্য সাহস ছিল সত্য; কিন্তু তিনি জীবনকে তুচ্ছও করিতেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে, নিবিড় অরণ্যে ঘুরিয়াছেন,—জীবন উন্নত করিয়া সংসারে শ্রেষ্ঠভাবে সুখ-

স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য, জীবনকে তুচ্ছ ভাবিয়া আত্মহত্যার কখনও চেষ্টা করেন নাই। প্রাণের মমতা করিতে নাই, প্রাণকে ঘৃণা করাও অকর্ত্তব্য। ইহাই প্রকৃত পুরুষত্ব ও সংসারে সুখে বাস করিবার প্রধান পরিপন্থী; কালিদাস এই নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার কর্ম্মজীবন সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় হইয়াছিল। কোন মনীষি ইংরেজ-কবিও বলিয়াছেন—

"Nor love thy life, nor hate, but what than livest
Live well, how long or short, permit to heaven"

Wordsworth



(২)

কালিদাস-সম্বন্ধে কিম্বদন্তী

যুগ-যুগান্তরের অতীত প্রতিভা-জীবনের গুহ্য-কাহিনী জানিবার জন্য আমাদের চিত্ত এত উৎসুক হয় কেন? পুরাতন বীরের, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর এবং জ্ঞানবীরদিগের জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার জন্যই আমাদের এত আগ্রহ কেন? বিশেষতঃ স্বদেশীয় আদর্শ-নিহিত বীরদিগের চরিত্র জানিবার জন্যই আমাদের এত ঔৎসুক্য কেন? আমরা কি কেবল পরের ঘরের কথা জানিয়া স্বাভাবিক আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অতীত চরিত্র-কাহিনী অবগত হইতে উদগ্রীব? ইহা জানিতে চাহিলেও সম্পূর্ণ জানিতে পারি কই? প্রকৃত সত্য কোথায়? আমরা কেবল এদিক সেদিক অনুমান করিতে পারি। সে অনুমানও যে সম্পূর্ণ সত্য কে বলিতে পারে। বর্ত্তমান কালের কত সাধারণ চরিত্র-সম্বন্ধেও আমাদের বিভিন্ন প্রকারের কত ভ্রম দৃষ্ট হয়। কিন্তু তথাপিও আমাদের লোক-চরিত্র জানিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা অতি বলবতী। অতীতকালের লোক-চরিত্র জানিবার ইচ্ছা আরও প্রবল। ইহার কারণ কি? কেবল পরের কথা জানার জন্য—আমোদ উপভোগ করার জন্য এরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ হইতে পারে না কেন না, আমরা বিভিন্ন প্রকারের আমোদ নিরত

উপভোগ করিয়া থাকি ও করি। এই আন্তরিক ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্য আমাদের স্বাভাবিক চরিত্রগত ও মজ্জাগত, ইহারই বা কারণ কি?

মানব অসম্পূর্ণ কাজেই নিয়ত অসুখী বা সম্পূর্ণ সুখী নহে। সুতরাং মানবের প্রতিনিয়ত সম্পূর্ণ হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা, সুখী হওয়ার ইচ্ছা বা সম্পূর্ণ সুখী হওয়ার আশা সদা-সর্ব্বদা রাবণের চিতাগ্নির ন্যায় বর্ত্তমান। এতদ্রূপ উচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। ইহা সেই পূর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তারই সৃষ্টি। অসম্পূর্ণ মানব কেন পূর্ণ হইতে চেষ্টা করিবে না? অসুখী জীব কেন সুখী হইতে প্রয়াস পাইবে না? শান্তিহীন নর কেন পরম শান্তি-লাভ করিবার উদ্যম করিবে না? সেই উচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা হইতেই লোক-চরিত্র জানিবার ইচ্ছা। সেই উচ্চ আশা হইতেই প্রতিভা-সম্পন্ন বীর-চরিত্র জানিবার অভিলাষ এবং সেই উচ্চ অভিলাষ হইতেই স্বদেশী বীর-চরিত্র জানিবার জন্য ঐকান্তিক ব্যগ্রতা। কেন না স্বদেশী চরিত্র-কাহিনী অধিকতর কার্য্যকর। পূর্ণব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তার ইহা সৃষ্টি-প্রহেলিকা। তিনি এই প্রহেলিকা দ্বারা তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্ট জীবকে তাঁহার পূর্ণ সত্তার দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল জীব তাঁহার পূর্ণত্ব, প্রভুত্ব ও বিধান-কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিতে নিতান্ত অক্ষম। কাজেই আমরা অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল মানব স্বভাবতঃ এদিক ওদিক খুঁজিয়া দেখি কোথাও কিছু পাই কি না; যাহাতে পূর্ণ হইতে পারি, যাহাতে উন্নত, সুখী ও সবল হইতে পারি। প্রতিভা চরিত্র অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ

শিক্ষাপ্রদ। কেন না তাহাদের চরিত্র কিছু পূর্ণ চরিত্রের নিকটবর্ত্তী।

প্রতিভাবান ব্যক্তি সাধারণ মানব হইতে স্বতন্ত্র ও উচ্চ। তাহাদের গভীর চরিত্রের সমস্ত জানিবার উপায় নাই, সম্ভাবনাও অতি কম। বহু চেষ্টা করিয়াও মহাকবি সেক্সপিয়রের ও গেটের সম্পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত কেহ অবগত হইতে পারে নাই। মানব-চরিত্র সাধারণতঃ জানাও কঠিন। কেন না কবিই বলিয়াছেন :—

"ভাবে এক বলে আর কাজে করে অন্য।
বাহিরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য॥"

দীনবন্ধু মিত্র।

তবে প্রতিভাবান ব্যক্তি-সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিম্বদন্তী বা জনপ্রবাদ থাকে। কেন না সর্ব্বসাধারণে সদা-সর্ব্বদা তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করে। সেই আলোচনা হইতেই কিম্বদন্তীর সৃষ্টি এবং উহা লোকের মুখে-মুখে পুরুষ-পরম্পরায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহার মূলে যে কিছু সত্যতা আছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন জনপ্রবাদে সত্য কিছুই নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ কথা। যে প্রবাদের কিছুমাত্র সত্য নাই তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল হইতে পারে না। সত্য চিরস্থায়ী, অসত্য অচিরস্থায়ী। জনপ্রবাদগুলি সত্য-মিথ্যা জড়িত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল প্রচলিত জনপ্রবাদগুলির ভিতর যে অধিকাংশ প্রকৃত বা সত্য ঘটনা নিহিত আছে তাহা

অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কেননা, তাহা না হইলে সেই জন-প্রবাদগুলি এত দীর্ঘকাল যাবৎ সর্ব্বত্র এত সুপ্রচলিত থাকিতে পারিত না। দীর্ঘকাল প্রচলিত জন-শ্রুতিগুলি ব্যক্তিগত জীবনী ও চরিত্রের আভাস প্রদান করে। আমাদের কবি কালিদাস-সম্বন্ধেও এইরূপ বহুবিধ সুদীর্ঘকাল প্রচলিত অনেক কিম্বদন্তী বা জনপ্রবাদ সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। তদ্দ্বারা প্রতিভাবীর কালি-দাসের জীবনীর ও মহৎ চরিত্রের অনেক আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং সেই সব সর্ব্বসাধারণ প্রচলিত কিম্বদন্তীসমূহের কতক উল্লেখ ও আলোচনা করা অসঙ্গত নহে।

১। প্রত্যহ সকালে নিত্য-নৈমিত্তিক স্নানাহ্নিক করিয়া কালি-দাস রাজসভায় যাইতেন। একদা তিনি এইরূপ সকালে রাজসভায় যাইতেছেন, তখন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা বলিলেন "ঘরে চাউল নাই, শীঘ্র বাড়ী ফিরিও। তুমি টাকা আনিলে চাউল খরিদ হবে।"

কি আশ্চর্য্য কথা! বিপুল অর্থশালী রাজা বিক্রমাদিত্যের নব-রত্ন সভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কালিদাসের গৃহে অর্থাভাবে তণ্ডুলাভাব! যে কালিদাস ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা বিবাহে প্রভূত অর্থসম্পত্তি পাইয়াছিলেন, সেই কালিদাসের আলয়ে আজ তণ্ডুলাভাবে হাঁড়ী চড়িতেছে না; ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে বা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, কালিদাস অতি বদান্য ছিলেন। যাহা কিছু অর্থসম্পত্তি উপার্জ্জন করিতেন, তাহা অকাতরে দান করিতেন। বোধ হয় তিনি কিছু অমিতব্যয়ীও ছিলেন। চরিত্রদোষ থাকায় বোধ হয় অসদ্ব্যয়ীও ছিলেন। এই সব

কারণে কোনও সময় এইরূপ অবস্থাও হইত যে, আধুনিক সাধারণ পণ্ডিতের ন্যায় তাঁহার গৃহে আহারের সংস্থান থাকিত না।

যাহা হউক, পণ্ডিতপ্রবর কালিদাস মাতাকে কিছু প্রত্যুত্তর না দিয়া ক্ষুণ্ণমনে মস্তকস্থিত টীকপ্রদেশে হস্তার্পণ করিতে করিতে নামাবলী গায়ে রাজসভাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বোধ হয়, এই রূপই তাঁহার পারিবারিক নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তিনি বিমর্ষবদনে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অন্যমনস্কভাবে যথাস্থানে বসিয়া রহিলেন। সে দিন আর শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কের প্রত্যুত্তর বা মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বলিলেন—

"কালিদাস আজি তোমার কি হইয়াছে। তুমি এত অন্য-মনস্ক কেন?"

কালিদাস। "মহারাজ, অন্নচিন্তা চমৎকারা—কাতরে কবিতা কুতঃ।"

রাজা বিক্রমাদিত্য বুঝিলেন যে, কালিদাসের অর্থাভাব হইয়াছে। তিনি কালিদাসের চরিত্র বিশেষরূপেই জানিতেন, সুতরাং তিনি সেদিন স্বীয় কোষাগার হইতে কালিদাসকে যথেষ্ট অর্থ দিবার আদেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ সভাভঙ্গ করিলেন।

অমিতব্যয়ী পণ্ডিতচূড়ামণি রাজপ্রদত্ত অর্থ লইয়া হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কথাটি অতি প্রকৃত। যাহার ঘরে খাবার নাই, সে কি প্রকারে কবিতা বলিবে? কবিতা বলিতে তাহার মনও উঠিবে না, কবিতা বলিতে পারিবে না। অর্থাভাব-চিন্তা সদাসর্বদা মন

তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। কালিদাস এই সময় যে ভাবে অর্থা-ভাব জানাইলেন, যে প্রকারে অর্থলাভ করিলেন তাহা অনন্য-সাধারণ। অর্থ-ভিক্ষার প্রণালী বিবিধ। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) তাঁহার ভিক্ষুক (Beggers) নামধেয় কবিতায় কত প্রকারের ভিক্ষুকের বর্ণনা করিয়াছেন। সকল প্রকারের ভিক্ষুকেই কৃতকার্য্য হয় না। অনেক পণ্ডিতই ভিক্ষাব্যবসায়ী। কিন্তু সকল পণ্ডিত ভিক্ষাবৃত্তির প্রণালী-দোষে সফলকাম হন না। যিনি ভিক্ষাপ্রণালীতে বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদর্শন করিতে পারেন বা লোকের চিত্ত দ্রব করিতে পারেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইবেন। কালিদাস এইরূপে বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদর্শনে ভিক্ষায় সহজে সফলকাম হইলেন, অথচ তাঁহার প্রণালী সুন্দর। ইহাকে স্পষ্টতঃ ভিক্ষাও বলা যায় না। ইহা কি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় নহে ?

২। একদা এক রাক্ষসী আসিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় উপ-স্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ, আমার একটি সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে হইবে, নতুবা আমি সকলকে ভক্ষণ করিব।

রাজা। কি সমস্যা ?

রাক্ষসী। "ভয়ষ্টং" এই পদটি পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

রাজা। এক সপ্তাহ সময় মধ্যে পদ-পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। সপ্তাহ সময় চাই।

রাক্ষসী। "তাহাই হউক, আমি সপ্তাহ পরে আসিব।"

এই বলিয়া রাক্ষসী যথাস্থানে চলিয়া গেলে নবরত্ন সভার পণ্ডিত-

গণ সমস্যা পূরণ করিতে বসিলেন, কেহই সে সমস্যা পূরণ করিতে পারিলেন না। এমন কি কবি কালিদাসও অসমর্থ হইলেন। তখন সকলে প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। কালিদাস চটীজুতা (সে সময়েও অবশ্য কোনপ্রকারের চটী জুতা ছিল) পায়ে দিয়া দুই প্রহর রৌদ্রের সময় কোন কণ্টক পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের নিকট যাইতেছেন, তখন দেখিতে পাইলেন, জীর্ণবস্ত্রপরিহিত এক বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ শূন্যপায়ে মার্ত্তণ্ড-তাপে তাপিত, কণ্টক-পূরিত সেই বিস্তৃত ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। এবং এক একবার কালিদাসের প্রতি কাতরচক্ষে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দয়ার্দ্রচিত্ত কালিদাসের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কষ্ট দৃষ্টে চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি অযাচিত হইয়াও স্বেচ্ছায় তাঁহার পরিহিত চটীজুতা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। তিনি কালিদাসকে কায়মনোবাক্যে পুনঃপুনঃ আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই কুশ-কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র অনায়াসে অতিক্রমপূর্ব্বক যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। কালিদাস নগ্নপদে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড আতপতাপে অনভ্যাস বশতঃ চলা অতি কষ্টকর হইল। এরূপ সময়ে আরোহী-বিহীন সুসজ্জিত এক অশ্ব দৈবযোগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক অনায়াসে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবানের এমনি মহিমা যে, যাইতে যাইতেই তাঁহার মনেতে রাক্ষসীর সমস্যা পূরণ হইয়া গেল। তাহা এইরূপ—

"উপানাহ ময়া দত্তং বিপ্রায় কুশকণ্টকে।
তেনাহং তুরগারূঢ়ং ছত্রৈং বয় দীয়তে।"

যথাকালে সেই রাক্ষসী পুনর্ব্বার রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে কালিদাস এই সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন। রাক্ষসী সন্তুষ্ট-চিত্তে কালিদাসকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে, প্রস্থান করিল।

এই বিবরণে কালিদাসের স্বাভাবিক দয়াপ্রবণ চরিত্র ও দানের সুফল এবং দৈবের বিচিত্র গতিও প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ কথায়ও বলে "দয়ার মত ধর্ম্ম নাই, হিংসার মত পাপ নাই।" বাস্তবিক দয়া একটি মানবের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। মহাকবি সেক্ষপিয়রও বলিয়াছেন—

"Mercy blesseth him who gives
And also him who receives."

Merchant of Venice,

উপরোক্ত শ্লোকটির পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়, যথা—

"শিকায়াং বদ্ধপাদশ্চ শত-বর্ষায়-জর্জ্জরঃ।
তৎকলাদস্তলাভোয়ে তমহং যন্নদীয়তে॥"

দৈবের বিচিত্রাগতি-সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত শ্লোক এইরূপ—

"কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া কান্তান্তকালোঽধুনা
ব্যাধিঽধোধৃত চাপশাণ্ডিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুনা শ্যেনোঽপি তেনাহত।
তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং পরিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥"

উদ্ভটশ্লোক।

এক বৃক্ষের উপর কপোত ও কপোতী বসিয়াছিল। সহসা তাহারা দেখিল, সেই বৃক্ষমূলে এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উপরে এক শ্যেনপক্ষী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া কপোতী কপোতকে বলিল, হে নাথ! অদ্য আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত, কারণ ঐ দেখ, ব্যাধ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে শরযোজনা করিতেছে এবং আকাশে বাজপক্ষী উড়িতেছে, সুতরাং আমাদের আর জীবনরক্ষার উপায় নাই। কপোতিকা এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় এক সর্প আসিয়া ব্যাধকে দংশন করিল, ব্যাধ তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইল, এই সময় তাহার হস্তস্থিত বাণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাজপক্ষীকে বিদ্ধ করিল। তখন তাহারা উভয়েই যমালয়ে গমন করিল, অতএব দৈবের গতি অতি বিচিত্র।

এই শ্লোকে কেবল দৈবের বিচিত্র গতিই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু কালিদাসের শ্লোকে দয়ার মাহাত্ম্যও প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং কালিদাসের শ্লোকটিই শ্রেষ্ঠভাবব্যঞ্জক।

৩। ভোজরাজ নামক কোন নৃপতির সভার মধ্যে কয়েকজন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। কোন শ্লোক বা কবিতা তাঁহাদের কেহ একবার, কেহ দুইবার, কেহ তিনবার শ্রবণ করিলেই কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। কাজেই বিদেশী বা অপর কোন পণ্ডিত সেই সভামধ্যে আসিয়া কোন শ্লোক বলিলে সেই শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলিতেন "ইহা নূতন শ্লোক নহে, ইহাত আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত আছি।" ভোজরাজ এইরূপ সুবিধা পাইয়া ঘোষণা

করিয়া দিলেন যে, যে তাঁহার সভায় নূতন শ্লোক বলিতে পারিবে, তাঁহাকে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। চতুর কবি কালিদাস ভোজরাজের এইরূপ চতুরতা জানিতে পারিয়া একদা তাঁহার সভা-স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহারাজ, আমি নূতন শ্লোক বলিব, আমাকে আপনার প্রতিশ্রুত পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে।"

ভোজরাজ। "তাহাই হইবে। আপনার নূতন কবিতা বলুন"। কালিদাস নিম্ন কবিতাটি বলিলেন।

"স্বস্তি শ্রী ভোজরাজ! ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিক সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতি যুতা রত্নকোটীর্মদীয়া।
তত্বং মে দেহি তূর্ণং সকল বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্য মেতৎ
নোবা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং ততোমে।"

ইহার অর্থ এই "মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ত্রিভুবনবিজয়ী, ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী। আপনার পিতা আমার নিকট হইতে এক কোটী ৯৯ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনার সভাসদ্ পণ্ডিতগণ ইহা অবগত আছেন। অতএব তাহা আমাকে প্রদান করুন। যদি পণ্ডিতবর্গ বলেন যে, আমরা জানিনা, তবে আমি নূতন কবিতা বলিলাম, তজ্জন্য আমি লক্ষ মুদ্রা পাইতে পারি।"

সুতরাং কবি কালিদাসের এই শ্লোকে সপারিষদ ভোজরাজ বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তখন কালিদাস

আবার বলিলেন "মহারাজ নীরব রহিলেন কেন? আপনার পিতৃঋণ পরিশোধ করুন।" একথা শুনিয়া ভোজরাজার একজন প্রাচীন মন্ত্রী রাজাকে বলিলেন 'মহারাজ! আপনার স্বর্গীয় পিতার হস্তলিখিত একখানি লিপি এইরূপ আছে যে, আমি আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্য-স্থিত তালবৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম, আমার উত্তরাধিকারিগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা গ্রহণ করিবে। আপনি অদ্যাপিও আপনার পিতার সেই রত্ন উদ্ধার করেন নাই। এক্ষণে আপনি সেই লিপি কালিদাসকে প্রদান করুন। তিনি ঐ রত্নসকল উদ্ধার করিয়া পাওনা টাকা আদায় করিয়া লইবেন।"

মন্ত্রী-বাক্যে ভোজরাজা সেই লিপি কালিদাসকে প্রদান করিলে কালিদাস মনোযোগপূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলেন। তৎপর রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ এই লিপিতে অর্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, যদি আমার প্রাপ্য সমুদয় টাকা আদায় না হয়, তবে বক্রী টাকা আপ-নাকে দিতে হইবে; আর যদি বেশী টাকা হয়, তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিব।"

ভোজরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কালিদাস সেই লিপি লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট তালবৃক্ষের মূলদেশ খনন করিয়া ভূগর্ভ হইতে তাম্র-কলসপূর্ণ দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তৎসমস্ত অর্থ সহ রাজসভায় প্রত্যাগমন করিয়া নিজে এক কোটী ৯৯ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া ১ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা রাজাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ব্যাপার দেখিয়া ভোজরাজ সভাসদ-

গণসহ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিপিতে আছে রত্নসকল তালবৃক্ষোপরি নিহিত আছে, তবে আপনি কি বুঝিয়া তালবৃক্ষের মূলদেশ খনন করিলেন"? তখন কালিদাস প্রত্যুত্তর করিলেন, "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালবৃক্ষোপরি অনেক রত্ন রাখিলাম। মহারাজের স্বর্গীয় পিতা ইহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; ইহার অভিপ্রায় এই যে, আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে মস্তকের ছায়া পাদমূলে পতিত হইয়া থাকে, সেই সঙ্কেতানুসারে আমি তাল-বৃক্ষের মূলদেশ খনন করিলে, ভূগর্ভ হইতে রত্নরাজি প্রাপ্ত হইয়াছি। তালবৃক্ষের উপরিভাগে রত্ন রাখা কখনই সম্ভবপর নহে।"

কালিদাসের এইরূপ কথা শুনিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন এবং কালিদাসের বুদ্ধি-চাতুর্য্যের একবাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক এই বিবরণে কালিদাসের প্রখর বুদ্ধি ও অসাধারণ চতুরতা প্রকাশ পাইতেছে।

৪। কালিদাস ধনাঢ্য ব্যক্তির জামাতা। পূর্ব্ব বিবাহে যৌতুকাদিস্বরূপ অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দানশীল রাজা বিক্রমাদিত্য হইতেও বহুধনসম্পত্তি লাভ করেন। এক্ষণে বিপুল মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এক দিন একেবারে কল্পতরু হইয়া বসিলেন। প্রাতঃকাল হইতে দিবা তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত অনবরত দীন-দুঃখী অতিথি ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি যে যাহা চাহিতেছে, কল্পতরু মহাশয় অকাতরে তাহাকেই তাহা প্রদান করিতেছেন। এইরূপ দান করিতে করিতে তাঁহার সমস্ত বিষয়-

সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া গেল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই রহিল না। এরূপ সময় দিবাপরাহ্নে এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত। কালিদাস তাহাকে পরিধেয় বস্ত্রখানি দান করিয়া আপনি লজ্জানিবারণার্থে সম্মুখস্থ প্রভা নাম্নী নদীজলে অঙ্গ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। চারিদিকে জনরব হইল, কবিবর কালিদাস কল্পতরু হইয়া যথাসর্ব্বস্ব এমন কি পরিধেয় বসনখানি পর্য্যন্ত দান করিয়া লজ্জা-নিবারণ জন্য নদী-নীরে অঙ্গ নিমগ্ন করিয়া বসিয়া আছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণকরতঃ স্বয়ং কালিদাসের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন—"অসম্যক ব্যয়শীলস্য গতিরে তাদৃশী ভবেৎ"। অমিতব্যয়ী ব্যক্তির এই প্রকার দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে।"

দানশীল কবি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলেন,—"তথাপি প্রাতঃকথায় নাম তস্যৈব গীয়তে"। তবুও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া লোকসকল দাতা ব্যক্তির নাম স্মরণ করিয়া থাকে।

এই প্রত্যুত্তরে রাজা বিক্রমাদিত্য বড়ই প্রীত হইলেন। উপযুক্ত বস্ত্রাদি আনয়নপূর্ব্বক নগ্ন কালিদাসকে পরিধান করিতে দিলেন এবং প্রচুর অর্থপ্রদানে তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্পত্তিসম্পন্ন করিয়া দিলেন। এইরূপ বিবরণ কালিদাসের অতি দানশীলতা ও বদান্য চরিত্রের নিদর্শন।

৫। একদা কোন তিথিবিশেষে কালিদাস প্রাতঃকাল হইতে অপর প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অষ্টপ্রহরকাল নির্দ্দিষ্ট সময় মৌনাবলম্বন ব্রতপালন-মানসে কোলাহলপূর্ণ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া

রাজধানী হইতে প্রায় যোজনান্তরে এক নির্জ্জন অরণ্যানী আশ্রয় করিয়া তথায় ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক প্রযুক্ত সেখানেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। বিক্রমাদিত্য সেদিন সন্ধ্যার পরে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে সেই স্থান দিয়া শিবিকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে একজন শিবিকাবাহকের পীড়া উপস্থিত হইলে তৎ-পরিবর্ত্তে আর একজন বেহারার প্রয়োজন হয়। তখন বেহারা-গণ লোক খুঁজিতে খুঁজিতে মৌনাবলম্বী কালিদাস সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? এবং কিজন্যই বা রাত্রিকালে একাকী নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়াছ?" মৌনব্রতী কালিদাস নিরুত্তর রহিলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে চোর মনে করিয়া বন হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া পাল্কী বহন করিতে দিল। তখনও তিনি মৌনাবলম্বী। একে সমস্ত দিন অনশনে আছেন, তাঁহার কলেবর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আবার অনভ্যস্ত পাল্কী বহন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, ভালরূপ চলিতে পারিতেছিলেন না। তদ্দৃষ্টে রাজা বলিলেন,—

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।"

হে বাহক! তোমার স্কন্ধে যদি ব্যথা বোধ হইয়া থাকে, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। রাজার সংস্কৃত-জ্ঞান কম। কবিতাটি অশুদ্ধ হইয়াছিল। এরূপ সময় কালিদাসের মৌনাবলম্বন সময় উত্তীর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—

"ন বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।"

আমার স্কন্ধে যত ব্যথা হউক বা না হউক "বাধতি" শব্দ আমার কর্ণকুহরে বড়ই ব্যথা প্রদান করিতেছে। কেন না "বাধতি" শব্দ অশুদ্ধ।

রাজা তখন বাহককে কালিদাস জানিতে পারিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। এবং তাঁহার গমনের জন্য পৃথক যানের বন্দোবস্ত করিলেন।

ইহাতে প্রতীয়মান হয়, কালিদাস মাতৃভাষা সংস্কৃতকে প্রকৃত ভক্তের প্রাণে ভালবাসিতেন এবং কেহ কোন অশুদ্ধ বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিত।

এই বিবরণ হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয়, কালিদাস বিশেষ দৃঢ়চিত্ত ছিলেন। শিবিকাবাহনরূপ অনভ্যস্ত নীচজনোচিত কষ্টকর কর্ম্ম স্বেচ্ছায় করিতে থাকিলেন অথচ মৌনাবলম্বন-ব্রত ত্যাগ করিলেন না। ইহা কি অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞের লক্ষণ নহে? কালিদাস বোধ হয়, সময় সময় যোগাদির ক্রিয়া ও সাধনা করিতেন।

কবি কালিদাস মাতৃভাষাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন এবং অজ্ঞ লেখককে তীব্র শ্লেষ করিতে ও তিরস্কার করিতে ত্রুটি করিতেন না।

সাহিত্যানুরাগী ও মাতৃ-ভাষানুরক্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি স্বাভাবিক। বঙ্গীয় কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি কোন পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া তদনুরূপ এই প্রকার লিখিয়াছেন,—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
করি ভস্মরাশি, ফেল কর্ম্মনাশা-জলে।
স্বভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে
নার বুঝিবারে, ভাষা। কুখ্যাতি-নরকে
যম সম পারি তারে ডুবাতে পলকে।
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভবমণ্ডলে
সেই জানে বাণী-পদ ধরে যে মস্তকে।
কামার্ত্ত মানব যদি অপ্সরীতে সাধে
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ ঢাকে দেয় সে কাণে
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মন তার, প্রেম-সুধা হরষে যে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে ভজ শ্যাম-রাধে।
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।"

"মাতৃভাষা" মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশপদী-
কবিতাবলী।

৬। একদা কালিদাস স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা দিতেছিলেন—

"পঠ পুত্র সদা নিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরু।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

হে পুত্র, তুমি সর্ব্বদা পাঠাভ্যাস কর এবং অক্ষরসকল মনে করিয়া রাখ। কেন না রাজা স্বদেশে পূজ্য, কিন্তু বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজিত হন।

রাজা কালিদাসের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া আপনাকে অপমানিত

বোধ করিলেন। এবং কালিদাসের প্রতি যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। এজন্য তিনি কিঙ্করগণকে আদেশ দিলেন যে, কালিদাসের হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে কোন শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্য-মধ্যে রাখিয়া আইস।"

রাজাজ্ঞা তখনই সম্পাদিত হইল। হস্তপদ বন্ধনাবস্থায় কালিদাস ভীষণ বনে পড়িয়া রহিলেন এবং মনে মনে কতই বিভীষিকা কল্পনা করিতে লাগিলেন। সেই বনে দৈত্যগণ সর্ব্বক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। একদা দুই দৈত্যের মধ্যে একটি তর্ক উপস্থিত হইল। একজন বলিল, মাঘমাসে শীত বেশী হয়; আর একজন বলিল, মেঘ করিলেই শীত বেশী হয়। উভয়ে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না। এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তাহারা একজন মধ্যস্থ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। এরূপ সময়ে তাহারা হস্তপদ বন্ধনাবস্থায় কালিদাসকে দেখিতে পাইল। কালিদাসকে তাহারা আপনাদের তর্কের বিষয় জানাইয়া তাহা মীমাংসা করিতে বলিলে কালিদাস এইরূপ মীমাংসা করিলেন

"মাঘ-মেঘয়োর্মধ্যে যদা বহতি মারুতঃ।
তদা শীতং বিজানীয়াৎ ন মেঘ ন চ মাঘয়োঃ॥"
"মাঘে মেঘে একই শীত যত্র বায়ু তত্র শীত॥"

অর্থাৎ মাঘমাস এবং মেঘে একই সমান। তাহাতে শীত করে না। যতই বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিবে, ততই শীত অনুভূত হইবে।

দৈত্যদ্বয় এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কালিদাসের বন্ধন মোচন করিয়া সেই বনমধ্যে সুন্দর এক অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে তথায় বাস করিতে দিল। দৈত্যগণের সেবাশুশ্রূষায় কালিদাস অনেক দিন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানকরতঃ সুখভোগ করিতে লাগিলেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া দূত পাঠাইয়া কালিদাসকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। সে কালে বন্য, অসভ্য বা অনার্য্যজাতীয় লোককে দানব, রাক্ষস, দৈত্য ইত্যাদি বলা হইত। কালিদাস দৈত্যগণ-প্রদত্ত বহু ধনরত্নাদি ও রাজপ্রদত্ত বিবিধ অর্থাদি সহ বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপ প্রতিভার জয় ও সুখ সর্ব্বত্রই ঘটে। অবশ্য কালিদাস-পত্নী পতিপ্রাণা সত্যবতী বিবিধ ধনরত্নাদিসহ স্বামী কালিদাসকে এই সময় বহুদিন পরে বন হইতে প্রত্যাগত দৃষ্টে নিঃসন্দেহ অতীব আনন্দপ্লুতা হইয়াছিলেন। এবং ভগবানের নিকট ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য সাধারণ রমণী হইলে হয়ত পায়ের কাপড় মাথায় উঠাইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেন ও গাহিতেন—

"বাজে কাজে মিন্সেকে আর যেতে দিব না
নিত্য বনে বেড়াতে যাবে প'রব কত সোণাদানা।"
ইত্যাদি।

কিন্তু সকল মিন্সে বনে যাইয়া ধনরত্ন আনিতে পারে না। বনে ধনরত্নাদি অর্জ্জন ও আহরণ করিয়া গৃহে আনয়ন করিতেও

বিশেষ প্রতিভা ও বুদ্ধির আবশ্যক। আরব্যোপন্যাসের আলি-বাবার প্রতিভা ও বুদ্ধি ছিল। তাই সে বন হইতে প্রভূত ধনরত্ন গৃহে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ভ্রাতা মীরকাশেমের প্রতিভা ও বুদ্ধি ছিল না, তাই সে আনিতে পারে নাই। প্রতিভা-শালী ব্যক্তির কৃতকার্য্যতা সর্ব্বত্রই এইরূপ নিশ্চিত ও অভাবনীয় ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে।

৭। কর্ণাটদেশের রাজসভায় কবিত্বশক্তিহীন বল্লন নামক এক পণ্ডিত নানাবিধ প্রতারণা দ্বারা সভাস্থ অপরাপর কবি-দিগকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য করিতেছিলেন। একথা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় আন্দোলন হলে, তিনি বল্লন পণ্ডিতকে জয় করিবার নিমিত্ত কবি কালিদাসকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

কালিদাস কর্ণাটপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া আপন আগমন-বার্ত্তা রাজসমীপে জ্ঞাপন করাইলে তিনি তাঁহাকে থাকিবার জন্য বাসস্থান প্রদান করিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদিন গভীর নিশীথে বল্লন পণ্ডিতের প্রেরিত মতে এক যুবতী রমণী কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য তৎসমীপে উপনীত হইল। কালিদাস নিদ্রাভিভূত ছিলেন, হঠাৎ বেশ-ভূষায় বিভূষিতা অপরি-চিতা যুবতীকে অসময়ে উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

"উন্মাদাম্বুদ বর্দ্ধিতান্ধ তমসপ্রভ্রষ্ট দিঙ্মণ্ডলে
কালে জাগ্রদতুগ্রযামিকভট প্রারব্ধ কোলাহলে

কর্ণস্থা সুহৃদম্বুরাশি বড়বাবহ্নে বদন্তপুরা
দায়াতাসি তদম্বুজাক্ষি।
কতকং মন্তেহভয়ং যোষিতাং ॥”

অর্থাৎ হে কমলনয়নে! জলধর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিতেছে, ভীষণ প্রহরিগণ চারিদিকে কোলাহল করিতেছে। এইরূপ বিপৎসঙ্কুল ভয়ানক রজনীতে শত্রুরূপ সমুদ্রের বাড়বাগ্নি সদৃশ কর্ণাটরাজ-ভবন হইতে তুমি যখন এইস্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছ, তখন বুঝিলাম স্ত্রীলোকের কোন কার্য্যেই ভয় নাই।

এই কথা শুনিয়া সে বলিল, “আমি কর্ণাটরাজার কেহই নহি। “কবি” নামটি অনেকদিন হইতে উঠিয়া গিয়াছে, সম্প্রতি শুনিলাম, তুমি নাকি “কবি”, এইজন্য তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

“একোহভূন্নলিন্যাৎ ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপর
স্তেসর্ব্বে কবয় স্ত্রিলোক গুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্য বচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষা মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া ॥”

অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা, দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এবং মহর্ষি বাল্মীকি ইঁহারা কবি এবং ত্রিলোকের গুরু। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। আধুনিক কোন কবি যদি আমার চিত্ত চমৎকৃত করিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার বাম চরণ মস্তকে ধারণ করিব, আর যদি আমার নিকট পরাস্ত হন, তবে আমি তাঁহার মস্তকে আমার বামপদ

তুলিয়া দিব।" কালিদাস ইহা শুনিয়া তাহার আগমনের কারণ বুঝিলেন। পাছে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, ইহা মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সে স্ত্রীলোকটিও কালিদাসকে মূর্খ মনে করিয়া বধনের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। পর দিবস বধনকে দেখিবা-মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি রাজার দ্বারপণ্ডিত, অত-এব আমি বিনীতভাবে বলিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শ্লোক রচনা করিতে শিক্ষা দিন। কারণ আমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং সাক্ষাৎ করিতে হইলে দুই একটি শ্লোক উপহার দেওয়া উচিত।" এই কথা শুনিয়া বধন বলিলেন "শ্লোক প্রস্তুত করা ত আর বেশী কথা নয়! চারিটি চরণ থাকিবে, একটু রস থাকিবে এবং দুই একটি ক্রিয়াপদ থাকিবে।" কালিদাস কহিলেন, মহাশয়! আমি একটি কবিতা মনে মনে ঠিক করিয়াছি শুনুন দেখি. "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।" অর্থাৎ বিড়াল দুগ্ধ পান করিতেছে। বধন দেখিলেন ইহা কবিতা হয় নাই। "কেন ইহাতেও বিড়ালের চারিটি চরণ আছে, দুগ্ধের রস আছে, পিবতি ক্রিয়াপদ আছে, সুতরাং ইহা কবিতা না হইবে কেন।" বধন হাসিয়া বলিলেন, "তাহা নহে হে বাপু. কবিতায় চারিটি ভাগ আছে, তাহার এক এক ভাগকে চরণ বলে। ঐ চরণে আট অক্ষর বা দশ অক্ষর এইরূপ নিয়ত রাখা চাই। শৃঙ্গার, হাস্য বা করুণ প্রভৃতি রস থাকা আব-শ্যক, আর চরণ পূরাইবার জন্য শ্লোকের মধ্যে 'চ' বা 'তুহি' প্রয়োগ করিতে হয়। ছন্দ না মিলিলে শব্দগুলি এদিক ওদিক করিয়া বসাইতে হয়।"

কালিদাস তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করিলেন—

"প্রাতুরুত্থায় ভূপাল। মুখ প্রক্ষালয়স্ব
নগরে ভাষতে কুক্কুট চবা তুহি চবা তুহি ॥"

অর্থাৎ রাজন্! প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করুন, আপনার নগরের কুক্কুটসকল 'চ বা তুহি চ বা তুহি' করিয়া শব্দ করিতেছে।

বখন পূর্ব্বেই কালিদাসের কবিত্ব-যশের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে সাক্ষাতে কবিত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া পরাভব স্বীকার করিলেন।

৮। বারবণিতা লক্ষহীরা রাজা বিক্রমাদিত্যের রক্ষিতা উপপত্নী ছিল। কালিদাসও রাজার অজ্ঞাতে তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। একদিন কালিদাস লক্ষহীরাকে বলিলেন "রাজা তোমাকে কিরূপ ভালবাসেন, তাহা তুমি বুঝিতে পার না। তাঁহার ভালবাসা মৌখিক মাত্র। যদি তুমি তাঁহাকে ঘোড়া সাজাইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণকরতঃ চাবুক মারিয়া তাঁহাকে 'চিঁহি ডাক' করাইতে পার, তবে বুঝিব যে, তিনি তোমাকে প্রকৃত ভালবাসেন।

লক্ষহীরা বলিল, "ইহা আর অধিক কথা কি? আজই করিব। তুমি অন্তরালে আসিয়া নিরীক্ষণ করিবে।" কালিদাস কৌতুক দেখিবার জন্য অন্তরালে রহিলেন। যথাসময়ে রাজা আসিলে লক্ষহীরা বিষণ্ণবদনে নীরবে বসিয়া রহিল। রাজা তাহাকে অনেক তোষামোদ বাক্য বলিলে লক্ষহীরা বলিল, "মহারাজ, আমার বড়

ঘোড়া চড়িবার সাধ হইয়াছে, ঘোড়ায় চড়িতে না পারিলে আমার মনের দুঃখ ও কষ্ট কোন প্রকারেই যাইবে না।"

রাজা। "ইহা আর বেশী কথা কি? এখনই তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারি।"

লক্ষহীরা। "আমি স্ত্রীলোক, কি প্রকারে প্রকৃত ঘোড়ায় আরোহণ করিব। আপনি যদি ঘোড়া হন, আমি আপনার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেখিতে পারি, ঘোড়া চড়ায় কি সুখ।" রাজা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোড়া সাজিলেন, লক্ষহীরা তাঁহার পিঠে বসিয়া চাবুক মারিতে লাগিল, আর রাজা "চিঁহি" শব্দ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ করিলে তৎপর রাজা নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন।

রাজার মনে সন্দেহ রহিল যে, কাহার পরামর্শে লক্ষহীরা তাঁহাকে ঘোড়া সাজাইয়াছে। অনুসন্ধানে তিনি অবগত হইলেন যে, এই কাণ্ড কালিদাসের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে এবং কালিদাস লক্ষহীরার বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকেন। তৎপর দিবস রাজা লক্ষহীরার বাড়ীতে যাইয়া ক্রুদ্ধভাবে তাহাকে বলিলেন "কালিদাস যে তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহ তিনি টের পাইয়াছেন। কালিদাসের মস্তক মুণ্ডন করিয়া মস্তকে ঘোল ঢালিয়া দিতে পারিলে তিনি লক্ষহীরাকে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক দিবেন।" এই প্রস্তাবে লক্ষহীরা সম্মত হইল।

যথাকালে কালিদাস লক্ষহীরার গৃহে উপস্থিত হইলে চতুরা রমণী বলিল "তোমাকে আমি বড় ভালবাসি। তুমি বামুন পণ্ডিত,

বামুন পণ্ডিতের মস্তক মুণ্ডিত থাকা উচিত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুন্দর দেখাইবে"।

কালিদাস মস্তক মুণ্ডন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কালিদাসের মস্তক মুণ্ডন করা হইল। লক্ষীরা তাঁহার মস্তক ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাঁহার মস্তকে ঘোল ঢালিয়া দিল। তৎপর কালিদাস রীতিমত আমোদ-আহ্লাদ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে কালিদাস মুণ্ডিত মস্তকে যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুণ্ডনং কৃত পার্ব্বণে।"

কবিবর কালিদাস কোন্ পর্ব্বে অর্থাৎ কোন তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন। প্রত্যুৎপন্নমতি কালিদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—

"যস্মিন তীর্থে হয়ো ভূত্বা চিঁহি শব্দং চকারয়েৎ।"

অর্থাৎ যেতীর্থে আপনি অশ্ব হইয়া চিঁহি শব্দ করিয়াছিলেন।

রাজা নীরব রহিলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার ক্রোধ জ্বলিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতেই কালিদাসের মৃত্যুর বীজ রোপিত হয়। পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্ররোচনায় লক্ষীরা অসি দ্বারা তাঁহার মুণ্ড ছেদন করে।

৯। একদা একরাক্ষসী আসিয়া কালিদাসকে বলিল"এই মুহূর্ত্তে আমার সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। নতুবা তোমাকে আমি এই দণ্ডে

ভক্ষণ করিব।" কালিদাস ভীত হইবার লোক নহেন। তিনি বলিলেন, "কি সমস্যা" ? রাক্ষসী বলিল, "ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং"।

কবি কালিদাস তৎক্ষণাৎ সমস্যা পূরণ করিলেন।

"ধনং পর্ব্বতাভং বচশ্চিত্ররূপং
বপু কর্ম্মদক্ষং কুশাগ্রীয় বুদ্ধিঃ।
ন দানং ন পাঠো ন ধর্ম্মো ন কীর্ত্তি
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ॥"

অর্থাৎ যদি কেহ সুমেরু পর্ব্বত পরিমাণ ধনবান হয়, আর দান না করে, তবে তাহার সে ধনে ফল কি ? কুশাগ্রের ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি অধ্যয়ন না করেন, তবে তাহার সে বুদ্ধিতেই বা প্রয়োজন কি ? আর কর্ম্মফলে দেহ ধারণ করিয়া যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম না করে, তবে তাহার সে দেহধারণ করিয়াই বা লাভ কি ?

এই বিবরণে প্রতীয়মান হয়, কালিদাস বিশেষ সাহসী পুরুষ ছিলেন এবং প্রত্যুৎপন্নমতিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি রাক্ষসীর ভয়ে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তৎক্ষণাৎ অতি সুবিজ্ঞভাবে সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন।

[illegible]। একদা উজ্জয়িনী হইতে কর্ণাটনগর গমনকালে মহাকবি কালিদাস, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলপানাশয়ে পথপার্শ্বে একটি জলসত্রে উপস্থিত হইলেন। ঐ জলসত্র এক সুন্দরী যুবতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস সম্মুখে যুবতীকে দেখিয়া এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন।

"কস্যেয়ং তরুণি প্রপা পথিক মে কিম্পিয়তেঽস্মাং পয়ঃ।
ধেনুনামথ মহিষং বধির হে বারঃ কথং মঙ্গল॥
সোমবাপিশনৈশ্চরোঽমৃত মহোতবে মুখেদৃশ্যতে
শ্রীমৎ পান্থ নিতান্ত নাগরস্তবো যদ্রোচতে তৎপিব॥"

ইহার অর্থ :—

কালিদাস। সুন্দরী এ জলসত্র কাহার?

সুন্দরী। পথিক! ইহা আমার।

কালিদাস। ইহাতে কি জল পান করিতে হয়?

সুন্দরী। পয়ঃ (অর্থাৎ জল)।

রসিকতা করিয়া "পয়ঃ" শব্দে দুগ্ধ অর্থ করিয়া কালিদাস কহিলেন—

"দুগ্ধ" গরুর না মহিষের?

সুন্দরী। বধির হে বার (অর্থাৎ হে বধির ইহা জল)।

কালিদাস 'বার' অর্থে দিন মনে করিয়া বলিলেন—

"সোম, মঙ্গল, না শনিবার?"

সুন্দরী। ইহা অমৃত।

কালিদাস। তাহাত তোমার মুখেই দেখিতেছি। সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, বলিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাস যুবতীকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে! কমলায়ত লোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥"

অর্থাৎ সুন্দরী! আর একবার আমার দিকে কটাক্ষপাত কর। একে আমি পিপাসায় কাতর, তাহাতে আমি আবার তোমার নয়ন-বাণে জর্জ্জরিত, লোকে বলিয়া থাকে বিষের ঔষধ বিষ।

সুন্দরী কালিদাসের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "আমরা অবলা-জাতি, একথার উপযুক্ত উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

কালিদাস তদুত্তরে আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনী কটাক্ষেণ
সরলে ত্বং যদবলা কস্তবলবান্ বিজানীয়াম্" ॥

"সুন্দরি! তুমি বক্ষে দুইটি পর্ব্বত ধারণ করিয়াছ। নয়ন-বাণ দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়াছ। ইহাতেও তুমি যদি অবলা, তবে আর বলবান কে? তাহা জানি না।

এইবার সুন্দরী ঈষৎ কুপিতা হইয়া কালিদাসকে কটুক্তি-প্রয়োগ করিলেন। তদুত্তরে কালিদাস আর একটি শ্লোক বলিলেন।

"স্নিগ্ধ মধুরং পরুষমেব বা
ত্বং কথা ভবতু মে রসায়নম্।
শীতলং সলিল মুষ্ণমেব বা
পাবকং হি শময়েৎ সংশয়ঃ॥"

"সুন্দরি, মধুর কিম্বা কর্কশ বচনে
যেরূপে সম্ভাষ মোরে হই হরষিত;
শীতল অথবা উষ্ণ সলিল যেমতি
সহজেই বহ্নিরাশি করে নির্ব্বাপিত।"

"যুষ্মৎ কৃতে খঞ্জন-গঞ্জনাক্ষি,
শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু।
শূলানি নূনং জনকাত্মজার্থং
দশাননেনাপি দশাননানি॥
খঞ্জন-গঞ্জন-নেত্রা যদি তব তরে
শিরচ্ছেদ হয় মম কি ক্ষতি আমার?
পারে যদি দশানন জানকীর তরে
অকাতরে দিতে দশমুণ্ড আপনার॥"

কালিদাস যে বিশেষ সুরসিক ছিলেন এবং বিনায়াসে সহজে সুন্দর সুন্দর রসিকতাপূর্ণ শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন, এই বিবরণ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। কালিদাস বোধ হয়, অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াও সুন্দরী রমণীসহ এইরূপ কৌতুক করিতেন।

১১। কোন সময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা জয় করিবার মানসে রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য বাসস্থানের অনুমতি প্রদান করিলে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তথায় কয়েক দিন বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি সরোবর সন্নিকটস্থ উদ্যান-মধ্যে বায়ু-সেবনার্থ পদ-চারণ করিতেছেন, এরূপ সময়ে কবি কালিদাস ছদ্ম-রমণীবেশে কলস-কক্ষে বারি আনয়নচ্ছলে উক্ত সরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়া ঐ পণ্ডিতের সম্মুখবর্ত্তী হওতঃ, বস্ত্রাবরণ মধ্য হইতে উঁহাকে কটাক্ষ দ্বারা কৃত্রিম প্রেম জানাইলে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কহিলেন—

"কিং মাং নিরীক্ষসি ঘটেন কটিস্থিতেন
বক্ত্রেণ চারু-পরিমীলিতলোচনেন।
অন্যং নিরীক্ষ্য পুরুষং তব কর্ম্মযোগ্যং
নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি॥"

হে চারুনেত্রে! বৃথা কেন তুমি আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছ? আমার প্রতি ওরূপ মতি করায় তোমার কোন ফল-লাভ হইবে না, তোমার চিত্তবৃত্তি অন্যতে স্থাপন কর। কেন না কলস-কক্ষা রমণীকে আমি স্পর্শও করি না।

"সত্যং ব্রবীষি মকরধ্বজ-বাণপীড়!
নাহং ত্বদর্থমনসা পরিচিন্তয়ামি।
দাসোঽস্তু মে বিঘটিত-স্তবতুল্যরূপং
সোঽপি ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ।"

রমণী-বেশধারী কালিদাস কহিলেন "ওহে বিদেশি! তুমি মনে মনে ইহা সত্য ভাবিও না যে, মদন-বাণে পীড়িতা হইয়া আমি তোমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছি; আমি মনে যাহা চিন্তা করিতেছি, তাহা এই—"তোমার ন্যায় গঠন, তোমার ন্যায় রূপ, আমাদের একটি ভৃত্য অদ্য প্রস্থান করিয়াছে, সেই জন্যই তোমায় নিরীক্ষণ করিতেছি, এবং তুমি সে কিনা তাহাই মনে মনে তর্ক করিতেছি।"

এইরূপ প্রত্যুত্তর শ্রবণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাশয় অপ্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তুমি কাহার বধূ?" ছদ্মবেশী রমণী বলিল "পণ্ডিত কালিদাসের বাটীর নিকট আমার শ্বশুরালয়।"

এই কথা শুনিবামাত্র পণ্ডিত স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, যে দেশের রমণীগণ এইরূপ শিক্ষিতা, সে দেশের পণ্ডিতকে জয় করা আমার সাধ্যাতীত।

এই ঘটনায় প্রতীয়মান হইবে, কালিদাসের অতি-প্রখর বুদ্ধি ও যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা ছিল।

১২। একদা কবিবর কালিদাস পরিহাস-চ্ছলে স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে বলিলেন, "আর বৃথা সংসারে থাকিয়া পরকাল নষ্ট করি কেন? সংসাররূপ মহাসাগরের রমণীরূপ প্রলয়-তরঙ্গাঘাতে মানবগণকে মায়াময় জালে আনিয়া আবদ্ধ করে। অতএব আমি আর এ সংসারে থাকিব না। তীর্থে ভ্রমণ করিয়াই অবশিষ্ট জীবন কাটাইব মানস করিয়াছি। যেন—

"যেন পান্থশালা, এ সংসার কেহ নহে কার
একদল আসে আর একদল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়?
ইহারে উহারে বলি আমার আমার,
মিথ্যা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার,
মায়ার বিচারে ঘটে এরূপ বিচার।"

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

এইরূপ বাক্য শ্রবণে কালিদাস-পত্নী বিদুষী সত্যবতী প্রত্যুত্তর করিলেন—

"বিশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতয়ো
যে চাম্বু-পর্ণাশনা,

তেঽপি শ্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং
দৃষ্টৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধি-যুতং
যে ভুঞ্জতে মানবাঃ,
তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ
পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্।”

অর্থাৎ যখন অরণ্যের জল ও পর্ণভোজী বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ রমণী-মুখ-পদ্ম সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন যাহারা সঘৃত দধি-দুগ্ধসংশ্লিষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং সর্ব্বদা উপপত্নীতে আসক্ত তাহাদেরও যদি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হইতে পারে, তবে পঙ্গুলোকও সাগরলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে আর সন্দেহ কি?

অপিচ—

“সিংহো বলী দ্বিরদ-শূকর-মাংসভোজী
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারং।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোজী
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥”

“মহাবলশালী হস্তিবৃন্দের মস্তকস্থ মাংস যাহার ভোজ্য বস্তু, সেই সিংহ একবারমাত্র বৎসরে সংসর্গ করে। কিন্তু পারাবত-গণ শিলাকণামাত্র আহার করিয়া প্রতিদিনই আসক্ত হয়। ইহার কারণ কি?”

বুদ্ধিমান্ কালিদাস এ উত্তরে নীরব রহিলেন। বুঝিলেন

তাঁহার স্ত্রী তাঁহার কলুষিত চরিত্র সম্যক্‌রূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র বিবরণটি কবিবরের চরিত্রের সম্যক্ পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

১৮। কোন যুবতী রমণীকে পথিমধ্যে গজেন্দ্রগামিনীর ন্যায় গমন করিতে দেখিয়া কালিদাস তাঁহার একটি কথা শুনিবার জন্য বহুবিধ অনুনয়-বিনয় করিলেও কথা কহা দূরে থাক্, ঐ রমণী পশ্চাদ্দৃষ্টিও করিলেন না। তাহাতে কালিদাস কহিলেন—

"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥
হে কান্তে বিধাতা যদি করিলা গঠন
ইন্দীবরে আঁখি যুগ অম্বুজে আনন।
কুন্দপুষ্পে দন্ত, নবপল্লবে অধর
অঙ্গ চম্পকের দলে মরি কি সুন্দর।
দেহময় কোমলতা করি সংবিধান
কেবল হৃদয় কেন নির্ম্মিলা পাষাণ?"

কলগ্রীভের একটি কবিতা এইরূপ—

Pious Selerida goes to prayers
If I but ask her favour

But yet the silly fool is in tears
If she believes I will love her.
Would I were free from this restraint
Or else had hopes to win her
Would she could malo of me a saint
Or I of her a sinner !"

কালিদাসেরবাক্যে সুচতুরা রমণী বলিলেন—

"ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরাননে !
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ।"

হে চতুরানন ! তুমি আমাকেই ইচ্ছানুরূপ অন্য শত শত দুঃখ প্রদান কর, আমি তাহা সহ্য করিব, কিন্তু অরসিক জনের সহিত রসালাপ জন্য যে মনোক্লেশ তাহা আমার কপালে লিখিও না— লিখিও না ।

এই বিবরণটিও রসিক-চূড়ামণি কবির লম্পট-চরিত্রের আভাস দিতেছে । পর-রমণীর প্রতি কবিবরের যে লোলদৃষ্টি ছিল, এরূপ ঘটনাও তাহার এক প্রমাণ । কিন্তু মহাকবির এইরূপ ব্যবহার অন্য কারণেও হইতে পারে । তাহা পরে দ্রষ্টব্য ।

১৭ । একদা রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার সভায় দার্শনিক কবি ঘট-কর্পরকে প্রথম শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়ায় কালিদাসের প্রতি বন্ধী নবরত্নের কোন পণ্ডিত ঘটকর্পরের প্রশংসাসূচক এবং কালিদাসের

শ্লেষসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তাহাতে কালিদাস নিম্ন শ্লোকটি বলিয়াছিলেন—

"পুরো বা পশ্চাদ্বা ক্বচিদুপবিশাম ক্ষিতিপতে
স্তদা কালোঽনির্ব্বচনীয়কৃতজগতাম্।
আগারে কান্তারে কুচকলসহারে মৃগদৃশাং
মন্যে তুল্যং মূল্যং সহজ ধনস্য দ্যুতিমতঃ॥"

"আমি ভূপতির পুরোভাগে কিম্বা পশ্চাদ্ভাগে যেখানেই উপবেশন করি না কেন, যখন আমার রচনা দ্বারা জগৎ ক্রয় করিতে সমর্থ, তখন তাহাতে আমার আর ক্ষোভের বিষয় কি আছে! স্বভাব ও শুভ্র স্বাভাবিক মণিকে গৃহ-প্রান্তরে অথবা হরিণলোচনা রমণীগণের কণ্ঠহারে যেখানেই রাখিবে, সর্ব্বত্রই তাহার মূল্য সমান থাকিবে।"

কালিদাসের এই ন্যায়সঙ্গত উত্তরে পণ্ডিতটি আর উত্তর করিতে পারিলেন না। সলজ্জভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। এই বিবরণে প্রতীয়মান হয়, অন্যান্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে যথেষ্ট হিংসাও করিতেন। কিন্তু কালিদাস স্বীয় প্রতিভাবলে সকলের উপরেই প্রভুত্ব করিতেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দীদিগকে জব্দ রাখিতেন। কালিদাস গর্ব্বিত ছিলেন না, কিন্তু আবশ্যক মত গর্ব্ব প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি যে গর্ব্বিত ছিলেন না, রঘুবংশের প্রারম্ভ শ্লোকটীই কতকটা তাহার প্রমাণ।

১৫। একদা কালিদাসের পত্নী কালিদাসকে বলিলেন, "তুমি অনেক সভায় জয়লাভ করিয়াছ ও প্রশংসিত হইয়াছ, কিন্তু অদ্য আমার সহিত তর্কযুদ্ধ কর দেখি, কে পরাস্ত হয়।" তাহাতে

কালিদাস কহিলেন, "পুরুষের প্রতি রমণী যদ্যপি ভ্রূ ধনু দ্বারা কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করে, তবে তদ্দ্বারা তাহার প্রাণ-মন সমস্ত বধ করিতে পারে।" যেমন—

"অলং যদায়ুঃ পলং স্বর্ণভারৈ
রহোযাতি দণ্ডং বৃথা যাতি যামঃ।
দিনঞ্চ ত্রিযামপ্রমোদান্নরাণাং
ইত্যহর্নিশং ঘোষয়ন্তী ঘটীয়ং॥"

"পলপরিমিত পরমায়ু রাশি স্বর্ণ দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, কি আশ্চর্য্য! কামিনীর জন্য মনুষ্যগণের দণ্ড, প্রহর, দিন ও রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। ঘটিকাযন্ত্র ইহাই যেন ঘোষণা করিতেছে।"

এই কবিতা শ্রবণে, কালিদাস-পত্নী কহিলেন, তুমি অনেক স্থলে অন্যান্য পণ্ডিতগণকে চতুরতা অবলম্বন করিয়া পরাজয় কর বলিয়া, আমার সহিতও যে সেরূপ আরম্ভ করিলে। কোথায় আমি তোমার সহিত শাস্ত্রালাপে ইচ্ছুক হইয়া প্রসঙ্গ করিলাম, সে স্থলে তুমি কি না রসালাপ আরম্ভ করিলে, যেমন একটি রাজহংসের কথায় কোন বক উপহাস সহকারে হাস্য করিয়াছিল, তুমিও আমায় তদ্রূপ করিলে।

"কস্ত্বং লোহিতলোচনাস্য
চরণো হংসঃ কুতো মানসাৎ।
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণ-পঙ্কজবনং
পীযূষতুল্যং পয়ঃ।

নানারত্ন-নিবদ্ধ-বেদিবলয়া
তীরেষু ভূমিরুহাঃ ।
শম্বুকাঃ কিমু সন্তি নেতি চ বকৈ
রাকর্ণ্য হী হী কৃতং ॥”

মানসসরোবর হইতে এক রাজহংসকে পৃথিবীতে আসিতে দেখিয়া এক বক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে হে? তোমার লোচন ও চরণদ্বয় রক্তিমা দেখিতেছি”। সে বলিল, “আমি হংস”। বক কহিল, “তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ”! হংস কহিল, “আমি বিধাতার মানসসরোবর হইতে আসিয়াছি”। “সেখানে কি কি আছে?” পুনর্ব্বার এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া হংস কহিতে লাগিল, “তথায় সুবর্ণ-পদ্ম, সুধাসদৃশ নির্ম্মল সলিল এবং তীরোদেশে বিবিধ রত্নখচিত বেদিবলয়নিবদ্ধ পাদপগণ শোভা পাইতেছে।” বক আবার জিজ্ঞাসা করিল “তথায় শম্বুক আছে কি না?” হংস কহিল, “তাহা নাই”। এই কথা শুনিয়া বক হী হী শব্দে হাসিয়া উঠিল, ইহাতে রাজহংস কহিল, “হাঁ, ইহাতে তোমার হাস্যের কারণ হইতে পারে, কেন না, যে দেশে মৎস্য-মাংসের প্রাদুর্ভাব, সে দেশে ঘৃত-দুগ্ধের সমাদর থাকে না। এইরূপে ক্রমে উত্তমের হ্রাস হইয়া অধমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।” যথা—

“ধ্বান্তোঘঃ কেবলীকরোতি জগতীং
নো ভান্তি সূর্য্যোপলাঃ ।
খদ্যোতাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি সততং
সীদন্তি পদ্মোদেয়াঃ ।

যেতু তবধাক্ষ ভয়েন কোটর
বহির্নির্যান্তি নো পেচকাঃ।
স্তেহপ্যুচ্চৈর্বিহরন্তি বাদিনমণে
কুত্র ত্বয়া প্রস্থিতং॥"

তিমিররাশি পৃথিবীকে গ্রাস করিল, সূর্য্যকান্তমণি আর দীপ্তি পাইতেছে না। খদ্যোতগণ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কমল-বন অবসন্ন হইয়া আসিল। দিবাভাবে যাহারা কাকভয়ে কোট-রের বাহিরে যাইতে পারে নাই, সেই পেচকেরাও এখন অত্যুচ্চে বিহার করিতেছে। হা দিনমণি! তুমি এখন কোথায় প্রস্থান করিলে?

কালিদাস কহিলেন "প্রিয়ে! আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমণীর নিকট পুরুষেরা পরাস্ত হইয়া থাকে!"

কবি কালিদাস বাগ্‌যুদ্ধে, তর্ক-সংগ্রামে, শাস্ত্র-বিচারে বিশ্ববিজয়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু এই ঘটনায় বোধ হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার পণ্ডিতা পত্নীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন অথবা ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্র-যুদ্ধ করিতেন না। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। এক কারণ এই যে, তাঁহার স্বীয় চরিত্র কলুষিত থাকায় তিনি হয়ত তাঁহার সাধ্বী পত্নীকে স্বভাবতঃ কিছু ভয় করিতেন। দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, শাস্ত্র-যুদ্ধে তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন জানিয়া অসদ্ভাব আশঙ্কায় স্ত্রীর সহিত শাস্ত্র-বিচার ইচ্ছা করিয়াই করিতেন না। কেননা বিজেতা ও পরাজিত ব্যক্তির মধ্যে কখনই সদ্ভাব থাকিতে পারে না। পরাজিত ব্যক্তি বিজেতাকে

হিংসা ও ঈর্ষার চক্ষে দেখিবে, ইহাই মানব-চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকৃতি। তাঁহার স্ত্রী শাস্ত্রালাপ আরম্ভ করিলেই বোধ হয়, তিনি রসিকতা করিয়া উহা উড়াইয়া দিতেন অথবা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া পরাজিত হইতেন। ইহা বিশেষ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার পরিচয় সন্দেহ নাই। বাসরঘরে তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহারও বোধ হয় কালিদাস একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য বোধ হয়, তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে তত আন্তরিক সদ্ভাবও ছিল না। এজন্যও হয় ত তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে শাস্ত্রালাপও করিতেন না। এই ঘটনায় ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, কবি কালিদাসের বিদুষী পত্নী সত্যবতী পূর্ব্বাপরই বিশেষ বিদ্যাশিক্ষাভিমানিনী ছিলেন।

১৭। একদা কোন কবি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন পণ্ডিতদিগের পরাজয়করণ-অভিলাষে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ তাঁহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান দিলেন, ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া সুচতুর কালিদাস রমণীবেশে কলসী কুক্ষে ঐ পণ্ডিতের বাসস্থানের নিকটস্থ সরোবর-তটে উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত-বরকে নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আগন্তুক কবি তাহাতে আকৃষ্ট কালিদাসের প্রতি বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে কালিদাস কৃত্রিম রাগভরে বলিলেন—

"ভেকা বক্তি বিলজ্যা কূপসলিলং
কো মে হনূমান্ পুরো।
গন্ধর্ব্বং হসতি খরতরং
কৃত্বা জগদ্গর্দ্দভঃ।

খদ্যোতং প্রতিপাদ্য দীধিতিলয়ং
চন্দ্রপ্রভাং নিন্দতি।
ক্ষুদ্রঃ পশ্যতি স্বাত্মনীচতমতাং
মিথ্যাভিমানান্বিতঃ ॥"

"কূপ-সলিল লঙ্ঘন করিয়া ভেক মনে ভাবে আমার নিকট হনুমান্ কিসে লাগে? গর্দ্দভ নিজ কর্কশ শব্দ করিয়া গায়ক গন্ধর্ব্ব-গণকেও উপহাস করিতে থাকে। খদ্যোতগণ অত্যল্প প্রভা লাভ করিয়া চন্দ্রকিরণকেও নিন্দা করে; এইহেতু মিথ্যাভিমানী ক্ষুদ্র লোক কদাচ আত্মনীচতা অনুভব করিতে পারে না।"

এই বাক্যে পণ্ডিতবর লজ্জিত ও সশঙ্কিত হইয়া নতমুখ হইয়া রহিলেন।

কালিদাস কহিলেন—"লম্পট ব্যাধের আশঙ্কায় হরিণীগণের তৃপ্তিলাভ করা দুষ্কর হইয়াছে।"

"পুরো রেবাপারে গিরিরতিদুরারোহশিখরঃ
শরঃ সব্যে১সব্যে দবদহনদাহব্যতিকরঃ।
ধনুষ্পাণিঃ পশ্চাৎ শবরশতকো ধাবতি মুহুঃ
ক্ব গম্যং ক্ব স্থেয়ং হরিণশিশুরেবং বিলপতে ॥"

পুরোভাগে রেবা নদী, উহার পরেই অতি দুরারোহ পর্ব্বত-শিখর, বামদিকে সরোবর, দক্ষিণদিকে দাবানল, পশ্চাদ্ভাগে কিরাত-গণ ধনুষ্পাণি হইয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে, এরূপ অবস্থায় কোথায় যাই, কোথায় থাকি এরূপ বলিয়া হরিণ-শিশু বিলাপ

করিতে লাগিল।" পরে কালিদাস কহিলেন "তোমরা এইরূপে আমি মহাপণ্ডিত—আমি মহাকবি এইরূপ যথায়-তথায় পরিচয় প্রদান করিয়া থাক, আমি এখনই গৃহে গিয়া আমার স্বামীর নিকট এই কথা বলিয়া, রাজার নিকট এই কথা জানাইতেছি। দেখি তিনি কি বিচার করেন।" এই বলিয়া কালিদাস কিঞ্চিৎ দ্রুত পদে কিয়দ্দূর গমন করিলে, বিক্ষুব্ধ, লজ্জিত, ভীত আগন্তুক পণ্ডিতপ্রবর তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কি আশ্চর্য্য মজার চতুরতা! বাস্তবিক কালিদাস-পত্নী সত্যই বলিয়াছেন যে "তুমি অনেক সময় চতুরতা দ্বারা কৃতকার্য্য হও।"

কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞানে বিশ্ববিজয়ী কালিদাস ইচ্ছা করিয়া সময় সময় কেন এরূপ চতুরতা ও ছলনা অবলম্বন করিতেন? বোধ হয়, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরীক্ষা করিবার জন্যই অনেক সময় চতুরতা ও ছলনা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া অনেক সময়ই প্রতিদ্বন্দ্বী পৃষ্ঠভঙ্গ দিত। প্রতিদ্বন্দ্বী যে তাঁহার তুলনায় নিতান্ত অধম, অনেক সময় তাহা প্রদর্শন জন্যও চতুর-চূড়ামণি চতুরতা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু চতুরতা ও ছলনা দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করা প্রখর বুদ্ধি ও উচ্চ প্রতিভার পরিচয় নহে কি?

১৭। কালিদাস বেশ্যাসক্ত ছিলেন বলিয়া নবরত্নস্থ অপর পণ্ডিতগণ ও মহারাজ বিক্রমাদিত্য সর্ব্বদা তাঁহার কুৎসা ও নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে কালিদাস নিম্নলিখিত কবিতা কয়টি লিখিয়া রাজসমীপে প্রেরণ করিলেন—

"সরলকুরল-কঙ্কাঃ-কাককাদম্ব-হংসাঃ।
অহি-নকুল-মনুষ্যাঃ কেন খাদন্তি মৎস্যাঃ।
অহমিতি তনুজীবী ক্ষীণমীনোপভোগী
জগতি বিদিতনেত্রো মৎস্যরঙ্গঃ কলঙ্কী॥"

সরল কুরল, কঙ্ক, কাক, কলহংস, রাজহংস প্রভৃতি পক্ষী এবং অহি, নকুল, মনুষ্যদিগের মধ্যে কেনা মৎস্য ভোজন করিয়া থাকে? ক্ষুদ্র মৎস্যোপভোগী বলিয়া ক্ষীণজীবী আমিই কেবল মাচরাঙ্গা কলঙ্কিত হইলাম।

"চন্দ্রেণার্চ্চিত এব শঙ্কর বিভুঃ
কল্পদ্রুমৈর্বাসরঃ।
পীযুষেণ কৃতার্থিতা দিবিষদো
লক্ষ্যা হরিঃ প্রীণীতঃ।
আত্মানং পরিমোক্ষতোয়নিধিনা
কিং কিং ন কেষাং কৃতং।
তস্যাগস্ত্যাকরোদরাপদিন কৈ
রুদ্ধীকৃতাপ্যঙ্গুলিঃ।"

"শঙ্করে প্রদানি চন্দ্র কল্পতরু দানে ইন্দ্র
অমৃতে অমর করি যক্ত দেবগণে।
সমুদ্র করিলা তুষ্ট কিন্তু তার হেরি কষ্ট
কেহ নাহি সতর্কিল অঙ্গুলি হেলনে,
যখন অগস্ত্য ঋষি তারে গ্রাসিবারে আসি,
দাঁড়াইল পুরভাগে তীব্র সম্বোধনে।"

পণ্ডিতগণের প্রতি তিরস্কার-চ্ছলে

"পিকম্মূকী কুরু ধূমযোনে
কেকঞ্চ সেকৈর্ম্মুখরী করোষি।
কিন্তুত্বমিন্দোরপিধায়বিম্বং
খদ্যোত মুদ্যোতয়সীত্যসহ্যম্॥"

হে ধূমযোনে (মেঘ)! তুমি কোকিলগণকে নীরব কর, বারি-বর্ষণ দ্বারা ভেককে মুখর কর, ইহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তুমি যে চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া খদ্যোতগণকে দীপ্তিমান্ করিতেছ ইহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য!

মহারাজের প্রতি—

"দ্বাযুর্ব্বোধর রাম কাব্যকরণে সেনাবলে ভাষণে
ত্রাণে ব্যাকরণে বিতরণে বিশ্বম্ভরাভূষণে।
সত্যং সত্যবতী ভয়ে বাগীশয়ে সিন্ধুর
দাক্ষী কুক্ষীভয়ে পৃথোদর ভয়ে দেবদ্রয়ে মেরয়ে॥"

হে প্রিয়দর্শন মহারাজ! আপনি কাব্যরচনায় সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ বাদরায়ণতুল্য, সৈন্য-গঠনে সেনানায়ক কার্ত্তিকের ন্যায়, পরস্পর সম্ভাষণে সুরগুরু বৃহস্পতিতুল্য, প্রজা-পালনে আপনি বিষ্ণুসদৃশ। ব্যাকরণশাস্ত্রে গণপতি, যুদ্ধোদ্যমে বীর্য্যাগ্রগণ্য পার্থ-সদৃশ, দান-ধর্ম্মে কল্পবৃক্ষের ন্যায় এবং সমস্ত পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ সুমেরুর ন্যায় বিরাজমান।

রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের উক্ত কয়েকটি কবিতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া কালিদাসকে আহ্বানপূর্ব্বক যথোচিত সমাদর করিলেন।

কালিদাস বলিলেন "মহারাজ আমি এ সভায় উপযুক্ত নহি। আমায় অবসর দিন, কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান করেন। যথা—

"অধ্যাধঃকরণো রণো রণ রণো
রাণো রণো রাবণো।
ধৃত্বা যেন রমা রমা রম রমা
রামা রমা সা রমা।
স শ্রীমানো দয়ো দয়ো দয় দয়ো
দায়ো দয়ো বেদয়ো।
বিষ্ণুর্জিষ্ণুরভীরভী রভ রভী
রাভী রভী সৌরভী।"

"কন্দর্পের প্রতি অনভিলাষী হইলেও আত্মশুদ্ধার্থে যিনি সম্পদমান, এবং ভগবৎ-কৃপা-লাভের একমাত্র উপায়, যিনি করকমলে তীক্ষ্ণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধস্পর্দ্ধী রণনিপুণ ত্রিভুবনবিজয়ী দশাননের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, সেই পবনাশনারি, গরুড়বাহন, জয়শীল, জ্ঞানবান্, ইন্দ্রবিজয়ী কৃপাসিন্ধু ভগবান্ বিষ্ণু আপনাদিগকে রক্ষা করুন।" কালিদাস এই বলিয়া গমনোদ্যত হইলে মহারাজ তাঁহাকে শ্লেষের প্রকার বুঝাইলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীও বলিলেন, "মহাশয়! চন্দ্রজ্যোতি তারাগণ দ্বারা কি কখনও সাধিত হইতে পারে। আমাদের এ নবরত্নের আপনি পূর্ণচন্দ্র। যদিও চন্দ্রে কলঙ্ক-স্পর্শ আছে, তথাপি তাহার

জ্যোতির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সামান্য দোষ গুণ-গ্রাহী মহৎ ব্যক্তিরা গণ্য করেন না।

এরূপ বাক্যে কালিদাসের রাগ বা অভিমান দূরীভূত হইল। তিনি তৎপরে সন্তুষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার নবরত্ন সভায় যোগদান করিলেন।

৪। কালিদাস পর-দার-রত থাকার জন্য তাঁহাকে সময় সময় অনেকের নিকটই লাঞ্ছিত হইতে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক চতুরতা, বুদ্ধি-কৌশল, বাক্‌-চাতুর্য্য, অগাধ বিদ্যা, গভীর জ্ঞান, অসাধারণ প্রতিভা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় তাঁহার চরিত্র-দোষ যেন সদা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিত এবং চরিত্র-দোষকে লোক-চক্ষুর নিকট বিশেষ দোষাবহ বলিয়া মনে হইতে দিত না, ইহাই সদ্‌গুণের ধর্ম্ম। কোন ব্যক্তির সদ্‌গুণ অধিকসংখ্যক ও প্রবল হইলে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট তাহার অসদ্‌গুণ তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে। মার্লো, সেক্ষপীয়র, ষ্টিল, এ্যাডিসন, গোল্ডস্মিথ, বায়রণ প্রভৃতি পাশ্চত্য কবি ও লেখকগণেরও এইরূপ চরিত্র-দোষ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের অশেষ সদ্‌গুণ থাকায় তাঁহারাও সমাজে আদৃত ছিলেন ও উচ্চ আসন পাইয়াছিলেন। প্রতিভার জয় ও আদর নিশ্চয় এবং অপ্রতিহত। কিন্তু প্রতিভার সমাদর হইলেও চরিত্র-দোষ থাকিলে ইহ-জীবনের পরিণাম বড় সুখকর হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। আবার "পরপারের" বিষয়ে ত আমরা এক প্রকার সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। সেখানে যে কোন্ পাপীর কি বিধান হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বলা যায় না। সেই জন্যই কালিদাসের নৈতিক

সাধারণ নিয়মানুযায়ী ইহ-জীবনের শেষ পরিণাম বড় সুখকর হয় নাই। স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে জঘন্য বারাঙ্গনালয়ে কুহকিনী বারবনিতার তীক্ষ্ণধার অসির আঘাতে অসময়ে অপরিণত বয়সে গভীর যন্ত্রণাময় মৃত্যু! ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে?

১৪। একদা এক পণ্ডিত আসিয়া বিক্রমাদিত্য রাজসভায় "নষ্টস্য কান্তাগতিঃ" এই সমস্যা পূরণ করিতে দিলে কালিদাস সমস্যা পূরণ না করিয়া তৎপর দিন বৈরাগিবেশে পণ্ডিতের সম্মুখে যাইয়া একখানি অসি শাণ দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পণ্ডিত-প্রবর প্রশ্ন করিলেন—

পণ্ডিত। "পশ্যামি সাধুরূপিণং কিং কার্য্যং শাণিতোঽসি?" তোমাকে সাধুর ন্যায় দেখিতেছি। অসিখানি কি কার্য্যের জন্য শাণিত করিতেছ?

কালিদাস। "সেবনং ইচ্ছয়াযুক্তং হদং ছাগং ছেদয়ামি।"

কালিদাস সম্মুখস্থ একটি ছাগ দেখাইয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছায় এই ছাগলটিকে ছেদন করার জন্যই অসিখানি শাণিত করিতেছি।

পণ্ডিত। "ভিক্ষো মাংস-নিষেবণং প্রকুরুষে।"

হে ভিক্ষুক, তোমার মাংসতেও রুচি আছে নাকি?

কালিদাস। "কিং তত্র মদ্যং বিনা?"

সুরা ভিন্ন কি মাংসতেই তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে?

পণ্ডিত। "মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ম্?

মদ্যও আবার তোমার প্রিয় নাকি?

কালিদাস। "প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।"

বারাঙ্গনার সহিত হইলেই আমার প্রিয় ও সুখ হয়।

পণ্ডিত। বেশ্যাস্পর্শরুচিঃ কুতস্তবঃ ধনং?

আবার বারাঙ্গনাতেই যদি রুচি, তবে ধন কোথায় পাইবে?

কালিদাস। "দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা।"

দ্যূত-ক্রীড়া বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

পণ্ডিত। "চৌর্য্যদ্যূত পরিগ্রহোঽস্তি ভবতো।"

দ্যূত-ক্রীড়া বা চৌর্য্য-বৃত্তিই যদি তোমার কার্য্য, তবে বৈরাগ্য-বেশে মালা জপ করিতেছিলে কেন?

কালিদাস। "নষ্টস্য কান্যা গতিঃ॥"

নষ্টের আবার গতি কি?

এই বিবরণে মনে হয় নাকি যে, কালিদাস মদ্য ও মাংস প্রচুর ব্যবহার করিতেন। যে যাহা ব্যবহার না করে সে তাহার উল্লেখ এইরূপ আমোদের সহিত করিতে পারে কি? কোন কোন সময় কালিদাসের এইরূপ ছলনাভাব ইচ্ছাকৃত হওয়াও অসম্ভব নহে।

৭। রাজা বিক্রমাদিত্য ভোজরাজ-কন্যা ভানুমতীকে বিবাহ করেন। একদা তিনি চিত্রকর দ্বারা ভানুমতীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন। সকলেই ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিল, কেবল কালিদাস বলিলেন যে, চিত্রটি ঠিক হয় নাই। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ঠিক হয় নাই বলিতেছ?

কালিদাস। রাজমহিষীর উরুদেশে একটি তিল আছে

তাহা এই চিত্রে উঠে নাই। রাজা বিস্মিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে যাইয়া ভানুমতীর উরুদেশে তিল দৃষ্টে বড়ই ক্রোধান্বিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, লম্পট কালিদাস গোপনে রাজ-অন্তঃপুরে যাতায়াত করিয়া থাকে, নতুবা সে রাজমহিষী ভানুমতীর গুপ্তস্থানে তিলের বিষয় কি প্রকারে অবগত হইল। তিনি নিজে ইহা কোন দিনই লক্ষ্য করেন নাই। কালিদাসের কলুষিত চরিত্র তিনি বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। কাজেই রাজার সন্দিগ্ধ মনে বিশেষ রাগ হইল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া কালিদাসকে বধ করিতে আদেশ দিলেন। কালিদাস হস্ত-পদ বন্ধনাবস্থায় বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। তিনি স্বীয় হস্তস্থিত হীরকাঙ্গুরী ঘাতক-গণকে দিয়া বহু মিনতিপূর্ব্বক তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ-পূর্ব্বক নিশীথকালে ছদ্মবেশে বররুচির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বররুচি কালিদাসকে জীবিত দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে বধূবেশ ধারণ করাইয়া আপন বাটীতে গোপনে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন পরে রাজপুত্র মৃগয়ায় গিয়া এক ভল্লুকের চপেটাঘাতে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন এবং কেবল 'সসেমিরা" শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রাজার আদেশে বহু ওঝা বৈদ্য আসিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না। কার্য্যকুশল কালিদাসের উপদেশানুরূপ বররুচি আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, তাহার পুত্রবধূ রাজপুত্রের উন্মাদ আরোগ্য করিতে পারিবে। অমনি বধূবেশধারী কালিদাস রাজসভায় আনীত হইলেন। তিনি

কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া রাজপুত্রের উন্মাদরোগ তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিলেন।

তখন রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বধূবেশী কালিদাসকে বলিলেন—

"গৃহে বসসি কৌমারি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি।
ঋক্ষ-ব্যাঘ্র-মনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরি॥"

হে কুমারি! তুমি নিরন্তর অন্তঃপুরে বাস কর এবং কখনও বনে গমন কর নাই, তবে তুমি ভল্লুক, ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের বিষয় কি প্রকারে অবগত হইলে? কালিদাস প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

"দেব-গুরু-প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥"
"দেবগুরু-প্রসাদেতে রসনাতে বাণী।
ভানুমীতর তিলস্থান তাতে আমি জানি॥"

এই কথা শুনিবামাত্র বিস্ময়োৎফুল্লচিত্তে মহারাজ বিক্রমাদিত্য অমনি দোলার যবনিকা উন্মোচনপূর্ব্বক বধূবেশী কালিদাসকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিশেষরূপে পুরস্কার প্রদান করত তাঁহাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিলেন। আর প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হইতে তিনি যেরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বধূবেশে বররুচির ভবনে অবস্থিত ছিলেন, মহারাজ তৎসমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণান্তর বিশেষ প্রীত হইলেন।

কালিদাসের গ্রন্থ-পরিচয়

গ্রন্থ-পরিচয় দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম গ্রন্থের সংখ্যা ও নাম-নিরূপণ, দ্বিতীয় গ্রন্থাদির বিষয় ইত্যাদি বর্ণন। এই উভয় বিষয়ই কিছু কঠিন ব্যাপার।

১। গ্রন্থের সংখ্যা ও নামাদি নিরূপণ। কৃতী লেখক বা কবির গ্রন্থ নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। এমন কি দেখা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ের গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ নির্ণয় লইয়াই অনেক সময় গোলযোগ ঘটে। বেনামা "স্বর্ণলতা" উপন্যাসখানি বাহির হইলে অনেকে মনে করিয়াছিল, উহা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখা। পরে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রন্থখানির ভূমিকাস্বরূপ একখানি পত্রদ্বারা গ্রন্থকার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশ করেন। পূর্ণ বাবুর "শৈশবসহচরী", সঞ্জীব বাবুর "কণ্ঠমালা" প্রভৃতি উপন্যাস অনেকে স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর লিখা বলিয়া অবধারণ করিয়াছিল। পুরাতন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে গ্রন্থ-সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ আরও অধিক। কালিদাস ত বহুদিনের লোক। বিশেষতঃ তিনি একজন সুবিখ্যাত গ্রন্থকার। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ-সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগও অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ সেই সময় গ্রন্থ মুদ্রণের প্রথা ছিল না। হস্ত-লিখিত গ্রন্থই অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত ছিল। অনেক গ্রন্থকার কালিদাসপ্রণীত কোন কোন গ্রন্থ নিজস্ব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, অনেক গ্রন্থকার আবার স্বরচিত গ্রন্থের

খ্যাতি বৃদ্ধি করিবার জন্য উহা কালিদাস-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কালিদাসের গ্রন্থ-নির্ণয়-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। ঋতুসংহার, শ্রুতবোধ, পুষ্পবাণ-বিলাস ও শৃঙ্গার-তিলক প্রভৃতি গ্রন্থও কালিদাসের লেখা বলিয়া বহুলোকের সংস্কার। আবার অনেকে এই সব গ্রন্থ কালিদাসের রচিত নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাধারণমতে কালিদাসের গ্রন্থ-নির্ণয় এইরূপ—

(ক) কুমারসম্ভব। ১
(খ) মেঘদূত। ২
(গ) মালবিকাগ্নিমিত্র। ৩
(ঘ) বিক্রমোর্ব্বশী। ৪
(ঙ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। ৫
(চ) পুষ্পবাণবিলাস। ৬
(ছ) ঋতু-সংহার। ৭
(জ) নলোদয়। ৮
(ঝ) শৃঙ্গারতিলক। ৯
(ঞ) শৃঙ্গাররসাষ্টক। ১০
(ট) দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। ১১
(ঠ) শ্রুতবোধ। ১২
(ড) রঘুবংশ। ১৩

২। কোন গ্রন্থকারেরই গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের সম্যক্ পরিচয়

দেওয়া সহজ নহে। কোন গ্রন্থ মনোনিবেশপূর্ব্বক নিজে পাঠ করিলেই ইহার যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অপর ব্যক্তি তাহার সেরূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হইতে পারেন না। মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। যাঁহার গ্রন্থের স্তরে স্তরে অতুলনীয় কবিত্ব, অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য, অবক্তব্য স্বর্গীয়ভাব নিহিত এবং যাঁহার গ্রন্থ অতি মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিলেও সহজে বোধগম্য হয় না, তাঁহার সেই সব গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া সুকঠিন। তবে মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাদির বর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে মাত্র।

(ক) কুমারসম্ভব। ১

ইহা একখানি কাব্য। ইহার বর্ণিত বিষয়—হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পার্ব্বতীর জন্ম, কৈলাস-শিখরে শিবের যোগ তপস্যা, পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তাঁহার সেবা, দেবগণ কর্ত্তৃক মহাদেবের যোগভঙ্গ, মদন-ভস্ম, পার্ব্বতীর মহাদেবকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা, সেই তপস্যা-ফলে মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর মিলন, মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহ ও বিহার, কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকের জন্ম এবং কুমার কর্ত্তৃক তারকাসুর-নিধন ও দেবগণের ধর্ম্মরক্ষা।

তারকাসুরের অত্যাচারে দেবগণের বৈভব ও ধর্ম্মরক্ষা হইতেছিল না। তাঁহারা যাইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট প্রতিবিধান প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা বলিলেন, "আমি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি স্বয়ং সৃষ্টি

করিয়া ধ্বংস করিতে পারি না। ইহা আমার পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য। বীর্য্যবান্ মহাদেব ও শক্তিশালিনী পার্ব্বতীর সন্তান দ্বারা ইহার প্রতিবিধান সম্ভব।" তৎপরে অবিলম্বে দেবগণ আসিয়া মদনকে প্রেরণপূর্ব্বক মহাদেবের সমাধিভঙ্গ করার পরে মহাদেব ও পার্ব্বতীর মিলন হয়। তাঁহাদের বিহার-ফলেই কার্ত্তিকের জন্ম এবং সেই কার্ত্তিক কর্ত্তৃক তারকাসুর নিধন।

মহাকবি কালিদাস সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনার বিবরণ-গুলি পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে স্বর্গীয় দেবতার আদর্শ ছবি মানবাকারে অঙ্কিত করিয়া লোকশিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"This book has been translated into English poetry by R. T. Griffith (1879). Though containing many fine passages, it is tame as a whole."

Encyclopædia Britannica.

"This fact in itself indicates that description is the prevailing characteristic of the poem. It abounds in that poetical mineature painting in which lies the chief literary strength of the Indian. Affording the poet free scope for the indulgence of his rich and original imaginative powers it is canspicuous for wealth of illustration. * * * * * Usually the first seven cantos only are to be found in the printed

editions, owing to the erotic character of the remaining ten."

Macdonell's History of Sanskrit Literature.

গ্রন্থখানি সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। অনেকের মতে প্রথম সাত সর্গ কালিদাসের লিখিত অর্থাৎ হর-পার্ব্বতীর বিবাহ পর্য্যন্তই গ্রন্থ সমাপ্ত। তৎপরের অংশ সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

ইহা বলিবার প্রধান কারণ এই যে, অষ্টম-নবম সর্গে হর-পার্ব্বতীর সাধারণ মানবোচিত কুৎসিত বিহার বর্ণনা আছে। তাহা হইলে কুমারের জন্মের পূর্ব্বেই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, কেননা দশম সর্গে কুমারের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। কাজেই এই মতের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তিপূর্ণ কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রথম কারণ এই যে, সপ্তম সর্গে গ্রন্থ সমাপ্ত অবধারণ করিলে কুমারসম্ভব গ্রন্থের নামের সার্থকতা থাকে না। গ্রন্থকার কি কুমারের জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লিখিয়াই গ্রন্থের নাম কুমারসম্ভব রাখিয়াছিলেন। ইহা কখনই সম্ভব নহে ? হর-পার্ব্বতীর বিবাহ পর্য্যন্ত গ্রন্থ শেষ হইলে গ্রন্থের নাম হর-পার্ব্বতীর বিবাহ বা পরিণয় হওয়ারই খুব সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই কবি সমস্তই সাধারণ মানবোচিত ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। হিমালয়, মেনকা, মহাদেব, পার্ব্বতী সকলেই সাধারণ মানবস্বরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। কাজেই পরের কয় সর্গেও যে সাধারণ মানব-সমাজোচিত বর্ণনা

থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় বা অসম্ভবের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

তৃতীয় কারণ এই যে, গ্রন্থকার কবি কালিদাস যেরূপ রুচি ও চরিত্রবিশিষ্ট লোক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের কোন কোন অংশ অসঙ্গতভাবে অশ্লীলতা দুষ্ট হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে। যিনি পথিপার্শ্বস্থ সুন্দরী যুবতী রমণী দর্শনে তাহার অধরসুধা-পানলোলুপ-রসনায় "দেহিপদপল্লবমুদারম্" এইরূপ কোন না কোন কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন—

"কদা কান্তাগারে বিমলবিলসৎপুষ্পশয়নে
শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচকলসযুগ্মং হৃদি বহন্।
অয়ে কান্তে মুগ্ধে কুটিলনয়নে চন্দ্রবদনে
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্।"

"আমার বাসনা হয় নিত্য মনে মনে
প্রেয়সীর নিকেতনে কুসুম-শয়নে,
হৃদয়ে * * * করিয়া ধারণ,
চন্দ্রাননে, কুটিলাক্ষি করি সম্বোধন,
আমারে প্রসন্না হও এই নিবেদনে !
দিবস মুহূর্ত্তপ্রায় কাটি সংগোপনে।"

যিনি এইরূপ অশ্লীল কবিতা বলিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই, যিনি মদ ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন, যিনি এই গ্রন্থের প্রথম সর্গে পার্ব্বতীর ভুবনমোহনরূপ বর্ণনায় আদিরসের সরসভাব উদ্দীপন করিয়াছেন, তিনি পরে হর-পার্ব্বতীর বিহার-বর্ণনা করিয়া

সাধারণ মানবোচিত শৃঙ্গাররসের উলঙ্গিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবেন ইহা অসম্ভব কি? রসিক নাগর কবি অষ্টম সর্গে পার্ব্বতীকে মদিরাপান পর্য্যন্ত করাইয়াছেন, কালিদাসের এই কুৎসিত রুচির আভাস তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেরও অনেকস্থলেই দৃষ্ট হয়। যে রঘুবংশ তিনি শেষকালে পরিপক্কাবস্থায় পরিণত বয়সে লিখিয়াছেন, তাহারও স্থানে স্থানে নিতান্ত কদর্য্য অশ্লীল কবিতা রহিয়াছে।

যদি কালিদাসকে সর্ব্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠ আসন দিবার জন্য তাঁহার গ্রন্থের অশ্লীল অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তবে আর কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু রসই কবির ও কাব্যের প্রাণ। কবিবর ভারতচন্দ্রও বলিয়াছেন—

"প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হোক্ ভাষা কাব্য-রস লয়ে॥"

সুকবি বিভিন্ন রসোৎপাদন করিয়া লোকরঞ্জন করিবে ইহাই তাঁহার প্রকৃতি ও ধর্ম্ম। শৃঙ্গার রসও কবিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কবির লেখার কোনও অংশ অসঙ্গতভাবে শৃঙ্গার-রসোৎপাদক হইলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অবধারণ করা অসঙ্গত। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক সাহিত্য-দর্শনকারও "কুমার-সম্ভবের" হর-পার্ব্বতীর বিহার-বর্ণনা ইত্যাদি অসঙ্গত ও দূষণীয় বলিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই।

মহাকবি হয় ত অন্য কারণেও শৃঙ্গার রসের এইরূপ মূর্ত্তি

অঙ্কিত করিতে পারেন। এ মূর্ত্তির বীভৎস ভাব দর্শনে লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয় না কি?

এখন দেখা যাউক, সুরসিক কবি পার্ব্বতীর রূপ কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"মধ্যেন সা বেদি-বিলগ্ন-মধ্যাবলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নব যৌবনেন কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্॥"৩৯

কুমারসম্ভব ১ম সর্গ।

"বেদীর ন্যায় ক্ষীণমধ্যা বালা পার্ব্বতীর কটিমধ্যস্থিত সুচারু ত্রিবলী দর্শনে বোধ হইত যেন নবীন যৌবন কন্দর্পের আরোহণ জন্য সোপান রচনা করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।"

"অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাস্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যাম মুখস্য তস্য মৃণাল-সূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্।"

কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ ৪০ শ্লোক।

সেই নীলোৎপলাক্ষীর পাণ্ডুবর্ণ পয়োধরযুগল এরূপ স্থূল ও পরিপুষ্ট ছিল যেন বোধ হইত পরস্পরকে পীড়া দিয়া উভয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। ফলতঃ সেই কৃষ্ণচুচক স্তনবিশিষ্ট স্তনযুগলের মধ্যস্থলে মৃণাল মধ্যস্থ সূত্রের অবস্থিতিও একান্ত অসম্ভব হইয়াছিল। আর হরপার্ব্বতীর বিহার বর্ণনার দুই একটি কবিতা এইরূপ—

"ক্লিষ্টকেশমবলুপ্তচন্দনং ব্যত্যয়ার্পিতনখং সমৎসরম্।
তস্যতচ্ছিদুর মেখলাগুণং পার্ব্বতীরতমভূন্নতৃপ্তয়ে।

৮ম সর্গ ৮৩ শ্লোক।

"উমার কেশকলাপ আলুলায়িত হইল, চন্দন বিলুপ্ত হইল, দংসর সহিত নখরার্পণের ক্ষত জন্মিল এবং মেখলাগুণ ছিন্ন হইল, তথাপিও পার্ব্বতীর * * * সম্ভোগে শঙ্করের তৃপ্তি হইল না।"

"নাভিদেশ নিহতঃ সকম্পয়াশঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলম চাভবৎ স্বয়ং দূরমুচ্ছ্বসিত নীবিবন্ধনম্।"

৪ শ্লোক ৮ সর্গ।

"প্রিয়তম নাভিদেশে হস্ত প্রদান করিলে পার্ব্বতী তাহার কর নিরোধ করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার নিতম্ব দেশের বসন-গ্রন্থি আপনিই শিথিল হইয়া যাইল।"

প্রথম সর্গের পূর্ব্বোক্ত কবিতাগুলি যাহার লেখনি-প্রসূত অষ্টম সর্গের শেষোক্ত কবিতাগুলি কি তাহার লেখা হইতে পারে না?

লোকের চরিত্র, প্রকৃতি ও রুচি গোপন রাখা বড়ই সুকঠিন। গ্রন্থকারের গ্রন্থের ভিতর তাহার আভাস স্থানে স্থানে অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়িবে। লম্পট-চরিত্র কনগ্রিভ (Congrave), এডিসন (Addision), গোল্ডস্মিথ (Goldsmith) বা কবি সেক্সপিয়ার বাইরণ প্রভৃতির লেখায়ও এই কারণে স্থানে স্থানে শৃঙ্গার রসের বীভৎস বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লম্পট ও রসিক কবি বাইরণের একটি স্থল উদ্ধৃত হইল—,

"I-hey look upon each other and their eyes
Gleam in the moon light and her white arm
clasps

Round Juan's head, and his around her lies
Half buried in the tresses which it grasps
She sits upon his knee, and drinks his sighs
He hers, until they end in broken gasps!
Byron's Don Juan.

কালিদাসের চরিত্র দূষিত ছিল এজন্যও শৃঙ্গার রসের কতক বীভৎস মূর্ত্তি তাঁহার গ্রন্থে স্বভাবতঃ আসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি জ্ঞানবলে উহা এমনি ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যেন তৎ-প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্ভব হয়।

চতুর্থ কারণ এই যে গ্রন্থের প্রথম ভাগেই উল্লেখ আছে যে তারকাসুরের অত্যাচার-নিবারণের হেতু হইতেই এই গ্রন্থোক্ত অন্যান্য বিবরণের সৃষ্টি। অতএব তারকাসুর নিধন ও তাহার অত্যাচার নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত।

পঞ্চম কারণ এই যে কোন কোন শ্লোক-গত কিছু দোষ থাকিলেও মহা কৃতি লেখকদেরও লেখার স্থানে স্থানে যৎসামান্য দোষ থাকাও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

"কুমার-সম্ভব" এই গ্রন্থখানি কাব্য হইলেও একখানি অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যাইতে পারে না, কেননা, ইহার মধ্যে শাস্ত্রোক্ত নবরস সমস্ত বিশদ ভাবে সঞ্চারিত হয় নাই। গ্রন্থখানি বোধ হয় শৃঙ্গার-রস-প্রধান।

গ্রন্থের প্রধান বর্ণিত বিষয় হর-গৌরীর বিবাহ, মদন-ভস্ম ও তারকাসুর-বধ।

পার্ব্বতীর মহাদেবের প্রতি আসক্তি অদ্ভুত ও অসীম। এই গভীর আসক্তিতে একটু বিশেষ নূতনত্ব আছে। তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিসদৃশ চরিত্রে কিরূপ বিশুদ্ধ প্রেম, নিশ্চল ভালবাসা ও গভীর আসক্তি হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, তাহা হর-পার্ব্বতীর প্রণয়-চিত্রে মহাকবি অতি কৃতিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বতী অতুলনীয় রূপযৌবনসম্পন্না রাজনন্দিনী। সংসারে তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তিনি পিতা-মাতার অতি আদরে লালিতা, পালিতা ও বর্দ্ধিতা। তাঁহার পিতা-মাতা ইচ্ছা করিলে সুযোগ্য তদনুরূপ দিব্যকান্তি বর তাহার জন্য অনায়াসে সংঘটন করিয়া আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মহর্ষি নারদের মুখে সংসারত্যাগী যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের বিষয় অবগত হইয়া তাহাতেই প্রাণ-মন সমর্পণ করিলেন। ক্ষীণতন্বী, কোমলাঙ্গী, কোমলপ্রাণা, কোমলরূপমাধুরীসমন্বিতা পার্ব্বতী দৃঢ় গঠন, বলিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ত, প্রকাণ্ড বপু, প্রচণ্ড ভৈরবী মূর্ত্তি, সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রাজনন্দিনী পার্ব্বতীর এই মনের বেগ অদম্য ও অপ্রতিহত। মহাদেব যোগাসনে কৈলাস-শিখরে ধ্যাননিরত থাকিতেন। আর পার্ব্বতী সখীসহ ঐকান্তিক প্রেম-ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতেন। ভোলানাথ ভক্তবৎসল মহাদেবও নির্ম্মলচিত্তে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন। একদা মহাদেব ধ্যানান্তে যখন তাঁহার সেবা-গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তাঁহার রক্তবর্ণ বিম্বাধরের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তাঁহার মন বিচলিত

হইল। তিনি মূর্ত্তিমতী রূপ-মাধুরী পার্ব্বতীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন পার্ব্বতীর ব্রীড়াবনত ক্ষীণ দেহও প্রেমাবেগে ঈষৎ কম্পিত হইল। যোগিপ্রবর তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? যাহা কোন দিন হয় না, আজ তাহা হইল কেন? চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অদূরে মদন ফুল-ধনুতে কামবাণ সন্ধান করিতেছে। তিনি তাহার স্বাভাবিক চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ বুঝিলেন। তাঁহার ক্রোধপ্রদীপ্ত নয়ন-বহ্নিতে মদনকে ভস্মসাৎ করিয়া সহচর নন্দীসহ তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বোধ হয়, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও তিনি রমণী মোহে ভুলিবেন না। আর এদিকে বিফলমনোরথ পার্ব্বতী ভগ্নহৃদয়ে সখীর সাহায্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৎপর দৃঢ়প্রেমপূর্ণহৃদয়া পার্ব্বতী পিতা-মাতার পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও মহাদেবের অপার্থিব প্রেমলাভ-আকাঙ্ক্ষায় সুকোমল শরীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অন্তর্যামী যোগী-পুরুষ মহাদেব পার্ব্বতীর একাগ্র কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া ছদ্ম সন্ন্যাসীবেশে তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্ত ও মন পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার মন ও হৃদয় অবিচলিত তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন। উভয়ের মিলন হইল, পরে উভয়ের বিবাহও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। তাঁহারা

অবিচ্ছিন্ন সুখ-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কুমারের জন্ম হইলে পুত্র-মুখ দর্শনে উভয়ে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আদর্শ দেবচরিত্র দ্বারা এইরূপ সাংসারিক চিত্র মহাকবি কি জন্য অঙ্কিত করিয়াছেন? কার্য্যকর ভাবে লোকশিক্ষা ও লোক-রঞ্জন জন্য সাধারণ মানব-চরিত্রে এরূপ দাম্পত্যভাব প্রদর্শন করা নিতান্ত সহজ নহে। প্রদর্শিত হইলেও তাহা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে।

এই বিবরণে দুইটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য হয়। প্রথমতঃ ঐকান্তিক সাধনা ও তপস্যাবলে অভীপ্সিত বর লাভ করা যায়। দ্বিতীয় বিসদৃশ উন্নত চরিত্রে গভীর চিরস্থায়ী প্রেম সঞ্জাত হইয়া থাকে। সে প্রেম নির্ম্মল ও গভীর, অতলস্পর্শী। উহাতে কোন প্রকার আবিলতা নাই এবং উহা পরম আনন্দদায়ক ও চিরশান্তি-পূর্ণ। যাহার যেটি অভাব, সে তাহাই চায় এবং তাহা পাইলেই সুখী হয়। ইহাই বিসদৃশ চরিত্রে গভীর ভালবাসার মূল কারণ। মহাকবি সেক্সপিয়র তাঁহার ওথেলো (Othello) নামক নাটকে বিস-দৃশ চরিত্রে প্রণয় সৃজন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরিশেষে তিনি সে প্রণয়ের অসঙ্গতভাবে ইহসংসারেই অস্থায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির আদরের কন্যা সুন্দরী ডেস্‌ডিমনা (Desd-emona) সামান্য সৈনিক কৃষ্ণকায় নিগ্রো ওথেলোতে আসক্ত হইয়া তাহার পিতার পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তাহাতে আত্মসমর্পণ করিল, উভয়ের বিবাহ হইল। কিন্তু পরিশেষে সংসারের কুহকজালে

আবদ্ধ হইয়া সেই ওথেলো আত্মহারা হইলেন। সতী-সাধ্বী ডেস্‌ডি-মনার চরিত্রের সততা ও নির্ম্মলতা সন্দেহ করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন, কিন্তু পরিশেষে সেই হৃদয়শালী নিগ্রো স্বীয় গর্হিত কর্ম্ম জানিতে পারিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মৃতদেহের উপর আত্মহত্যা করিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহাদের উভয় জীবনের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল যে, কল্পনায় আসিলেও লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

মহাকবি সেক্সপিয়র কেন এরূপ বিশুদ্ধ প্রেমের এতদূর শোচনীয় পরিণাম দেখাইলেন? যে প্রেম বিশুদ্ধ, পবিত্র ও আদর্শ, তাহার পরিণাম ভয়াবহ ও শোচনীয় কি ন্যায়সঙ্গত? পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন যে, এইরূপ প্রণয় হৃদয়গত নহে, মন ও কল্পনা সম্ভূত। এই জন্যই ওথেলোর সন্দেহের উদ্ভব এবং শেষে উভয়ের শোচনীয় পরিণাম। ওথেলোর হৃদয়ে আন্তরিক প্রেম থাকিলে এইরূপ হইতে পারিত না, ইহাই কবি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ওথেলোর প্রেম হৃদয়গত না হইলে শেষে আবার আত্মহত্যা করিবেন কি প্রকারে এবং করিবেনই বা কেন? প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে সন্দেহের বীজ উঠিতে পারে না অথবা প্রকৃত প্রেমিক না হইলে আত্মোৎসর্গ বা আত্মহত্যাও করিতে পারে না। বোধ হয়, হিন্দু ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান কিছু পৃথক্। মন ও হৃদয়ের পার্থক্য কিসে ও কোথায়? উভয়ের যে প্রকারে পার্থক্য হউক না কেন, প্রকৃত প্রেমিকের মন ও প্রাণ এবং শরীর সমস্তই প্রেমের পাত্রে উৎসর্গীকৃত হয়। মহাকবি কালিদাস বোধ হয়, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। যখন ছদ্মবেশীব্রহ্মচারী মহাদেব

ঘোর তপস্যানিরতা ক্ষীণা কৃশা পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শ্মশানচারী সংসারবিরাগী ভীষণ মূর্ত্তি মহাদেবের প্রতি কেন আসক্ত।" তখন পার্ব্বতী অম্লানবদনে অকপটচিত্তে উত্তর করিলেন, "তিনি বাসনাবর্জ্জিত ধনরত্নলোভশূন্য নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষ, এই জন্যই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভক্তি শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। অর্থাৎ তাঁহার দুর্ল্লভ গুণের জন্য আমার প্রাণ-মন সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছি।"

আর ডেস্‌ডিমোনাও পার্ব্বতীর ন্যায় তাহার পিতার নিকট বলিয়াছেন—

"I saw Othello's visage in his mind
And to his honour's and his valiant parts
Did I my soul and fortunes consecrates."

Shakespear's Othello.

ওথেলো ডেস্‌ডিমোনার পিতার নিকট প্রণয় প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ—

"She loved me for the dangers I had passed
And I loved her that she did pity them."

Shakespear's Othello.

আর মহাদেব নক্ষত্রবাসীদিগকে প্রেরণ করিয়া হিমাচলরাজের নিকট তাঁহার আন্তরিক প্রণয়ও এইভাবে জানাইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত উভয় কবিতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু পরিণামে ও বিচ্ছেদে পার্থক্য। কবি কালিদাস প্রেমের অঙ্কুরেই বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরে চিরসুখপূর্ণ মিলন সংঘটন করিয়াছেন।

আর সেক্সপিয়র প্রেমের পরিণত অবস্থায় বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পরে "পর পারে" মিলন করিয়াছেন। সেখানকার সুখ-শান্তি আমরা কিছু দেখিতে পাই না ও জানিতে পারি না, কেবল অনুমান করিতে পারি। সে অনুমানও যে সত্য তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

কিন্তু মহাকবি কালিদাস ইহজীবনেই দেখাইয়াছেন যে—

"That ruined love when it is built anew
Grows fairer than at first more strong more
greater."

Shakespear's Othello.

মদন-ভস্মের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন কার্য্য হঠাৎ করিতে নাই। করিলে সাধারণতঃ সুফল হয় না। আর কোন কার্য্য করিতে পাপ অথবা অসদুপায় অবলম্বন করাও অকর্ত্তব্য, তাহাতেও সাধারণতঃ বিপদ ও অনিষ্ট সম্ভাবনা। তাই কবি বলিয়াছেন—

"শম দম চক্র কালে নাশ কর রিপুদলে
ডুব দিয়া পাপ-জলে নেয়োনা নেয়োনা।
বিষম বিষের জল কভু নয় সুশীতল
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল খেয়োনা হে খেয়োনা॥"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

তারকাসুরবধে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, দৈবী-বিধানে অধার্ম্মিক ও দুষ্টের পতন অবশ্যম্ভাবী।

এই কাব্যে মহাকবি কালিদাস দৃঢ় সাধনা, অকৃত্রিম প্রীতি ও প্রেম নিয়া একটি সুন্দর সংসার-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যেন—

"She yields to one her person and her heart
Tamed to her cáge, nor feels a wish to move,
For not unhappy in her master's love,
And joyful in a mother's gentlest care,
Blest cares, all other feelings far above!
Herself more sweetly rears the babe she bears
Who never quits the breast nor mean passion
shares."

Byron's Child Harold.

আর মহাকবি সেক্সপীয়র সেই ভাব নিয়া অসামঞ্জস্য রূপে এবং অসঙ্গতভাবে সংসারের এক বীভৎস মূর্ত্তি চিত্রণ করিয়াছেন এবং এক হৃদয়-বিদারক রক্তময় রোমহর্ষণ কাণ্ড প্রদর্শনপূর্ব্বক জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছেন।

বোধ হয়, এই কুমারসম্ভব অবলম্বনে কবিবর ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদামঙ্গল" প্রথমাংশ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঘটনা-বিষয়ে কুমারসম্ভবের অবিকল অনুরূপ নহে। ভারতচন্দ্রের রতি-বিলাপটি বড়ই সুন্দর—

"পতি-শোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কন মারে রুধির বহিছে ধারে
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলুথালু কেশ-বাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পূরিল হাহাকার।

কোথা গেল প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ
তোমা বিনা সকলি আঁধার ॥
তুমি কাম আমি রতি আমি নারী তুমি পতি
দুই অঙ্গ একই পরাণ।
প্রথমে যে প্রীতি ছিল শেষ তাহা না রহিল
পিরীতির এ নহে বিধান ॥" ইত্যাদি

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের রতি-বিলাপের একটি শ্লোক এইরূপ—

"বিধিনা কৃতমর্দ্ধ বৈনাশং ননু মাং কামবধেবিমুক্ততা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥"৩১

কুমারসম্ভব চতুর্থসর্গ।

"বিধাতা মদনে বধি না বধি আমারে
অর্দ্ধেক বধিলা মোরে হায় কি নিয়তি
যে লতা আশ্রয়-তরু করিল বেষ্টন
মাতঙ্গে দলিত তরু লতার কি গতি ?"

রতি-বিলাপের আর একটি শ্লোক এইরূপ—

"উপমানমভূদ্ বিলাসিনাং করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং ন বিদীর্য্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥"৫

কুমারসম্ভব চতুর্থ সর্গ।

হায় প্রিয়, বিলাসীর দেহ-কান্তি জিনি—
ছিল যার রূপ-প্রভা উপমাবিহীন ;

হেরি তার দশা প্রাণ বিদীর্ণ না হয়,
ভাবি তাই রমণীর হৃদয় কঠিন।"

কালিদাসের কুমারসম্ভব একখানি অতি উপাদেয় কাব্য। ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকই বিশেষ কবিত্বপূর্ণ ও সুন্দরভাবব্যঞ্জক। একটি সাধারণ শ্লোক এইরূপ—

"বিকস্বরস্তো জবনশ্রিয়া তং দৃষ্ট্বাং সহস্রেণ নিরীক্ষ্যমানঃ।
সর্ব্বাঙ্গনেত্রদ্যাপতিধভাসে পুষ্পোৎকরকিণি ইবাগ্রশাখী॥"২৩

কুমারসম্ভব দ্বাদশ সর্গ।

"উন্মিলি সর্ব্বাঙ্গনেত্র সহস্র-নয়ন
সুরপতি মহাদেবে করে নিরীক্ষণ
মনে হয় যেন এক দিব্য তরুবর ;
বিকশিত পুষ্পভারে শোভে মনোহর।"

কুমারসম্ভবের অন্য একটি শ্লোক এইরূপ—

"তস্যা প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা প্রফুল্লচক্ষুঃ কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃ সলিলং শিবোহভুং সংসৃজ্যমানঃ শরদেবলোকঃ॥৭৪

কুমারসম্ভব সপ্তমসর্গ।

"শরতে চন্দ্রমা যথা হয় সমুজ্জ্বল
প্রফুল্ল কুমুদকুল, সলিল নির্ম্মল
কুমারীর চন্দ্রানন পিনাকী নিরখি
চিত্ত নিরমল হল ফুল্ল দুই আঁখি॥"

এই শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে চিত্তের নির্ম্মলতা ও

বিশুদ্ধ মোক্ষভাব সূচিত হইয়াছে। এই প্রকারের ভাব-ব্যঞ্জনা অতি শ্রেষ্ঠ নহে কি?

(খ) মেঘদূত (২)

কালিদাসের মেঘদূত তাঁহার স্বাভাবিক অনুপম কবিত্ব-সৌন্দর্য্য-শালী একখানি খণ্ডকাব্য। কেবল কল্পনা ইহার ভিত্তি, কল্পনা-মিশ্রিত কবিত্ব ইহার বাহ্যাবরণ। ইহাতে কবি কল্পনা দ্বারা সামান্য একটু ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ঘটনার অলঙ্কারস্বরূপ পূর্ণ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাব্যের বর্ণিত বিষয় কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ স্ত্রৈণতা হেতু নিয়মিত কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করায় কুবের তাহাকে এইরূপ অভিশাপ দেন যে, এক বৎসর কাল তাহার রামগিরিতে একাকী নির্জ্জনে নির্ব্বাসিত থাকিতে হইবে। তদনুসারে সেই যক্ষ রামগিরি-পর্ব্বতে আটমাস কাল কায়ক্লেশে অবস্থিতি করার পর স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রীর বিরহে একেবারে আত্মহারা হইয়া আষাঢ়ের প্রথম ভাগে গগনে নূতন মেঘের উদয় দৃষ্টে সেই মেঘকে সম্বোধনপূর্ব্বক তাহার বিরহ-বিধুরা প্রাণপ্রিয়ার নিকট সান্ত্বনার্থ তাহার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার জন্য দৌত্যকার্য্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিল। বারিদ তদনুযায়ী তাহার বিরহ-কাতরতা যক্ষালয়ে পৌঁছাইলে যক্ষরাজ কুবের করুণার্দ্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অভিশাপ মোচন করিলেন। তৎপর সেই প্রেমিক যক্ষ-দম্পতি যক্ষালয় অলকানগরে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিল।

গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। প্রথম ভাগে ঐ নির্ব্বাসিত গগন-বিহারী জলধরের নিকট রামগিরি হইতে অলকাপুরী পর্য্যন্ত যাওয়ার সমস্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে ঐ উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থানের বিশদ ও বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে সেই বিরহ-বিধুর জ্ঞানহারা যক্ষ আকাশ-চারী বারিবহের সমীপে অলকাপুরীস্থিত যক্ষালয়ের বর্ণনা করিয়া তাহার প্রেম-বিরহ-সন্তাপিত পত্নীর বিরহজনিত বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। গগনবিহারী জলধরকে প্রণয়-সন্দেশ বহন করিবার জন্য প্রার্থনা করার ভাবটি অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি কালিদাসের বহু বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনদেশীয় কবি শিয়কান (Hsinkau) এইরূপ ভাবসম্বলিত কবিতা লিখিয়াছিলেন যথা—

"O floating clouds that swim in Heaven above
Bear on your wings these words to him I love.
Alas ! your float along nor heed my pain
And leave me here to love and long in vain."

পরে পাশ্চাত্য কবিগণ মধ্যেও অনেকে এই ভাব অনুসরণ করিয়াছেন—

"The idea is applied by Schiller in his Maria Stuart where the captive queen of scots on the clouds as they fly southwards to greet the lands of her youth." Macdonell's History of Sanskrit literature. page 236, chapter XII.

এই মেঘদূত গ্রন্থের নৈতিক-তত্ত্ব এই যে, স্ত্রৈণতাপ্রযুক্ত বা যে কোন কারণেই হউক, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে ঘোর কষ্ট, অশান্তি এবং পরিতাপ ও অনুশোচনাতেই তাহার শাস্তি। এই গ্রন্থে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলেও প্রকৃত প্রেমিকের তজ্জনিত কষ্ট দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ। দৈবীবিধানে সেই কষ্ট অচিরে দূরীভূত হয়। শাস্ত্র-অনুসারে কর্ত্তব্য অনুসরণই প্রকৃত ধর্ম্ম এবং তদন্যথাচরণ অধর্ম্ম ও পাপ। কেবলমাত্র ঈশ্বরের নিকট অনুশোচনা করিলেই তাহার ক্ষয় ও শান্তিলাভ হইতে পারে। কবিও বলিয়াছেন—

"জ্ঞান উপদেশ মাত্র পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায় সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায় মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে সব হবে দূর॥" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

এই গ্রন্থখানিও শৃঙ্গাররসপ্রধান।

"It is full of deep feeling and abounds with fine descriptions of the beauties of nature." Encyclopaedia Britanica (vide also Mcdonell's Sanskrit Literature page 317 and weber's Indian Literature page 211.)

মেঘদূতের সৌন্দর্য্য অপরিসীম। কবি একটু সামান্য কল্পিত বিষয়ের উপর বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য গঠন করিয়াছেন। বিরহ-

বিধুর যক্ষের ন্যায় অনেক প্রেমবিরহবিধুর কবিই ব্যোমচারী মেঘকে প্রেমবার্ত্তা বহন করিতে মিনতি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সকাতর মিনতিবাক্যে সৌন্দর্য্য অভাবে যেন নিষ্ঠুর মেঘ কর্ণপাতও করেন নাই। এই জন্যই কবিবর মাইকেল যেন কিছু রোষ-কষায়িত ঈর্ষাপূর্ণ বিরক্তির সহিত সৌন্দর্য্যপ্রিয় দামিনীপতি জলধরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"কামী যক্ষ দগ্ধ মেঘ! বিরহ দহনে
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণমনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার যে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল।"

মেঘদূত (মাইকেল মধুসূদন দত্ত।)

মেঘদূতের বর্ণনা বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। এই জন্যই গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অত্যন্ত গৌরব ও আদর। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ স্থলে একটি কবিতামাত্র উদ্ধৃত হইল, কবিতাটি যক্ষকর্ত্তৃক তাহার স্ত্রীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা-বিষয়ক।

"তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ

শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।"

২১ শ্লোক উত্তর মেঘ।

"বিধাতার আদ্যা সৃষ্টি সম মনোহর
আমার প্রেয়সী কান্তা গৃহ-অভ্যন্তর
আলো করি রহিয়াছে রূপের প্রভায়
কৃশা দেহ বর্ণশ্যাম ওষ্ঠ বিম্বপ্রায়,
দাড়িম্বের বীজসম দন্ত শোভা পায়,
ক্ষীণ কটি সচঞ্চল যুগল নয়ন
হরিণীর প্রায়; মৃদু মন্থর গমন
শ্রোণী ভারে; দেহ যষ্টি ঈষৎ আনত
কুচ-ভারে; প্রেয়সীরে হেরিবে শোভিত;"

সুন্দরী রমণীর রূপবর্ণনে সুনিপুণ রসিক কবি কন্‌গ্রিভ (Congreve) কোনও রূপ লাবণ্যসম্পন্না রমণীর রূপ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"Cease, cease to ask her name,'
The crowned muse's noblest theme,
Whose glory by immortal fame
Shall only sounded be,
But if you long to know,
Then look round yonder dazzling row

Who most does like an angel show
You may be sure it is she."

Congreve.

অন্য এক রূপবতী-সম্বন্ধে কন্‌গ্রীভ্ (Congreve) এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Coquet and coy at once her air
Both studied though both seem neglected
Careless she is with artful care
Affecting to be un-affected,
With skill her eyes dart glance
Yet change so soon as you would
never suspect them.
For she would persuade they would by chance.
Though certain aim and art direct them."

সুরসিক ইংরাজ কবির এইরূপ বর্ণনা প্রীতিকর হইলেও অসম্পূর্ণ নহে কি? কিন্তু রসিকপ্রবর মহাকবি কালিদাসের উপরোক্ত মাত্র দুইটি ছত্রবিশিষ্ট শ্লোকটির বর্ণনা অতি মধুর, অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং অতি অর্থব্যঞ্জক। টেনিসনের সুষুপ্তা সুন্দরী যুবতী রমণীর রূপ-বর্ণনাও তত মনোজ্ঞ ও সম্পূর্ণ নহে—

"She sleeps nor dreams but ever dwells
A perfect form in perfect rest"

Tennyson's Sleeping beauty.

কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপ-বর্ণনা বঙ্গ-ভাষার মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ—

"বিণানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদ-নখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কিছার মিছার কামধনু রাখে ফুলে।
ভুরুর সমান কন্যা ভুরু-অঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মনোমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কাম-শরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট সম॥
কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাতি দন্ত-পাতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনাল ভাল গড়িছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হইতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শিহরে কদম্ব-ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভি-কূপে যাইতে কাম কুচ-শম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥
কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান।
হরগৌরী কর-পদে আছয়ে প্রমাণ॥

কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক যে আঁখি ধ'রে বিদ্যার মাজায় ॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥
করিকর রাম-রম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনী শিখিবারে মানিলেন গুরু ॥
যে জন দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল-বারণ ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তারে দরশন ॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ ॥
বসন-ভূষণ পড়ি যদি বেশ ধরে।
রতিসহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে ॥
ভ্রমর-ঝঙ্কার শিখে কঙ্কন-ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চমস্বরে ভাষে কোকিলারে ॥
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখিনু যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি কেমন ॥

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

কবি ও গ্রন্থকারগণ নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনা করেন,বোধ হয় গুণ প্রদর্শনের জন্য। ভারতচন্দ্রের উপরোক্ত কবিতার শেষ দুই লাইনই তাহার সুন্দর প্রমাণ। গুণ অবর্ণনীয় ও অনন্ত। এই

জন্যই রূপের বিস্তৃত বর্ণনা হইয়া থাকে। রূপের বিস্তৃত বর্ণনা দ্বারা গুণ বিকাশ করা হইয়া থাকে।

মহাকবির মেঘদূতের অনেকস্থল বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। এই জন্য ভাবুকগণ মেঘদূতকে অতি যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করা গেল।

"জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘাবরমধিগুণে নাধমেলব্ধকামা।

"পুষ্কর আবর্ত্তকাদি ভুবনবিদিত বংশে
জন্মিয়াছ তুমি জলধর;
প্রিয়ার বিচ্ছেদে জ্বলি আর্ত্ত নিবেদন মোর
তাই তোমা কহি সকাতর।
প্রার্থনা হলেও ব্যর্থ কি ক্ষতি তাহায় বল
গুণবান মহোদ্ভব যিনি;
অধমে করিয়া যাচ্ঞা সিদ্ধি যদি মনোরথ
অগৌরব তবু মনে মানি।

অবিকল এইরূপ ভাব অন্যত্রও দৃষ্ট হয়—

To wise and worthy men your time devote
But from the worthless keep your walk remote

Dare to take poison from a sage's hand
But from a fool refuse an antidote."

Whinfield's Translation from to work of
Omar khayyan.

মেঘদূতের প্রকৃতি ও বাহ্য জগতের বর্ণনা এতই মনোহারী ও উজ্জ্বল যে, তৎপাঠে মনে হয় যেন উহাদের শোভা ও সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা অতীব মুগ্ধ হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছি যেন—

"Tongues in trees, books in the runing brooks,
Sermons in stones, good in every thing"

Shakespeare's As you like it.

"তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কা ক্ষপিত চমরীবাল ভারো দাবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ
রাপন্নার্ত্তি প্রশমনফলা সম্পদোহ্যুত্তমানাম্।

পূর্ব্বমেঘ ৫৪ শ্লোক।

"হে বারিদ, যবে তুমি হবে উপনীত
হিমাচলে, বায়ু যদি হয় প্রবাহিত
দেবদারু স্কন্ধে স্কন্ধে করিয়া ঘর্ষণ
স্ফুলিঙ্গ-সহায়ে করি অগ্নি-উদ্দীপন
চামরীর পুচ্ছ-কেশ করি দগ্ধীভূত
হিমাচলে দাবানলে করে প্রপীড়িত

অবিরাম বারিধারা বরষি তখন
অনল সন্তাপ তার করিও বারণ।
যেহেতু উন্নতচিত্ত যিনি সদাশয়
তাঁর সম্পদের ফল, বিপন্ন আশ্রয়।"

এই শ্লোকটিতে যে কেবল প্রাকৃতিক সুন্দর একটি দৃশ্যের বর্ণনা আছে তাহা নহে। তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতের একটি গভীর সত্যও প্রকাশিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ "মেঘ" অবলম্বনে চব্বিশ লাইনে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসের এই একটি মাত্র শ্লোকের সঙ্গে তুলনায় সেই সমস্ত কবিতাটিও নিকৃষ্ট বোধ হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই কবিতাটির প্রথম ও শেষ অংশ উদ্ধৃত হইল—

"I wondered lonely as a cloud
That If loates au high over vales & hills
when all at once I saw a crowd
A host of golden Duffodills ;
Beside the lake, beneath the trees
Flattering and dancing in the breeze

* * * * *

"For oft' when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood
They flash upon the inward eye
which is the bless of solitude

And theo my heart worth pleasure fills
And dances with the Duffodills"

wordsworth

মেঘ-সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের আর একটি কবিতা এইরূপ—

"Army of clouds ye winged Host in troops
Ascending from behind the motionless brow
Of that tall rock, as from a hidden world
Oh whether with such eagerness of speed or
What seek ye ? or what slum ye ? of the gale
Companions, fear ye to be left behind ? &

Wordsworths "to the clouds"

(গ) মালবিকাগ্নিমিত্র (৩)

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র একখানি গদ্য-পদ্য নাটক। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে ইহা লিখিত।

এই নাটকের বর্ণিত বিষয় এই,—বিদিশা নগরীর অধিপতি রাজা অগ্নিমিত্র অশেষ রূপগুণসম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ধারিণী তাঁহার প্রধানা রাজমহিষী ছিলেন। ধারিণীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইরাবতী নাম্নী ধারিণীর এক রূপবতী সহচরী ছিল। রাজা অগ্নিমিত্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যথারীতি বিবাহপূর্ব্বক দ্বিতীয় রাণীর পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। কিছুদিন পরে বিদর্ভ রাজ্যে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইলে বিদর্ভ-দেশের মাধব সেন নামক এক রাজা প্রবল-

প্রতাপান্বিত বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রকে তাহার ভগ্নী মালবিকা সম্প্রদান করিয়া সখ্যতা দ্বারা তাহার সাহায্যে বিদর্ভ রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন-মানসে উক্ত সহোদরা মালবিকাকে নিয়া বিদিশাভিমুখে আসিতেছিলেন।

তাঁহাদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী সুমতি, সেই মন্ত্রীর প্রৌঢ়া ভগিনী কৌশিকী এবং কতিপয় অনুচর ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে মাধব সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী যজ্ঞসেন নামক আর এক রাজা উক্ত মাধব সেনের বিরুদ্ধে মন্ত্রিসহ অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলে তাহারা মাধব সেনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া কারারুদ্ধ করে। এই সময় মাধবের সহযাত্রী তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সুমতি, মন্ত্রি-ভগিনী কৌশিকী ও রাজকুমারী মালবিকাকে লইয়া কতিপয় অনুচরসহ কোন প্রকারে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহারা বিদিশা রাজ্যাভিমুখে আসিতেছিলেন, কিন্তু গ্রহদোষে পথে নিবিড় বনমধ্যে একদল দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মন্ত্রী সুমতি নিহত হন। আর তদ্ভগিনী কৌশিকী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকেন। দস্যুগণ তাঁহাদের সঙ্গীয় ধনরত্নাদি সহিত মাধব সেনের অবিবাহিতা ভগিনী মালবিকাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

বিদিশা রাজের প্রধানা রাজমহিষী ধারিণীর ভ্রাতা বীর সেন বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের সেনাপতির কার্য্য করিতেন। দৈবক্রমে ঘটনাচক্রে উপরোক্ত মাধব সেনের ভগিনী মালবিকা সেনাপতি বীরসেনের হস্তগত হয়। দুরবস্থাপন্না মালবিকা সকলের নিকট আত্মপরিচয় গোপন রাখেন। সেনাপতি বীরসেন অজ্ঞাতকুলশীলা

মালবিকাকে আনিয়া তাহার ভাগনী বিদিশা-রাজমহিষী ধারিণীকে উপহার প্রদান করেন। তখন ধারিণী মালবিকাকে সহচরী-স্বরূপ রাখিয়া পালন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে মাধবসেনের মন্ত্রী-ভগিনী কৌশিকীও জ্ঞান-লাভ করিয়া ছদ্ম পরিব্রাজিকাবেশে বিদিশা-রাজ্যে উপস্থিত হইলে রাজমহিষী ধারিণী তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত আশ্রয় দিলেন। কৌশিকীও প্রৌঢ়া উপদেষ্ট্রীস্বরূপ রাজপুরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌশিকী মালবিকাকে চিনিতে পারিয়া সতত তাঁহার শুভানুধ্যায়ী থাকিতেন, কিন্তু মালবিকা তাঁহার ছদ্মবেশপ্রযুক্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। রাজমহিষী ধারিণী অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না মালবিকাকে নৃত্য-গীতাচার্য্য গণদাসের নিকট নৃত্য-গীতাদি কলা শিক্ষা করিতে দিলেন। একদা রাজা অগ্নিমিত্র রাজমহিষী ধারিণীর পরিচারিকাগণের চিত্রমূর্ত্তির-মধ্যে মালবিকার চিত্রমূর্ত্তি দৃষ্টে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। রাজার নিত্য সহচর বয়স্য বিদূষক রাজার মনোগত ভাব অবগত হইয়া বিবিধ কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার মিলন করাইয়া দিলেন। জনশূন্য উপবনে রাজাও মালবিকাকে কথোপকথন করিতে দেখিয়া ঈর্ষা-বিদগ্ধহৃদয়ে ছোটরাণী ইরাবতী প্রধানা মহিষী ধারিণীর নিকট অভিযোগ করিল। ধারিণী তৎক্ষণাৎ মালবিকাকে কোন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মালবিকাও রাজার প্রতি মনে মনে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। চতুর বিদূষক আবার নানা-বিধ ছলে মালবিকার উদ্ধারসাধন করিলেন। ক্রমে সকলেই

রাজার এই আসক্তির বিষয় জানিতে পারিল। রাজমহিষী ধারিণী ভাবিলেন, ভর্ত্তার ইচ্ছা পূরণ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যপরায়ণা রাজমহিষী ধারিণী রাজা ও মালবিকার বিবাহ-সংঘটনমানসে একদিন রাজাকে বলিলেন যে, মালবিকাকে বিবাহ করিতে হইবে। রাজা যেন রাজ্ঞীর অনুরোধে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার যে বলবতী ইচ্ছা ছিল, তাহা পূরণ হইল। বিবাহ-সভায় ঘটনাচক্রে মালবিকার পরিচয় হইল। কৌশিকীও বিবিধ কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার বিবাহ বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। রাজা উভয়ের পরিচয় প্রাপ্তে বিশেষ প্রীত হইলেন। রাজা ও মালবিকার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইলে সকলে মালবিকাকে রাণী বলিয়া অভিবাদন করিল। ইহাতে প্রধানা রাণী ধারিণীর চিত্ত স্বভাবতঃ কিছু বিমর্ষ হইল। তদ্দৃষ্টে বুদ্ধিমতী কৌশিকী সদুপদেশ প্রদানে রাণী ধারিণীকে শান্ত করিলেন। ঈর্ষাময়ী ছোটরাণী ইরাবতী বিবাহ-সভায়ও আসিলেন না। স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্য রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

রাজ্ঞী ধারিণী প্রধানা মহিষীস্বরূপ রাজা ও সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসার পাত্রী হইয়া সুখ ও শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

নাটকীয় বিবরণটি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কিন্তু মূল ঘটনাটি কবিজনোচিত বিবিধ কৌশলপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনায় পল্লবিত। সুতরাং গ্রন্থখানি অতি মনোরম ও সুখপাঠ্য। গ্রন্থ-

খানিতে কবিত্বের বড় প্রভাব নাই। কিন্তু ঘটনার কৌশলে ও চরিত্র-বিকাশে ইহা বড়ই প্রীতিকর বোধ হয়। নাটকখানি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। কাজেই সুদীর্ঘ পাঠ্য গ্রন্থের ন্যায় বিরক্তিকর নহে।

"Malabikagnimitra not concerned with the heroic or deceive its a pale and harem drama, a story of contemporary love and intregue"

Macdonel's History of Sanskrit Literature.

"Molovikagnimitra has considerable poetic and dramatic merit only is inferier to the other two plays" Encyclopaedia.

এই নাটকের নৈতিক-তত্ত্ব এই যে, পতিপরায়ণা সতী সাধ্বী রমণীর স্বীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়াও যে প্রকারেই হউক ভর্ত্তার মনোভিলাষ পূরণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ক্ষণিক মনোকষ্ট হইলেও তাহাই পতিব্রতা নারীর প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম, সুখ ও শান্তি। প্রধানা রাজমহিষী ধারিণী-চরিত্র দ্বারাই কবি ইহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ধারিণীর হৃদয় অতি উচ্চ, কর্ত্তব্যজ্ঞান অতি শ্রেষ্ঠ। সে অবিচলিতভাবে স্বীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পূর্ব্বাপরই দিব্য-জ্ঞানে পতিব্রতা রমণীর কর্ত্তব্যানুসরণ করিয়াছিল। এই জন্যই তাহার পূর্ব্বাপরই শেষ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, সম্মান, সুখ ও শান্তি।

বিবাহ-সভায় তাঁহার পূর্ব্বসহচরী মালবিকার প্রতি রাজ-মহিষীর সম্মান প্রদর্শনে যখন তাঁহার হৃদয়ে কিছু ক্ষোভ ও বিমর্ষের ভাব আসিল, তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৌশিকী তাঁহার মানসিক

অবস্থা বুঝিতে পারিল। জ্ঞানের আধার কৌশিকী তখন তাঁহাকে বলিলেন,—

"দেবি নৈতচ্চিত্রং ত্বয়ি। প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃসেবনা নার্য্যঃ। অন্য সরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যু দধিম্।" ১৫০ শ্লোক পঞ্চম অঙ্ক।

"দেবি আপনাতে এইটি বিচিত্র নহে। পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণীগণ, প্রতিপক্ষরূপা স্বপত্নীর সহিত মিলিতা ও পতিসেবায় নিরতা থাকেন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, সাগর-সঙ্গতা স্রোতস্বিনী অন্য ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীর জলও সমুদ্রে লইয়া সম্মিলিত করিয়া দেয়।"

এই বাক্যে পতিব্রতা রাজমহিষীর দিব্যজ্ঞান হইল এবং তৎক্ষণাৎ চিত্ত শান্তভাব ধারণ করিল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি রাজাকে নির্ম্মল চিত্তে সরল অন্তঃকরণে বলিলেন,—

"আণবেদু অজ্জউত্তো। ভূঅোবি দে কিং পিঅম্ উবঅরিস্সম্।" ১৫৮ শ্লোক ৫ম অঙ্ক।

"আর্য্যপুত্র! আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন যে, ইহার পর আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করি।" রাজাও তাঁহার উপযুক্ত উত্তর করিয়া তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন দেখাইলেন।

"মমতাবদেবন্তাদেব প্রিয়ম্। ত্বং মে প্রসাদ সুমুখী ভব চণ্ডি নিত্য মেতাব দেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষ হেতোঃ। আশান্তমিতি বিগম

প্রভৃতিপ্রজানাং সম্পৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে।" ১৫৭ শ্লোক।

"ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট প্রিয়কার্য্য হইয়াছে। হে চণ্ডি! হে কোপনস্বভাবে! তুমি আমার প্রতি চিরদিনের জন্য সুপ্রসন্না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার কোন প্রকারই অপকার সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। আর প্রজারঞ্জনকারী অগ্নিমিত্রনামক নরপতি এই ভূমণ্ডলে জাজ্বল্যমান থাকিতে প্রজাদিগের অতিবৃষ্টি প্রভৃতি যে সকল শস্য-ব্যাঘাতক ইতি-দোষ আছে, তাহাও কিছু-মাত্র অপকার সাধন করিতে পারিবে না।"

পতিপরায়ণা রমণী ধারিণী যে কেবল মালবিকার বিবাহ সংঘটন করিয়া পতিব্রতাধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ইতিপূর্ব্বে পতিদেবতার ইচ্ছানুযায়ী সহচরী ইরাবতীর সঙ্গেও রাজার পরিণয়-সংঘটনে কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই পরিণয়েও কিছুমাত্র হিংসা-ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন না। এই জন্য সপত্নীগণও তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রাজ্ঞী ধারিণীর ন্যায় এইরূপ স্বার্থত্যাগী মহত্ত্ব ও পাতিব্রত্যধর্ম্ম সকল রমণী প্রদর্শন করিতে পারেন না। দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ অপরাপর সদ্গুণ ব্যতীত তাঁহার উপরোক্ত গুণাদি যেন লোকচক্ষুর নিকট দেদীপ্য-মান হইয়া অতি কার্য্যকরভাবে লোকশিক্ষা প্রদান করিতেছে।

"স্বামী বণিতার পতি স্বামী বণিতার গতি
স্বামীই পরম গুরুজন।

স্বামী রমণীর ধর্ম্ম স্বামী রমণীর মর্ম্ম
স্বামী বিনা নাহি অন্যজন ॥" মুকুন্দরাম।

রাজমহিষী ধারিণীর ইহাই ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্মনীতিই কবি কালিদাস নাটকীয় ঘটনার দ্বারা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হিংসা ও ঈর্ষার পরিণাম সুখাবহ নহে। হিংসা ও ঈর্ষার প্রতিমূর্ত্তি ছোটরাণী ইরাবতী ইহার প্রমাণ। পরিশেষে রাজাকর্ত্তৃক একপ্রকার পরিত্যক্তা হইয়াছিল। যে রমণীর হৃদয়ের ভাব এইরূপ—

"বুকে ক'রে পতি লয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
সতিনী সতিনী মাগী রাঁড় কেন হয় না
রাঁড় কেন হয় না।" ঈশ্বরগুপ্ত।

তাহার কখনও সুখ-শান্তি হইতে পারে না।

এই নাটকখানিতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, আন্তরিক পবিত্র প্রেমের পরিণাম সুখাবহ ও শান্তিময়, মালবিকা-চরিত্র ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। কবিও বলিয়াছেন—

"যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন,
নির্ম্মল জলের প্রায় কিন্তু তার মন।
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে,
প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে আপনার ভাবে।
সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ,
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ।

* * * *

সুখময় শুকপক্ষী ডাল ভালবাসা,
মানস-বৃক্ষেতে তায় মনোহর বাসা।”

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

মালবিকার প্রথম সঙ্গীতটী কি গভীর প্রেমব্যঞ্জক।

“দুল্লোহ পিওজণ্ অবেক্‌খ হিঅঅ ণিরাসাং
অহ্মো অপঙ্গ মে ফুরই কিং পিবামগ্নো
এসসো চির দিট্ঠো কহং উণ দট্টব্বো
ণহি মং পরাহীণং তুই গণ অসত্তিণম্ দ্বিতীয়ম্॥”

“প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি অতি দুর্লভ। অতএব হে হৃদয়! তুমি তাহার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। অহো! আমার দক্ষিণ অপাঙ্গদেশ কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হইতেছে। যাহাকে বহুকাল হইল সন্দর্শন করিয়াছি, তাহাকে কি আর নয়নপথের পথিক করিতে পারি? নাথ! আমি পরাধীনা, তোমারই একান্ত অনুরাগিনী জানিবে।”

এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র সর্ব্বত্রই নূতন। এইরূপ সুচতুর চরিত্রের সৃষ্টি কোন গ্রন্থে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বিদূষক এইরূপ চতুরতাপূর্ব্বক শিক্ষাচার্য্যগণ মধ্যে কলহ বাধাইয়া শিক্ষাচার্য্য গণপতির ছাত্রী মালবিকাকে রাজার সম্মুখীন করাইল, মালবিকাকে হাঁসাইল। মালবিকার সহিত উপবনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইল, মালবিকাকে কারারুদ্ধ অবস্থা হইতে সর্পদংশনের ছল-পূর্ব্বক ধারিণী হইতে অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া মুক্ত করিল। সেইরূপ চতুরতা শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনার উপযুক্তই বটে।

পরিব্রাজিকা-বেশধারিণী কৌশিকী-চরিত্র অতি সুন্দর। তাহার ন্যায় কর্ত্তব্যশীলা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুকৌশলসম্পন্না রমণী অতি বিরল। তাহার কৌশলপূর্ণ বাক্-চাতুর্য্যের ফল সহজে বোধগম্য নহে, কিন্তু তাহার ফল নিশ্চিতরূপে অজ্ঞাতভাবে সুসম্পন্ন হয়।

এই গ্রন্থ শৃঙ্গাররসাত্মক। বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষ" গ্রন্থখানিতে এই গ্রন্থখানির ছায়া পড়িয়াছে। ধারিণী চরিত্রের সহিত সূর্য্যমুখীর চরিত্র ও মালবিকার সহিত কুন্দনন্দিনীর চরিত্র তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ধারিণীর মানসিক কষ্ট দিব্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রশমিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সূর্য্যমুখী মনের দুঃখে ঘরের বাহির হইয়াছে। প্রেমের পুত্তলি মালবিকা পরিশেষে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছে। আর নবনীসদৃশ কোমল-হৃদয়া প্রেমিকা কুন্দবালা অভিমান-বিষে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে পিণাকপাণি মহাদেবের সুন্দর একটি স্তোত্র আছে। ইহাতে গ্রন্থের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

(ঘ) বিক্রোমোর্ব্বশী। ৪

বিক্রোমোর্ব্বশী একখানি পৌরাণিক নাটক। পুরাণাদি গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত, বেদেও ইহার বর্ণিত মূল ঘটনার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থখানি পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। এই নাটক খানির বর্ণিত বিষয় এই—চন্দ্রবংশীয় সুবিখ্যাত রাজা পুরুরবা প্রতিধান নামক নগরে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতেছিলেন। একদা তিনি রথারোহণে বিচরণকালে দেখিতে পাইলেন যে, এক পরমা

সুন্দরী যুবতী ললনাকে কেশী নামক বিশাল বপুঃ এক দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সেই দৈত্যকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া সেই রূপবতী যুবতীর উদ্ধার সাধন করিলেন। উর্ব্বশী অলকা নগরাধিপতি কুবেরের আলয় হইতে সখীগণ সহ ত্রিদিব ধামে গমন করিতেছিল। তখন পথিমধ্যে এই দুরন্ত অসুর কর্ত্তৃক বিপন্ন হয়। প্রবল পরাক্রান্ত পাণী রাজা পুরূরবা তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ হয় এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। সেই সময় চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রাদেশে তথায় আসিয়া উর্ব্বশী ও তৎসহচরীগণকে স্বর্গধামে লইয়া যায়। কিন্তু উর্ব্বশীর প্রাণ ও মন পুরূরবাগত হইয়া রহিল এবং পুরূরবার হৃদয়ও উর্ব্বশীতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া রহিল। উভয়ের পরস্পর পরিচয়ও হইয়াছিল।

উর্ব্বশী ইন্দ্রালয়ে আসিয়া যখন বীরবর পুরূরবার ধ্যানে নিমগ্ন তখন নাট্যশাস্ত্রের আদিকর্ত্তা ভরতমুনি প্রণীত লক্ষ্মী স্বয়ংবর নামক নাটক ইন্দ্রসভায় স্বয়ং ভরতমুনির তত্ত্বাবধানে অভিনীত হইতে-ছিল। সেই অভিনয়ে উর্ব্বশী লক্ষ্মীর চরিত্র প্রদর্শন করিতেছিল। যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "হে লক্ষ্মি! কোন্ দেবতার প্রতি তোমার হৃদয় আসক্ত।" তখন লক্ষ্মী-বেশধারিণী পুরূরবা-গত চিত্ত উর্ব্বশী অন্যমনস্কতা হেতু উত্তর করিল "পুরূরবার প্রতি।" ভরতমুনি উর্ব্বশীর এইরূপ অসঙ্গত ও অসংলগ্ন বাক্য শ্রবণে তৎ-ক্ষণাৎ তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন "তুমি অবিলম্বে মানুষী হইয়া মর্ত্ত্যধামে অবস্থান কর।"

পরাক্রমশালী পুরূরবা অনেক সময় অসুরযুদ্ধে সুরপতি ইন্দ্রের সাহায্য করিতেন। এজন্য ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। ভরতমুনির অভিশাপ-বাণী শ্রবণে ইন্দ্র বলিলেন যে, যাহার জন্য উর্ব্বশীর এই নিগ্রহ, তিনি আমার পরম বন্ধু। উর্ব্বশী মর্ত্ত্যধামে তাঁহারই প্রণয়িনী হইয়া আনন্দে কালযাপন করুক। ভরতমুনি পরে করুণার্দ্র হইয়া উর্ব্বশীর শাপ বিমোচন জন্য বলিলেন যে, ভবিষ্যতে রাজা পুরূরবা উর্ব্বশীর গর্ভজাত পুত্রের মুখ দর্শন করিবা-মাত্রই উর্ব্বশীর শাপ বিমুক্ত হইবে।

এদিকে রাজা পুরূরবা রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজ-কার্য্যে উদাসীন হইয়া দিবারাত্রি উর্ব্বশীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। পতিপরায়ণা রাজমহিষী দেবী স্বামীর এইরূপ অবস্থা দর্শনে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া বিদূষকের নিকট হইতে রাজার এই অপূর্ব্ব আসক্তির বিষয় জানিতে পারিলেন তৎক্ষণাৎ তিনি রাজসমীপে যাইয়া এই অবৈধ আসক্তি দমন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, ইহার পরিণাম অশুভ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু মুগ্ধ রাজা তাঁহার নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না।

সাধ্বীরাণী যখন দেখিলেন যে, বিমূঢ় রাজা উর্ব্বশীর চিন্তাতেই সতত মগ্ন, তখন তিনি আত্মসুখ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন-মানসে "প্রিয় প্রসাদন" ব্রত আচরণ করিলেন এবং রাজাকে বলিলেন "যে তিনি রাজার অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত জন্মাইবার উদ্দেশ্য করিয়া অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, কেননা তিনি অবলা রমণী। আর ইচ্ছা করিলে রাজা যে রমণীতে ইচ্ছা

আসক্ত হইতে পারেন।" বিদূষক ও রাজার সঙ্গে তাঁহার এই সময় কিছু উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিল। তৎপর তিনি রাজার নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নীরব গভীর আদর্শ নিষ্কাম প্রেমের বিগ্রহস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন পতি-পদধ্যানপূর্ব্বক পতির মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

উর্ব্বশী অন্তরাল হইতে দেবীতুল্য রাণীর আত্মোৎসর্গরূপ ব্যবহার দর্শনে বিস্ময় বিমুগ্ধ হইল, কিন্তু তাহার আসক্ত চিত্ত প্রতি-নিবৃত্ত করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই সে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার একান্ত আসক্তি জানাইল। রাজা আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। উভয়ে আমোদে মগ্ন হইলেন। তৎপর উর্ব্বশী আবার দেবালয়ে নাট্যকার্য্যে আহূত হইয়া চলিয়া গেল। রাজা বিরহানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রাজা ও উর্ব্বশী উভয়ে আবার আমোদ-সাগরে মগ্ন হইল।

একদা রাজা উর্ব্বশীসহ কৈলাস-শিখরস্থ গন্ধমাদন বনভূমিতে বিহার করিতেছেন এরূপ সময় তথায় এক বিদ্যাধরীকন্যার অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্যের প্রতি কটাক্ষ করিলেন। ইহাতেই কামাসক্তা উর্ব্বশীর অভিমান জন্মিল। সে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী কুমারবন নামক প্রসিদ্ধ অরণ্যে অভিমানভরে প্রবেশ করিল। সেই কুমারবনের প্রকৃতি এই যে, যদি কোন কন্যা সেই বনে প্রবেশ করে, তবে সে লতারূপী হইয়া যায়। উর্ব্বশী মর্ত্তাধামে আসিয়া নররূপী হওয়ায় একথা একেবারে বিস্মৃতা হইয়াছিল।

সে সেই উপবনে প্রবেশমাত্রই এক লতারূপে পরিণত হইল। রাজা তাহাকে আকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ময়ূর, হংস চক্রবাক্, ভ্রমর, গজেন্দ্র, কোকিল, পর্ব্বত, নদী ও কুরঙ্গ সকলকেই উন্মাদের ন্যায় উর্ব্বশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গৌরীচরণরাগসম্ভব সঙ্গমমণির স্পর্শ ব্যতীত লতাময়ী কন্যার উদ্ধার সাধন হইতে পারে না। দৈবক্রমে অনেক-ক্ষণ পরে রাজগৃহীত সঙ্গম-মণির স্পর্শে উর্ব্বশীর উদ্ধার হইল। উর্ব্বশী রাজার সহিত পুনরায় মিলিত হইলে উভয়ে সানন্দে রাজ-ধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া আমোদ-আহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী মেঘ হইল, রাজা সেই মেঘযানে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে উর্ব্বশী যে তাহার সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে রাজার অজ্ঞাতসারে চ্যবণমুনির আশ্রমে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, সেই পুত্র এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন উর্ব্বশী ও রাজা প্রমাদ গণিলেন, উর্ব্বশীর শাপবিমুক্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় নারদঋষি আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রের ও ভরতমুনির আদেশে উর্ব্বশী পুরূরবার জীবনকাল পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যধামেই থাকিবে, দেবাসুর-যুদ্ধ বাঁধিয়াছে, দেবগণের পক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ পুরূরবার সহায়তা আবশ্যক হইবে, সুতরাং তাঁহার প্রীত্যর্থে উর্ব্বশী মর্ত্ত্যেই থাকুক্।

উর্ব্বশী মর্ত্ত্যধামেই রহিল। রাজা উর্ব্বশী-নন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমস্ত রাজকার্য্যাদি অবহেলাপূর্ব্বক রূপসী

উর্ব্বশীকে লইয়া আমোদ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর্গের দেবীসদৃশা রাজমহিষীকে একবার ভুলক্রমেও স্মরণ করিলেন না। আর সেই দেবী একান্তে গভীর একাগ্র নিষ্কাম প্রেমের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

এই গ্রন্থের নৈতিক-তত্ত্ব এই যে, প্রবৃত্তির তৃপ্তিতে সুখশান্তি নাই, নিবৃত্তিই মোক্ষ ও শান্তির সোপান।

দিব্য কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্না রাজমহিষী নিবৃত্তি অবলম্বনেই পরমা শান্তিলাভ করিলেন আর রাজা ও উর্ব্বশী প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কখনও বা বিরহ-যন্ত্রণা কখনও বা দুঃখ, কখনও বা ঈর্ষা-কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আসক্তিকে কখনও পবিত্র প্রণয় বলা যাইতে পারে না। তাঁহাদের আসক্তি রূপজ মোহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু রূপজ মোহ হইতে উদ্ভূত হইলেও উহা পরে আন্তরিক গভীর আসক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। রাজা উর্ব্বশীকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়াছেন (উর্ব্বশীং বিলোক্যাত্মগতং) স্থানে খলু নারায়ণমৃষিং বিলোভয়ন্ত্যা উরুসম্ভবামিমাং বিলোক্য ব্রীড়িতাঃ সর্ব্বাপ্সরসঃ। অথবা "নেয়ং তপস্বিনঃ সৃষ্টিরিতি মে বৈমি॥"৪১ কুতঃ—অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ। বেদাভ্যাস জড়ঃ কথং নু বিষয় ব্যাবৃত্তকৌতূহলো নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ। ৪২ শ্লোক। প্রথম অঙ্ক।

(উর্ব্বশীকে বিলোকন করিয়া স্বগত) সকল অপ্সরাগণ নারায়ণ ঋষিকে প্রলোভিত করিতে গিয়াছিল। তিনি উরুজাত এই

উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া যে লজ্জিত হইয়াছিলেন তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইহাঁকে তপস্বীর সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয় না—যেহেতু ইহার সৃষ্টিবিষয়ে চন্দ্রমা প্রজাপতি হইয়া স্বীয় সমুজ্জ্বল কান্তি বিতরণ করিয়াছেন, অথবা শৃঙ্গাররসপ্রধান স্বয়ং মদন কিম্বা পুষ্পাকর চৈত্রমাসী প্রজাপতি হইয়াছেন, তাহা না হইলে যাহার চিত্ত বিষয়-সম্ভোগে পরাঙ্মুখ, যিনি বেদাভ্যাসে ঐকান্তিক আসক্তি-বশতঃ জড়রূপে প্রতীয়মান, সেই পুরাতন মুনি নারায়ণ কিরূপে মনোহররূপ নির্ম্মাণে সমর্থ হইতে পারেন?

ইহা কি রাজার রূপজ মোহের নিদর্শন নহে? ইহা ব্যতীতও পরে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত রাজার কেবল রূপজ আসক্তিরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আর উর্ব্বশীর কিরূপ ভাব? উর্ব্বশী মূর্চ্ছিতা ছিলেন। মূর্চ্ছান্তে উর্ব্বশী চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক উদ্ধারকর্ত্তা রাজাকে বলিলেন—

"কিং সম্পহারদংশিকা মহেন্দ্রণ অব্ভুববণ্ণাক্ষি?"

৩৮ প্রথমাঙ্ক।

আমি কি সংগ্রামদর্শী দেবরাজকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম?

কিন্তু যখন তাঁহার সখী চিত্রলেখা বলিল "না ইনি রাজা পুরূরবা, ইনি তোমার উদ্ধারকর্ত্তা।" তখন উর্ব্বশী রাজাকে অবলোকন করিয়া স্বগত বলিলেন, "ইনিই আমার উপকার সাধন করিলেন।" পরক্ষণেই রাজার বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ইহার বাক্য অমৃতের ন্যায় অথবা চন্দ্র হইতে অমৃতক্ষরণ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অমিঅং কুথুদেবঅণং অথবা, চন্দাদো অমিঅং কিং এত্থ অচ্চীঅং ॥

৪৬ প্রথম অঙ্ক।

পরে যাইবার কালে মুক্তাহার কণ্টকাবদ্ধ হওয়ার ছলে রাজাকে পুনঃপুনঃ দেখিয়া গেলেন। চন্দ্রতুল্য দিব্যকান্তি রাজার রূপে একেবারে মুগ্ধা হইয়া চিত্ত হারাইলেন। উর্ব্বশীর এই ভাব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ রূপজ মোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমোপকারী ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতই উপকৃতজনের যথেষ্ট প্রীতি-সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহাতে আবার উপকারী রাজার দিব্য রূপ ও মধুর বচন। উর্ব্বশী এই জন্যই একেবারে মোহিতা হইয়া আত্মহারা হইল।

তৎপর রাজার প্রেমোন্মাদ, রাজমহিষীর গভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়াও উর্ব্বশীর আসক্তি ও তৎপর অভিমান, এ সমস্তই রূপজ মোহের ফল বা প্রেমের বিকার। পবিত্র গভীর প্রেম কখনও উদ্বেলিত হইবে না, আত্মহারা হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইবে না। যথার্থ প্রেমিক কখনও আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন—

"এত অপমান তবু প্রাণ তারে ভাল বাসে।
বোঝে না বোঝে না মানা থাকে তবু তারি আশে ॥"

এণ্টনি ক্লিউ পেট্রার প্রণয় রূপজ মোহ হইতে উদ্ভূত। ক্লিউ পেট্রার রূপ-বিমুগ্ধ এণ্টনির উক্তিও রাজা পুরূরবার ন্যায়—

Age can not wither her
Nor custom stale her infinite variety.

For vilest things became themselves in her
That the holy pricsls bless he when she
She is riggish
Shakespear's Antony & cleopetra.

এণ্টনি ও কিউপেট্রার প্রণয়-সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন—

"Yet this passion, so maitually
Enthralling, so opulent of delight.
Is not, in any trues sense, love" Fs. Boas.

পুরূরবা ও উর্ব্বশীর আসক্তি এণ্টনি ও ক্লিউপ্রেট্রার অবৈধ-প্রণয়ের অনুরূপ নহে কি? এইরূপ প্রণয়ের ফলে পুরূরবার অধঃপতন ও উর্ব্বশীর স্বর্গচ্যুতি এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত নহে কি? কিন্তু কালিদাস কৃতীত্বের সহিত এরূপ প্রণয়েরও পরিণামটি সুখ ও শান্তিময় করিয়াছেন তাহা যেন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এই নাটকের বিদূষকের চরিত্রটি মালবাগ্নিমিত্রের বিদূষকের ন্যায় সুন্দর নহে। এই বিদূষকের মুখে লুচিমণ্ডা খাওয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মহাকবি নাটকীয় ঘটনা পুরাণাদি হইতে লইয়া থাকিলেও তিনি কবির কল্পনাবলে ঘটনার শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি করিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিয়াছেন। তৎসঙ্গে অনেক কবিত্বপূর্ণ বাহ্য জগতের বর্ণনা থাকায় নাটকখানি বড়ই প্রীতিকর হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইলে" এই গ্রন্থের কিছু ছায়া আসিয়াছে, কিন্তু এই গ্রন্থে রাজমহিষী দিব্য কর্ত্তব্যজ্ঞানে শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন, আর ভ্রমর অভিমান-বিষে ও ঈর্ষানলে আত্মক্ষয়রূপ আত্মহত্যা করিয়াছে।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দুই রমণী-চরিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তুলনায় মর্ত্ত্যবাসী রাজমহিষীর রমণী-চরিত্র যে অতি শ্রেষ্ঠ তাহা পরিলক্ষিত হইতেছে। মর্ত্ত্যধামেও স্বর্গবাসী রমণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রমণী হইতে পারে সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, রাজমহিষীর চরিত্র এই গ্রন্থের "উপেক্ষিতা"। কিন্তু যে চরিত্রের মহত্ত্ব হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ চিত্রের দিকে মন ধাবিত করে, সেই চরিত্র-চিত্রন সংক্ষেপ হইলেও তাহাকে উপেক্ষিতা বলা সঙ্গত নহে। এই প্রকারের চরিত্রের সংক্ষেপ বর্ণনা বলিয়াই বোধ হয়, এত সুন্দর এত মহৎ প্রতীয়মান হয়। কৃতী কবি বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ করিয়াছেন। মেঘের আড়ালে বিদ্যুতের অল্পক্ষণস্থায়ী চমক যত সুন্দর, দীর্ঘকালস্থায়ী বিস্তৃত বিদ্যুত-আলোক তত সুন্দর বোধ হইবে না।

(ঙ) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা (৫)

শকুন্তলার বিষয় প্রায় সকলেরই জানা আছে। বিশেষতঃ কালিদাসের শকুন্তলার বিষয় প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। কালিদাস বোধ হয়, শকুন্তলার বিবরণ মহাভারত ও পদ্মপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার বিবরণ উল্লেখ করা গেল।

ইহা একখানি পৌরাণিক ঐতিহাসিক কাব্য। ইহা সপ্ত অঙ্কে বিভক্ত। ইহার কবিত্ব অসাধারণ, সৌন্দর্য্য অসীম, কল্পনা অতুলনীয়। এই জন্যই গ্রন্থখানি নাটকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ভবভূতির "উত্তরামচরিত" অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ, এই রূপ অনেকেরই ধারণা। রাজা দুষ্মন্ত হস্তিনাপুরীতে চন্দ্রবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত দিব্যাবয়বসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার প্রথমতঃ কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। একদা তিনি বয়স্য বিদূষক মাধব্য সহ সিদ্ধাশ্রমের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করেন। সিদ্ধাশ্রমে মহামুনি কণ্বের তাপসাশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে ও তৎসান্নিধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ ও অন্যান্য মুনিঋষিগণও বাস করিতেন। তাঁহার স্বীয় আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দূর-সম্পর্কীয়া কুমারী ভগিনী গৌতমী বিশ্বামিত্র ও মেনকা অপ্সরার পরিত্যক্তা কন্যা শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী কণ্বের দুই শিষ্যকন্যা বাস করিত। শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যাস্বরূপ এবং অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহচরীস্বরূপা ছিল। ইহারা সকলেই এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট বয়স্কা হইলেও অবিবাহিতা। উপযুক্ত বরাভাবই তাহার কারণ।

ইহাদের প্রত্যেকের নাম বিশেষ অর্থব্যঞ্জক। • মেনকা অপ্সরা তাঁহার অবৈধ প্রণয়ের ফল সদ্যপ্রসূত শিশুকন্যা কণ্বমুনির আশ্রমের সন্নিকটে এই উদ্দেশ্যে রাখিয়া যায় যে দয়ার্দ্রচিত্ত কণ্বমুনি অবশ্য ইহাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় লালনপালন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই হইল। একটী শকুনি ঐশ্বরিক বিধানে

উহাকে আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করিতেছিল। কণ্বমুনি আশ্রমের নিকটে শিশুর ক্রন্দন শ্রবণে তথায় যাইয়া ধ্যানযোগে সমস্ত জানিতে পারিলেন। তিনি তখনই অতি করুণার্দ্রচিত্তে সেই শিশু কন্যাটিকে গৃহে আনিয়া গৌতমীর নিকট দিলেন। সেই পরিত্যক্তা শিশুটি মহাত্মা কণ্বমুনির আশ্রমে তদবধি তাঁহার স্বীয় কন্যার ন্যায় যত্নে লালিত-পালিতা হইতে লাগিল। শকুনি দ্বারা রক্ষিতা বলিয়া সেই কন্যার নাম "শকুন্তলা" রাখা হইয়াছিল। প্রিয়ংবদা মিষ্টভাষিণী ও সুরসিকা এই জন্য তাহার নাম প্রিয়ংবদা। প্রিয়ংবদাই শকুন্তলার বিবাহের ঘটকী। অনসূয়া শব্দের অর্থ অসূয়াবিহীনা অর্থাৎ যিনি অন্যের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ও তত্ত্বাবধায়িনী। এই জন্যই অনসূয়া সদাসর্ব্বদাই শকুন্তলার সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধারিনী ও রক্ষিকা স্বরূপ ছিল।

রাজা দুষ্মন্ত যখন সেই আশ্রমপ্রদেশে মৃগয়ার্থ গিয়াছিলেন তখন কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলার উপর অভ্যাগত অতিথি—সেবার ভার দিয়া তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে সোমতীর্থে গমন করিয়াছিলেন।

রাজা দুষ্মন্ত ঘটনাক্রমে কণ্বমুনির আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইলেন। শকুন্তলাও তাঁহার প্রতি আন্তরিক প্রেমাবেগে আসক্তা হইল। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার যত্ন ও চেষ্টায় রাজা ও শকুন্তলার গন্ধর্ব্ব-বিধানমতে বিবাহ হইলে উভয়ের আশ্রমস্থ পৃথক লতাগৃহে সংমিলন হইল। এবিষয় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ব্যতীত

আর কেহ কিছু জানিল না। রাজাও কিছুদিন পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যাইবার কালে শকুন্তলাকে বলিয়া আসিলেন যে, দুই চারিদিন মধ্যেই লোক প্রেরণ করিয়া তিনি শকুন্তলাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। রাজা শকুন্তলাকে গন্ধর্ব্ব-বিবাহ সময়ে তাঁহার হস্তস্থিত রাজ-অঙ্গুরীয়কটি দিয়াছিলেন। রাজার গমনের পরেই দুর্ব্বাসামুনি অতিথিস্বরূপ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আশ্রমগৃহের দ্বারদেশে শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্না হইয়া অন্যমনস্কচিত্তে বসিয়াছিলেন। তথায় আর কেহই উপস্থিত ছিল না। দুর্ব্বাসার পুনঃপুনঃ প্রশ্ন সত্ত্বেও শকুন্তলা অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত একেবারে নিরুত্তর রহিল। অভ্যাগত অতিথির অভ্যর্থনা করিল না। তখন দুর্ব্বাসা মুনি ক্রোধান্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, "তুই যাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিস্মৃত হইলি, সে তোকে বিস্মৃত হইবে।" শকুন্তলাত কিছুই জানিল না। একাগ্রচিত্তে দুষ্মন্তের চিন্তায় নিমগ্না রহিল।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নিকটেই ছিল। তাহারা দুর্ব্বাসার অভিশাপবাক্য শুনিতে পাইয়া আতঙ্কিত হইল। শকুন্তলার পরম হিতৈষিণী অনসূয়া দৌড়িয়া যাইয়া দুর্ব্বাসামুনির পদতলে পতিতা হইয়া কত কাকুতি-মিনতি করিল। তখন দুর্ব্বাসার ক্রোধ কিছু প্রশমিত হওয়ায় তিনি বলিলেন যে, কোন অভিজ্ঞান বা স্মরণ-চিহ্ন রাজাকে প্রদর্শন করিলেই সমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে। ইহা হইতেই গ্রন্থের নাম "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" হইয়াছে।

দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কথঞ্চিৎ শান্তহৃদয়ে প্রত্যাগমন করিয়া প্রিয়ম্বদাকে সমস্ত বলিল। এ বিষয় প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া ব্যতীত আর কেহই কিছু অবগত হইল না। তাহারা শকুন্তলার নিকট রাজ-অঙ্গুরীয়ক থাকায় অনেকটা আশ্বস্তা হইল।

এদিকে দুর্ব্বাসার শাপফলে রাজা দুষ্মন্ত-শকুন্তলাঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া শকুন্তলাকে রাজধানীতে আনিবার জন্য আর লোক প্রেরণ করিলেন না। শকুন্তলা অন্তসত্ত্বা হইল। যথাসময়ে কণ্বমুনি আশ্রমে আসিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তিনি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কেননা শকুন্তলার উপযুক্ত বর মিলিয়াছে। তিনি তাঁহার ভগিনী গৌতমী, শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত সহ শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরীতে প্রেরণ করিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে তৎসহ রাজসভায় যাইতে দিলেন না। যেহেতু তাহাদিগকেও যথাযোগ্য বরে বিবাহ দিতে হইবে।

কণ্বমুনির শিষ্যদ্বয়, গৌতমী ও শকুন্তলা যথাসময়ে হস্তিনার রাজসভায় পৌঁছিল। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বাসার অভিশাপ প্রভাবে শকুন্তলাঘটিত সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত থাকায় শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কণ্বমুনির শিষ্যদ্বয়, গৌতমী ও শকুন্তলার সহিত অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল। শকুন্তলা রাজপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী অনসূয়াও আসিবার সময়ে শকুন্তলাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে রাজ-

প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ প্রদর্শন করিও। তাই শকুন্তলা সেই অঙ্গুরী প্রদর্শন জন্য অঞ্চল খুঁজিয়া দেখিলেন যে, অঙ্গুরীয় অঞ্চলে নাই। বুঝিলেন যে আসিবার সময় শচীতীর্থে স্নান করিবার কালে সেইস্থলের নদীতে বা অন্যত্র অঙ্গুরীয়টি পতিত হইয়া থাকিবে। অভিজ্ঞান প্রদর্শনে অক্ষম হওয়ায় শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাত হইল। গৌতমী ও তৎসঙ্গীয় শিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকৃত সকলের অজ্ঞাতসার আত্মসমর্পণরূপ কুকর্ম্মের জন্য তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে করিতে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সরলা শকুন্তলা অনন্যোপায় হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। দৈব-যোগে হেমকূট গিরিস্থিত মহামুনি কশ্যপের আশ্রমে এক অপসরা কর্ত্তৃক নীত হইয়া মহাত্মা কশ্যপ ও তৎ সহধর্ম্মিনী অদিতির আশ্রয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। এই হেমকুট গিরির এক অংশে অপসরাদিগের বিহারভূমি ও অন্য অংশে সিদ্ধ মুনি-ঋষিদিগের আবাসাশ্রমাদি ছিল। তথায় শকুন্তলা একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিল। কুমার বিশেষ তেজসম্পন্ন দিব্যকান্তি ও সাহসী হইল। সে নির্ভীকচিত্তে বলিষ্ঠ পশ্বাদির সহিত এমন কি সিংহ-ব্যাঘ্রাদির সহিত খেলা করিত। এইরূপে কুমার বিবিধ খেলা ও আমোদ-আহ্লাদে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের কিছু পরেই এক ধীবরকর্ত্তৃক নদীতে এক রোহিত মৎস্য ধৃত হইলে উহার পেটের ভিতর দুষ্মন্ত-প্রদত্ত শকুন্তলার অঙ্গুরীটি পাওয়া যায়। তখন তিনি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া গভীর মর্ম্মবেদনায়

শকুন্তলার অনুসন্ধান জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শকুন্তলার কোথাও আর সন্ধান পাইলেন না।

কিছু দিন পরে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবাসুর-যুদ্ধে আহূত হইয়া মহারাজ দুষ্মন্ত স্বর্গধামে গেলেন, তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে মহামুনি কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ মানসে হেমকূট গিরিতে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন এক রাজ-নন্দনতুল্য শিশু এক সিংহকে তাড়াইয়া মারিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। বিশেষতঃ শিশুর তাঁহার স্বীয় আকৃতি সহ সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি সেই শিশুকে দর্শনে বাৎসল্য-রসে অভিভূত হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে গ্রহণ-পূর্ব্বক বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঐ শিশুর হস্তের লতা-বলয় ভূমিতলে পড়িয়া যায়। রাজা উহা ভূমি-তল হইতে উঠাইবার উপক্রম করিলে উপস্থিত সকলে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া উহা নির্ব্বিঘ্নে উঠাইয়া শিশুর হস্তে পুনরায় যথাস্থানে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। ঐ লতানির্ম্মিত বলয় যোগশালী কশ্যপ মুনি শিশুর শান্তিস্বরূপ দিয়াছিলেন। সেই বলয় ভূমিতলে পতিত হইলে ঐ শিশুর পিতামাতা ব্যতীত অন্য কেহ স্পর্শ করিলে উহা সর্প হইয়া তাঁহাকে দংশন করিত। রাজা এই বিবরণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইয়া ঐ বালকের মাতার নাম জানিতে উৎসুক হইলেন এবং তাহার মাতার নাম শকুন্তলা জানিয়া শকুন্তলাকে অচিরে পুনঃ-প্রাপ্তি বিষয়ে আশান্বিত হইলেন। সেই সময় শকুন্তলা

পুত্রান্বেষণার্থ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজার সহিত তাঁহার মিলন হইল। মহারাজ অতি আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং কি প্রকারে অঙ্গুরীয়-দর্শন বিষয়ে তাঁহার বিষয় স্মরণ হইয়াছে তাহাও বলিলেন। তখন মহামুনি কাশ্যপও তথায় উপনীত হইলেন। তিনি যোগবলে সমস্তই অবগত ছিলেন। তিনি দুর্ব্বাসার অভিশাপ-বৃত্তান্ত জানাইয়া উভয়ের কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটিতেই ঐরূপ সংঘটন হইয়াছে, ইহাও উভয়কে বলিলেন। রাজাও শকুন্তলা ও পুত্রসহ কশ্যপের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক রাজধানীতে আনন্দচিত্তে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই দুষ্মন্ত-নন্দনই "ভরত" নামে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটস্বরূপ প্রসিদ্ধ হইলেন। এবং তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম হইতেই এই দেশের নাম "ভারতবর্ষ" বলিয়া খ্যাত হয়।

মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা-কাহিনী এইরূপ। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণাদির গ্রন্থের কাহিনী কিছু অন্যরূপ। তাহাতে বিদূষক নাই, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাই, বিবাহের ঘটকালী নাই, দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপ নাই এবং হেমকুট পর্ব্বতে কশ্যপমুনির আশ্রমে মিলনও নাই। তাহাতে আছে শকুন্তলা প্রশান্তা তেজস্বিনী রমণী। সে নিজেই রাজার সহিত নির্লজ্জার ন্যায় প্রেমালাপ করিয়া বিবাহ সংঘটন করিয়াছে। রাজসভায় কণ্বমুনির শিষ্যসহ উপস্থিত হইয়া রাজাকে তেজঃপূর্ণ ও কটুবাক্য বলিয়াছে এবং রাজার প্রত্যাখ্যানের পর দৈববাণী হওয়ায় রাজা তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন।

✓ মহাকবি কালিদাস অনসূয়া, প্রিয়ংবদা সৃষ্টি করিয়া শকুন্তলা-চরিত্রের মাধুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং দুর্ব্বাসার অভিশাপ দ্বারা ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও কর্ত্তব্য-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এবং পরিশেষে হেমকূট পর্ব্বতে শকুন্তলারসহ মিলন দ্বারা সতীত্বধর্ম্মের জয় প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সমাজ-নীতি-লঙ্ঘনক্রমে অপ্রকাশ্য পরিণয়ের ফল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ, দোষাবহ ও বিপজ্জনক এবং স্বীয় স্বার্থ-চিন্তায় কর্ত্তব্য অবহেলা নিতান্ত দূষণীয় ও দুঃখজনক। ইহাই মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" নাটকের নৈতিকতত্ত্ব।✓

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবাদিদেব মহেশ্বরের একটি সুন্দর স্তব। তৎপরে নাটকীয় একটি সুন্দর গীত। যথা—

ইসি সি চুম্বিআইং ভমরেহি উহ সুউ মার কেশর সি হাইং।
অ দংস আত্ত দ অমানা পমদাও সিরীস কুসুমাই॥ ১ম অঙ্ক।

"সুকুমার কেশর শিখায় সুশোভন।
শিরীষ-কুসুমগুলি মানস-মোহন॥
ক্ষণমাত্র অলিকুল চুম্বন করিল।
তাহে সৌরভের দ্বার তখনি খুলিল॥
দেখহ যুবতীগণ করিয়ে গ্রহণ।
সদয় হৃদয় কাণে পরিছে ভূষণ॥"

এই গ্রন্থখানিও শৃঙ্গার-রসাত্মক।

"মালবিকাগ্নিমিত্রে শৃঙ্গার-রসের উচ্চসমাজের মনোরম মূর্ত্তি' বিক্রমোর্ব্বশীতে শৃঙ্গার রসের বীভৎস অধঃপতিত মূর্ত্তি এবং অভি-

জ্ঞান শকুন্তলায় শৃঙ্গার-রসের উচ্চ সমাজের প্রেমের আদর্শ মধুর মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইজন্য এবং অন্যান্য কারণে বিক্রমোর্ব্বশীকে অনেকে কালিদাসের প্রথম নাটক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কালিদাস তাঁহার কোন নাটকেই আদর্শপুরুষ-চরিত্র অঙ্কন করেন নাই। বোধ হয়, ইহা তাঁহার উদ্দেশ্যও ছিল না। অথবা তাঁহার সময়ে পুরুষ-চরিত্র সাধারণতঃ তত আদর্শ চিত্রণ-যোগ্যও ছিল না। বিশেষতঃ রমণী-চরিত্রের সৌন্দর্য্য হইতেই সমাজের মঙ্গল ও উন্নতি। মহৎ চরিত্রবিশিষ্টা রমণী হইতে তাঁহার স্বামীর মঙ্গল, তৎগর্ভজাত সন্তানেরও উন্নতি এবং তাঁহাদের সংসারেরও শুভ। কবি আদর্শ রমণী-চিত্রই তাঁহার নাটকে চিত্রণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই দুই তিন প্রকারের নায়িকা সৃজন করিয়া তন্মধ্যে একের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরের নিকৃষ্টত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা "মালবিকাগ্নিমিত্রে" রাণী ধারিণী, ইরাবতী ও মালবিকা; বিক্রমোর্ব্বশীতে রাজমহিষী দেবী ও উর্ব্বশী এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তলায়" শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। অনেকে মনে করেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নায়িকা নহে "উপেক্ষিতা" মাত্র। কিন্তু তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে এইরূপ কথার উল্লেখেই বুঝা যায় যে, কবির উদ্দেশ্য যে তাহাদিগকেও নায়িকা গণ্য করিতে হইবে। তাহাদের চরিত্র দ্বারা কবি কৌশলে শকুন্তলা-চরিত্র বিকাশ করিয়াছেন।

তাহাদের চরিত্রও আলোচনীয়, সমালোচ্য ও তুলনীয়। তুলনায় চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব যত বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এক শ্রেণীর কেবল একটি চরিত্র-চিত্রে হয়তঃ সেই চরিত্র তত ফুটিবে না। এইজন্যই কৃতী কবি তাঁহার নাটকে সুন্দরভাবে চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন জন্য সম শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক, মহাকবি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" গ্রন্থে কিরূপ আদর্শ প্রেমের মধুর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা দুষ্মন্তের প্রণয়ভাব রূপজ মোহ ও কাম-ভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রথম দর্শনাবধিই রাজা শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ। যথা—

কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা।

"অসাধুদর্শী খলু ভগবান্ কণ্বঃ। য ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুস্তপঃক্লমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥"

৮২-৮৪ প্রথম অঙ্ক।

(সবিস্ময়ে) কি? এই সেই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা? ভগবান্ কণ্বমুনি অত্যন্ত অসাধুদর্শী, যেহেতু তিনি এই রমণীয়াকৃতি রমণীকে তাপস-ব্রতে নিয়োজিত করিয়াছেন। আহা! শকুন্তলার এই কোমল শরীর অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, যিনি ইহাকে তপস্যার কঠোর ক্লেশকর কার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি

নিশ্চয়ই নীলোৎপল-পত্রের ধারা দ্বারা শমীলতা সেবন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। সম্যগিয়মাহ—

"ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ ॥৯০

অথবা—কামমননুরূপমপ্যস্যাবপুষোবল্কলং
ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি।

কুতঃ—সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমাপ হিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥৮২

অপিচ—কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বল্কলং কান্তরূপং
ন মনসি রুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি।
বিকচসরসিজায়াঃ স্তোকনির্মুক্তকণ্ঠং।
নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালম্॥"৯৪

প্রথম অঙ্ক।

"প্রিয়ংবদা ঠিক বলিয়াছে, শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থি দ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে ও তাহাতে শকুন্তলার নবনীত দেহ পরিপক। অতএব পাণ্ডুবর্ণ পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায় আপনার কান্তির পুষ্টতা-সাধন হইয়া উঠিতেছে না। (আবার তাহার বিকল্প কহিলেন) অথবা

বল্কল শকুন্তলার শরীরের অযোগ্য হইলেও উহা দ্বারা তাঁহার অলঙ্কার-শোভা পর্য্যাপ্তরূপে পুষ্টিসাধন করিতেছে না এমন নহে। যেমন শৈবালসংযুক্ত শৈবাল অতি মনোজ্ঞ হয়, হিমাংশুর শোভা মলিন হইলেও শোভা বিস্তার করিয়া থাকে, হেমকান্তিমণি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও তাহার জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, সেইজন্য সেই তনঙ্গী শকুন্তলা জঘন্য বল্কলেও অতিশয় মনোহারিণী হইয়াছেন। অধিক আর কি বলিব, যাহাদিগের প্রকৃতি মধুর তাহাদিগের কি না ভূষণ হইয়া থাকে? আরও মৃগনয়নায় বল্কল কঠিন অথচ কান্তরূপ প্রস্ফুটিত কমলিনীর কর্কশ কণ্টকবৃন্ত সমূহের ন্যায় মনে অল্পমাত্রও অপ্রীতি উৎপাদন করে না—

"অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহ্যস্যাঃ।
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥"

১০০।১০১ শ্লোক, প্রথম অঙ্ক।

'প্রিয়ংবদা প্রকৃতই বলিয়াছে, যেহেতু শকুন্তলার অধর নব-পল্লবের ন্যায়, রক্তবর্ণ বাহুদ্বয় কোমল শাখাযুগলের ন্যায় এবং কুসুমের ন্যায় স্পৃহনীয়; যৌবন যেন সমস্ত অঙ্গে সম্বদ্ধ রহিয়াছে।

"উপপদ্যতে মানুষীভিং কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভা তরলং জ্যোতি রুদেতি বসুধাতলাৎ॥"

১০৩ শ্লোক, প্রথম অঙ্ক।

"ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। নতুবা মানুষী হইতে এই প্রকার

রূপের কখনই সম্ভব হয় না। যেহেতু অত্যুজ্জ্বল প্রভাসমন্বিত জ্যোতিঃ বসুধা-তল হইতে উদয় হইতে পারে না।”

রাজা নিতান্ত কামুক। কাম-ভাব হইতে তাঁহার আসক্তি উদ্ভব হইয়াছিল। যথা—

(সস্পৃহং বিলোক্য)

“সাধু বাধনমপি রমণীয়মস্যাঃ।
যতোযতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা॥
বিবর্ত্তিত ভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥”১২৮

অপিচ—(সাসূয়মিত)

“চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ॥
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকরহতাস্ত্বং খলু কৃতী॥১৩০

অপিচ—লোলাং দৃষ্টিমিতস্ততো বিতনুতে সভ্রূলতাবিভ্রমা
মাভুগ্নেন বিবর্ত্তিতা বলিমতা মধ্যেন কম্প্রস্তনী।
হস্তাগ্রং বিধুনোতি পল্লবনিভং শীৎকারভিন্নাধরা
জাতেয়ং ভ্রমরাভিলঙ্ঘনভিয়া বাদ্যৈ বিনা নর্ত্তকা॥”

১৩২ শ্লোক, প্রথম অঙ্ক।

এই ভ্রমর যেখানে উড়িয়া যাইতেছে এই শকুন্তলাও সেইদিকে আপনার চঞ্চল নয়ন সঞ্চালন করিতেছে। তাহাতেই ইহার ভ্রূযুগল বক্রীকৃত হইতেছে। এইরূপ ইচ্ছা না থাকিলে শকুন্তলা

যেন ভয়হেতুই দৃষ্টিবিলাস শিক্ষা করিতেছেন। অনস্থ্য়া পরবশ হইয়া, হে মধুকর! তুমি শকুন্তলার চঞ্চল অপাঙ্গবিশিষ্ট ও কম্পান্বিত লোচনযুগল বহুবার দর্শন করিয়াছ এবং কর্ণ-সন্নিধানে বিচরণপূর্ব্বক নির্জ্জন রহস্যভাষীর ন্যায় নিঃস্বনরূপে ধ্বনি করিতেছ। আর স্বীয় কর্ষণ চালন করিলে তুমি ইহার সর্ব্বস্বস্বরূপ অধর-মধুপান করিতেছ, অতএব ফলভোগ হেতু কৃতী। আরও করন্তনী শকুন্তলা জল-মধ্যদেশ বিবর্ত্তিত করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেছে। আহা! বাষ্প-শব্দ শীৎকার-তন্বাধার হইয়া ভ্রমর-তাড়নমানসে পল্লবসদৃশ হস্ত কম্পিত করিতেছে। বোধ হইতেছে, যেন ভ্রমর বাধা-নিবারণের বাস্ত বিনা নৃত্য করিতেছেন।

অহো। চেষ্টা প্রতিরূপিকা কামিজন মনোবৃত্তি। অহং হি অনুযায়ামুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন জরিত প্রসর। সংল্লাস প্রথম অঙ্ক।

অহো! কি আশ্চর্য্য! কামিজনের চিত্তবৃত্তি চেষ্টার অনুরূপই হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ আমাতেই দেখ, যেহেতু আমি সহসা এই মুনিতনয়া শকুন্তলার অনুগামিনী হইয়া, আবার ধৈর্য্য দ্বারা অনুগমনের বেগ নিবারণপূর্ব্বক নিজের উপবেশন স্থান হইতে একপদ মাত্র গমন না করিয়াও যেন পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানেই উপবেশন করিলাম।

আর স্বভাবসুন্দরী সরলা শকুন্তলার প্রেম কিরূপ? তাহার ভিতর কামভাব কিছুই নাই, রূপজ মোহের লেশমাত্রও নাই, যেন স্বভাবতঃ তাহা সঞ্চার হইয়াছে। শকুন্তলা প্রথম দর্শন করিয়াই বলিতেছেন।

"কধং ইমং জণং পেক্খিঅ তবোবণ
বিরোহিণো বিআরস্স গমনীয়াহ্মি সংবুত্তা।" ১৫০ শ্লোক।

এই ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আমার তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন? ইহাই প্রকৃত প্রেম। নির্ম্মলচিত্ত প্রকৃতি-ক্রোড় লালিতা-পালিতা বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, তাই তাহার এইরূপ উক্তি। ঐশ্বরিক-বিধানে এই প্রেমভাব অকস্মাৎ উদ্ভূত। ইহাই আদর্শপবিত্র প্রেমের অঙ্কুর। মহাকবি সেক্স-পিয়রের টেম্পেষ্ট নাটকের (Tempest) প্রকৃতিসুন্দরী মিরাণ্ডারও (mirandar) কতকটা এই ভাব ছিল।

শকুন্তলা এই পবিত্র প্রেমের লক্ষণ। রাজা দুষ্মন্তই স্বয়ং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"কিং খলু যথা বয়মস্যামিয়মপ্যস্মান প্রতি তথাস্যাৎ।
অথবা লব্ধাবকাশা মে মনোবৃত্তিঃ। কুতঃ।
বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীয়ং
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥ ২১১ শ্লোক, প্রথম অঙ্ক।

ইহার প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ উহার, কি আমার প্রতি সেইরূপ হইবে? অথবা আমার প্রার্থনা এখন অবকাশলাভ করিয়াছে? যেহেতু এই শকুন্তলা আমার বাক্যের সহিত স্বীয় বাক্য মিশ্রিত করিতেছে না। তথাপি আমি কথা বলিলে মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া থাকে। আর আমার সম্মুখে অধিকক্ষণ

থাকিতেছে না এবং উহার দৃষ্টি অন্য বিষয়েও অধিকক্ষণ থাকিতেছে না।

ইহাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ। প্রকৃত আদর্শ প্রেম নীরব ও গভীর অতলস্পর্শী হইবে,—সহসা ও সহজে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রেমের পাত্রকে "প্রাণনাথ" "প্রাণবল্লভ" বলিয়া সম্বোধন করিবে না। পবিত্র প্রকৃত প্রেমের বিকাশ ক্রমশঃ বিভিন্ন আকারে হইবে।

এখন দেখা যাউক, রাজা দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন-সময়ে কে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে। তাহাতেই বুঝা যাইবে, কাহার কিরূপ প্রণয়ভাব ছিল। রাজা যখন অন্তরালে ছিলেন, তখন শকুন্তলা রাজার অনুপস্থিতি-জ্ঞানে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার নিকট রাজার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। ইহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে এবং কবির পক্ষে বিশেষ কৃতীত্ব সন্দেহ নাই। শকুন্তলার ন্যায় লজ্জাশীলা রমণীর পক্ষে ইহা অতি সমীচীন হইয়াছে। তখনই রাজা আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সহর্ষচিত্তে বলিলেন।

"তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।
গ্লপয়তি যথাশশাঙ্কং ন তথা হি কুমুদ্বতীং দিবসঃ।" ৮৯

তৃতীয় অঙ্ক।

"কৃশাঙ্গি তোমার স্মর, তাপ দেয় নিরন্তর
মোরে কিন্তু অনিবার, করিছে দাহন রে
করিছে দাহন।"

"দিবস-রজনী করে, যথা গ্লানিযুক্ত করে
কুমুদীরে কভু নাহি করয়ে তেমন রে
করয়ে তেমন ॥"

সরলা প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী শকুন্তলা ইহাতে অত্যন্ত হর্ষাপ্লুতা হইয়া লজ্জিতভাবে বসিয়া রহিলেন সত্য; কিন্তু রাজার এইরূপ প্রণয়-প্রকাশ নিতান্ত প্রগল্‌ভ রসিকপুরুষোচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্টের রাজপুত্র ফার্ডিনেণ্ড প্রায় এইরূপ মিরাণ্ডার নিকট প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল।

"Hear very soul speak
The very instant that I saw my heart
Fly to your service : there resides.
To make me slave to it, for your sake.
Am I this patient logman......"

Shakespeare's Tempest.

মিরাণ্ডার উত্তরও প্রায় তদনুরূপ।

"I am your wife if you will marry me ;
If not, I will die your maid, to be your fellow.
You may deny me ; but I
will be your servant
Whether you will or no."

Shakespeare's Tempest.

ইহার ভিতর অবশ্য যথেষ্ট সরলতা আছে, কিন্তু শকুন্তলার উত্তর-প্রত্যুত্তর অন্যরূপ; যেন লজ্জাবতী লতার ন্যায় পূর্ব্বাপরই জড়সড়। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ছল করিয়া চলিয়া গেলে রাজা

নিতান্ত কামুকের ন্যায় শকুন্তলার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন শকুন্তলা সলজ্জভাবে বলিলেন :—

"পৌরব! অনিচ্ছা পুরয়োবি সম্ভাষণ মেত্ত পরিচিধো অ অং জলো বিস্মরিদবেবা।" ১২১ তৃতীয় অঙ্ক।

হে পৌরব! ইচ্ছা পূরণ না করিলেও সম্ভাষণমাত্রে পরিচিত এই অভাগিনী শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন না।

তৎপর রাজা শকুন্তলার চ্যুতবলয় তাঁহার হস্তে পরাইয়া দিতে চাহিলে, শকুন্তলা অন্তরে আপত্তি না থাকিলেও যেন বাহ্যিক অনিচ্ছার সহিত বলিলেন :—

"আকাগদী ? ভোচু এবং দাব।" ১২১ তৃতীয় অঙ্ক।

তা আর কি করি, হউক পরাইয়া দিন।

প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা শকুন্তলার এইরূপ উত্তর ও ভাব কি আদর্শ স্বাভাবিক প্রেমিকা রমণীচরিত্রের অনুরূপ নহে ?

তৎপরে রাজা দুষ্মন্তের অনুপস্থিতিতে প্রেমবিধুরা শকুন্তলার তন্ময়-ভাব অতি গভীর অকৃত্রিম প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া পুনঃপুনঃ সম্বোধন করিয়াও আত্মহারা রমণীর চৈতন্য-সম্পাদন করিতে পারিলেন না! এইরূপ গভীর আন্তরিক প্রেমের দৃষ্টান্ত, বোধ হয়, অদ্যাপি অন্য কোনও গ্রন্থে প্রদর্শিত হয় নাই। শকুন্তলার এখন কিরূপ ভাব ?

"My peace is gone, my heart is sore.
I never shall find it
Ah, never more ?

Save I have been near,
The grave is here
The world is gall,
And bitterness all.
My poor weak head
Is racked and crazed
My thought is lost
My senses mazed." Geothes' Faust.

এইরূপ বলিলেও বোধ হয়, প্রেমবিভোরা শকুন্তলার এই সময়ের মনোভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতে পারে না। তারপর শকুন্তলার আদর্শ প্রেমের পরিচয় রাজসভায় এবং শেষ মিলন-কালে হেমকূট পর্ব্বতে। শকুন্তলা সকল সময়েই বিনীতা, স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র কটুভাষিণী নহে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা এক অপূর্ব্ব চিত্র।

রাজা দুষ্মন্তের চরিত্র শকুন্তলার স্বর্গীয় চরিত্রের অনুরূপ হয় নাই! কেবল তাঁহার পুত্রদর্শনে স্বাভাবিক বাৎসল্য ও কমনীয় ভাবটি সুন্দর হইয়াছে। কোন কবি সেই ভাবটি সুন্দর প্রকাশ করিয়াছেন।

"এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায়রে।
নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায়রে॥
বদনে বালেন্দু হাসে, তারক নয়নে ভাসে।
অধরে বান্ধুলি চারু কিবা শোভা পায় রে॥

নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভিছে মাথায় রে।
নব তামরস-রাগ হাতের তলায়রে ॥
এ শিশু হেরিয়ে বুক যেন ফেটে যায় রে।
কেন বা উদয় বারি নয়ন-কোণায়রে ॥
পরের সন্তানে মন, কেন হেন নিমগন,
অবিরাম দরশন করিবারে চায়রে ॥
বাসনা হৃদয়ে রাখি সোণার বাছায় রে।
অথবা তুলিয়ে ধরি তাপিত গলায় রে ॥" ইত্যাদি

দীনবন্ধু মিত্র।

কালিদাস তাঁহার তিনখানি নাটকেই তিনটী নৃপতিকে নায়ক করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রই তিনি অনেকাংশে তাঁহাদের সময়োপযোগী করিয়াছেন।

এই অভিজ্ঞান-শকুন্তলা গ্রন্থের বিদূষক-চরিত্রও বিশেষ ভাল বলা যাইতে পারে। মহাকবি তাঁহার তিনখানি নাটকই মিলনাত্মক করিয়াছেন। একখানিও বিয়োগাত্মক করেন নাই। বোধ হয়, তিনি মিলনাত্মক নাটকই বিশেষ পছন্দ করিতেন ও অধিক উপদেশক মনে করিতেন।

ভারতীয় নাটক-সৃষ্টির আভাস ঋক্‌বেদের সময় হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋগ্বেদে সরমা, পনিস, যম এবং যমী পুরূরবা এবং উর্ব্বশী প্রভৃতির কথোপকথনাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, তৎসময়াদি হইতেই কোন প্রকারের দৃশ্য-কাব্যাদির প্রচলন ছিল। পুরূরবা

ও উর্ব্বশী-সম্বন্ধে তৎসময়ে কোন দৃশ্যকাব্য অবশ্য প্রচলিত ছিল, কিন্তু অধুনা তাহা কালগর্ভে নিহিত।

তৎপর মহাভাষ্যগ্রন্থে "কংসবধ" ও "বালিবন্ধ" দৃশ্য-কাব্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পুরাণে ভরত মুনির লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের উল্লেখও দৃষ্ট হয়। পুরাকালে ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্য ও নাটকাদিও বিশেষভাবেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎসাময়িক অসংখ্য ও বহুবিধ নাটকাদির অধুনা প্রচলনও তাহার বিশেষ নিদর্শন। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য-কাব্যাদির শ্রেণীবিভাগ করায় দৃশ্য-কাব্যাদির প্রচুর প্রচলনও যথেষ্ট পরিপুষ্টির পরিচায়ক। সাহিত্যদর্পণকার রূপক ও উপরূপক এই দুই শ্রেণীতে দৃশ্যকাব্য বিভক্ত করিয়া রূপক দৃশ্যকাব্য আবার দশভাগে এবং অরূপক দৃশ্যকাব্য অষ্টাদশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

পৌরাণিক দৃশ্যকাব্যাদি সাধারণতঃ করুণরসাত্মক বা বিয়োগাত্মক বলিয়া বোধ হয় না। আর মনে হয়, সেরূপ দৃশ্যকাব্য সমাজের বিশেষ হিতকর নহে, এইরূপ পৌরাণিক গ্রন্থকারগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন।

সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যাদি সম্বন্ধে বৈদেশিক-মত এইরূপ :—

"The Sanskrit drama is a mixed composition, in which joy is mingled with sorrow, in which the jester usually plays a prominent part while the hero and heroine are often in the depths of despair. But it never has a sad ending. The emotions of terror, grief or pity with which the audience are inspired

are therefore always tranquilized by the happy termination of the story. Nor may any tragic incident take place in the course of the play; for death is never allowed to be represented on the stage. Indeed nothing considered indecorus, whether of a serious or comic character, is allowed to be enacted in the sight or hearing of the spectators, such as the utterance of a curse, degradation, banishment, national calamity, biting, scratching, cursing, eating or sleeping.

Sanskrit plays are full of lyrical passages, describing seemes or persons presented to view, or containing reflections suggested by the incidents that occur. ... ...

The Sanskrit dramatists show considerable skill in wearing the incidents of the plot, and in the protrayal of individual character, but do not show much fertility of invention commonly borrowing the story of their plays from History or Epic legend. Love is the subject of most Indian dramas. The hero usually a king already the husband of one or more wives is smitten at first sight with the charms of some fair maiden. The heroine equally susceptible at once reciprocate his affection, but concealing her passion keeps her lover in agonies of suspence. Harassed by doubts, obstacles and delays both are reduced to a melancholy and emaciated

condition. The somewhat doleful effect produced by their plight is relieved by the animated doings of the heroine's confidente, but specially by the proceedings of the coward jester (Bedushak), the constant companion of the hero. He excites redicule by his bodily defects no less than his clumsy interference with the course of the heroes' affairs. His attempts at wit are not of a high order. It is somewhat strange that a character occupying the position of a universal but should always be a Brahman.

While the Indian dramas shows some affinity with Greek comedy, it affords mere striking points of resemblance to the production of the Elizabethan play wrigths and in particular of Shakespeare. The aim of the indian dramatists is not to portray types of character, but individual persons, nor do they observes the rule of unity of time or place. They are given to introducing romantic or fabulous elements. They mix prose with verse, They blend the comic with the serious and introduce puns and comic distertious of words. The character of the Vidushak too, is a close parallel to the fool in Shakespeare. Common to both are several contrivances intended to further the action of the drama, such as the writing of letters, the introduction of a play within a play, the resteration of the dead to life and the use

of intoxication on the stage as a humorous device. Such a series of confidences, in a case, where influence of borrowing is absolutely out of the question, is an introductive instance how similar developments can arise independently."

Macdonald's History of Sanskrit literature.

কালিদাসের নাটকাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-মত এইরূপ :—

"The richness of creative fancy which he displays in these and his skill in the expression of tender feeling, assign him a high place amongst the dramatists of the world. The harmony of the poetic sentiment is no where disturbed by anything violent or terrifying. Every passion is softened without being enfeebled. The ardour of love never goes beyond aesthetic bounds; it never maddens to wild jealousy or hate. The torments of sorrow are toned down to a profounder touching melancholy. It was here at last that the Indian genius found the law of moderation in poetry, which it hardly know elsewhere and thus produced works of enduring beauty. Hence it was that Śakuntala exercised a fascination on the calm intellect of Goethe, who at the same time was so strongly repelled by the extravagance of Hindu Mythological art.

* * * *

The finest of Kalidas's works are, it can not be

demed, defective as stage players. The very delicacy of the sentiment, combined with a certain want of action renders them incapable of producing a powerful effect on an audience. The best representatives of the romantic drama of India are Sakuntala and Vikramorvashi dealing with the love adventures of two famous kings of ancient epic legend. They represent seans far removed from reality, in which heaven and earth are not separated, and man, demigods, nymphs and saints are intermingled."

Macdonald's History of Sanskrit literature.

মহাকবি কালিদাস-প্রণীত উপরোক্ত তিনখানি নাটক ব্যতীত রাজা শূদ্রক প্রণীত মৃচ্ছকটীক, রাজা শ্রীহর্ষ প্রণীত রত্নাবলী ও নাগানন্দ ব্রাহ্মণ ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, উত্তর-রামচরিত; ভাষকদত্ত প্রণীত মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার, রাজশেখর প্রণীত ভিস্তশলভঞ্জিকা ও কর্পূরমঞ্জরী, বাল রামায়ণ, প্রাচন্দপাণ্ডব অথবা বালভারত, ক্ষেমেশ্বর প্রণীত চণ্ড-কৌশিক, দামোদর মিশ্র প্রণীত হনুমান নাটক বা মহানাটক এবং কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত প্রবোধ-চন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকাদির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। •

(চ) পুষ্পবাণ-বিলাস (৬)

কালিদাসের পুষ্পবাণবিলাস একখানি সুন্দর খণ্ডকাব্য। ইহাতে ২৬ ছাব্বিশটী শ্লোক আছে। গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও

বিশেষ কবিত্বপূর্ণ। ইহা কামদেবের বিলাস অর্থাৎ প্রণয়-সম্ভাষণ-বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থ।

ইহার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের স্তোত্র। শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র যুবতীর সঙ্গে ক্রীড়া করিয়াছেন, এই জন্যই গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার স্তোত্র দেওয়া হইয়াছে।

ইহাতে প্রণয়-প্রণয়িনীর উক্তি প্রত্যুক্তিপূর্ণ ভক্তি শ্লোক আছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"নীরন্ধ্রমেত দবলোকয় মাধবীনাংমধ্যে নিকুঞ্জ সদন চ্যুত পুষ্পকীর্ণম।

কুর্য্যাথদীহমনি তাণি বিলাস বত্যো
বোদ্ধুং ন শক্যমবলে নিনদৈঃ পিকানাম।"৫

"হে অবলে! এই মাধবীলতামণ্ডপ মধ্যবর্ত্তী নিকুঞ্জনিলয় অবলোকন কর। ইহা ঘনসন্নিবিষ্ট লতাপ্রভাবে ছিদ্রাদি পরিশূন্য হইয়া মধ্যভাগ স্বয়ং পতিত পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা পরিব্যাপ্ত; আর অভ্যন্তর বিলাসিনী রমণীগণের কলকূজনে তাহা মিলিত হইয়া যাইবে, অতএব হে প্রিয়ে! এই নির্জ্জন নিকুঞ্জনিলয়ই আমাদের বিহারের একান্ত উপযুক্ত স্থান। অতএব এক্ষণে তুমি প্রসন্না হও।" আর কবিবর সেলী লিখিয়াছেন :—

"As dew beneath the wind of morning.
As the sea which whirl minds awaken
As the birds at thunders warning
As aught mute yet deeply shaken.

As one who feels an unseen spirit
Is my heart when thine is near it." Shelly.

উভয় কবির কবিতাতেই প্রাকৃতিক বাহ্যজগতের বর্ণনা আছে, এবং প্রণয়ের কথা আছে, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের বর্ণণায় যেরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য কবির বর্ণনায় সেরূপ হয় নাই।

"এতস্মিন সহসা বসন্ত সময়ে প্রাণেশ! দেশান্তরং গন্তুং ত্বং যতসে তথাপি ভয়ং তাপাৎ প্রপদ্যোহধুনা। যস্মাৎ কৈরবসার সৌরভভরোল্লাসকং সরোবায়ুনা চান্দ্রী। দিক্ষু বিজৃম্ভতে রজনীষু স্বচ্ছা ময়ূখচ্ছটা।" ২৩॥

"হে প্রাণেশ্বর! আপনি এই বসন্তসময়ে দেশান্তর-গমনে যত্ন করিতেছেন, তথাপি আমি ভয় করিতেছি না; আর দেখুন, রজনীতে কেবল পুষ্পের সৌরভসমন্বিত সরোবর-বায়ুর সহিত চন্দ্রমার বিমল কিরণ-ছটা চতুর্দ্দিকে সমুদিত হইতেছে। তাহাতেও আমি ভয় করিতেছি না। (অর্থাৎ যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে গমন করুন)—আমার ভবিষ্যৎ তাপ কিন্তু অনিবার্য্য, যদি আমার জীবনরক্ষা করা প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আপনি এখন দেশান্তর-গমন করিবেন না।" কবিবর টেনিসন এক স্থানে এরূপ লিখিয়াছেন :—

"Trust me long ago,
I should have died, if it were possible
To die in gazing on that perfectness
which I do bear with me; I had died

But from my farthest lapse, my latest ebb.
Thine image, like a charm of light
and strength.
Upon the waters, pushed me back again.
On these deserted sands of barren life."
Tennyson's "Lover's Tale."

এই কবিতাটী কিছু অন্য ভাবের হইলেও মোটের উপর উভয় কবির ভাবই এক অর্থাৎ প্রণয়ীর বিরহে প্রণয়িণীর মৃত্যু সম্ভাবনা। কিন্তু কবি কালিদাসের কবিতার ভাব গভীর ও সুন্দর আর টেনিসনের কবিতার ভাব অতি সরল ও সুস্পষ্ট।

গূঢ়ালিঙ্গন গণ্ডচুম্বন কুচাপর্শাদিলীলায়িত সদাং বিস্মৃতমেব বিস্মৃত বতো বালে থবেভো ভয়াৎ। সংলাপস্তধুনা সুদুর্ঘটমস্তু-ত্বাপিনাতি ব্যথা যৎ ত্বদ্দর্শনমপ্য ভুজমুক্তভং তেনৈব দূরে ভূশম্। ১৯

হে অবলে! তুমি বাল-সুলভ মুগ্ধতা বশে ভীত হইয়া পূর্ব্বের গূঢ়-আলিঙ্গন, গণ্ডচুম্বন, কুচস্পর্শনাদি লীলা কি সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার সহিত আলাপ ত এখন দুর্ঘট হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে কষ্ট নাই, কিন্তু এখন যে তোমার দর্শনও দুর্লভ হইয়াছে তাহাতেই আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে।" আর রসিক কবি বাইরণ লিখিয়াছেন :—

"Tis night when meditation bids us feel.
We once have loved, though love is at an end.
The heart 'lone mourner of its baffled zeal.
Though friendless now, will dream it had a friend."
Byron's Child Harold's pilgrimage.

কবি কালিদাসের কবিতাটী একটু শৃঙ্গার-রসাত্মক হইলেও উহার ভাব কতই সুন্দর আর বাইরণের কবিতার ভাব অতি সাধারণ।

আমাদের বঙ্গীয় কবি ভারতচন্দ্রের আদি-রসাত্মক এরূপ কবিতাও সরস ও সুন্দর ভাবপূর্ণ।

"মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ।
মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ॥
স্বর্ণঘটিত যত ঔষধের সার।
বিধির সৃজন মধু অনুপান তার॥
কনকবর্ণের তুল্য কান্তির পুঞ্জার।
মদন-রসেতে দ্রব্য লালসঙ্গে তার॥
কাম রসে সুখী সুখিগণের সহিত।
কম্পমান তনু তার সতত মোহিত॥
সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ-আকার।
আলিঙ্গন চুম্বন যে অনুমত তার॥" (ভারতচন্দ্র)

কবি কালিদাস সুন্দরী রমণীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপ :—

"তন্বী সা যদি গায়তি শ্রুতি মধুর্বীণা ধ্বনির্জায়তে বক্ত্রা বিস্ফুরতে স্মিতানি।

মলিনৈ বা লক্ষ্যতে চন্দ্রিকা। অন্তে ম্লানমিবোৎপলং নবমপি স্রাস্তোৎপুরো নেত্রয়োস্তস্যা শ্রীরব লোক্যতে যদি তড়িল্লতা বিবর্ণিবসা॥২১

"সুকণ্ঠী যদিও গাহে শ্রুতি কটু গান।
বীণার ঝঙ্কারসম তৃপ্ত করে প্রাণ॥
জোছনা মধুর হাস্যে হয় বিমলিন।
নবোৎপল চারুনেত্রে হয় শ্রীবিহীন॥
বিদ্যুল্লতা রূপ কান্তি হেরি মনোহর।
ক্ষোভে যেন ম্লান হয় বিবর্ণ কাতর॥"

আর কবিবর ভারতচন্দ্র কোন সুন্দরী রমণীর রূপ বর্ণন' করিয়াছেন এইরূপ :—

"গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ।
স্বর্গ হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥
কিম্বা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।
এদের নৃপতি কন্যা হবে নিরন্তর॥
অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।
তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি॥
এমন যে মহারাজ, কন্যা হবে তার।
তাহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার॥"

(ভারতচন্দ্রের চোরপঞ্চাশৎ)

এই গ্রন্থখানি শৃঙ্গাররসাত্মক। ইহার প্রতি শ্লোকেই কিছু নৈতিকত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

"দূতি ! ত্বয়া কৃতমহো নিখিলং সুহৃত্বং
ন তাদৃশী পরহিত শ্রবণাস্তি লোকে।

শ্রান্তাসি হন্ত মৃদুলাঙ্গি গতা মদর্থং
সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ ॥"

পুষ্পবাণ-বিলাস ১৭ শ্লোক।

"হে দুতি! আমি যাহা করিব বলিয়া দিয়াছি, তৎসমুদয় কার্য্যই সাধন করিয়াছি। এই লোকের মধ্যে তোমার মত পরহিতকারী ব্যক্তি আর দৃষ্ট হয় না। হে কোমলাঙ্গি! তুমি—আমার নিমিত্ত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ। তোমার এই পরিশ্রম উচিত হইয়াছে, যেহেতু পরিশ্রম ব্যতিরেকে উত্তম কার্য্য কখনই সিদ্ধ হয় না। (প্রৌঢ়ানায়িকা বল্লভের নিকট প্রেরিত দূতীর পরিশ্রম দর্শনে এইরূপ স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করিয়া দূতীর বিশ্বাস-ঘাতকতার বিষয় জানাইয়া দিয়াছিল।)"

(ছ) ঋতু-সংহার (৭)

কবি কালিদাসের ঋতু-সংহার গ্রন্থ ষড়ঋতুর সুন্দর কবিত্ব ও কল্পনাপূর্ণ বর্ণনা। কবি তাঁহার প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া এই ঋতুবর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বিশেষ ভাবুকতা আছে বলিয়া ইহা কাব্যানুরাগী ব্যক্তির নিকট বিশেষ আদরের কাব্য। মহাকবি বাল্মীকিও তৎপ্রণীত রামায়ণ গ্রন্থে ষড়ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে তুলনায় কালিদাসের ঋতু-বর্ণনা কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল:—

গ্রীষ্মবর্ণন :—

নিশাঃ শশাঙ্ক ক্ষতনীল রাজয়ঃ
ক্বচিদ্বিচিত্র জল যন্ত্র মন্দিরং
মণি প্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচৌ প্রিয়ে !
যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥২॥

ঋতু-সংহার গ্রীষ্মবর্ণন :—

"নিদাঘে সচন্দ্র নিশি বিহীন তিমির
বিচিত্র সলিল যন্ত্র পূ'রত মন্দির,
নানাবিধ মণি আর সরস চন্দন,
মানব, সেবনে, প্রিয়ে ! করে আকিঞ্চন।

আর সেলি লিখিয়াছেন :—

"The wind has swept from the wide atmosphere
Each vapour that obscured the Suns' ray
And pallid evening twines the beaning hair
In duskier braids around the languid eyes of day
Silence and Twilight unbeloved of men
Creep hand in hand from your obscured glen"

শশীকরাম্ভো ধরমত্ত কুঞ্জরস্তড়িৎ পতাকোহশনে নিঃশব্দে মর্দ্দনঃ।
সমাগতো রাজব দুদ্ধতত্বতির্ঘমাগমা কামিজন প্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥১

* ঋতু-সংহার বর্ষা-বর্ণনা :—

"বারি পূর্ণ জলধর উন্মত্ত কুঞ্জর
বিদ্যুৎ পতাকা বজ্র বাদ্য ভয়ঙ্কর

বরষা বিলাসী প্রিয় উর্দ্ধত প্রভাব
রাজার মতন প্রিয়ে হল আবির্ভাব।"

আর ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"ভুবনে করিল তূর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভর্সা
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি
কামানল ধকধকি বড় হৈল বর্ষা।"

বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনা এইরূপ :—

"বর্ষাকাল উপস্থিত এইত এক্ষণে
বসুধা নূতন হৈল বর্ষা পরশনে
পর্ব্বত প্রমাণ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ
শীতল হয়েছে জলে গ্রীষ্মের বাতাস
সূর্য্যরশ্মিযোগে সিন্ধু রসপান করি
আকাশ আছিল নয় মাস গর্ভে ধরি
এক্ষণে প্রসব উহা করিতে চলল
প্রতপ্ত ধরণী এবে হইল শীতল।" ইত্যাদি

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

আর রবি বাবুর বর্ষা-বর্ণনার নমুনা এইরূপ :—

"দিনের আলো নিবে এলো সূর্য্য ডোবে ডোবে,
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে;
মেঘের উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ্,
মন্দিরেতে কাঁসর-ঘন্টা বাজলো ঠঙ্ ঠঙ্।

ওপারেতে বৃষ্টি এলো ঝাপসা গাছপালা,
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান্
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান্ ॥" কড়ি-কোমল

কালীদাসের ক্ষুদ্র কবিতায় যে ভাব বঙ্গীয় কবিগণের সুদীর্ঘ কবিতায় তাহার শতাংশের একাংশও নাই।

এইরূপ এই ঋতু-সংহার গ্রন্থে প্রত্যেক ঋতু-সম্বন্ধেই সুন্দর ভাব বঞ্জক শ্লোক বদ্ধ বর্ণনা আছে। কাজেই গ্রন্থখানি অতি সুখ পাঠ্য।

(জ) নলোদয় (৮)

কবি কালিদাসের নলোদয় এক খানি কাব্য। ইহা চারি সর্গে সমাপ্ত। ইহার বর্ণিত বিষয় সকলেরই জ্ঞাতঃ—নল-দময়ন্তীর—বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

হংসদ্বারা নৈষধ-রাজ নল কর্ত্তৃক বিদর্ভ-রাজ ভীমসেন-নন্দিনী দময়ন্তীকে সংবাদ প্রেরণ, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তী কর্ত্তৃক দেব-গণকে প্রত্যাখ্যান, স্বয়ম্বর সভায়-দেবগণের নলরূপ ধারণ, সতী দময়ন্তীর প্রার্থনারূপ দময়ন্তী কর্ত্তৃক নলকে অবধারণপূর্ব্বক বরমাল্য-প্রদান, নলদময়ন্তীর বিবাহ, দেবগণের ক্রোধ, নলের শরীরে কলির প্রবেশ, দেবগণপ্রেরিত পুষ্কর নামক ভ্রাতার সহিত নলের অক্ষ-ক্রীড়া, অক্ষক্রীড়ায় নলের রাজ্য-সম্পদ, সর্ব্বস্ব অপহৃত, নলদময়ন্তীর অরণ্যে প্রবেশ, তৎপর বিচ্ছেদ এবং

পরিশেষে মিলন ও রাজ্যলাভ প্রভৃতি অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে সত্যধর্ম্ম ও সতীধর্ম্মের জয় বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অক্ষক্রীড়া রূপ ব্যসনের দুঃখজনক ও শোচনীয় পরিণাম প্রতিপন্ন হইয়াছে। কবিবর কালিদাস এই গ্রন্থেও দুএকটী ঘটনা নূতনভাবে সমাবেশ করিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। রাজা নল দাবানল-দগ্ধ এক নাগকে আর্ত্তনাদ শ্রবণে উদ্ধার করিতে যাওয়ায়, দময়ন্তীর সহিত বিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতে এই বিচ্ছেদটী নলের ইচ্ছাকৃত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং বন-মধ্যে দময়ন্তীর এক কামুক কিরাতের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কুমার-সম্ভবের ন্যায় এই গ্রন্থখানি এত সুন্দর না হইলেও স্থানে স্থানে ইহার যথেষ্ট কবিত্ব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"অবেক্ষ্য পল্লবা নয়ানগান্ শ্রিতান বালয়া।
লতাভয়েব বালয়া বভেহ্ অন্যয়া বিজলয়া।"

দ্বিতীয় সর্গ।

"কোন ষোড়শী বালা নবপল্লবযুক্ত বৃক্ষ দর্শনে উল্লসিত মানসে পল্লব-আনয়নার্থ তাহার আলবালের উপর দণ্ডায়মান্ হইলে মনোহর লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাতে বোধ হইল, মনোহারিণী লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া উত্থিত হইয়া রহিয়াছে।"

এইরূপ সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা বোধ হয়, পাশ্চাত্য কোন কবির বা লেখকের লিখার ভিতরও দৃষ্ট হইবে না। স্বয়ম্বর সভায় দময়ন্তীর উক্তিটী কবি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ স্ফুরতু নলো যদিচ বহ্নি নাসত্যাগাঃ। অপি দীনা সত্যাগতন্নায়ে যুতেনৈব বভ্রনাসাশ্যাগী। যদিবা ভাবন্নাস্থিতস্মি নল এব নরবিভাবস্থ। দেব সভাবন্যস্ত দ্বিপস্ত বপুষো ভবেদ্বিভাবস্থ॥" প্রথম সর্গ ॥৪৭।৮॥ শ্লোক।

তখন দময়ন্তী কর্ত্তব্য স্থির বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন :—"যদি আমি সতী হই, কখনও মিথ্যা বলিয়া না থাকি, যদি আমি হীনা হইয়াও নিয়ত ন্যায় ও ধর্ম্মপথে চলিয়া থাকি, যদি আমি দান ও ধর্ম্মের পথে চলিয়া থাকি, তবে অশ্বিনীকুমার হইতেও অধিকতর সুন্দর কান্তি নল আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হউন অর্থাৎ ইনি নল এইরূপ জ্ঞান হউক।

আর যদি আমি অন্য পুরুষের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া নরেশ্বর নলের প্রতি মনোভাব বন্ধন করিয়া থাকি, তবে (অবশ্য) তাঁহার দেবসভারূপ বনোৎপন্ন হস্তীর ন্যায় দেহরক্ষা করুন।

এইরূপ উক্তি কি সতীত্বধর্ম্মের উজ্জ্বল নিদর্শন নহে? কিন্তু মহাভারতের এই সময়ের উক্তিটী অতি সাধারণ। কাশীরামদাস সাধক এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তবন করিল দেবগণে॥

তোমরা যে অন্তর্যামী জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংস মুখে আমি ধরিয়াছি নল॥
প্রসন্ন হইয়া সবে দেহ মোরে বর।
জ্ঞাত হয়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর॥" কাশীরাম দাস।

মহাভারতে উল্লেখ আছে, দময়ন্তীর এইরূপ বাক্যে নলরূপী দেবগণ স্ব স্ব রূপ-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। তাহাতেই দময়ন্তী প্রকৃত নলকে চিনিয়া লইতে পারিলেন।

কিন্তু মহাকবি কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, দময়ন্তী সতীত্ব-ধর্ম্মবলেই নলরূপী দেবগণের পদ মৃত্তিকা হইতে শূন্যে অবস্থিত দেখিয়াই দেবগণ হইতে রাজা নলকে পৃথক্‌রূপে চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণনা করিয়া মহাকবি যে সতীত্ব-ধর্ম্মের বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভুল নাই। ইহাও এই গ্রন্থের একটি বিশেষ নূতন ভাব।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে নারায়ণ বিষ্ণুর একটী সুন্দর স্তব আছে। এই গ্রন্থখানিও শৃঙ্গাররস প্রধান বলা যাইতে পারে। প্রেমের ও প্রণয়ের প্রকৃত সুন্দর ছাব ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। মহাকবি কুমার-সম্ভবে দেবছাব মানবাকারে অঙ্কিত করিয়াছেন; আর এই গ্রন্থে মানবের গভীর প্রেমের চিত্রন করিয়াছেন।

(ঝ) শৃঙ্গার-তিলক (৯)

(ঞ) শৃঙ্গার-রসাষ্টক (১০)

এই দুইখানি বিবিধ ভাবের শৃঙ্গার-রসাষ্টক কবিতাময় গ্রন্থ। গ্রন্থ দুইখানি ক্ষুদ্র। প্রথম খানিতে ২৬ ছাব্বিশটী শ্লোক দ্বিতীয়

খানিতে মাত্র ৮ আটটী শ্লোক। তথাপি গ্রন্থ দুইখানি বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জক। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই গ্রন্থের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

"কুসুমে কুসুমোৎপত্তি শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।
বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবর দ্বয়ম্॥ ১৮॥

শৃঙ্গার-তিলক।

"কুসুমে কুসুমোৎপত্তি শুধু শুনা যায়।
এ জগতে হে সুন্দরি কে দেখেছে তায়॥
বদন-কমলে মরি হের কি সুন্দর।
যুগলনয়নরূপ দুটি ইন্দীবর॥"

"গন্ধা ঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণ বর্ণা পদ্ম ভ্রান্ত্যা চপল মধুপঃ পুষ্প মধ্যে পপাত। অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈ-লূনি পক্ষ স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মেব সখে! নৈবশক্তো দ্বিরেফঃ॥"

চপল মধুকর মধুলোভে পদ্মভ্রমে ভুবনবিদিত সুগন্ধি স্বর্ণ-বর্ণা কেতকীপুষ্পের মধ্যে পতিত হওয়ায় পুষ্পরেণু দ্বারা অন্ধ ও কণ্টক দ্বারা ছিন্ন পক্ষ পুষ্প-মধ্যে থাকিতে বা অন্যত্র গমন করিতে পারিতেছে না। অতএব হে সখে! এই মধুকর উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। এইরূপ ভাবের কবিতা সচরাচর কোথাও দৃষ্ট হইবে কিনা সন্দেহ।

কবিবর ভারতচন্দ্রের "চোরপঞ্চাশৎ" গ্রন্থের কোন কোন কবিতার ভাব অনেকটা এই অনুকরণে লিখিত।

"চঞ্চল খঞ্জন আঁখি বিজলির প্রায়।
মেঘসম শোভা করে কজ্জল তাহায়॥

মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ বাগার।
কর্পূরাদি পূর্ণমুখী সুনাব আধার ॥
তার মধুপানে মোর না হবে মরণ।
তেঞি করি এ সঙ্কটে তাহাদে স্মরণ ॥" ভারতচন্দ্র।

বাইরণের একটী কবিতা এইরূপ :—

"Oh, then let us drain, while we may,
draughts of pleasure
Which from passion like seas may
unceasing flow,
Let us pass round the cup of love's
bliss in full measure
And quench the cantents as our meetor below"
Byron's— To Caroline.

কিন্তু যিনিই যতই লিখুন না কেন, কালিদাসের ভাবব্যঞ্জক লেখার ন্যায় লিখা অতি অল্পই মিলিবে।

(ট) দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা (১১)

(ঠ) বহুশ্রুতোপাখ্যান (১২)

এ উভয়কে একই গ্রন্থ বলিতে পারা যায়। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর শিক্ষাপ্রদ গল্প আছে, এবং প্রত্যেক গল্পেই অনেক নীতিপূর্ণ শ্লোক আছে যথা :—

"বেদশাস্ত্র বিবাদেন কালোগচ্ছতি ধীমতাং।
ইতরেষাং তু মূর্খাণাং নিদ্রয়াকলহেন বা॥"
ভর্তৃহরি বৈরাগ্য কথা।

"ধীমান কাটায় কাল শাস্ত্রের চর্চ্চায়।
মূর্খ আর নীচজন কলহ-নিদ্রায়॥"

এই গ্রন্থের গল্পগুলি বড়ই কৌতুকাবহ; একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আর শেষ না করিয়া থাকা যায় না।

এই গ্রন্থও মহাকবির বিশেষ প্রতিভা ও রচনা-চাতুর্য্যের পরিচায়ক।

(ড) শ্রুত-বোধ (১৩)

ইহা একখানি ছন্দশাস্ত্র-নিরূপণের গ্রন্থ। মহাকবি এই গ্রন্থে বিবিধ প্রকারের ছন্দের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

"অগুরুচতুষ্কং ভবতি গুরু যৌ।
ঘন কুচযুগ্মে! শশিবদনা এসৌ।" শ্রুত-বোধ।

"যাহার আস্ত চারিবর্ণ লঘু ও পঞ্চম ও ষষ্ঠবর্ণ গুরু হয়, হে ঘনস্তনি! তাহাকে শশিবদনা ছন্দ বলে॥"

এরূপ গ্রন্থ একেবারে নূতন বলিতে হইবে। মহাকবি কালিদাসের প্রতিভা সর্ব্বমুখী ছিল সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষায়ও সংস্কৃতানুযায়ী বিবিধ ছন্দের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। যথা:—

চম্পাকাবাল।

"বিশ্বপাবন, বিশ্ব-জীবন, ভূতভাবন শঙ্কর।
সৃষ্টি-কারক, সৃষ্টি-ধারক, সৃষ্টি-নাশক ঈশ্বর॥
লোক-কারণ, লোক-তারণ, পাপ-বারণ-তারক
পাহি পালক, রক্ষ রক্ষক, নাম যাকে সেবক॥"

তোটক।

বল নাথ কি কারণ মূঢ় মন
বিষয়ের সুখে হইছে মগন।
ত্যজি অমৃত-সাগর যত্ন ভরে
পড়িছে জল পাবক-কুণ্ড পরে॥

সংস্কৃত তোটক বৃত্ত।

"স তৃতীয়ক ষষ্ঠমনবৈতে নবমং বিরতি প্রভবং গুরুচেৎ।
ঘনপীনপয়োধর ভার নতে ননু তোটক বৃত্ত মিদং কথিতম্॥"

শ্রুত-বোধ।

যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও শেষ বর্ণ অর্থাৎ দ্বাদশ অক্ষর গুরু হয় হে স্তন-ভার-নতে! সে ছন্দকে তোটক বৃত্ত বলা যায়।

(চ) রঘুবংশ (১৪)

মহাকাব্য রঘুবংশ মহাকবি কালিদাসের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া সকলেরই ধারণা।

এই গ্রন্থখানি মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ ও পদ্মপুরাণাদি পুরাণ গ্রন্থাদি অবলম্বনে প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাণাদি অবলম্বনে লিখিত হইলেও প্রতিভাশালী কবি ইহাতে অনেক নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। মহারাজা দিলীপ, রঘু এবং অজের বিবরণ এবং রামনন্দন কুশ হইতে রঘুবংশের শেষের বিবরণ সমস্তই মহাকবির নূতন ভাবের নূতন সৃষ্টি।

গ্রন্থখানি ঊনবিংশ সর্গে বিভক্ত প্রথম আট সর্গে দিলীপ,

রঘু এবং অজ এই তিন রাজার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নবম হইতে পঞ্চদশ সর্গ পর্য্যন্ত রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের বিষয় এবং অবশিষ্ট চারি সর্গে রামনন্দন কুশ অবধি রঘুবংশের শেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্ব রসের আধার, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মহাকবির তিনখানি কাব্য তিন প্রকারে গঠিত। কুমার-সম্ভবে দেব চরিত্র আদর্শ মানবাকারে চিত্রিত, নলোদয়ে পবিত্র প্রেমের চিত্র মানব চরিত্রে প্রতিফলিত আর রঘুবংশে মানব সমাজের আদর্শ সর্ব্ব চরিত্র অঙ্কিত।

রামায়ণে যে সব বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে রঘুবংশে সে সব বিষয়ের সংক্ষেপে মাত্র উল্লেখ আছে; ইহার কারণ কবি গ্রন্থের প্রারম্ভেই এক প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাকবি বাল্মীকির সমকক্ষ তিনি হইতে পারিবেন না, তাহা তিনি সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিলেন। কাজেই তিনি সে বিষয়ে বিশেষ হস্ত ক্ষেপ করেন নাই। ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যে সব বিষয়ের বর্ণনা বা উল্লেখ করা আবশ্যক রামায়ণ বর্ণিত সে সব ঘটনার কেবল মাত্র সংক্ষেপ বর্ণনা বা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক রঘুবংশে কি কি বিষয় প্রধানতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। মহারাজ দিলীপের বিবরণ।

প্রথম হইতে তৃতীয় সর্গ পর্য্যন্ত মহারাজ দিলীপের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ দিলীপ সসাগরা পৃথিবীর অধিকারী

অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিপতি হইয়াও পুত্রাভাব-জনিত মনঃকষ্টে অতি ম্রিয়মাণ ছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিনী সুদক্ষিণাসহ পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় কুলগুরু জ্ঞানবান্ বশিষ্ঠের গহন বন মধ্যস্থিত আশ্রমে গেলেন। যোগ-জ্ঞানী বশিষ্ঠের উপদেশানুযায়ী তিনি সস্ত্রীক ঐকান্তিক মনে তাঁহার কামধেনুর সেবা করিয়া পুত্রবর লাভ করিলেন। তৎপর তাঁহারা সস্ত্রীক রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে যথাসময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র রত্ন জন্মিল, তাঁহার নামই রঘু। রঘু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহারাজ দিলীপ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

মনের সুখে এইরূপে প্রজা পালন, প্রজারঞ্জন, ধর্ম্মার্জ্জন ও কর্ত্তব্য সাধনপূর্ব্বক প্রিয়তম সুযোগ্য নন্দন রঘুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহারাজ দিলীপ শেষে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনে পরম শান্তিতে জীবনের শেষকাল কাটাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

এই বিবরণে মহারাজ দিলীপের ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ ঐকান্তিক গুরুভক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার এবং অসীম ধর্ম্ম-প্রবণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা একাগ্র সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলেন তাহাও ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কবি প্রধানতঃ এই সব বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু এতৎ সঙ্গে যে কত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মহাকবি প্রথমে মহারাজ দিলীপের রূপ, দয়া দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ সৎগুণ তৎপরে তাঁহার প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তির বর্ণনা পূর্ব্বক মহারাজের উন্নত চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাস্তরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥ ২৪ ॥

প্রথম সর্গ।

"সযতনে প্রজাগণে করিয়া পালন,
সতত তাদের তিনি সুশিক্ষা বিধাতা,
প্রজার প্রকৃত পিতা ছিলেন রাজন।
পিতা তাহাদের মাত্র ছিল জন্মদাতা।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

ইহাতে আদর্শ রাজধর্ম্ম ও রাজকর্ত্তব্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপর কবি রাজা ও রাণীর বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়ার কালে প্রকৃতি ও বাহ্যজগতের বর্ণনা করিয়া যথেষ্ট প্রীতি ও ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন।

"সরসীষরবিন্দানাং বীচি-বিক্ষোভ-শীতলম্।
আমোদমুপজিঘ্রন্তৌ স্বনিশ্বাসানুকারিণম্ ॥" ১৩ ॥

প্রথম সর্গ।

"ফুটিছে সরসী হৃদে চারু শতদল।
বিতরি সলিলাঘাতে শীত পরিমল,
রাজ দম্পতীর শ্বাস সৌরভ সমান,
মোহিল দোঁহার মন কমলের ঘ্রাণ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"A land of streams! Some like a
downward smoke,

Slow dropping viels of thinnest lawn did go ;
And some thro' wavering lights
and shadows broke
Rolling a slumberous sheet of foams below."
Tennyson's "To Lotuseaters."

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবির এইরূপ বর্ণনা বোধ হয় মহাকবি কালিদাসের উপরোক্ত বর্ণনার কিছুমাত্র সমতুল নহে।

ইহার পরে বশিষ্ঠাশ্রমে রাজা ও রাণীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, তদুপযোগী গোচারণপ্রভৃতির বর্ণনায় তাঁহাদের অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশেষ ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহার সুপরিণাম ফলে রঘুর জন্ম হইল। মহারাজ দিলীপ শেষ অবস্থায় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করিলেন।

"ইতি ক্ষিতীশো নবতিং নবাধিকাং
মহাক্রতূনাং মহনীয়-শাসনঃ।
সমারুরুক্ষুর্দিবমায়ুষঃ ক্ষয়ে
ততানসোপান-পরম্পরামিব॥"৬৯

"অথ স বিষয়-ব্যাবৃত্তাত্মা যথাবিধি সূনবে
নৃপতি ককুদং দত্ত্বা যূনেসিতাতপ বারণম্।
মুনি-বন-তরুচ্ছায়াং দেব্যা তয়া সহ শিশ্রিয়ে
গলিত বয়সা মিক্ষ্বাকূণা মিদং হি কুলব্রতম্॥" ৭০॥

তৃতীয় সর্গ।

"এইরূপে মহাযশা কোশল ঈশ্বর,
উনশত অশ্বমেধ করি সমাপন,
স্বর্গের সোপান যেন করিলা রচন
প্রবেশিতে আয়ু শেষে অমর নগর।৬৯
রাজ্যভার শ্বেতছত্র দিয়া পুত্রবরে
ত্যজিলা বিষয় রাজা লভিলা বিরাম
বনতরু ছায়া শ্রমে জায়া সহকারে
ইক্ষাকুদিগের এই ব্রত পরিণাম।"৭০

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

বাস্তবিক ধর্ম্মশীল মহারাজ দিলীপ তাঁহার সদনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি—

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ঃ।
গুণাগুণানুবন্ধিত্বা তস্য স প্রসবা ইব॥"২২ প্রথম সর্গ।

"জ্ঞানে মৌনী দানে তিনি শ্লাঘাবিরহিত
প্রতীকার ক্ষম হয়েছিলা ক্ষমাপর,
এইরূপে বিরোধী গুণ হইয়া মিলিত
বিরাজিল রাজ দেহে যেন সহোদর॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

রঘুবংশের এই দিলীপের বিবরণ বড়ই শিক্ষাপ্রদ। আদর্শ রাজা, আদর্শ গৃহী, আদর্শ সহধর্ম্মিণী, আদর্শ গুরু কিরূপ তাহা ইহাতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে এবং ধর্ম্মজীবনের অতুলানন্দ লাভ করিয়া পরিশেষে

পরম শান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে অভ্যাস দ্বারা বিবিধ সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতে হয়। এ সংসারে সকলই আয়াসসাধ্য। যে যেইরূপ সাধনা করিবে সে সেইরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। মহারাজ দিলীপের ন্যায় সৎগুরুভক্তি প্রদর্শন কর, অভীপ্সিত ফললাভ করিবে, তাঁহার ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু হও, সুফল মিলিবে, তাঁহার ন্যায় ত্যাগ স্বীকার কর, আন্তরিক সুখ সাগরে ভাসিবে; তাঁহার ন্যায় দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণে ভূষিত হও পরমানন্দ উপভোগ করিবে, তাঁহার ন্যায় গৃহী হও, গৃহে নন্দন কাননের আনন্দ উপভোগ করিবে, আর তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীল হও স্বর্গধাম ও স্বর্গসুখ মিলিবে।

আর রমণীগণ রাজরাণী সুদক্ষিণার ন্যায় পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মানুগতা হও, ইচ্ছানুরূপ ফল লাভ করিবে, সুখশান্তি পাইবে এবং পরিশেষে প্রাণপতির সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্গধামে নিয়ত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া কাল কাটাইবে।

আর গুরুগণ বশিষ্ঠের ন্যায় জ্ঞানবান হও, শিষ্যবৃন্দকে জ্ঞানালোক বিতরণে আলোকিত করিয়া জগতের উপকার সাধন সুখ অনুভব করিবে। তাঁহার ন্যায় যোগশালী হও, তদ্দ্বারা লোকের কামনা পূরণ করিয়া ভগবদীপ্সিত লোকহিতকর আনন্দ উপভোগ করিবে, এবং তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীল ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হও জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছানুরূপ কর্ত্তব্যানুসরণ সুখ সতত অনুভব করিয়া স্বর্গধামে পরমানন্দে বিরাজ করিতে থাকিবে।

এইরূপ আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া মহাকবি জগতের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

২। সম্রাট্ রঘুর বিবরণ।

চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে সম্রাট রঘুর বিবরণ বর্ণিত আছে। দিলীপ-পুত্র সম্রাট রঘু দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন এবং তাঁহার ন্যায় বদান্য রাজা অতি বিরল।

"সরাজ্যং গুরুণাদত্তং প্রতিপদ্যাধিকং বভৌ।
দিনান্তে নিহিতং তেজঃ সবিত্রেব হুতাশন ॥"১

রঘুবংশ চতুর্থ সর্গ।

"পিতা হতে রাজ্যভার করিয়া গ্রহণ,
শোভিলা দ্বিগুণ তেজে রঘু মহামতি
অস্তগামী ভানু হতে লভিয়া কিরণ,
দিনান্তে উজ্জ্বল, হয় অনল যেমন ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

মহাকবির এই একটী শ্লোকেই রঘুর চরিত্র সম্যকরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

মহাকবির বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয় বিবরণটি ঐতিহাসিক ভাবে বড়ই মূল্যবান্। বিশেষতঃ মহাকবি তাঁহার দিগ্বিজয় বিবরণটি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন দিগ্বিজয়ী রঘুকে আমরা দেশ দেশান্তর হইতে যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া

সসৈন্যে প্রত্যাগত হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং সেই সময়ে যুগপৎ ভক্তি শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতেছি।

"পারসীকাং স্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূন্ তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী
যবনী মুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ।"

চতুর্থ সর্গ।

"পারস্যের রাজকুলে করিবারে জয়,
স্থলপথে তথা রঘু করিলা গমন,
তত্ত্বজ্ঞান পথে যথা চলে যোগিজন,
করিতে ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর বিজয়॥ ৬০
যবনীর মুখপদ্মে মদরাগ ছটা
ঘুচাইলা রঘুবীর যবনে বিনাশি,
অকালে ঢালিলে দিবা জলদের ঘটা।
ফোটে কি বালার্ক রাগে কমলের হাসি॥"৬১

৺রায় গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"But some are dead and some are gone,
And some are scattered and alone
And some are rebels on the hills,
That look an Eperus' Valleys,
Where freedom still at moments rallies
And pays in blood oppressions' ills.

Byron's Seige of Corinth.

ইংরেজ কবি বাইরণের এইরূপ বর্ণনা অপেক্ষা কালিদাসের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা কি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ নহে? সম্রাট রঘু স্থলপথে পারস্য দেশে যাইয়া পারস্য দেশও জয় করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ জয় করিয়া ছিলেন। কিন্তু দিগ্বিজয়ী রঘুর একটি মহত্ত্ব ছিল। তিনি পরাজিত নৃপতিদিগের কেবলমাত্র বশ্যতা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছেন এবং এমন কি তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া প্রচুর অর্থাদি দিয়াও বিদায় করিয়াছেন।

সম্রাট রঘুর এইরূপ অসাধারণ মহত্ত্ব, অসীম ক্ষমতা, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ কবি চিত্রন করিয়া ঐতিহাসিকতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ভারতীয় আর্য্য গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

কবি, রঘুর আদর্শ বদান্য চরিত্রের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যজ্ঞান্তে সম্রাট রঘুর কোষাগার যখন শূন্য হইয়াছে তখন কৌৎস মুনি বহুকোটি মুদ্রা ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া বহু আয়াসে কুবেরালয় হইতে ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সেই মুনিবর সন্তুষ্টচিত্তে রাজ প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং যাইবার সময় দানশীল রাজাকে পুত্রবর প্রদান করিয়া গেলেন। সেই বরের ফলেই সম্রাট রঘুর পুত্র অজ জন্ম গ্রহণ করেন। কবির এই সব বিষয়ের বর্ণনা বড়ই মনোহারী ও বড়ই শিক্ষাপ্রদ। অজের বিবাহের পর সম্রাট রঘু তাঁহাকে রাজ্যে

অভিষিক্ত করিয়া সন্ন্যাসাবলম্বন পূর্ব্বক আদর্শ ধর্ম্ম-জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ করিলেন।

৩। অজ বিবরণ।

ষষ্ঠ হইতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত মহারাজ অজের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মহারাজ অজের যথেষ্ট রাজগুণ ছিল এবং দিব্য শ্রীসম্পন্ন ছিলেন। বিদর্ভরাজ দুহিতা ইন্দুমতীর সহিত স্বয়ম্বর-সূত্রে তাঁহার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ ফলেই রাজা দশরথের জন্ম। দৈবযোগে ইন্দুমতীর হঠাৎ পরলোক প্রাপ্তি হইলে মহারাজ অজ তৎশোকে মুহ্যমান থাকেন। পরে অষ্টম-বর্ষীয় পুত্র দশরথের উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কিছুদিন পরে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। এই বিবরণে কবি দেখাইয়াছেন যে, পার্থিব রূপজ মোহে সুখ শান্তি নাই, একের অভাবে অন্যের দুঃখ ও কষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

অজের বিবাহের সঙ্গে কুমারসম্ভবের শিবের বিবাহ ও নলোদয়ের দময়ন্তীর বিবাহ তুলনা করা যাইতে পারে।

বর্ণনাকুশল কবি অজ বিবরণটি এরূপ বিস্তৃত ও সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, স্বয়ম্বরের বর্ণনা ও অজ-বিলাপের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয়, যেন কবি তৎসমস্ত স্বয়ং প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন। আর সে বর্ণনার মাধুর্য্যও অননুকরণীয়।

"জনান্তর প্রেষিতদৃষ্টিরন্যা প্রস্থান ভিন্নান্ নববন্ধন নী বিম্।
নাভি প্রবিষ্টাভরন প্রভেন হস্তেন তস্থাবলম্ব্যাস ॥"৯

"গবাক্ষে ক্ষেপিল দৃষ্টি কোন রূপবতী
কটির বসন তার খসিল গমনে
বাম করে সেই বস্ত্র ধরেছে যুবতী
উজলিয়া নাভি হেম-কঙ্কণ-কিরণে।

৺নবীন চন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

এইরূপ স্বাভাবিক অথচ সুন্দর বর্ণনা অতি বিরল।

"এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া
লইয়া নিছনি ডালা হুলাহুলি দিয়া
বরের সম্মুখে মাত্র মেনকা আইলা।
পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥"

অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্রের শিবের বিবাহ।

কবিবর ভারতচন্দ্রের এইরূপ বর্ণনা স্বাভাবিক ও সুন্দর বটে কিন্তু ইহাতে মহাকবি কালিদাসের কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের অভাব।

(৪) নবম সর্গ হইতে একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত এই কয় সর্গে রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রাদির বিবাহ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস এই সব বিবরণে প্রধানতঃ রাজা দশরথের রাজোচিত গুণাদি বর্ণনা করিয়া সবিস্তার ভাবে তাঁহার মৃগয়াদি বিবরণ অন্ধক মুনির অভিশাপ, তাড়কা রাক্ষসাদি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বধ, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা, রামচন্দ্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা মহামুনি বাল্মীকি এই সব বিষয় তত বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করেন নাই। এই সব বিষয়ের বর্ণনাতে কবি

প্রধানতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন যে রাজা দশরথ বিবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অত্যধিক আসক্তি ছিল, রামলক্ষ্মণাদি বিশেষ রূপবান্, গুণবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন এবং রাজা দশরথ স্বয়ং অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। রাজা দশরথের মৃগয়া বিবরণটি বড়ই মনোহর, অথচ বহু শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে সুন্দর কবিত্বের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

"লক্ষ্যী কৃতস্য হরিণস্য হরিপ্রভাবঃ
প্রেক্ষ্য স্থিতাং সহচরীং ব্যবধায় দেহম্।
আকর্ণকৃষ্টমপি কামিতয়া স ধন্বী
বাণং কৃপামৃদুমনাঃ প্রতিসঞ্জহার॥"৫৭

নবম সর্গ।

একটি হরিণে লক্ষ্য করিলা নৃমণি
দাঁড়াইল মাঝে আসে হরিণী সত্বর।
প্রেমার্দ্র রাজার মন দ্রবিল অমনি
আকর্ষি শ্রবণাবধি সম্বরিলা শর॥

৺কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

এই শ্লোকটিতে মৃগয়ার যে চিত্র আঙ্কিত হইয়াছে তাহা যেরূপ সুন্দর সেরূপ রাজা দশরথের চরিত্রের প্রেমার্দ্র-ভাব প্রকাশক। এই মৃগয়া বিবরণে এইরূপ আরও অনেক শ্লোক আছে যে তৎপাঠে মোহিত হইতে হয়। এই মৃগয়া বিবরণটি এতই উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত যে, ইহা হইতে পুরাকালের

আর্য্য নৃপতিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ কি ভাবে মৃগয়া করিতেন তাহা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়।

অন্ধক মুনির অভিশাপ বিবরণে কর্ম্মফলের পরিণাম কি তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল" ইহাই সংসারের নিয়ম এবং বিশ্ব নিয়ন্তার অপরিহার্য্য বিধান।

বালক রাম-লক্ষ্মণ কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন তাহা তাড়কা রাক্ষসী বধ ও মারীচ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসগণের অত্যাচার নিবারণ বর্ণনায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাতপা বিশ্বামিত্রকে কবি ন্যায়তঃ ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাঘবান্বিতমুপস্থিতং মুনিং তং নিশম্য জনকো জানেশ্বরঃ।
অর্থকাম সহিতং সপর্য্যয়া দেহবদ্ধমিব ধর্ম্ম-মভ্যগাৎ॥"৩৫
একাদশ সর্গ

"আসিলা লক্ষ্মণ রাম সহ অবিরত
মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম যেন অর্থকাম সনে,
শুনি হরষিত চিত্ত মিথিলা-ঈশ্বর
অগ্রসরি লইলেন পূজিয়া যতনে॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহের পর পরশুরাম কর্ত্তৃক তাঁহাদের পথাবরোধ কবি অতি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে অতি দর্প ও তেজোগর্ব্ব ভাল নহে; ভগবান দর্পীর দর্পচূর্ণ ও

গর্ব্বীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া থাকেন। পরশুরামের এই সময়ের বাক্যটি অনুতপ্ত হৃদয়ের সুন্দর আত্মোন্নতিসূচক অভিব্যক্তি।

"রাজ সত্ত্বমধূয় মাতৃকং পিত্র্যামস্মিগামিতঃ শমং যদা।
নম্বনিন্দিত ফলো মম ত্বয়া নিগ্রহোপ্যয়ং মনুগ্রাহীকৃতঃ॥"৯০

রঘুবংশ একাদশ সর্গ।

"মাতৃবংশ রজোগুণ হল তিরোহিত
লভিলাম শান্তি আজি পিতৃকুলোচিত,
পরিণামে শুভ হবে এ নিগ্রহ-ফলে,
অনুগ্রহ মাত্র ইহা নিগ্রহের ছলে॥"

৺রায় কবিগুণাকর নবীন চন্দ্রের রঘুবংশ।

দুষ্কৃতের নিগ্রহ ভগবানের অপরিহার্য্য বিধান। ভগবান সুখ দুঃখ সৃজন করিয়াছেন লোক শিক্ষার জন্য—লোককে উন্নত করার জন্য। তেজোগর্ব্বিত মাতৃহন্তা পরশুরাম ইহার পর হইতেই অতি উন্নত জীবন লাভ করিয়া ছিলেন। পতনই উত্থানের কারণ, অবনতিই উন্নতির মূল। তাই এক কবি লিখিয়াছেন—

"মানুষ যখন দেখে আত্ম-অবনতি
দাঁড়ায় সে উন্নতির প্রথম সোপানে,
মানুষ যখন বুঝে জীবন কি ছার
তখনই হয় তার জীবনী-সঞ্চার।
মানুষ যখন হেরে নাহি তার কিছু,
হেসে লক্ষ্মী বলে বাছা ফিরে যাও পিছু॥"

"চন্দ্র" শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী।

মহাকবি বাল্মীকি এইস্থলে বলদর্পিত পরশুরামের প্রচণ্ড মূর্ত্তি ও তাহার পরাভব বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাস এখানেই তাঁহার ভাবী উন্নত-ভাব পরিস্ফুট করিয়া বিশেষভাবে লোকশিক্ষা দিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণে পরশুরাম সম্বন্ধে এতদ্রূপ আছে—

"উঠিল প্রচণ্ড ঝড় বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়মড়
ঘন ঘন মেদিনী কম্পন।
অন্ধকারে প্রখর তপন
একেবারে হইলা মগন
কিবা আগু কিবা পিছু কোন দিকে শুনি কিছু
নাহি আর হয় দর্শন।
বায়ুবশে ভস্মরাশি উড়ে
সেনাদের নয়নেতে পড়ে
আচ্ছন্ন হইয়া সবে, আকুল হইয়া ভাবে,
অচেতন হয়ে পড়ে ঝড়ে॥
বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিচয়
পুত্র সহ দশরথ রায়
একেবারে অভিভূত, জ্ঞানহীন মূর্চ্ছাগত
শুধু নাহি হৈলা সে সময়।
হেনকালে জটাজুটধারী
ক্ষত্রকুল উচ্ছেদনকারী
বীরেন্দ্র পরশুরাম, হৈলা তথা অধিষ্ঠান,
শাণিত কুঠার কান্ধে করি॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

বাল্মীকির রামায়ণে পরশুরামের পরাভবের পরে তাঁহার উক্তি এইরূপ আছে :—

"ওহে রাম রঘুবর ! তুমি বিশ্ব অধীশ্বর
হয়ে মোরে কৈলে পরাজয় ;
ইথে মোর লজ্জা কভু হয় ?"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৫। লঙ্কা বিজয়ের বিবরণ।

কবি কালিদাস রামের রাজ্যাভিষেক, রাম-বনবাস, সীতাহরণ, সীতা-অন্বেষণ, কপি সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ, সাগর-বন্ধন, লঙ্কার যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধার প্রভৃতির ঘটনা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব ঘটনা কেবলমাত্র দ্বাদশ সর্গে বর্ণিত আছে।

প্রথমতঃ রাজা দশরথের স্ত্রৈণতা বর্ণিত হইয়াছে, তৎপর রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, রাজভক্তি, ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বাস্তবিক, রাজভক্তিও আত্মোন্নতির এক বিশেষ হেতু। কোন কবিও লিখিয়াছেন :—

"আত্ম দ্রোহে রাজ দ্রোহে নাহি কোন ভেদ,
দুটিই দেশের অতি অকল্যাণকর,
দুটিই দেশের শক্তি করে হীনতর ॥"

"চন্দ" শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী প্রণীত।

ভরত-মিলনে ভরতের যথেষ্ট ভ্রাতৃভক্তি সূচিত হইয়াছে এবং

শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদনে লক্ষ্মণের তেজঃপূর্ণ চরিত্রের আভাস প্রদান করা হইয়াছে।

জটায়ুর মৃত্যু বিবরণে তাহার অকৃত্রিম সখ্যতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অশোক-বনে সীতার বর্ণনাটি অতি সংক্ষেপ হইলেও সুন্দর।

লঙ্কার যুদ্ধ বর্ণনা বিস্তৃত নহে কেবল রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণনা একটু বিস্তৃত;—অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত রাবণ রাজার নিধনে যে সকলেই সুখী এবং তাহার নিধন যে জগতের হিতের জন্য একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

"রাবণস্যাপি রামাস্তো ভিত্বা হৃদয় মাশুগঃ।
বিবেশ ভুবমাখ্যাতুমুরগেভ্য ইব প্রিয়ম্ ॥"৯১

রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গ।

"ভেদি রাবণের হৃদি রাঘবের শর,
প্রবেশিল রসাতলে বেগে দ্রুততর,
নাগলোকে গেল যেন করিতে প্রচার
রাবণের পরাভব শুভ সমাচার ॥

৺রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

৬। রামের অযোধ্যায় রাজত্বের বিবরণ।

রামচন্দ্রের সীতা সহ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, ত্রয়োদশ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ কাব্যাংশে অতি শ্রেষ্ঠ।

সেতুবন্ধনের বর্ণনা, সাগরের বর্ণনা, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের বর্ণনা, অরণ্যানি ও পর্ব্বতের বর্ণনা, তাপসাশ্রম প্রভৃতির কবিত্ব পূর্ণ বর্ণনা প্রভৃতি সমস্তই এই সর্গের অতুলনীয়।

"বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলাম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব প্রসন্নমাকাশমাভিভূত চারু তারম্॥"১

রঘুবংশ ত্রয়োদশ সর্গ।

"Look, Sita look, Away to Malayas' side
My cause way parts the ocean's foamy tide.
Thus hast thou seen, one same fair autumn night,
When heaven is loveliest with its starry light.
From north to south a cloudy pathway spread.
Parting the deep, dark, firmament overhead."

Griffith.

রামচন্দ্রের সহিত মিলন সময়ে কবি ভরত চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশ উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণেও বর্ণিত আছে :—

"বহুদিন উপবাসে, রামের বিরহ ক্লেশে
বৃক্ষাজীন চীরবাস করি পরিধান,
সুদীন ভরত ক্ষীণ করিলা প্রয়াণ।
রামের পাদুকা শিরে ভরত চলিলা ধীরে
শুক্লমাল্য সুশোভিত শ্বেতছত্র আর
সুবর্ণ চামর হাতে, শোভার আধার॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

৭। সীতার বনবাস।

সীতার বনবাস বিবরণ চতুর্দ্দশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে ইহা সংক্ষেপে মাত্র উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত আছে। অনেকের মতে আবার বাল্মীকির রামায়ণে উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু মহাকবি কালিদাস সীতার বনবাস বিবরণ অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া রাম-চরিত্রের দোষক্ষালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"অবৈমিকেনাং অনঘেতি কিন্তু
লোকাপবাদো বলবান্ মতোমে।
ছায়াহি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ॥"৪০

চতুর্দ্দশ সর্গ।

"Good is my queen and spotless but the blame
Is hard to bear, the mockery and the shame.
Men blame the pure moon for the darkened ray
When the black shadows takes the light away."

Griffith.

পত্নীপ্রেম অপেক্ষা লোকরঞ্জন প্রবৃত্তির অনুসরণই রাজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে প্রকারান্তরে যেন রাম চরিত্রের কিছু দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। সীতার বনবাস কালে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বিশেষ ভাবে বর্ণিত

হইয়াছে। সীতার উক্তিতে সীতার বনবাস পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে :—

''কল্যাণ বুদ্ধেরথবা তথায়ং ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
সদৈব জন্মান্তর পাতকানাং বিপাক বিস্ফূর্য্যথুরমসহ্য ॥"৬২

চতুর্দ্দশ সর্গ।

"পরম সুবুদ্ধি তিনি ; কহিব কেমনে
স্বেচ্ছাচার বশে মোরে করিলা বর্জ্জন।
পূর্ব্বজনমের পাপে হায় এ জীবনে
অদৃষ্টে হয়েছে মম অশনি পতন ॥"৬২

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী জন্মান্তর বাদ অনুসারে পূর্ব্বজন্মের পাপ পুণ্যের ফল ইহ জন্মে ভোগ করিতে হয় ; এই সূত্রাবলম্বনেই কবি সীতাচরিত্র স্বামিনিন্দা বা তিরস্কার দোষ হইতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সীতাচরিত্রের অতি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাল্মীকির রামায়ণেও এইরূপ আছে। যথা :—

"পূর্ব্বজন্মে কি এমন করেছিনু পাপ
কারেই বা দিয়েছিনু স্ত্রী বিয়োগ তাপ ;
তেঁই হেন পতিব্রতা হলেও আমারে
মহারাজ পরিত্যাগ কৈলা একেবারে।"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

রামচন্দ্রের সীতাপ্রেম যে কম ছিল না তাঁহার পরিতাপপূর্ণ শোকাশ্রু দ্বারা কবি তাহা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

"বভূব রাম সহসা সবাষ্পস্তুষারবর্ষীব সহস্য চন্দ্রঃ।
কৌলিন ভীতেন গৃহান্নিরস্তান তেন বৈদেহ সুতামনস্তঃ॥"৮৪

চতুর্দ্দশ সর্গ।

"সহসা বর্ষিলা অশ্রু রাম রঘুবর
বরিষে শিশির যথা পৌষে নিশাকর
নিন্দাভয়ে গৃহচ্যুত করিলা সীতারে
করিতে হৃদয়চ্যুত না পারিলা তারে॥"

রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

উত্তর চরিতে ভবভূতিও রামের আক্ষেপোক্তি এইরূপ লিখিয়াছেন।

"ত্বয়া জগন্তি পুণ্যানি, ত্বয্য পুণ্যাজনোক্তয়ঃ
নাথবন্তস্তয়া লোকা স্তমনাথা বিপৎস্যকে॥"

৮। রামের স্বর্গারোহণ বিবরণ।

এই বিবরণ পঞ্চদশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে। এই সর্গে লবণ দৈত্যের বিবরণ, শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক তাহার বিনাশ, মথুরারাজ্য স্থাপন লব-কুশের জন্ম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের নন্দনদিগের জন্ম বিবরণ, স্বধর্ম্ম বিরোধী তপস্যাবলম্বী শম্বুক শূদ্র রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বধ, অগস্ত্য হইতে রামচন্দ্রের দিব্য ভূষণ প্রাপ্তি, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞ সভায় কুশ-লবের রামায়ণ গান, কুশ-লবের পরিচয়, সভায় সীতার আগমন, সীতার পাতালপ্রবেশ তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী স্থাপন, কারাপথ দেশ স্থাপন, কুশাবতী ও শরাবতী স্থাপন, লক্ষ্মণ

বর্জ্জন এবং রামচন্দ্রের সরযূতে মহাপ্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিবিধ দেশ স্থাপনের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেন না, ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতে বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণাদির নন্দন-দিগের এক এক জনকে নব সংস্থাপিত রাজ্যাদির এক এক রাজত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

শম্বুক শূদ্র বধে রামচন্দ্রের রাজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। লবকুশ দর্শনে রামচন্দ্রের বাৎসল্য রসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। পাতাল প্রবেশ কালে সীতার উক্তিটি বড়ই চিত্তদ্রবকর এবং গভীর পতিপ্রাণতার চরম দৃষ্টান্ত।

"বাঙ্‌মনঃ কর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মাং অন্তর্দ্ধাতুমর্হসি ॥"৮১

পঞ্চদশ সর্গ।

"পতি হতে আমি বাক্য-কায়-মনে
না হইয়া থাকি যদি বিচলিত,
তবে বসুন্ধরে তব ও চরণে
দিয়া স্থান মোরে কর অন্তর্হিত ॥"

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে রামচন্দ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা-পালন-প্রবৃত্তি ও দিব্য কর্ত্তব্য-জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে এবং সরযূতে মহাপ্রস্থান রামচন্দ্রের আদর্শ আত্মোৎসর্গ স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

কবি কালিদাসও রামচন্দ্রাদিকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৯। রঘুবংশের পরিশিষ্ট বিবরণ।

এই বিবরণ ষোড়শ হইতে উনবিংশ সর্গে বিবৃত হইয়াছে। এই বিবরণটি বড়ই মর্ম্মন্তুদ ও শোকাবহ। কি প্রকারে ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপশালী রঘুবংশের বিলয় হইল তাহা এই কবির সমুজ্জ্বল লেখনীতে পাঠ করিবার সময় মনে হয় জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয় এবং ক্রমিক অধঃপতনের মূল কারণই বিলাসিতা। মহাপ্রভাবশালী শ্রীরামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সমৃদ্ধিশালী অযোধ্যা রাজ্যের ও পরাক্রম সম্পন্ন রঘুবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। রাজ্যের হতশ্রী, ভগ্ন প্রাসাদ, আবর্জ্জনাময় রাজপথ প্রভৃতি কবি অতি সুন্দর ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া যেন পাঠকের শোকোচ্ছ্বাস আরও উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন। রামতনয় কুশের রাজত্ব সময়েই এইরূপ অবনতির অবস্থা। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী নিশীথ রাত্রে কুশের সমীপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন। কুশনন্দন অতিথির সময়ে রাজ্যের কিছু সমৃদ্ধ অবস্থা হইয়াছিল, সমুদ্রপথে বাণিজ্যাদির কার্য্যও চলিয়াছিল, কিন্তু তৎপরে অধঃপতন আরম্ভ হয়, রাজ্যে বিলাসিতার তুফান ছুটিতে থাকে, এবং সেই ভোগ বিলাস তুফানে রাজ্যের সর্ব্বপ্রকারের বৈভব উড়িয়া যাইতে লাগিল। সমৃদ্ধিশালী রাজ্যও সেইরূপ ক্ষয় পাইতে লাগিল, শেষ রাজা

অগ্নিবর্ণও সেইরূপ বিলাসিতার অপরিহার্য্য সহচর ক্ষয়রোগে লয় প্রাপ্ত হইলেন। সৌধ মণ্ডিত অযোধ্যা রাজ্য শ্মশানে পরিণত হইল।

"তস্যপাণ্ডুবদনাল্পভূষণা
সাবলম্ব গমনা মৃদুস্বনা।
রাজ-যক্ষ্ম পরিহানি রাযযৌ
কাময়ান সমবস্থয়া তুল্যাম্॥" ৫০

রঘুবংশ ঊনবিংশ সর্গ।

"রাজযক্ষ্মারোগে ক্ষীণ দেহখানি
পাণ্ডুর বদন, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
স্বল্পভূষাদেহে যষ্টি করি ভর
কামুকতারূপে স্থিত নরমণি॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

কবি যেন তাঁহার এই কাব্যের শেষ অংশ তাহার হৃদয়-শোণিতে লিখিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত অন্যান্য কাব্য হইতে রঘুবংশের বিশেষত্ব এই যে ইহার কাব্য শ্রী ও কল্পনা অত্যন্ত অধিক। ইহার সর্গে সর্গে, পত্রে পত্রে, শ্লোকে শ্লোকে, ছত্রে ছত্রে, শব্দে শব্দে কবিত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে। কবি প্রত্যেক সর্গের বিষয় বর্ণনায় কত ভাবের কত কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সবিস্তার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কবি কখন বা ধর্ম্মনীতি, কখন বা সমাজনীতি, কখন বা অর্থনীতি, কখন বা মনোবিজ্ঞান, কখন বা চিকিৎসা বিজ্ঞান,

কখন বা পশুপক্ষীর রীতি নীতি, কখন বা জড়জগতের বিভূতির অবতারণা করিয়া গ্রন্থের অবর্ণনীয় ও অপরিসীম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে লিখিত কিন্তু তাহা উপলক্ষ্য ও বাহ্য আবরণ মাত্র। কাব্যশ্রী প্রদর্শনই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। জগতেরও লোক সমাজের উন্নতি সাধনই কবির প্রধান অভিপ্রায়। মানবের উন্নতির জন্য যে সকল বিষয় ও জিনিসের প্রয়োজন তিনি তাহাই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আদর্শ লোক চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ও ধর্ম্ম তত্ত্বাদির বিকাশ করিলে মানব সমাজের বড়ই হিতকর হয়, মহাকবি এই অমূল্য গ্রন্থে তাহারই বিকাশ করিয়া জগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ষস্থানে কাব্যের আসন দেওয়া হইয়া থাকে। কাব্যকে দুই শ্রেণীতে সাধারণতঃ বিভক্ত করা হইয়াছে। ইতিহাস পুরাণ ও সাধারণ কাব্য। সাধারণ কাব্য আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, মহাকাব্য যথা—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি, ক্ষুদ্র কাব্য যথা—কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, নলোদয় প্রভৃতি এবং খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য যথা শৃঙ্গারতিলক, মেঘদূত, ঋতুসংহার, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি।

কালিদাস দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য লেখক।

তৎপ্রণীত দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও নলোদয়। উহাদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অভিমত এইরূপ :—

"The two most important Kabyas are Kalidasa's "Raghubhansha" and "Kumarsambhaba", both dis-

tinguished by independence of treatment, as well as considerable poetical beauty. They have several stanzas in common. Many others which offer but slight variations and a large number of passages which though differing in expressions are strikingly analogous in thought. In both poems too, the same metre is employed to discribe the same situation.

*   *   *

The narrative in the Raghubansa moves with same rapidity, not being impeded by too long descriptions. It abounds with apt and striking similies and contains much poetry, while the style for a Kabya is simple, though many passages are undoubtedly too artificial for European taste.

Kumarsambhab is conspicuous for wealth of illustrations."

"শশিনা সহ যাতি কৌমুদীসহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।

প্রমদা পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি।"১৩

চতুর্থ সর্গ।

"After the Lord of Light the moonlight goes. Along with the cloud the lightning is dissolved Wives ever follow their husband's path even things bereft of sense obey this tow.

The chief aim of the another of Nalodaya is to show off his skill in the manipulations of the most varied and artificial metres, as well as all the elabo-

rate tricks of style ... ... the really epio material is bnt scantity treated, narratives making way far long descriptions. Kalidas's Meghaduta is a lyrical gem which won the admiration of Goothe.

Ritusanhar which consists of 153 stanzas in six cantos, and is compared in various metres, is a highly poetical description of the six seasons into which classical Sanskrit poets usually devide the Indian year with the glowing descriptins of the beauties of Nature, in which erotic scenes are interspersed the poet adratly interweaves the impression of human emotions. Perhaps no other work of Kalidass's manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of observation and his skill in depioting an Indian landscape in vivid colours.

A short but charming treasury of detached erotio verses is Sringar-Tilak which tradition attributes to Kalidas.

In its twenty four stanzas occur some highly imaginative analogics worked out with originality for instance."

"ইয়ং ব্যাধায়তে বালা ভ্রুবস্যা কার্ম্মুকায়তে ।
কটাক্ষাশ্চ শরায়ন্তে মনোমে হরিণায়তে ॥"১৪

"The maiden like a huntsman is
Her brow is like a bow he bends

Her side long glances are his darts
My heart is the antalope she slays."

In all the lyrical poetry, the plant and animal world plays am important part and is treated with much charm. Of flowers, lotus is the most auspicious.

* * * *

Various birds to which poetical myths are attached are frequently introduced as furnishing analogies to human life and love.

In all the lyrical poetry the bright eyes and beauty of Indian girls find a setting in scenes brilliant with blossoming trees, fragrant with flowers, gay with the plumage and vocal with the song of birds, diversified with lotus hands stuped in tropical sunshine and with large eyed gazlles reclining in the shade. Some of the gems are well worthy of having inspired the genius to produce such lyrics as Diclotosblume and Auf Flugelm des Gesanges."

Macdonald's History of Sankrit Literature.

"These abandon more and more the epic domain and passes into the erotic, lyrical or didactic descriptive field ; while the language is more and more overlaid with turgid bombast until at length in its lates and phoses, this artificial epic resolves itself into a wretched jungle of words. A pretended elegance

of form, and the performance of difficult tricks and feats of impression constitute the main aim of the poet ; while the subject has become a purely subordinate consideration and merely serves as the material which enables him to display his expartness and manipulating the language."

Weber's Histrory of Indian Literature.

"The richness of his creative fancy, his delicacy of sentiment and his appreciation of the beauties of nature, combined with remarkable powers of description, place Kalidas in the first rank of oriental poet. The fact however of his productions as a whole is greatly marred by extreme artificiality of diction, which though to less extent than in other Hindu poets not unfrequently loses the form of puerile coneits and plays on wards. In this respect his writings contrast very unfavourably with the mere genuine poetry of the Vedas. Though a true poet he is wanting in the artistic sense of proportion so characteristic of the Greek mind which aptly adjusts the parts to the whole and combining form and matter into an inseparable poetic unity. Kalidas's fame rests chiefly on his dramas, but he is also distinguished as an epic and lyric poet."

Encyclopaedia Britannica.

ভারতীয় সংস্কৃত সাধারণ ক্ষুদ্র কাব্য খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য-গুলির অনেকই অদ্যাপিও দেশে বিদেশে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ নিম্ন প্রকারের কাব্যগুলির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। অশ্বঘোষ প্রণীত বুদ্ধচরিত, ভারবী প্রণীত কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘ প্রণীত শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষ প্রণীত নৈষধ-চরিত, রত্নাকর প্রণীত হরবিজয়, পদ্মগুপ্ত প্রণীত নবসাহসাঙ্ক-চরিত, অজ্ঞাত কবি প্রণীত সেতুবন্ধ, দণ্ডী প্রণীত দশকুমার চরিত, (গদ্যকাব্য), বাণ প্রণীত কাদম্বরী ও হর্ষচরিত, জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দ (গীতি-কাব্য) প্রভৃতি অনেকের নিকটই সুপরিচিত। কিন্তু কালিদাসের কাব্যাদি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত।

৪। কালিদাসের জগৎ-সৃষ্টি

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টজগতের তিনটি পদার্থ সাধারণতঃ আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ। এ তিনের সমষ্টিতে এই বিশ্ব পরিদৃশ্যমান। এ তিনই আবার আমাদের রক্ষক, চালক, পালক ও শিক্ষক। বিশ্বস্রষ্টাকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট এই তিন পদার্থ যেন তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ নিয়ত আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিয়া আমাদিগের কর্তব্য ও গন্তব্য পথে চালিত করিতেছে। জীব জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই জীব-জগৎ তাহার লালন পালনের ভার নিয়া শিক্ষা দিয়া থাকে, জড়-জগৎ তাহার শারীরিক পুষ্টিসাধন ও প্রীতি বৰ্দ্ধন করিয়া থাকে অন্তর্জগৎ তাহার মানসিক উন্নতি বিধান ও চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অনাদি পুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে জীবজগৎ তাঁহার এক প্রতিনিধি, তন্মধ্যে মানবজাতি অধিকতর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সুতরাং মানবও অনেকাংশে তাঁহার ন্যায় অনেক বিষয়ের বা পদার্থের সৃষ্টিকর্তা। কেহ বা গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কেহ বা তৈজসপত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, কেহ বা অলঙ্কারাদি বা অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে, এইরূপ প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সৃষ্টি করিয়া সেই আদি সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতেছে।

কাজেই প্রত্যেক গ্রন্থকারই এক প্রকার সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেক গ্রন্থকারই তৎপ্রণীত গ্রন্থদ্বারা মূল বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্ট জীবজগৎ, জড়-জগৎ ও অন্তর্জগৎ অবলম্বনে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই নূতন সৃষ্টজগতেও জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের বিকাশ থাকে। সুতরাং সেই নূতন সৃষ্টজগৎও সকলের রক্ষক, পালক, চালক ও উপদেশক। কোন গ্রন্থকারের সৃষ্টজগৎ সুন্দর ও হিতকর, আবার কোন গ্রন্থকারের সৃষ্টজগৎ কুৎসিৎ ও অনিষ্ট-কর। মহাতপা সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র যোগ ও তপোবলে এক নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রকৃত স্বর্গ হইতে তাঁহার নূতন স্বর্গ সুন্দর কি কুৎসিৎ ছিল জানা যায় না। দেবগণের সঙ্গে আপোষ করিয়া তিনি সেই নূতন স্বর্গ ধ্বংস করিয়া না ফেলিলে বোধ হয় তুলনায় ইহা জানা যাইত। কিন্তু প্রত্যেক গ্রন্থকারেরই গ্রন্থ দ্বারা সৃষ্ট নূতন জগৎ সাধারণতঃ বর্ত্তমান থাকে ও আছে। সুতরাং তুলনা দ্বারা কাহার সৃষ্টজগৎ সুন্দর ও হিতকর তাহা অবধারণ করা যাইতে পারে। কোন গ্রন্থকারের সৃষ্টজগৎ সুন্দর আবার কোন গ্রন্থকারের সৃষ্টজগৎ কুৎসিৎ, ইহার কারণ কি? সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বামিত্র যেরূপ যোগ, জ্ঞান ও তপোবলে নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেইরূপ গ্রন্থকারও বিদ্যা, জ্ঞান ও প্রতিভাবলে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাঁহার জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রতিভা শ্রেষ্ঠ তাঁহার সৃষ্টজগতও কাজে কাজেই শ্রেষ্ঠ হইবে। গ্রন্থপ্রণেতা সকলে আবার জীবজগৎ, অন্তর্জগৎ ও জড়জগতের ভালরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হন না।

জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃজন করিয়াছেন তাহা অতি সম্পূর্ণ, উহাতে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। উহাতে যাহা যাহা সংসারের পক্ষে আবশ্যকীয় তৎসমস্তই আছে, অন্য সকল গ্রন্থকারের সৃষ্টজগতে যাহা যাহা আবশ্যকীয় তাহা থাকে না এবং যেরূপ যেরূপ হওয়া উচিত তাহা হয় না। মানব সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টজীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়াও অসম্পূর্ণ। কাজেই অসম্পূর্ণ মানব কর্ত্তৃক গ্রন্থদ্বারা যে জগৎ সৃষ্ট হয় তাহাও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ, তবে অনেক গ্রন্থকারের সৃষ্টজগতের সহিত এই বিশ্বজগতের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। যে গ্রন্থকারের সৃষ্টজগতে অধিকাংশ বিষয়ে পূর্ণতা আছে ও এই বিশ্বজগতের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে তাহার সৃষ্টজগতই শ্রেষ্ঠ।

মানবজাতির মধ্যে কালিদাস একজন জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি কবি ও গ্রন্থকার। তিনি কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি হইলেও এখন তিনি বিশ্বস্রষ্টার ন্যায় আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনাতীত, হয়ত বা এখন তিনি সেই বিশ্বস্রষ্টার সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ ও সুখানুভব করিতেছেন আর তাঁহার সৃষ্টজগৎ তাঁহার বিভূতি প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সৃষ্টজগতেও তিনি এই বিশ্বজগতের ন্যায় জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের সমাবেশ করিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে তাঁহার জগৎসৃষ্টি কিরূপ, এবং তাহার জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎও বা কিরূপ। তাঁহার

সৃষ্টজগৎ হইতে কি জানা যায়, তাঁহার সৃষ্টজগৎ কি শিক্ষা দেয় এবং উহা আমাদের কি কর্ত্তব্য-পথ অবধারণ করিয়া দেয়।

কবি কালিদাসের গ্রন্থ-পরিচয়ে দেখা যায় তিনি কুমারসম্ভব, নলোদয় ও রঘুবংশ এই তিনখানি কাব্য, এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলা এই তিনখানি নাটক বা দৃশ্যকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার এক একখানি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ। সে জগতে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ সকলই আছে। সে জগতে রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, সভাসদ, বিদূষক, সৈন্য, সামন্ত, রাজকন্যা, সখী, প্রতিহারী প্রভৃতি জীবজগতের অধিকাংশই আছে, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প প্রভৃতি জড়জগতেরও অনেকই আছে এবং তন্মধ্যে অন্তর্জগতের অনেক তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে।

কুমারসম্ভব একটি ক্ষুদ্র জগৎ। এ জগতের প্রধান জীবগুলি পৌরাণিক হইলেও গ্রন্থ-সৃষ্টিকর্ত্তা নূতন আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। আবার অনেক জীব গ্রন্থকারের একেবারে নূতন সৃষ্টি। নলোদয় ও রঘুবংশও তদনুরূপ। কিন্তু কালিদাসের কাব্যের জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ অতি শ্রেষ্ঠ। যেন জীবজগতের কৃতকর্ম্ম প্রদর্শন অপেক্ষা জড়জগতের মাহাত্ম্য ও অন্তর্জগতের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশই কালিদাসের কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কালিদাসের কাব্যে জড়জগৎ ও অন্তর্জগতকে প্রধানত্ব দেওয়া হইয়া থাকিলেও জীবজগতের সহিত ইহাদের এরূপ সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে যে জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে

অসঙ্গত বা অপ্রীতিকর বোধ হয় না বরং উহা অতি শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই মনে হয়।

কুমারসম্ভবে প্রথমেই হিমাচলরাজের বর্ণনা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিমালয়কে জীবস্বরূপ কল্পিত হইয়াছে। সেই বর্ণনায় একটি শ্লোক এইরূপ :—

"অনন্তরত্নপ্রভাবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপীজাতম্।
একোহি দোষোগুণ-সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক॥"৩॥
প্রথম সর্গ

"অনন্ত রতন যাহে জন্ম লাভ করে
হিম তার সে সৌভাগ্য নাশিতে না পারে ;
বহু গুণে একমাত্র দোষ যদি থাকে
চন্দ্রের কলঙ্ক প্রায় নাশে চন্দ্রালোকে॥"

এই শ্লোকে হিমাচল-রাজের জীবভাব লুপ্তভাবে অবস্থিত, কিন্তু জড়জগতের বর্ণনাও অন্তর্জগতের সত্য প্রকাশ অতি উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত। অথচ এই একটি শ্লোকে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ এ তিনেরই সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

"Childe Harold was he hight—but whence his name.
And lineage long, it suits me not to say,
Suffice it, that perchance they were of fame
And had been glorious in another day :
But one sad losel soils a name for ye
However mighty in the olden time

Nor all that heralds rake from coffined clay
Nor florid prose nor honeyed lies of rhyme
Can blazen evil deeds or consecrate a crime."

Byron's Childe Harold.

বাইরণের এই কবিতাটিতে জীবের বর্ণনা অধিক। জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের তত্ত্বের উল্লেখ তদপেক্ষা অনেক কম ও তত উজ্জ্বল নহে। অথচ এই কবিতাটিতে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

"যঃ পূরয়ন্ কীচকরন্ধ্রভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্॥"৮

কুমারসম্ভব প্রথম সর্গ।

"কীচকের রন্ধ্রে বায়ু করিয়া প্রবেশ
বংশীর মধুর স্বর করিছে নির্দ্দেশ,
মনে হয় কিন্নরের সঙ্গীত কারণ
হিমাচল করিয়াছে তান সংযোজন॥"

এই শ্লোকে জড়জগতের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের বিষয় আনুসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্তর্জগতের বিষয় সম্যক্‌রূপে আভাস দেওয়া হইয়াছে, অথচ এই তিনের সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

Wie thin the infant rind of this weak lowers.
Poison hath residence and medicine power
For this, being smelt with that part cheers
each part

Being tasted stays all senses with the heart
Two such opposed kings encamp then still
In man as well as herbs grace and rude will
And when the worser is predominaus
Full soon the canker death eats up the plant
Shakespeare's Romeo & Julet.

মহাকবি সেক্ষপীয়রের এই কবিতাটিতে কেবল অন্তর্জগতের সত্যই বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; জড়জগৎ ও জীবজগতের বিষয় আনুসঙ্গিকভাবে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ এ তিনের সুন্দর সামঞ্জস্য হয় নাই।

"তমন্বগিন্দ্রপ্রমুখাশ্চ দেবা সপ্তর্ষিপূর্ব্বা পরমর্ষয়শ্চ।
গণাশ্চ গির্য্যালয়মন্বগচ্ছন্ প্রশস্তমারম্ভমিবোত্তমার্থাঃ॥
কুমারসম্ভব সপ্তম সর্গ ৭১॥

"সিদ্ধি যেমন সুসম্পাদিত কার্য্যের অনুবর্ত্তন করে সেরূপ ইন্দ্রাদি দেববর্গ; সপ্তর্ষিগণ, মহার্ষিগণ ও প্রমথগণ সকলেই মহাদেবের অনুগামী হইয়া হিমাচলের আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।"

এ শ্লোকের বর্ণিত বিষয় অতি সাধারণ ঘটনা অথচ ইহার ভিতর কি গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে।

ইংরেজ কবি শ্রেষ্ঠ মিলটনের লেখায় ও সাধারণ কথায় এরূপ ভাব অতি বিরল।

"All these and more come flocking, but with looks.
Down east and damp, yet such wherein appeared

Obscure some glimpse of joy to have
found their chief."

Miltons Paradise lost.

দেবোঽপি দৈত্য বিশিখ প্রকরং স চাপং
বাণৈশ্চকর্ত্ত কণশোরণকেলিকারী।
যোগীব যোগবনিযুক্ত মণাঃ যমাদৈঃ
সাংসারিকং বিষয়বর্গমমোঘবীর্য্যঃ॥

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গ।৪৮

অসুরের ধনুসহ শর সংখ্যাতীত
কুমার অসংখ্য শরে করিলা ছেদন;
সংসার বিষয় লিপ্সা যেমতি বিনাশে
যোগীর অমোঘ যম নিয়ম সাধনা॥

এই শ্লোকে যুদ্ধ-বর্ণনায়ও কি গভীর কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"But as they neared he reared his weapon high,
His last ball had been aimed but from his breast,
He tore the topmost buttan from his vest
Down the tube dashed it levelled fixed and
smiled.
As his foe fell, then like a serpent coicled
His wounded, weary form to where the steep;
Lookod desperate as himself along the deep."

Byron's, The Island.

কবি বাইরণের এই এক যুদ্ধ-বর্ণনা! কিন্তু ইহার ভিতর বিশেষ ভাব নাই, অতি সাধারণ কথা।

কুমারসম্ভবের উপরোদ্ধৃত একটি শ্লোক দৃষ্টেই প্রতীয়মান হইবে যে, কবি কালিদাস সাধারণতঃ প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই জড়জগৎ বা অন্তর্জগতের অবতারণা করিয়াছেন এই গেল শ্লোকগত ভাব। কুমারসম্ভবের সমস্ত গ্রন্থগত ভাবও তাহাই।

প্রথম সর্গে মহাদেবের তপস্যা বর্ণনায়, দ্বিতীয় সর্গে দেবগণের মন্ত্রণা বর্ণনায়, তৃতীয় সর্গে মহাদেবের যোগভঙ্গ ও মদন-ভস্ম বর্ণনায়, চতুর্থ সর্গে রতি-বিলাপ বর্ণনায়, পঞ্চম সর্গে পার্ব্বতীর তপস্যা বর্ণনায়, ষষ্ঠ সর্গে শিবের বিবাহ-প্রস্তাব বর্ণনায়, সপ্তম সর্গে শিবের বিবাহ বর্ণনায়, অষ্টম সর্গে হরপার্ব্বতীর বিহার বর্ণনায়, নবম সর্গে কার্ত্তিকের জন্মাঙ্কুর বর্ণনায়, দশম সর্গে কার্ত্তিকের জন্ম বর্ণনায়, একাদশ সর্গে কার্ত্তিকের বাল্যাবস্থা বর্ণনায়, দ্বাদশ সর্গে কার্ত্তিকের যুদ্ধযাত্রা বর্ণনায়, ত্রয়োদশ সর্গে দেবগণের যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণনায়, চতুর্দ্দশ সর্গে যুদ্ধযাত্রা বর্ণনায়, পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধারম্ভ বর্ণনায়, ষোড়শ সর্গে ও সপ্তদশ সর্গে যুদ্ধবর্ণনায় পদে পদে জড়জগতের মাহাত্ম্য ও অন্তর্জগতের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যেন জড়জগৎ ও অন্তর্জগত জীব জগতকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অথচ জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের কথা জীবজগতের ঘটনার সহিত এরূপ সুন্দরভাবে জড়িত রহিয়াছে যেন সমস্ত গ্রন্থখানিই এক সুন্দর ক্ষুদ্র জগৎ বলিয়া ধারণা হয়।

নলোদয় কাব্যও তদনুরূপ। পৌরাণিক ইহজগতের ঘটনাব-

সম্বন্ধে ইহা লিখিত হইলেও জড়জগৎ ও অন্তর্জগতই ইহাতে প্রধান।

"ক্রুধি কান্তবশনবদামসমাপনয়া পনয়া পনয়া পনয়া।
তমৃতেহনুশয়েন চ তামশনৈরবতারবতারবশারবতা ॥"

নলোদয় দ্বিতীয় সর্গ ॥১৮

"যে কামিনীর ক্রোধ হয় সেই নীতি-বিজ্ঞান-হীনা নারী নবীন মালার সমাপ্তি দ্বারা কালযাপনে বল্লভ সন্নিধান প্রাপ্ত হয় না এবং হায়! শীঘ্রই সে কান্ত ব্যতিরেকে তদানীন্তন পশ্চাত্তাপের সহিত মূকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"মৃগকুলমারসদাবিশ্রমমভিতাপাতুরোমমারসদারিঃ।
স্ফুরিত তমার সদা বিস্তৃতা নগা যত্র বিপিনমার-সদারি ॥

নলোদয় তৃতীয় সর্গ।১৪

এই সময়ে এক দিবস নল প্রজ্জ্বলিত দাবানল বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তথায় চারিদিকে মৃগগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে অতিশয় শ্রান্ত হইয়া কাতর শব্দ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পক্ষিসকল তাপে অত্যন্ত ব্যাকুল, তৃষ্ণাকুল ও কাতর হইয়া সর্ব্বদাই জীবনবিসর্জ্জন দিতে লাগিল। তখন নল মরু-গহনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

/ নলোদয় কুমারসম্ভব অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র জগৎ, কাজেই কুমারসম্ভবের ন্যায় সুন্দর নহে।

/ কিন্তু মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ শ্রেষ্ঠ জগৎ সৃষ্টি ;—সে জগতের তুলনা মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাসের গ্রন্থের পর আর

নাই। সেই গ্রন্থই মহাকবি কালিদাসের শেষ সৃষ্টি কাজেই পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত কালের সৃষ্টি বলিয়া উহাতে সমস্তই যেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জড়জগৎ, অন্তর্জগৎ ও জীবজগৎ, সমস্তেরই যেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি তুলনায় যেন জড়-জগৎ ও অন্তর্জগতই প্রধান।

রঘুবংশের জীবজগতের বর্ণনীয় বিষয় অনেক, কিন্তু কবি যেন তাহা ইচ্ছা করিয়াই সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অথচ পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয়ের অবতারণা করিয়া গ্রন্থের অশেষ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। রঘুবংশের এই মনোহারিত্ব প্রদর্শন করিতে হইলে প্রায় সমস্ত গ্রন্থই উদ্ধৃত করিতে হয়। যাহা হউক দুই একটি সাধারণ শ্লোক উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে রঘুবংশের জগৎ সৃষ্টি কিরূপ?

"পৌরেষু সোঽহং বহুলী ভবন্তমাপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশে আলানিকং স্থাণুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ॥৩৮

রঘুবংশ চতুর্দ্দশ সর্গ।

Even as the elephant who loathes the snake
And the strange chain he has no power to break
I cannot brook this cry on every side
That spreads like oil upon the moving tide.

Griffith.

শ্রীরামচন্দ্রের সীতার অপবাদ শ্রবণে এইরূপ শোকোচ্ছ্বাস-পূর্ণ উক্তিটি কি সুন্দর অর্থব্যঞ্জক! এই শ্লোকটিতে জীবজগৎ ও জড়জগতের বিষয়ই প্রধানতঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

"অবগচ্ছতি মূঢ়চেতনঃ প্রিয়নাশং হৃদি শল্যমর্পিতং।
স্থিরধীস্তু তদেব মন্যতে কুশলদ্বারতয়া সমুদ্ধৃতম্॥ ৮৮

রঘুবংশ অষ্টম সর্গ।

"প্রিয়ের মরণে শল্য উপজে অন্তরে
ভাবি শোকে সন্তাপিত হয় মূঢ় জন,
জ্ঞানী লোক জানে মৃত্যু শল্যের মোচন
মরণ মঙ্গল দ্বার সুকৃতির তরে॥

৺রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

অজ বিলাপের এই শ্লোকটি বিশেষভাবে অন্তর্জগতের সত্য প্রকাশ করিতেছে।

"Come what comes so ever
The worst I can, endure
Life is but a short fever
And death is the cure."

Scott's "Pirate"

স্কটের এই কবিতাটি কালিদাসের উপরোক্ত শ্লোকের ভাবানুরূপ হইলেও বোধ হয় সেইরূপ অর্থব্যঞ্জক ও সুন্দর নহে।

"তাং তামবস্থাং প্রতিপাদ্যমানং স্থিতং দশব্যাপ্য দিশোমহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যা নবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তবা।"৫

ত্রয়োদশ সর্গ।

"শান্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গিত অসীম সাগর,
বিরাজিছে মহিমায় ব্যাপী দিগন্তর

সত্বরজোস্তমোগুণে কেশব যেমতি
বর্ণিবে স্বরূপ তার কাহার শকতি।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

When from sky to sky the billows roll.
Roundless as Vishnu who pervades the whole.

Griffith.

কালিদাসের এই সাগর-বর্ণনা কতই গভীর অর্থব্যঞ্জক। এইরূপ সুন্দরভাবে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ অতি বিরল। জড়জগতের বর্ণনার সহিত অন্তর্জগতের মহৎ ভাব জড়িত রহিয়াছে।

Thou glorious mirror, where the almighty ferm
Closses itself in tempests, in all time
Calm or convulsed in breeze or gale or storm,
Dark heaving boundless endless and sublime,
—The image of eternity."

Byron's Childe Harold

বাইরণের এই কবিতাটিও সেই প্রকারের ভাবব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি কালিদাসের উপরোক্ত শ্লোকের ন্যায় সুন্দর অর্থব্যঞ্জক নহে।

রঘুবংশের এই কয়েকটি উদ্ধৃত সাধারণ শ্লোকেই প্রতীয়মান হইবে যে, কবি কালিদাস তাঁহার কাব্যে জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়াছেন। গ্রন্থ পরিচয়েও দৃষ্ট হইয়াছে যে, কবি তাঁহার কাব্যে জীবজগতের তত বিকাশ

করেন নাই। মূল পৌরাণিক ঘটনাগুলি যতদূর সংক্ষেপ করা যায় তাহাই করিয়াছেন। অবশ্য সকলে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

রঘুবংশের শ্লোকগত জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের ভাব অপেক্ষা তাহার ধারাবাহিক বর্ণনা অনেক অধিক—অথচ সে বর্ণনা সুসঙ্গত ও অতি প্রীতিকর। কালিদাসের রঘুবংশ এক প্রকাণ্ড জগৎ সৃষ্টি—বিরাট পুরুষের বিরাট মূর্ত্তি। ইহাতে জীবজগতের সুবিস্তৃত বর্ণনা না থাকিলেও যাহা উল্লেখ আছে তাহাই যথেষ্ট। তাহাতে জলচর, খেচর, ভূচর প্রায় সমস্ত প্রাণীরই বিবরণ আছে। সিংহরূপী মহাদেব, মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী প্রভৃতি অনেক প্রকার কল্পিত জীবেরও সৃষ্টি আছে। নৃপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ভিক্ষুক, কৃষক, গোয়ালার পর্য্যন্ত বর্ণনা আছে।

"হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষ-বৃদ্ধানুপস্থিতান।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখীনাং॥"

রঘুবংশ প্রথম সর্গ।৪৫

"সদ্যঘৃত লয়ে শিরে বৃদ্ধ গোপগণ,
যাইছে সে বন পথে, তাদের সম্ভাষি
পথে নানা বন তরু হেরি দুইজন (দীলিপ ও রাণী)
কৌতুকে তরুর নাম জিজ্ঞাসিল হাসি।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

সর্ব্ব প্রকারের শ্বাপদকুলের বর্ণনাও এই গ্রন্থে প্রচুর।

সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সর্ব্ব প্রকার পশুরই বর্ণনা এই গ্রন্থে আছে।

"চমরান্ পরিতঃ প্রবর্ত্তিতাশ্বঃ ক্বচিদাকর্ণবিকৃষ্টভল্লবর্ষী
নৃপতীনিব তান্ বিযোজ্য সদ্যঃ সিতবালব্যজনৈর্জগাম শান্তিম্॥"

নবম সর্গ রঘুবংশ।৬৬

"অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমি রাজা ভল্লের প্রহারে
চমরের চারু পুচ্ছ কাটিলা ত্বরিত,
পরাজিত নৃপ প্রায় চমর নিকরে
সুশ্বেত চামরহীন করি হরষিত।"

৺রায় কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

বিহগরাজির বর্ণনারও গ্রন্থে অভাব নাই।

"অপিতুরগসমীপাদ্, উৎপতন্তং ময়ূরং ন স রুচিরকলাপং এই থানে খানিকটা পাওয়া গিয়াছে।

সপদিগতমনা স্কশ্চিত্রমাল্যানুকীর্ণৈরতিবিগলিত-
বন্ধে কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ॥ নবম সর্গ।৬৭

"অদূরে তুরঙ্গ পাশে উড়িছে ময়ূর,
চারু পুচ্ছ হেরি রাজা নিবারিল শর,
প্রেয়সীর কেলী শ্লথ অলক প্রচুর
কুসুম ভূষিত, স্মরে দ্রবিল অন্তর।"

৺রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

দেব-দেবীগণ, রাক্ষস-রাক্ষসী, দানব দৈত্য প্রভৃতির বর্ণনাও গ্রন্থে যথেষ্ট রহিয়াছে।

"সান্ধ্যাভ্রকপিশস্তস্য বিরাধো নাম রাক্ষসঃ।
অতিষ্ঠন্ মার্গমাবৃত্য রামস্যেন্দোরিব গ্রহঃ॥"২৮

দ্বাদশ সর্গ।

"বিরাধ নামেতে এক রাক্ষস ভীষণ,
সন্ধ্যার মেঘের প্রায় আরক্ত বরণ।
রোধিল রামের পথ আসিয়া সত্বর
শশিরে গ্রাসিতে যেন রাহু অগ্রসর॥"

৺রায় কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

বাল্মীকির রামায়ণেও ভবভূতির উত্তররামচরিতেও এই বিরাধ রাক্ষসের উল্লেখ আছে।

"এষ বিন্ধ্যাটবী মুখে বিরাধ সংযোগঃ॥"

উত্তর চরিত।

আবার :—

"লবণেন বিলুপ্তেজ্যাস্তামিস্রেণ তমভ্যযুঃ।
মুনয়োঃ যমুনাভাজঃ শরণ্যং শরণার্থিনঃ॥ ২

পঞ্চদশ সর্গ।

"লবণ নামেতে দৈত্য দুরাচার,
করে যজ্ঞ নাশ ভয়েতে তাহার,
যমুনার তীর বাসী ঋষিগণ,
শরণ্য রামের লইলা শরণ॥"

৺রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে এই লবণ দৈত্যকে বধ করিয়াই

শত্রুঘ্ন মধুরা বা মথুরানগরী সংস্থাপন করেন। যোগ-তপস্যা-বংশী মুনি-ঋষিগণের ভক্তি উদ্রেককর বর্ণনায় গ্রন্থখানি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

"হবিভু্জামেধবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ।
অসৌ তপস্যত্যপরস্তপস্বী নাম্না সুতীক্ষ্ণশ্চরিতেন দান্তঃ॥" ৪১

রঘুবংশ ত্রয়োদশ সর্গ।

"সুতীক্ষ্ণ নামেতে ওই শান্ত মুনিবর,
চারিপাশে কাষ্ঠচয়ে জ্বালি হুতাশন,
করেন তপস্যা ; তাঁর ললাটে ভাস্কর
ঢালিছেন অগ্নি সম প্রখর কিরণ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

জলচর জীবের বিবরণেরও অপ্রতুল নাই।

"সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সংমীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈরূর্দ্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥" ১০

ত্রয়োদশ সর্গ।

Look Sita look ; those monsters of the deep,
Close by the river's month their station keep
Soon as the waves have reached them they
have quaffed.
Water and fish together at draught
Now see. they snut their mouths while gushing out
From openings in their heads high fountains spout"

Grtffith.

তারপর জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের শোভায় গ্রন্থখানি ভরপুর হইয়া আছে। জড়জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য অসীম। কবি অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। গগনচুম্বী শৃঙ্গশালী শৈলরাজি, বিবিধ তরু-সমাচ্ছাদিত গহন কান্তার, আকাশস্পর্শী প্রকাণ্ড তরুশ্রেণী, ফলপুষ্পভারাবনত বনস্পতিচয়, সুগন্ধ পুষ্প-শোভিত লতাগুল্মাবলী, বিবিধ শস্য বা তৃণশোভিত সবুজবর্ণ মাঠ, সমুদ্র, নদী, হ্রদ, তড়াগ, সরোবর, প্রস্রবণ প্রভৃতি জড়জগতের সমস্ত পদার্থই যেন পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় সম্মুখে ভাসমান রহিয়াছে এবং পাঠক তদ্দর্শনে বিমুগ্ধ চক্ষে বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

"এতদ্ গিরের্মাল্যবতঃ পুরস্তাদাবির্ভবত্যম্বরলেখি শৃঙ্গম্।
নবং পয়ো যত্র ঘনৈর্ময়া চ ত্বদ্বিপ্রয়োগাশ্রুসমং বিসৃষ্টম্॥"২৬

ত্রয়োদশ সর্গ।

"ওই মাল্যবান গিরি পরশি গগন,
তুলিয়াছে উচ্চ শিরঃ শোভার আধার,
যথা মেঘে নব বারি জল বরিষণ,
তা সহ বরিনু অশ্রু বিরহে তোমার॥"২৬

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

ভবভূতি এই পর্ব্বত-সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"সোঽয়ং শৈলঃ ককুভ সুরভির্মাল্যবান নামযস্মিন্।
নীলঃ স্নিগ্ধঃ শ্রয়তি শিখরং নূতন স্তোয়বাহঃ॥" উত্তর-চরিত।

"সরলাসক্তমাতঙ্গ গ্রৈবেয় স্ফুরিতত্বিষঃ।
আসন্নোষধয়োনেতুর্নক্তমস্নেহ দীপিকাঃ ॥৭৫

রঘুবংশ চতুর্থ সর্গঃ।

শালতরু-বদ্ধ গজ গলায় শৃঙ্খলে,
ওষধি লতার জ্যোতিঃ করে ঝলমল,
অতৈল প্রদীপরূপে সে লতিকা জ্বলে,
বিনানলে করি রঘু-শিবির উজ্জ্বল।

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

হিমালয়ের জ্যোতির্লতাসমূহ রাত্রে আলো প্রদান করিয়া থাকে, সেজন্য প্রদীপ জ্বালিতে হয় না।

রঘুবংশের জড়জগতের বিবরণ এইরূপ অনন্ত। যেন এই বিরাট বিশ্বের জড়পদার্থ তথায় রহিয়াছে সাধারণ মানবের যাহা অজ্ঞাত ছিল, তাহা যেন মানব-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এক নূতন জগতের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতেছে। রঘুবংশের অন্তর্জগৎ অসীম, উহার যেন প্রত্যেক শ্লোকই গুরুগম্ভীরস্বরে অন্তর্জগতের গূঢ় সত্য বিজ্ঞাপিত করিয়া মানবকে সুশিক্ষাদানে কর্ত্তব্যপথে নিয়োজিত করিতেছে। সাধারণ ঘটনার বর্ণনায়ও কোন না কোন নৈতিকতত্ত্ব বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বা দর্শনশাস্ত্রের কুটিল তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে।

গ্রহৈস্ততঃ পঞ্চভিরুচ্চসংশ্রয়ৈরসূর্য্যগৈঃ সূচিতভাগ্যসম্পদম্।
অসূত পুত্রং সময়ে শচীসমা ত্রিসাধনা শক্তিরিবার্থমক্ষয়ম্ ॥১৩

তৃতীয় সর্গ।

রূপে-গুণে শচীসমা সুদক্ষিণা সতী
প্রসবিলা শুভক্ষণে শুভগ তনয়,
ত্রিসাধনা শক্তি যথা প্রসবে অক্ষয়
অর্থ রাশি ; পঞ্চগ্রহ সমুজ্জ্বল অতি
রবির বিহনে উর্দ্ধে হইল উদয়
সূচিয়া সম্পদ আর ঐশ্বর্য্য-বিজয়।

৺নবীন দাসের রঘুবংশ।

কবি বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, নীতি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি শাস্ত্রের স্থূল স্থূল কথারই রঘুবংশে উল্লেখ করিয়াছেন। জীব-সাধারণের রীতিনীতি ও কর্ম্মফল ইত্যাদিরও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া পাঠককে সর্ব্ব প্রকারে উন্নতির পথে চালিত করিয়াছেন।

সুতরাং রঘুবংশ সর্ব্বতোভাবেই এক সুবৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জড়জগৎ অনন্ত, ইহার জীবজগৎ সর্ব্বব্যাপী, ইহার অন্তর্জগৎ সীমাহীন। কাজেকাজেই এই বৃহৎ জগৎসৃষ্টি সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক ও চালক। এ জগৎ দেখিতে সুন্দর, ইহাতে বাস বা বিচরণ প্রীতিকর, এবং ইহার তত্ত্ব-আস্বাদন স্বর্গসুখকর। অবশ্য রামায়ণ-মহাভারতাদির সহিত তুলনায় ইহা ক্ষুদ্র জগৎ। তবে সংক্ষিপ্ততায় ও বিবিধ অনাবশ্যকীয় বিষয়হীনতায় যুক্ত বোধ হয় কালিদাসের এই নূতন জগৎ কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ।

কালিদাসের নাটকত্রয়ে বাহ্যজগতের বিশেষ বিকাশ নাই। বিক্রমোর্ব্বশী ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় কিছু আছে মাত্র। ইহার কারণ কি ? দৃশ্যকাব্যে বাহ্য-জগতের বিষয়-বর্ণনা তত প্রীতিকর

হইতে পারে না। কাব্যাদির তুলনায় অন্তর্জগতের তত্ত্বও ইহাতে কম। দৃশ্যকাব্যে অন্তর্জগতের তত্ত্ব অনেকাংশে চরিত্র বিকাশ দ্বারা প্রকটিত হয়। এই জন্য নাটকত্রয়ে অন্তর্জগতের বিষয়াবতারণা বাহ্যবিষয়ে কম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ কম হইলেও উপযুক্তরূপ নাই বলা যাইতে পারে না। সুসঙ্গত ভাবে যতদূর থাকা সম্ভব তাহাই আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উপরোক্ত নাটকাদি হইতে উদ্ধৃত হইল।

"রাজা। বয়স্য! নেদমুপপন্নং। পশ্য, প্রিয়বচন কৃতোঽপি যোষিতাং দয়িতজনানুনয়ো রসাদৃতে প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং মণিরিব কৃত্রিমরাগ যোজিতঃ॥ ১৭॥"

বিক্রমোর্বশী দ্বিতীয় অঙ্ক।

"বয়স্য! আমার এই অনুনয় ফলদায়ক হইল না। দেখ, অনুরাগ ব্যতীত প্রিয়জনকৃত অনুনয় কামিনীগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না। কৃত্রিম লৌহিত্যাদিরাগ যোজনা করিলে যেরূপ মণি পরীক্ষকগণের হৃদয়গ্রাহী হয় না ইহাও সেইরূপ জানিবে॥"

পাত্রবিশেষেন্যস্তং গুণান্তরং ব্রজতি শিল্পমাধাতুঃ
জলমিব সমুদ্রশুক্তৌ মুক্তাফলতাং পয়োদস্য।৩৫

মালবিকাগ্নিমিত্র প্রথম অঙ্ক।

মেঘের সলিল যেমন সাগরস্থিত শুক্তিতে পতিত হইলে মুক্তারূপে পরিণত হইয়া থাকে; তদ্রূপ শিক্ষকের গুণাবলী সংসারে অর্পিত হইলে গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "হন্ত প্রভাত প্রায়া রজনী। তথাহি। যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনামা

বিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোঽর্কঃ। তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু। অপিচ। অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতীয়ং দৃষ্টিং ন নন্দয়তী সংস্মরণীয়শোভা। ইষ্ট প্রবাস জনিতান্যবলাজনেন, দুঃখানি নূনমতি মাত্র দুরুদ্বহানি॥ অপিচ।—কর্কন্ধূনামুপরি তুহিনং রঞ্জয়ত্যগ্রসন্ধ্যা দার্ভং মুঞ্চত্যুটজপটলং বীত নিদ্রো ময়ূরঃ বেদী প্রান্তাৎ খুরবিলিখিতা দুত্থিতশ্চৈষ সদ্যঃ পশ্চাদুচ্চৈর্ভবতি হরিণঃ স্বাঙ্গমায়চ্ছমানঃ॥ অপিচ।—পাদন্যাসং ক্ষিতিধরগুরোর্মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা সুমেরোঃ ক্রান্তং যেন ক্ষয়িততমসা মধ্যমং ধাম বিষ্ণোঃ। সোঽয়ং চন্দ্রঃ পততি গগনাদল্প শেষৈর্ময়ূখৈ-রত্যারূঢ়ির্ভবতি মহতামপ্যপভ্রংশনিষ্ঠা॥ ৩২ হইতে ৩৬ শ্লোক অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ চতুর্থোঽঙ্ক।

"রজনী প্রভাত প্রায়, যেহেতু একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচল-শিখরে গমন করিতেছেন। অন্যদিকে অরুণ সারথিকে অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইতেছেন। এইরূপ একেবারেই চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ তেজোদ্বয়ের বিপদ ও অভ্যুদয় দ্বারা এই ভুবনস্থিত লোকদিগকে যেন সুখ-দুঃখাত্মক অবস্থা-বিষয়ে নিয়মিত করিতেছে। ফলতঃ, লোকসকলের অবস্থা চিরকাল সমভাবে থাকে না,—ইহাতেই বোধ হইতেছে, আর ও চন্দ্র যখন নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, তখন এই কুমুদিনীর শোভা দর্শনীয় না হইয়া স্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ম্লান হইয়া নয়নের আর আনন্দ জন্মাইতে পারিতেছে না। অতএব ইহাতে বোধ হইতেছে যে, জনগণের প্রিয়জনের প্রবাসজনিত দুঃখভার একান্তই অসহ্য তুষার

যেন লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিতেছে এবং ময়ূরগণ নিদ্রার অপগম হইলে পর কুশবিরচিত পর্ণশালার উপরি পটল হইতে ভূমিতলে নামিয়া আসিতেছে ও হরিণগণ স্বকীয় খুরক্ষুণ্ণ বেদীপ্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গঅগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগ প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে। আরও যিনি ধরাধরের গুরু সুমেরু বা পূজার্হ ব্যক্তির মস্তকে কিরণ বিন্যাসপক্ষে পদবিন্যাস করিয়া ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মধ্যমধাম (আকাশমণ্ডল) আক্রমণ করিতেছেন, সেই চন্দ্র এক্ষণে অল্পাবশিষ্ট কিরণ সহিত গগনতল হইতে নিপতিত হইতেছেন; যেহেতু অতিশয় প্রধান হইলেও যে ব্যক্তি উন্নত ব্যক্তির মস্তকে অধিরোহণ করে, তাহার এইরূপেই পতন হইয়া থাকে।"

কালিদাসের নাটকত্রয়ের চরিত্রগত নৈতিকতত্ত্ব গ্রন্থ-পরিচয়ে এক প্রকার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

/ তাঁহার প্রত্যেক নাটক এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ। উহার প্রত্যেক খানিতেই গ্রন্থাগ্ররূপ জীবজগৎ, অন্তর্জগৎ ও জড়জগৎ আছে। কাজেই তাঁহার প্রত্যেক নাট্য-জগতই সুন্দর শিক্ষাপ্রদ।

/ কালিদাসের খণ্ডকাব্যগুলি মেঘদূত, পুষ্পবাণ-বিলাস, ঋতু-সংহার, শৃঙ্গারতিলক, ও শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি এমন কি শ্রুতবোধ ও দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা আখ্যান-গ্রন্থও জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের বর্ণনা-বহুল। কালিদাস যেন জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎকে সর্ব্বতো-ভাবে প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু সে প্রাধান্য দিয়া থাকিলেও

তাঁহার ত্রিজগৎই সাধারণতঃ সংমিশ্রিত অথচ প্রীতিপ্রদ। পাশ্চাত্য-লেখক বা কবিদিগের জগৎসৃষ্টি সেরূপ নহে; উহাতে একটি আছে ও অন্যটি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কএকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার একটি কবিতা গ্রহণ করা গেল।

কবি কালিদাসেরও একটি অতি সাধারণ শ্লোক গ্রহণ করা গেল।

"উপগতোঽপিচ মণ্ডলনাভিতা মনুদিতান্য সিতাতপবারণঃ।
শ্রিয়মবেক্ষ্য স রন্ধ্রচলাত্মদনল সোহনল সোমসমদ্যুতিঃ॥"১৫
রঘুবংশ নবম সর্গ

"একচ্ছত্র দশরথ রাজকুলেশ্বর
অগ্নিতেজা সোমকান্তি তবু নিরন্তর
রহেন স্বকার্য্যে রত, চিন্তি মনে সদা
দোষের পরশে লোকে ত্যজেন ধনদা।"
৺রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্রদাসের রঘুবংশ।

এই শ্লোকটিতে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয় সবই সুসঙ্গত ভাবে রহিয়াছে।

সেক্সপীয়রের একটি কবিতা এইরূপ:—

"Alas my years are young
And fitter is my study and my books
Than wanton dalliance with a paramour
Shakespear's Henry VI part I.

এই কবিতাটিতে কেবলমাত্র অস্পৃশ্য গঙ্গের বিষয়ই বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে ; অন্য বিষয় সামান্যমাত্র ;

"So spoke Israil's true King and to the friend.
Made answer meet, that made void
all his a *All his* wiles.
So fares it when with truth falsehood contends.
Milton's Paradise regained Book III.

মিল্টনের এই কবিতাটিতে ভড়ঙ্গঙ্গের একেবারেই উল্লেখ নাই।

Whilome in Albion's isle there dwelt a youth
Who are in virtue's ways did take delight,
But spent his days in real most uncouth
And vened with mirthe the drowsy *night*
Ah me ! in sooth he was a *slumber's* wight
Sore given to revel and *ungodly* glee.
Few earthly things found favour in his sight.
Save concubine and carnal *companie*
And flauntintg was sailer's of high and low decree.
Byron's childe Harold, Canto I.

বাইরনের এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে অস্পৃশ্য গঙ্গের বিকাশাভাব :

"The oldman took the oars and soon the bark.
Smote on the beach beside atower of stone ;
It was a crumbling heap ; whose portal dark
With blooming ivy trails was overgrown,
Upon whose floor the spangling sands were strewn

And rarest seashells which the eternal
Slave to the mother of blood the months flood
Within the walls of that grey tower which stood
"A changeling of man's art nursed amid
Nature's brow."

Shelly's Hellas Canto IV.

সেলির এই সুদীর্ঘ কবিতাটিতে অন্তর্জগতের কোন কথাই নাই, কালিদাস ইহার ভিতর ও অন্তর্জগতের কথা ফুটাইতেন।

"Leodogran, the king of Cameliard
Had due fair daughter and none other child
And she was fairest of all flesh on earth
Guinever, and in her his one delight"

Tennyson's Coming of Arthers.

কবিবর টেনিসনের এই কবিতাটি অতি সরল ও সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের উল্লেখ নাই। দেখা যাইতেছে কবি কালিদাসের ত্রিজগৎ-সম্মিলন-গুণ অসাধারণ। এই ত্রিজগৎ-সম্মিলনগুণেই তিনি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলী দ্বারা এক সুন্দর বিরাট জগৎ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জগৎ সৃষ্টিতে তিনি জড়জগৎ ও অন্তর্জগতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

বিশ্বস্রষ্টার এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের জীবজগৎ অপেক্ষা জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ অনেক অধিক। এই পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থল। স্থলীয় অংশে বোধ হয়, আবার অর্দ্ধেকের

অধিক ভাগ বাসস্থান হইবে না। সুতরাং এই পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগই আমাদের অপরিজ্ঞাত। অন্তর্জগতের ত কথাই নাই, তাহার ভাব অনন্ত, তত্ত্ব অনন্ত এবং তাহার বিষয়ও অনন্ত; তাহার সমস্তই যেন অনন্ত। যোগসিদ্ধ মুনিঋষিগণ ও প্রতিভাশালী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এবং ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণ যুগযুগান্তর হইতে ইহার গূঢ় সত্তা নিরূপণে ব্যতিব্যস্ত। কত ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়াছে, কত ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে, কত নীতিশাস্ত্র, কত দর্শনশাস্ত্র, কত মনোবিজ্ঞান, প্রভৃতি বাহির হইতেছে, কিন্তু সে অপরিজ্ঞাত অনন্তের যেন অদ্যাপি একটা সীমা নির্দ্ধারিত হইল না;—যেন নিত্যই নূতন তত্ত্ব, নিত্যই নূতন সত্তা। জগৎকর্ত্তা স্বয়ং অনন্ত, অপরিজ্ঞেয়, তাঁহার প্রতিভূও অনেকাংশে তদনুরূপ অপরিজ্ঞেয় হইবে। কাজেই তাঁহার সৃষ্ট জগতের অধিকাংশই আমাদের অপরিজ্ঞেয়। অন্তর্জগতের সত্যচ আত্মার উন্নতির ও মোক্ষলাভের প্রধান সোপান। অন্তর্জগতের সত্যচ সেই অনন্তদেবের প্রধান বিভূতি। সুতরাং তাহার অধিকাংশই অপরিজ্ঞেয়। তৎপর জড়জগতেরও অনেকাংশ আমাদের অপরিজ্ঞাত। জড়জগৎ জীবের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন ও সহায়। অথচ আমরা জড়জগতের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য অবগত নহি। আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য্য সমস্তই জড়জগৎ হইতে সঞ্জাত। অথচ জড়জগতের সকল পদার্থের সমস্ত গুণ আমাদের অজ্ঞাত। জড়জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য আবার আমাদের ভগবৎ-ভক্তি ও প্রীতির উদ্দীপক। অত্যুচ্চ ভূধর দৃষ্টে ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির দিকে আমাদের মনঃপ্রাণ ধাবিত হয়। কুলকুলনাদিনী স্রোত-

স্বিনী দর্শনে গুণগুণ স্বরে হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তি জাগরূক হয় এবং ফল-পুষ্প-শোভিত লতাগুচ্ছ দর্শনে ভগবৎপ্রীতিতে হৃদয় ভরিয়া যায়। কাজেই জড়জগৎ আমাদের আত্মোন্নতির এক অন্যতম সোপান। অবশ্য জীবজগৎ অর্থাৎ জীবজগতের কৃতকর্ম্মও আমাদের প্রধান শিক্ষক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা আমরা সাধারণতঃ সততই লক্ষ্য করিয়া থাকি। জীবজগৎ প্রায় নিয়তই আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান কিন্তু জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয় আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত এবং আমরা তাহাদের মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব জানিতে ও বুঝিতে সাধারণতঃ চেষ্টা করি না। অথচ তাহাই আমাদের চরমোন্নতির প্রধান হেতু।

এই জন্যই মহাকবি জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের প্রতি বিশেষ ও অধিক লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বিকাশ করিয়াছেন। এই প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার সৃষ্টজগৎ অতিশয় শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। তাঁহার এই অপূর্ব্ব বিরাট জগৎ সৃষ্টি যে কেবল শিক্ষাপ্রদ তাহা নহে এই জগৎবাসীদিগের আত্মোন্নতি ও মোক্ষের হেতুস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট জগতে বিচরণ প্রকৃতপক্ষে স্বর্গসুখ। সুকৃতী কবি কালিদাস অন্য একটি কারণেও বোধ হয় জড়জগৎ ও অন্তর্জগতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেবল জীবজগতের ঘটনা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ বা বিবৃত করিলে তাহা লোকশিক্ষার হেতু না হইয়া বরং অপ্রীতিকর ও তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইবে। যে পৌরাণিক বিবরণ যুগ-যুগান্তর হইতে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার বিস্তৃতভাবে বর্ণনা নিশ্চয়ই অবহেলিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু

কালিদাসের জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের সম্মিলনে সে দোষ ঘটিতে পারে নাই। জীবজগতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও তৎসঙ্গে জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের সুন্দর বিকাশ থাকায় অতি প্রীতিকর ও শিক্ষাদায়ক হইয়াছে।

আমাদের বঙ্গীয় কবিগণ ও লেখকগণ জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। আদিকবি ভারত-চন্দ্রের কবিতা এইরূপ।

"কুবেরের অনুচর নাম তার বসুন্ধর
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুইজনে হৃষ্টমনে ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে
নানা রস জানে নানা মায়া॥
চৈত্র শুক্ল-অষ্টমীতে অন্নদার পূজা দিতে,
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে ডাক দিয়া বসুন্ধরে
কুবের দিলেন অনুমতি॥
কুবেরের আজ্ঞা পেয়ে বসুন্ধরা বেগে ধেয়ে
কুঞ্জবনে হৈলা উপনীত।
নানা জাতি তুলে ফুল আছে যত অলিকুল,
তার গন্ধে মদন মোহিত॥"

ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল।

ভারতচন্দ্রের এই কবিতায় অন্তর্জগতের কোন কথাই নাই। তারপর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার নমুনা এইরূপ।

পাঁটা।

"রসভরা রসময় রসের ছাগল,
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল।
স্বর্ণমুখী রত্নগর্ভা জননী তোমার
উদরে তোমায় ধরে ধন্য গুণ তার।
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্
সাধু, সাধু, সাধু তুমি ছাগলী-সন্তান॥"

কবিবর ঈশ্বরগুপ্তের একখানি কবিতা উদ্ধৃত হইল, অথচ ইহাতে একটিও অন্তর্জগতের বা জড়জগতের কথা নাই। অতি সাধারণ বিষয় সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সরস কবিতা লিখিতেও বিশেষ পারদর্শী থাকিলেও ইহাতে যথোচিত কবিত্বের অভাব।

"এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসীসহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে গাইছে ভ্রমরী,
কুহরিছে পিকবর, কুসুম ফুটিছে
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজি তানে,
(মণিময় সীঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি,
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।"

মাইকেলের মেঘনাদবধ।

মাইকেলের এই কবিতায় অন্তর্জগতের কোন কথাই নাই। কিন্তু জড়জগৎ বর্ণনায় তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

"চপলা কানন রচি আনন্দে বিহ্বলা
বেড়ায় চৌদিকে সুখে হইয়া চঞ্চলা
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হেরে পুরুষ দুজন
কানন নিকটে ভাবে সংশয়ে যেমন।"

হেমবাবুর বৃত্রসংহার।

হেম বাবুর এই কবিতার ভিতর না আছে অন্তর্জ্জগতের বর্ণনা না আছে বাহ্যজগতের বর্ণনা। কিন্তু কবিতা সরস ও সুখপাঠ্য সন্দেহ নাই।

"অর্জ্জুনের আবাসের কক্ষ-বাতায়নে
দাঁড়াইয়া ভূত্য শৈল—বিষাদ মূরতি
বাম ক্ষুদ্র ভুজকাষ্ঠে, ক্ষুদ্রকায় মুখ,
কিংবা ক্ষুদ্র মনোহর,—অন্তর।
স্থাপিত অসাবধানে কাষ্ঠের উপর॥"

৺নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক কাব্য নবম সর্গ।

নবীন বাবুর এই কবিতাটিতে অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্যজগতের বিশেষ কোন কথাই নাই।

কালিদাসের জগৎ সৃষ্টির এক বিশেষ গুণ এই যে তাঁহার ত্রিজগৎ যেন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, অথচ পৃথকভাবে নির্ণয়-যোগ্য, এক হইতে অন্যটি স্পষ্ট অথচ পরস্পর সংমিশ্রিত। রাজা দশরথের রাজ্যশাসন বর্ণনায় অগ্নির দাহিকাশক্তি বা তেজ এবং দোষে ধনের অপচয় প্রভৃতি তত্ত্ব একই শ্লোকে সমাবেশ হইয়াছে। এ তিনের মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটীর কোন সম্বন্ধ নাই অথচ

কবির সংযোজন গুণে নিকট সম্বন্ধ। জীবজগতের বিবৃত-বর্ণনায়ই বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের উদ্ভব। অথচ জীবজগৎ আমাদের চিত্তাকর্ষণ করেনা, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতই আমাদের মনঃপ্রাণ মোহিত করে। এইজন্যই তাঁহার জগৎ সৃষ্টিতে অন্তর্জগৎ ও জড়জগৎ প্রধান। সকল গ্রন্থকারই জীবগতের কোন ঘটনার বিবৃত বর্ণনা উপলক্ষেই বাহ্যজগত ও অন্তর্জগতের বিষয়াবতরণা করিয়া থাকেন। কালিদাসও তদনুরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবতারণায় নূতনত্ব ও কৃতীত্ব এই যে, তাঁহার জড়জগৎ ও অন্তর্জগত যেন অত্যাবশ্যকীয় বোধ হয়, তাহা না হইলে যেন তাঁহার জগৎ সৃষ্টি অসম্পূর্ণ থাকিবে। রাজা দশরথের মৃগয়া-বিবরণে অনেক পশুপক্ষীর বর্ণনা হইয়াছে, তাহা না হইলে যেন গ্রন্থ অঙ্গহীন হইত। সকল গ্রন্থকারের সেরূপ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। উহার জড়জগতের বর্ণিত অংশের অনেক ভাগ অনায়াসেই পরিত্যক্ত হইতে পারে, অথচ গ্রন্থের সৌষ্ঠব কোন অংশে নষ্ট হইবে না। কালিদাসের সমস্ত গ্রন্থের জীবজগতের বিবরণের সুসঙ্গতি রক্ষা ও সামঞ্জস্য পরিপোষণের জন্যই যেন তাঁহার বর্ণিত জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ অত্যাবশ্যকীয়। বিশ্বস্রষ্টার জগৎ-সৃষ্টিও তদনুরূপ। কালিদাসের জগৎ-সৃষ্টির প্রধান অঙ্গ সত্য, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকারের সেরূপ নহে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের জড়জগৎ ও অন্তর্জগতই আদি সৃষ্টি, জীবজগৎ পরের সৃষ্টি। কালিদাসের সৃষ্ট-জগতে তাহাই বোধ

হইবে। যেন তাঁহার বর্ণিত জীবজগৎ পরে আবির্ভাব হইয়াছে। ইতিহাস মানবের এক শিক্ষক। ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান ঘটনার স্মৃতি ও চিহ্ন বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকারে এজগতে বর্ত্তমান। কালিদাসের জগৎ সৃষ্টিতেও বিবিধ ঐতিহাসিক-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু তথাপি কালিদাসের জগৎসৃষ্টি পূর্ণ নহে। কেননা তিনি স্বয়ংই অসম্পূর্ণ ছিলেন। এই বিশ্ব পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত, কাজেই উহা সম্পূর্ণ।

"ওঁ পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" উপনিষদ।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর যাহা কিছু সব ব্রহ্মে পূর্ণ; ইন্দ্রিয়ের গোচর যাহা কিছু তাহাও ব্রহ্মপূর্ণ। এই বিশ্ব পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইতেই ব্যক্ত হইয়াছে। বিশ্বপূর্ণ করিয়াও ব্রহ্মের যে পূর্ণতা তাহার কোন হানি হয় নাই।

কালিদাসের সৃষ্টজগৎ অসম্পূর্ণ হইলেও পূর্ণ বিশ্বের সঙ্গে অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য থাকায় এক বিরাট জগৎ সৃষ্টি বলিয়া ধারণা হয়।

কালিদাস কি প্রকারে এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন? কেবল কি জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রতিভা থাকিলেই এরূপ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে? এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত নিজকে সংশ্লিষ্ট করিতে না পারিলে কেহই আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।) গোল্ডস্মিথ্ বলিয়াছেন:—

"My fortune leads to traverse realms unknown
And finds no spot of all the world my own"
Goldsmith.

এই জন্যই তিনি কালিদাসের ন্যায় অথবা সেক্ষপীয়র বা গেটের ন্যায় সুন্দর ও বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কালিদাস এ বিশ্বজগতের যে স্থানেই গিয়াছেন সম্ভবতঃ সে স্থানকেই আপনার বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইয়াছেন। মহাকবি সেক্ষপীয়র গেটেও নিশ্চয়ই তদনুরূপ ছিলেন নতুবা তাঁহারা সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন না। সেক্ষপীয়র একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"O That I were a mockery King of snow
Standing before the sun of Boling broke
To melt myself in water drops'"
Shakespear's Richard II.

শীতপ্রধান বরফপূর্ণ ইংলণ্ড দেশের কোনও স্থলে হয়ত তিনি এইরূপ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। তাই তিনি এরূপ উপমা সৃজন করিয়াছেন। আর কালিদাস হয়ত লতা-গুল্মে-জড়িত কোন কৃশাঙ্গী সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া থাকিবেন এবং তদনুসারে উর্ব্বশীর লতাময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। সকলের এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয় না কেন? যাহারা আত্ম-চিন্তায় স্বীয় স্বার্থ-চিন্তায় সতত নিমগ্ন থাকে, তাহাদের কখনও এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে দৃষ্টি থাকিতে ও হইতে পারে না। আর যাহারা বিশ্বজগতকে আপনার বলিয়া গণ্য করিতে পারে, স্বীয় আত্মা বিশ্ব-পদার্থে মিলিত করিয়া

মিতে পারে এবং বিশ্বপ্রীতিতে ডুবিতে পারে তাহারাই সর্ব্ববিষয় লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়। আমি তুমি সকলেই এবং এই বিশ্বের সমস্তই সেই এক পরমব্রহ্মের সৃষ্ট এবং তাঁহার অসাধারণ সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও সৃষ্টি-ক্ষমতা স্মরণ করিয়া যে তাঁহার প্রতি মনঃপ্রাণের সহিত সতত ভক্তিশীল থাকে, সে স্বভাবতঃই এই বিশ্বের যাহা দেখিবে তাহাই ভাল করিয়া দেখিবে, দেখিয়া শিখিয়া লইবে এবং অন্যকে শিক্ষা দিবে। ইহাই বিশ্বজনীন প্রীতিশীল ও ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই যেন তাহাদের এই বৃত্তিটি স্বাভাবিক করিয়া সৃজন করিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাস বোধ হয় অনেক সময় অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভগবৎ-প্রীতি ও ভক্তিতে ডুবিয়া থাকিতেন; স্বার্থ-চিন্তায় কাল কাটাইতেন না। নতুবা এইরূপ অন্তর্জগৎ ও বাহ্য-জগৎ কথনই সৃজন করিতে পারিতেন না। সেক্ষপীয়র একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"Find out the cause of this effect
Or rather say the cause of this defect
For the effect defective comes by cause."

Shakespear's Hamlet.

মহামতি সেক্ষপীয়র প্রকৃত ভাবুক ছিলেন তাই তিনি এরূপ লিখিয়াছিলেন। ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ লক্ষ্য ও নির্ণয় করা স্থির ধীর ভাবুক ব্যক্তির লক্ষণ। মহাকবি কালিদাসের এই লক্ষণটি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যখন বাহ্যজগৎ ও অন্ত-

জগৎ দেখিতেন তখনই সকল ঘটনার কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক শ্লোকই ইহার সুন্দর প্রমাণ।

"মৎস্যধ্বজা বায়ুবশাদ্বিদীর্ণৈর্মুখৈঃ প্রবৃদ্ধধ্বজিনীরজাংসি।
বভুঃ পিবন্তঃ পরমার্থমৎস্যাঃ পর্য্যাবিলানীব নবোদকানি॥" ৪০॥

রঘুবংশ সপ্তম সর্গ।

"মৎস্যাকার ধ্বজারাজি বিদীর্ণ পবনে
যেন ছিদ্র-মুখে ধূলা করিতেছে পান
যথা মৎস্য করে পান হয়ে ভাসমান
পঙ্কিল সলিল নব বর্ষার প্লাবনে॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

বর্ষাকালে মৎস্যের জলপান অনেকেই দেখিয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ কার্য্য-কারণ লক্ষ্য ও সম্বন্ধনির্ণয়পূর্ব্বক উহা মনে রাখিয়া কয়জনে এইরূপ উপমা সৃজন করিতে পারে? মহাকবি কালিদাসের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব্বদর্শী, প্রীতিভক্তিশীল ব্যক্তি যে এক মহৎজগৎ সৃষ্টি করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

"The outward shaws of sky and earth of hill aud valley he has viewed, and impulses of deeper birth. Have come to him in solitude in common things that round uslic same random taeeths he can impart the harvest of a quiet ege that brood and sleeps on his own heart."

৫। কালিদাসের চরিত্র-বিকাশ।



কালিদাসের চরিত্র-বিকাশ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) তাঁহার নিজ চরিত্র-বিকাশ, (২) তাঁহার গ্রন্থের চরিত্র-বিকাশ বা তাঁহার সৃষ্টজগতের চরিত্র-বিকাশ।

অনেকের ধারণা যে, গ্রন্থকারের প্রণীত গ্রন্থ হইতেই তাঁহার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস যে নিতান্ত অমূলক তাহা নহে। তবে কেবল গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের চরিত্র বাহির করা সুকঠিন। সত্য বটে, সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার সৃষ্টজগতেও বিরাজমান আছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"

উপনিষদ।

"তিনি চলও বটেন, নিশ্চলও বটেন, তিনি অতি দূরে, অথচ অতি নিকটে। তিনি বিশ্বের অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন।"

কিন্তু তাঁহাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে অক্ষম। তদনুরূপ গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার গ্রন্থ দ্বারা সৃষ্টজগতে বিরাজমান থাকিলেও তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় তাঁহার গ্রন্থ হইতে পাইতে পারি না। তবে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা থাকিলে তাঁহার

জীবনী তৎপ্রণীত গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইলে তাঁহার চরিত্রের কিছু আভাস পাওয়ার অনেক সাহায্য হয়। কালিদাস অনেক দিন হইল স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার সৃষ্টজগৎ হইতে অনেক অন্তরে অবস্থিত সুতরাং আমাদিগের নিকট হইতেও বহুদূরে বাস করিতেছেন। আমাদিগের নিকট প্রথম তাঁহার জীবনীর কতক অংশ ও তৎপ্রণীত গ্রন্থরূপ জগৎসৃষ্টি রহিয়াছে। এই উভয় মিলিত করিয়া তাঁহার চরিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কিনা দেখা কর্ত্তব্য।

(১) কালিদাসের নিজ চরিত্র-বিকাশ—

অনেকের মতে কুমার-সম্ভব কালিদাসের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। ইহা অসম্ভব নহে। কেন না কালিদাসের চরিত্রের আভাস এই গ্রন্থে অধিক পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মহাদেব-চরিত্রের সহিত কালিদাস-চরিত্রের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না কি? কালিদাসের জীবনী ও তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে. কালিদাস প্রথমাবস্থায় বনে বনে ঘুরিতেন এবং কাঠ কাটিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দৈবযোগে তাঁহার বিবাহ সংঘটিত হয়। মহাদেবও হিমালয়ের গহন কান্তারে থাকিয়া সাধনা করিতেন এবং দৈবক্রমে পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার বিবাহ সংঘটন হয়। মহাদেবও বিপুল ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া ধন-রত্নাদিতে নিস্পৃহ ছিলেন। কালিদাস-চরিত্রও তদনুরূপ। কালিদাস নিবিড় অরণ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন,

মহাদেবও ঘোর অরণ্যে যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তবে উভয়ের দাম্পত্য-মিলন ও বিচ্ছেদ এবং তৎপর চিরমিলন কিছু অন্যরূপ।

কুমারসম্ভব গ্রন্থের প্রারম্ভে এবং তাঁহার প্রায় অন্যান্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই মহাদেবের স্তোত্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, দেবাদিদেব মহাদেবই তাঁহার একান্ত আদর্শ চরিত্র ছিলেন এবং তিনি স্বীয় জীবন মহাদেব-চরিত্রের ন্যায় গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাদেব নেশাসক্ত ছিলেন তিনিও নেশার অধীন ছিলেন। এই জন্যই পার্ব্বতীকে স্বীয় চরিত্রানুরূপ মদ খাওয়াইয়া দেন।

"মান্যভক্তিরথবা সখীজনঃ সেব্যতামিদম্ নঙ্গদীপনম্।
ইত্যুদারমভিধায় শঙ্করস্তামপায়য়ত পানমম্বিকাম্॥ ৭৭
পার্ব্বতী তদুপযোগ্য সম্ভবা বিক্রিয়ামপি সতী মনোহরাম্।
অপ্রতর্ক বিধিযোগ নির্ম্মিতা নম্রতেব সহকারিতাং যযৌ॥" ৭৮

কুমার-সম্ভব ৮ম সর্গ।

অথবা তোমার প্রতি সম্মান-ভক্তিকারিণী সখিজন উদ্দীপন-কারক ইহা সেবন করুক। মহাদেব এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া অম্বিকাকে মদিরা পান করাইলেন। ৭৭

পার্ব্বতী মদ্যপানজনিত মনোহর বিকারপ্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তিনি অতর্কনীয় বিধিযোগ দ্বারা কৃতনম্রতার ন্যায় সহকারিণী হইলেন।

কালিদাস মানব ছিলেন, মহাদেবের ন্যায় যোগৈশ্বর্য্যশালী

হইবেন কি প্রকারে? শাস্ত্রোক্ত যোগীপ্রবর মহাদেব কখনও পার্ব্বতীকে নেশাপান করাইয়াছেন এরূপ শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। কিন্তু কালিদাসের স্বভাবজাত চরিত্রদোষ তাঁহার গ্রন্থে একটু আসিয়া পড়া অসম্ভব নহে। কালিদাস অন্যত্রও মদিরা-পানের উল্লেখ করিয়াছেন।

"নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন বচনানিস্খলয়ন পদেপদে।
অসতীত্বয়ি বারুনিমদ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥" ৬২

কুমার-সম্ভব ৪র্থ সর্গ।

"হে নাথ, মদিরা-পানে প্রমদা-নয়ন
অরুণ-রঞ্জিত হয় ঘূর্ণিত সঘন;
বাক্যরাশি পদে পদে স্খলিত হইয়া,
তোমারি অভাব-জ্বালা দেয় বাড়াইয়া।"

রসিক নাগর কালিদাস এইরূপ বর্ণিত দৃশ্য কোথায় পাইলেন? কেবল কি কল্পনা হইতে এইরূপ বর্ণনা সম্ভব? সম্ভবতঃ তিনি কোন বারাঙ্গনালয়ে এইরূপ মদবিহ্বল দৃশ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিনীকে ত মদ্য ব্যবহার করাইতেন না?

তার পর কবি হর-পার্ব্বতীর বিহার-বর্ণনায় স্বীয় লম্পট ও কামুক-চরিত্রের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা ইচ্ছাকৃত কি স্বভাবজাত তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় কতকটা ইচ্ছাকৃত ও কতকটা স্বভাবজাত।

কালিদাসের জন্ম-বিবরণীতে জানা যায়, তাঁহার একমাত্র নন্দন

ছিল এবং তিনি তাহাকে স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হয়, তিনি পুত্রের প্রতি বিশেষ স্নেহশীল ছিলেন।

কুমারসম্ভবে বালক কার্ত্তিকের প্রতি হরের স্নেহ-বর্ণনা তাঁহার স্বীয় পুত্রস্নেহ-অনুরূপ। কার্ত্তিকেয়ের বাল্য-ক্রীড়া-বর্ণনাও তাঁহার স্বীয় নন্দনের বাল্য-ক্রীড়ানুরূপ হওয়া সম্ভব।

কবি কালিদাস পিণাকপাণি যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব-ভক্ত ছিলেন কি জন্য? বোধ হয় নিবিড়-অরণ্যে মহাদেবসদৃশ কোন যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষের শিক্ষা ও সাহায্যের ফলে তিনি জ্ঞান ও বিদ্যা-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বোধ হয় মহাদেব-ভক্ত ছিলেন এবং স্বভাবতঃ মহাদেব-চরিত্রে স্বীয় চরিত্র প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কুমারসম্ভব হইতে এই প্রতীয়মান হয় যে, কালিদাস কোন কোন বিষয়ে মহাদেবসদৃশ হইলেও তিনি মদ্য ও বেশ্যাসক্ত ছিলেন এবং নিতান্ত কামুক প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার জীবনীর বিবরণের সহিত যখন কুমারসম্ভবে তাঁহার চরিত্রের পরিচয় মিলিয়া যাইতেছে, তখন এই বিষয়ে আর বিশেষ সন্দেহের কারণ নাই।

সংসার-অনাসক্ত যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেব কালিদাসের আদর্শ ছিলেন। এই জন্যই তিনিও মহাদেবের ন্যায় গৃহে রূপসী বিদুষী সহধর্ম্মিণী থাকিতেও সংসার-অনাসক্ত, নিষ্কাম, নিস্পৃহ ও উদার-চেতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ চরিত্র মহাদেবের ন্যায় তিনি

চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দৈবযোগে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়া থাকিলেও ইহাও তাঁহার যশঃরূপ সম্পদের এক কারণ বলা যাইতে পারে। তাঁহার চরিত্র কলুষিত না হইলে কি তিনি আদিরসের বিভিন্ন ছবি, প্রেমের সুমধুর বিবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পারিতেন? কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্পর্শন ইত্যাদি এ বিষয়ে যেরূপ সহায়তা করে কেবল কল্পনা তদ্রূপ কার্য্যকারিণী হয় না। অবশ্য কালিদাসের বিবিধ সদ্‌গুণ ছিল বলিয়াই তিনি পাপে নিমজ্জিত হইয়াও সেই পাপের চিত্র হইতেও সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণরাশি স্বভাবতই তাঁহাকে এতদ্রূপ প্রণোদিত করিয়াছিল। সদ্‌গুণী মহাত্মা মহাদেবের অনুসরণ ফলেই তাঁহার চরিত্র-দোষ হইতেও সুফল ফলিয়াছিল। সদ্‌গুণী মহাত্মাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিলে এই রূপেই সুফল ফলিয়া থাকে। তাই কবি ভারবি বলিয়াছেন :—

"স্পৃহণীয় গুণৈ মহাত্মভিঃ
চরিতে বর্ত্মনি যচ্ছতাং মনঃ।
বিধি হেতুরহেতু রাগমাং
বিনিপাতোহপি সমঃ সমুন্নতেঃ॥" ৩৪

কিরাতার্জ্জুনীয় ২য় সর্গ ৩০ শ্লোক।

"যেই পথে চলেন সাধু মহাগুণিগণ
দিলে মন সেই পথে করিতে গমন

যদিও দৈবেতে কভু বিপদ ঘটায়
বিনা দোষে তাও হয় সম্পদের প্রায়॥" ৩৪

৺নবীন চন্দ্র দাসের কিরাতার্জ্জুনীয় ২য় সর্গ।

নলোদয় কাব্যের নল-চরিত্রে কালিদাস চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। নল-চরিত্র অতি মহৎ, কালিদাস-চরিত্রও তদনুরূপ। নলের বিবাহ, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন, কালিদাসেরও বিবাহ, বিচ্ছেদ ও পুনর্ম্মিলন, তবে প্রকারে কিছু বিভিন্ন। কালিদাস বোধ হয় নলের ন্যায় অক্ষক্রীড়াসক্তও ছিলেন; তিনি হয়ত বহু অর্থ অক্ষক্রীড়ায় নষ্ট করিয়া থাকিবেন। অক্ষক্রীড়ার দোষও স্বীয় চরিত্রগত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন জন্যও নলোপাখ্যান বর্ণন করা তাঁহার অসম্ভব নহে।

রঘুবংশে মহারাজ দিলীপ চরিত্রে কালিদাস-চরিত্র প্রতিভাত। মহারাজ দিলীপ কিরূপ ছিলেন?

"জ্ঞানে মৌনী দানে তিনি শ্লাঘাবিরহিত
প্রতীকারক্ষম হয়ে ছিলা ক্ষমাপর।"

আবার

বিষয়-তৃষ্ণায় মুগ্ধ নহে তাঁর মন
সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ অতুল ভুবনে।"

৺রায় কবি গুণাকর নবীন চন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

কালিদাসের জীবনী ও কিংবদন্তীতেও তাঁহার চরিত্রের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিদাসের জীবনীতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কালিদাসের

একটি মাত্র নন্দন ছিল। যাহার একটি মাত্র সন্তান থাকে, সে সন্তান যে বহু আয়াস ও আরাধনায় লাভ হইয়াছিল ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বোধ হয় কালিদাস সস্ত্রীক মহারাজ দিলীপের ন্যায় নিবিড় অরণ্যস্থিত তাঁহার যোগসিদ্ধ গুরুদেবের উপদেশ মত সাধনা দ্বারা পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ দিলীপের পুত্রের জন্ম-বিবরণ এবং রঘুর নন্দনের জন্ম-বিবরণ কবি যেরূপ প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে অনুমান হয়, তিনি তাঁহার স্বীয় নন্দনের জন্মসময়ের দৃশ্য কল্পনা ও কবিত্ব মিশ্রিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা যেরূপ অলৌকিক কারণে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কোন দৈবীসহায়ে পুত্র-মুখ দর্শন করিয়াছিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে কালিদাসের চরিত্র বিশেষরূপে প্রতিভাত। মহাকবির রঘুবংশে প্রথম সর্গের কএকটি শ্লোক এইরূপ :—

বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥১
ক সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মিসাগরম্ ॥২
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥৩
অথবা কৃতবাগদ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥৪

রঘুবংশ ১ম সর্গ

নমি আমি জগতের জগত-জননী
ভবেশ শঙ্কর আর পর্ব্বত-নন্দিনী
নিরন্তর যুক্ত যাঁরা বাক্য অর্থ প্রায়
বাক্য অর্থ জ্ঞান লভি যাঁদের কৃপায়।১
কোথা সেই সূর্য্য বংশ অতুল গৌরব
কোথা আমি অল্পমতি সামান্য মানব
অপার ছলনে মম ব্যাকুল অন্তর
ভেলকে লঙ্ঘিতে চাহি দুস্তর সাগর।২
মূঢ় আমি কবি-কীর্ত্তি লভিতে পাগল,
এ কেন প্রয়াসে মম হাসিবে ভুবন,
উচ্চ বৃক্ষে প্রাংশু জনে লভে যেই ফল
সে ফলে বাড়ায় কর হইয়া বামন।৩
অথবা বাল্মীকি আদি পূর্ব্ব কবিগণ
সে বংশ-বর্ণন-দ্বার খুলিলা যখন
চলিব সে পথে সূত্র পশে যেই মতে
মণি মধ্যে হীরকের সূচা-বিদ্ধ পথে।৪

৺নবীনচন্দ্রদাসের রঘুবংশ

উপরোক্ত প্রথম শ্লোকটিতে মহাকবি কালিদাস কিরূপ অসাধারণ ভক্তিশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন তাহা প্রকাশ পায়। যেন তাঁহার গভীর ভক্তি ও ধর্ম্মের প্রস্রবণস্বরূপ সুনির্ম্মল হৃদয় হইতে এই কবিতাই বিনিসৃত হইয়াছে। অপর কএকটি শ্লোকে তাঁহার উদার জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ের অতিবিনীত ভাব প্রকাশ পাই-

হেছে। তিনি রঘুবংশের পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট অনেক কাব্য ও নাটকাদি প্রণয়ন করিয়া থাকিলেও মহাকবি বাল্মীকি আদির তুলনায় তাঁহার স্বীয় হীনতা ও অসম্পূর্ণতা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এত দৃঢ় পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে এবং অবিরাম চর্চ্চায় ও একাগ্রসাধনায় তিনি বাল্মীকি আদি মহাকবির সমতুল্য হইতে পারেন নাই। ইহা অতি উদার ও মহৎ চরিত্র এবং বিশেষ জ্ঞানবান হৃদয়ের লক্ষণ সন্দেহ নাই। প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই অতিশয় ধর্ম্ম ও ভক্তিশীল। ধর্ম্ম ও ভক্তি ব্যতীত মানব উন্নত হইতে পারে না। ভগবানের সুসঙ্গত বিধান এই যে, কায়মনোবাক্যে যে তাঁহার সেবানিরত, তাঁহার আশ্রয়-ভিক্ষার্থী ও সাহায্যপ্রার্থী তিনি তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিয়া থাকেন, আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন, এবং উন্নত করিয়া থাকেন। সাধারণ মানব-প্রকৃতিতে যখন আমরা সেইরূপ দেখিতে পাই, তখন ভগবৎ-প্রকৃতিও যে সেইরূপ ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমরা আশ্রয়ভিক্ষার্থী ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে আশ্রয় দিয়া থাকি না কি? সাহায্য-প্রার্থীকে ক্ষমতানুযায়ী সাহায্য করি না কি? আমাদের সেবানিরত ব্যক্তির উন্নতি-বিধান করি না কি? তবে ভগবান কেন না করিবেন? কালিদাস বিশেষ ভক্তিশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এই জন্ম ভগবান তাঁহার এত উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। বাল্মীকি ব্যাস আদি মহাকবিগণ অতিশয় ধর্ম্ম ও ভক্তিপ্রবণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা এত উন্নত হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের গ্রন্থের প্রায় পত্রে-পত্রেই ধর্ম্ম ও ভক্তির কথা। কোন ব্যক্তি বা কোন গ্রন্থকারই ধার্ম্মিক ও ভক্তিশীল না হইলে ধর্ম্ম ও ভক্তি প্রচার করিতে সক্ষম হইবে না। মিলটন, সেক্ষপীয়ার, কাউপার, গোল্ডস্মিথ, এডিসন, পোপ, বাইরণ, কীট্‌স্ সেলী, টেনীসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি বিলাতের সকল কবিগণই বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যেকের গ্রন্থেই ধর্ম্মের অনেক কথা প্রচারিত হইয়াছে। সাধারণ কথায় বলে "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" চোর যে কেবল ধর্ম্মের কাহিনী সহজে শুনে না তাহা নহে, ধর্ম্মের কাহিনী সহজে বলিতেও সক্ষম হয় না। কালিদাস ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন তাই ধর্ম্মের কথা কহিয়াছেন।

কালিদাসের অধিকাংশ গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেবতাবিশেষের ভক্তিপূর্ণ স্তব রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে কি প্রতীয়মান হয়? ইহা কি মহাকবির ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রবণতা ও ভক্তিশীলতার পরিচয় নহে? কেবল কি গ্রন্থারম্ভের নিয়মানুযায়ী এইরূপ দেবতার স্তব দেওয়া হইয়াছে? তাহা নহে। প্রত্যেক গ্রন্থারম্ভের দেবস্তুতিপূর্ণ শ্লোক পাঠেই প্রতীয়মান হয়, যেন কবির ভক্তিশীল হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সেই সব কবিতা নির্গত হইয়াছে। প্রায় গ্রন্থের মধ্যেও স্থানে স্থানে বিশেষ ভক্তিপূর্ণ দেবস্তুতি রহিয়াছে। কোথাও বা ব্রহ্মার স্তব, কোথাও বা দুর্গার স্তুতি, কোথাও বা নারায়ণ স্তোত্র রহিয়াছে। রঘুবংশের লক্ষ্মীনারায়ণের মনোহর চিত্র ও নারায়ণের স্তোত্রটি এতই ভক্তি-উদ্দীপক ও প্রাণস্পর্শী যে, তদ্দৃষ্টে সকলেই মুক্তকণ্ঠে

বলিবে যে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা একজন অতিশয় ধার্ম্মিক ও ভক্তিশীল ব্যক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সুদীর্ঘ চিত্রের কয়েকটি শ্লোকমাত্র উদ্ধৃত করা গেল।

"ভোগী ভোগাসনাসীনং দদৃশুস্তং দিবৌকসঃ।
তৎফণামণ্ডলোদর্চ্চির্ম্মণিদ্যোতিতবিগ্রহম্ ॥৭
শ্রিয়ঃপদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।
অঙ্কে নিক্ষিপ্তচরণমাস্তীর্ণকরপল্লবে ॥৮
প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্ ॥ ৯

* * * *

প্রণিপত্যসুরাস্তস্মৈ শময়িত্রে সুরদ্বিষাম্।
অথৈনং তুষ্টুবুস্তুত্যমবাঙ্‌ মনস-গোচরম ॥১৫
নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনুবিভ্রতে।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধাস্থিতাত্মনে ॥১৬
রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশে দেশে গুণেষ্বেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ ॥১৭
অমেয়োমিতলোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ।
অজিতোজিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তো ব্যক্তকারণম্ ॥১৮
হৃদয়স্থমনাসন্ন মকামম্ ত্বাং তপস্বিনম্।
দয়ালু মনঘস্পৃষ্টম পুরাণমজরং বিদুঃ ॥১৯
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনি স্ত্বমাত্মভূঃ।
সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্ব্বরূপভাক্ ॥২০

সপ্তসামোপগীতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্ ।
সপ্তার্চির্মুখেমাচখ্যুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম্ ॥২১
চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ ।
চতুর্ব্বর্ণময়োলোকস্ত্বত্তঃ সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ ॥২২
অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্ ।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে ॥২৩

* * *

রঘুবংশ দশম সর্গ ।

"দেখিলা দেবতাকুল জগত ঈশ্বর ।
সমাসীন ফণীন্দ্রের শরীর-আসনে ॥
সহস্র ফণায় দীপ্ত মণির কিরণে
সমুজ্জ্বল মাধবের বপু মনোহর ।৭
সমীপে কমলাদেবী কমল আসনে
আবরি মেখলা সূক্ষ্ম দুকুল বসনে,
চারু অঙ্কে রাখি করপল্লব-আসন
রেখেছেন তদুপরি প্রভুর চরণ ।৮
পীতবাসধর হরি রাজীবলোচন
নিরন্তর যোগীজন মানস-রঞ্জন ।
বালাতপবাসে ফুল্ল কমল নয়নে,
শারদ-প্রত্যুষ সদা তোষে সর্ব্বজনে ।৯

* * *

প্রণমি অমরগণ ও পদ-কমলে
আরম্ভিলা স্তুতি-গান সম্ভাষি মধুরে,
বাক্য-মন-অগোচর ভকত-বৎসলে
বসুধা পালিলা যিনি বিনাশি অসুরে।
যেমতি মেঘের এক সুনির্ম্মল বারি
ভিন্ন দেশে পড়ি হয় ভিন্ন রসাধার।
তেমতি অদ্বৈত একরূপ নির্ব্বিকার,
হইয়াছে গুণভেদে ভিন্নরূপধারী।১৬
বিশ্ব-পরিমাণ কর অমেয় আপনি
অজেয়স্বরূপ সর্ব্বজয়ী চিন্তামণি;
আপনি নিষ্কামে পূর কামনা সবার
স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের হেতু সূক্ষ্ম নিরাকার॥১৮
অন্তর্যামী তুমি প্রভু বিরাজ অন্তরে
অথবা সুদূরবর্ত্তী মানস-অতীত;
দয়ালু অতপী যোগী কামনারহিত;
পুরাণপুরুষ জরা নাহি কলেবরে।১৯
সর্ব্ব জ্ঞানময় তুমি অজ্ঞাত সবার
বিশ্বের ঈশ্বর প্রভু অসীম আপনি;
এক হয়ে সর্ব্বরূপ স্বরূপ তোমার
তুমি হে জগদ্‌যোনি স্বয়ম্ভু আপনি।২০
সপ্ত সামবেদে করে তব গুণ গান
সপ্ত সাগরের জলে রয়েছ শয়ান,

সপ্ত শিখাময় অগ্নি তোমার বদন
সপ্ত লোকাশ্রয় একা তুমি নারায়ণ।২৩
চতুর্ব্বর্গ ফলে যাহে হেন জ্ঞান-ধন
চতুর্যুগ পরিমাণ অসীম সময়,
চতুর্ব্বর্ণময় আর মানবনিচয়
চতুর্ম্মুখরূপে সবে করিলে সৃজন।২২
কঠোর অভ্যাসে করি চিত্তের দমন
মুকতি-লাভের আসে যোগী ঋষিগণ
হৃদ-পদ্মে জ্যোতির্ম্ময়ী মূরতি তোমার
স্থাপিয়া ভাবিছে সদা ভব-মূলাধার।২৩

৺নবীনচন্দ্রদাসের রঘুবংশ।

এইরূপ দিব্য প্রাণারাম-চিত্র যিনি অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন, এবং করিয়াছেন, তিনি কি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নহেন? তিনি ধার্ম্মিক না হইলে এইরূপ চিত্র কখনও অঙ্কিত করিতেন না এবং করিতেও পারিতেন না। এই বিষয়টী ভগবান নারায়ণের রামাদি অবতার সম্বন্ধে অবতারণা করা হইয়াছে। বিষয়টি ত অতিসংক্ষেপেও বর্ণিত হইতে পারিত। কবি ইচ্ছা করিলে ত ইহা একেবারে উল্লেখ না করিলেও পারিতেন। কেননা রঘুবংশে ত রামায়ণের অনেক বিষয় ও অনেক কথাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ অনেকে অবতারবাদও একেবারেই স্বীকার করেন না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় মহাকবি অবতারবাদও স্বীকার করিতেন। অতএব কবি কালিদাস যে একজন বিশেষ

ধার্ম্মিক ছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে ধার্ম্মিক সে জ্ঞানী ও বিনয়ী হইবে এবং অপরাপর সদ্‌গুণে ভূষিত হইবে। কেন না সমস্ত সদ্‌গুণই ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং রঘুবংশের প্রথম কয়েকটি শ্লোক কালিদাসের বিশেষ চরিত্রব্যঞ্জক।

প্রশ্ন হইতে পারে, লম্পট কামাসক্ত চরিত্রের আবার ধর্ম্ম কি? পরিণীতা সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অপর রমণীতে আসক্ত পুরুষ আবার ধর্ম্মপ্রাণ কি প্রকারে হইতে পারে? কালিদাস অপর রমণীতে আসক্ত থাকিয়া কি প্রকারে ধর্ম্মশীল ছিলেন। এই প্রশ্নের সমূহ সহজ উত্তর এই যে, যে প্রকারে হউক প্রকৃতি-পুরুষের আত্মার মিলনে ধর্ম্মোৎপাদন হইতে পারে। পরিণীতা সহধর্ম্মিণী সাহায্য ব্যতিরেকেও ধার্ম্মিক হওয়া অসম্ভব নহে। পরিণয় কি সামাজিক একটি বহুকাল প্রচলিত রীতি নহে? ইহা সভ্যগণের সমাজে প্রবর্ত্তিত রীতি। অতি পুরাকালেও কোন কোন মানব-সমাজে বিবাহ-প্রথা একেবারেই ছিল না। তাহারা কি ধার্ম্মিক ছিল না?

তাহাদেরও কোন প্রকার ধর্ম্ম ছিল। কেহ বৃক্ষের পূজা করিত, কেহ সর্পের আরাধনা করিত; এবং কেহ পরলোকগত আত্মার উপাসনা করিত। উপরোক্ত প্রশ্নের এই এক প্রকারের উত্তর হইলেও বিপরীতভাবেও ঐ প্রশ্নের এক প্রকার মীমাংসা হইতে পারে। সমাজ রীতিনীতি লঙ্ঘনে মানবের স্বাভাবিক হৃদয়-যন্ত্রনা ও মানসিক কষ্ট হইয়া থাকে। ইহা যে একটি গুরুতর পাপ

তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ হানি হইতে পারে কিন্তু সত্যপরায়ণ ও ধার্ম্মিক হইতে বাধা কি? অন্য রমণীরত পুরুষের ধর্ম্মের কতক অপচয় হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহার ধার্ম্মিক হওয়ার অসম্ভাবনা কি? ধর্ম্মভাব অধিক ও প্রবল হইলে কামভাব ধর্ম্মভাবের অধিক হানিও করিতে পারে না। সত্ত্ব-গুণী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক সন্দেহ নাই কিন্তু রজোগুণী বা তমোগুণী ব্যক্তি কি ধার্ম্মিক হইতে পারে না? তবে বেশী আর কম, অধিক আর অনধিক, শ্রেষ্ঠ আর নিকৃষ্ট এই পার্থক্য। অতএব যে ভাবের দেখা যায় অপর রমণীতে আসক্ত পুরুষের ধার্ম্মিক হওয়া অসম্ভব নহে। কালিদাসের বোধ হয় ধর্ম্মভাব অতি প্রবল ছিল, কাজেই কামভাব ধর্ম্মভাবের অধিক অপকার করিতে পারে নাই।

মেঘদূতের নির্ব্বাসিত যক্ষ বোধ হয় কালিদাস স্বয়ং। কালিদাস সম্বন্ধে কিম্বদন্তীর ভিতর একটি কিম্বদন্তী এই যে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে একবার কোন কারণে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এই কাব্যখানি সেই সময় বা সেই ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ লেখা অসম্ভব নহে। নাটকত্রয়ের প্রত্যেকখানিতে কালিদাস রাজ-চরিত্রের প্রতি-ভাত। তাঁহার প্রত্যেক নাটকের রাজার চরিত্রই অতিমহৎ, অতি উদার। কিন্তু প্রত্যেকেই আবার স্ব স্ব গৃহে অতিরূপবতী গুণবতী বিদ্যা ও বুদ্ধিমতী রাজমহিষী বর্ত্তমানেও অপর সুন্দরী যুবতী রমণী দেখিলেই তৎপ্রতি আসক্ত। কালিদাসের জীবনীগত চরিত্রও তদ্বৈবচ। মালবিকাগ্নিমিত্রেও কালিদাসের মদ্যপানের

আভাস পাওয়া যায়। বিদূষক! হীহো এবং কুথুহাহ পাহুরের জিয়সদ, মৎস্ত মৎস্তন্দি আ,

উপনিদা ২।৩২।৩য় অঙ্ক (মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক)

"তা আশ্চর্য্য মদ্যপায়ী উত্তেজিত ব্যক্তির এই কাণিত উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ মদ্যপানে বিহ্বল ব্যক্তি যেরূপ মিশ্রির সরবৎ পান করিয়া উপকার অনুভব করে তদ্রূপ এই মালবিকা আপনার শান্তি বিধান করিবেন।"

কালিদাসের মদ্যপান অভ্যাস না থাকিলে এরূপ উপমা দিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। মিশ্রির সরবৎ পানে মদ্যপানাসক্ত ব্যক্তির তৃষ্ণার উপশম হয়। ইহা মদ্যপায়ী ব্যক্তিই বলিতে পারে, পারদর্শী চিকিৎসক ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশীর প্রধানা রাজমহিষীদ্বয়ের চরিত্র বোধ হয় কালিদাসপত্নী সত্যবতীর চরিত্র সদৃশ। সত্যবতীও বোধ হয় তাঁহাদের ন্যায় স্বীয় পতির পর-রমণীতে আসক্তি-দোষ সংশোধন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কাম পাতিব্রত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালিদাসের জীবনীও কিম্বদন্তী দ্বারা প্রকাশিত চরিত্রসহ যখন তাঁহার সৃষ্ট-জগতের অর্থাৎ তৎপ্রণীত গ্রন্থের কোন কোন চরিত্রের সৌসাদৃশ্য হইলে তখন তাঁহার চরিত্র বিষয়ে যাহা যাহা জানা যায়, তাহাই অতি প্রকৃত স্থিরসিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। অতএব তাঁহার স্বীয় চরিত্র তাঁহার গ্রন্থাদিতেই বিকাশ হইয়াছে ইহা অবধারণ করা অসঙ্গত নহে।

২) কালিদাসের গ্রন্থের চরিত্র-বিকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাকবি কালিদাস জীবজগতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই; কাজেকাজেই তৎপ্রণীত গ্রন্থের সমস্ত চরিত্র যথোচিতভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

(ক) কুমারসম্ভব (১)

কুমার-সম্ভবের প্রধান চরিত্র হর-পার্ব্বতী, মদন ও রতি। ইহাদের কাহারও চরিত্রেই দেবত্বভাব সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই। হিমাচল ও মেনকার চরিত্রও তদনুরূপ। কবি হর-পার্ব্বতীর শেষ মিলন পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিবাহ পর্য্যন্ত বেশ আদর্শ স্বর্গীয় ভাব চিত্রন করিয়াছেন।

মহাদেব হিমালয়ের গহন কান্তারে তাঁহার তাপসাশ্রমে যোগ-ধ্যানে নিমগ্ন, অনুচর নন্দী তাঁহার তপস্যার আশ্রয়স্থল লতাগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার তপঃসাধনে বিঘ্ন না জন্মে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতেছে। চতুর্দ্দিকে শ্বাপদদিগের বিকট রব, বিহঙ্গগণের কলকণ্ঠ, ভ্রমরগণের মধুর গুঞ্জন চলিতেছে; কোথাও বা প্রমথগণের তাণ্ডব নৃত্য; দৈত্যগণের ভীষণ হুঙ্কার, রাক্ষস-গণের কর্কশ চীৎকারে সেই বনপ্রদেশ নিনাদিত হইতেছে; বৃক্ষের মর্ম্মর শব্দ বেণুবনের বংশীর ধ্বনি এবং বৃক্ষচ্যুত ফল-পুষ্প পতন শব্দে সেই তপোবনাশ্রম শব্দিত হইতেছে। কিন্নর-কিন্নরী-গণের সুমধুর নৃত্য-গীতাদিতে সেই বন প্রদেশে যেন আনন্দলহরী খেলিতেছে। শিব-সহচর পরম-ভক্ত নন্দীর শাসনে বৃক্ষগণ যেন

নিশ্চল হইল, পশু, পক্ষী, প্রমথ, দৈত্য, রাক্ষস, কিন্নর-কিন্নরীগণ সমস্ত নীরব হইল, ভ্রমরগণ গুঞ্জন পরিত্যাগ করিল, মৃগকুলের লীলা ও বিচরণ ক্ষান্ত হইল, এইরূপে সেই অখিল কানন যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের এই সমস্ত বাহ্যজগতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও ছিল না। তিনি বীরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ব দেহ স্থির করিয়া ঋজু ও সরলভাবে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সন্নত হইয়া রহিয়াছে, তিনি ক্রোড়দেশে স্বীয় পাণিদ্বয় উত্তানভাবে রাখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন অঙ্কমধ্যে একটি শতদল প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার জটাজুট ভুজঙ্গম দ্বারা ঊর্দ্ধভাবে বদ্ধ। দ্বিগুণিত রুদ্রাক্ষমালা কর্ণদেশে অর্পিত, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম উত্তরীয়-রূপে গ্রন্থী দ্বারা বদ্ধ, নৈসর্গিক শ্যামবর্ণ নীল যন্ত্রের যন্ত্রকান্তি দ্বারা উহা অধিকতর নীলবর্ণ হইয়াছিল তৎকালে তাঁহার লোচনত্রয় নাসিকার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিতেছিল। নেত্রের উগ্রতর তারকা কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত ছিল এবং ভ্রূভঙ্গি পরাঙ্মুখ ছিল বলিয়া উহাদের রোমরাজি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিল। তখন তিনি দেহ-মধ্যস্থিত সমীরণ সমূহকে নিরোধ করিয়াছিলেন। এই হেতু তাঁহাকে বৃষ্টির আড়ম্বরশূন্য মেঘ অথবা তরঙ্গবিরহিত পয়োনিধি অথবা বায়ুশূন্য স্থানস্থিত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত ছিল। কিন্তু ললাটস্থিত তৃতীয় লোচনের মধ্য দিয়া মস্তকের অভ্যন্তর ভাগ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে উত্থিত অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোকরেখা বহির্গত

হইতেছিল, আলোকের সংস্পর্শে মৃণালসূত্র অপেক্ষাও অধিকতর সুকুমার হিমাংশুজ্যোতিঃ মলিন হইয়া যাইতেছিল। তাঁহার মন সমাধি দ্বারা বশীভূত হওয়াতে নবদ্বারের প্রতি আর ধাবিত হইতে পারে নাই, উহাকে হৃদয়মধ্যেই স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ মহর্ষিগণের নিকট অমর বলিয়া পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎকার করিতেছিলেন, মন দ্বারা ও যাহার রূপ গুণের কল্পনা করিতে পারা যায় না এতাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তি অদুরস্থিত ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া কন্দর্প অতিশয় ভীত হইলেন, ভয়ে তাঁহার হস্ত অবসন্ন হইল এবং হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ খসিয়া পড়িল।

মদনের এতাদৃশ দৃশ্যে ভীত হইবারই কথা। এইরূপ ভয়ানক সাধনার দৃশ্য দর্শনে কাহার না ভক্তিমিশ্রিত ভয় হয়? মদন এই সময় এইরূপ একাগ্র সাধন ভঙ্গ করিতে গিয়াছেন, একটি অপকর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছেন সুতরাং তিনি প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী অতি ভয়ে আতঙ্কিত হইলেন। এইরূপ স্বর্গীয় ভক্তি উদ্রেককর দৃশ্য অতি সুন্দর সন্দেহ নাই।

ক্ষমতাশালী কবি ভারতচন্দ্র কেন যে তাঁহার অন্নদা-মঙ্গলে এইরূপ আদর্শ দেবতুল্য দৃশ্য অঙ্কিত করেন নাই বুঝা যায় না। তাঁহার এই সময়ের বর্ণনা অতি সাধারণ :—

"মলয় পবন বহে ঘন ঘন
শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরু-লতাগণ ফুলে সুশোভন
জগতে লাগিল ধন্দ ॥

যত দেবগণ হইলা অদর্শন
হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব-নিয়োজন নিকট মরণ
মদন সম্মুখে রয়॥
আকর্ণ পূরিয়া সন্ধান করিয়া
সম্মোহন বাণ ল'য়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি দিলা বাণ ছাড়ি
অনলে পতঙ্গ হয়ে॥"

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

কুমার-সম্ভবে মদনভস্ম পর্য্যন্ত মহাদেবের চরিত্র প্রকৃত মহাপুরুষ চরিত্রের ন্যায়ই রহিয়াছে। পার্ব্বতীর সহিত মিলন ও বিবাহের পর হইতেই শিব-চরিত্রে আর সেই আদর্শ মহাপুরুষের ভাব নাই। অমান তিনি যেন কামুক ভোগবিলাসী ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িলেন। তিনি পার্ব্বতীর সঙ্গে সাধারণ লম্পট ব্যক্তির ন্যায় বিহার আরম্ভ করিলেন। নিজেও মদ্যপান করিলেন পার্ব্বতীকেও সেই সুধারসাস্বাদনসুখ অনুভব করাইতে ত্রুটি করিলেন না। পার্ব্বতীর সহিত বিবাহে শঙ্কর দিবানিশি কামরিপু চরিতার্থ করিতেছিলেন সত্য কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্ত হইতেছিলেন না।

"সমদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্রশম্ভোঃ
শতমগমদৃতূনাং সার্দ্ধমেকানিশেব।

নচ স সুরতসুখেভ্যাশ্ছিন্ন তৃষ্ণো বভূব
জ্বলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলৈধঃ ॥"৯১

কুমার-সম্ভব অষ্টম সর্গ।

বারিধিরস্থিত বহ্নি বারি করি পান
যেমতি হয় না তৃপ্ত, তেমতি ঈশান,
দিবানিশি পার্ব্বতীর সহবাস করি,
কাটি-শত-ঋতু যেন একটি শর্ব্বরী
তথাপি সুরত-সুখ-পিপাসার ভার
ক্ষান্ত নাহি হয়, রহে একই প্রকার;

হর-পার্ব্বতীর জঘন্য বিহার-বর্ণনাও আদর্শ মহাপুরুষ মহাদেব-চরিত্রের অনুপযুক্ত।

তৎপর মহেশ্বরের অতিশয় বাৎসল্যভাবও সাধারণ মানবোচিত সন্দেহ নাই।

"মহেশ্বরোঽপি প্রমদপ্ররূঢ়রোমোদ্গমো
ভূধরনন্দনায়াঃ।
অঙ্কাদ্রপাদত্তদঙ্কতঃ স তস্যাস্থ সোঽপ্যাত্মজ
বাৎসলত্বাৎ॥"২৮

কুমার-সম্ভব একাদশ সর্গ।

"আনন্দিত মহেশ্বর রোমাঞ্চিত কলেবর,
সুকুমার আত্মজেরে বাৎসল্যে তখন
গিরিজার অঙ্ক হ'তে করিলা গ্রহণ।"

কবি কালিদাস নিশ্চয়ই তাঁহার স্বীয় বাৎসল্য-ভাব এইস্থলে

চিত্রন করিয়াছেন। বিষয়াশক্তিবিরহিত যোগীপুরুষ মহাদেব-চরিত্রে এইরূপ বাৎসল্য-ভাব কখনও শোভা পায় না। সুতরাং মহাদেব-চরিত্র সঙ্গতরূপে বিকাশ হয় নাই।

পার্ব্বতী-চরিত্র মহাদেবের চরিত্রানুরূপ হইয়াছে, বিবাহ পর্য্যন্ত স্বর্গীয় ভাব, তৎপর সামান্য গৃহিণীর ভাব।

পার্ব্বতীর প্রথম একাগ্রচিত্তে মহাদেবের সেবাতৎপর ঐকান্তিক সাধনা ও তপস্যা এক আদর্শ প্রেমের ভাব জ্ঞাপন করিতেছে।

পার্ব্বতীর প্রেম গভীর ও অতলস্পর্শী। ইহা কামজ, রূপজ, মোহ নহে, ইহা গুণ বা তৃষ্ণা, মহাদেবের অসাধারণ সদ্গুণ দর্শনে ইহার উদ্ভব, ইহার বেগ অবিরাম ও প্রবল। কামজ রূপজ মোহ ক্ষণস্থায়ী, তাহার তৃপ্তিতেই বিরাম। আর সৎগুণ হইতে যে প্রেমের উদ্ভব, তাহার আর তৃপ্তি নাই, তাহার ধ্বংস নাই, নিত্যই নূতনভাবে মুগ্ধ। কেন না সৎগুণ চিরস্থায়ী ও নিত্য নূতন ভাবে প্রকাশিত, আর রূপ অচিরস্থায়ী। সৎগুণ স্বর্গীয় জিনিষ রূপ ইহসংসারের জিনিষ। সৎগুণ ঈশ্বর-প্রাপ্তি ও মোক্ষ-লাভের হেতু আর রূপজ আসক্তি নরক গমনের কারণ হইয়া থাকে। তাই কবি বলিয়াছেন :—

"এ জগতে সুন্দর সুরূপ যাহা হয়
গুণ না থাকিলে তার কিছু কিছু নয়
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি চম্পকের ফুল
সুদল সুবাসে করে অন্তর আকুল

কিন্তু এই দোষ বড় মধু নাই তার
সেই হেতু অলি তাহে করে না বিহার।"

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

পার্ব্বতী-হৃদয় রত্নের খনি। তাই তিনি অন্য রত্ন চিনিয়া সেই রত্নও বুকের ভিতর রাখিয়াছিলেন—

"রত্ন ব্যবসায়ী যেই সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুমি রাখ বুক চিরে॥"

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

পার্ব্বতীর প্রেম যেন মোক্ষলাভের ইচ্ছা, ঈশ্বর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। কাজেই সে আকাঙ্ক্ষার মোক্ষপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত নিবৃত্তিও নাই, তৃপ্তিও নাই।

মহাদেবের প্রত্যাখ্যানের পর পার্ব্বতী ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অতি সন্তপ্তহৃদয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইল না, তাঁহার কেশকলাপ ধূসরবর্ণ হইল। পিতার ভবনে ঘনীভূত তুষার-শিলাতলে শয়ন করিয়াও যেন তাঁহার মানসিক সন্তাপ নিবৃত্তি হইল না। তাঁহার সখী কিন্নরী-রাজকন্যাগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গীতকরণ সময়ে যখন পরমপুরুষ শঙ্করের চরিত্র-কীর্ত্তন করিত, তখন অন্তর্গত বাষ্পভরে পার্ব্বতীর কণ্ঠরোধ হইত এবং তৎপর বাক্যগুলি জড়িত ও অস্ফুট হইয়া যাইত আর তাঁহার তদ্রূপ অবস্থা অবলোকনে সখীগণ ক্রন্দন করিতে থাকিত। পার্ব্বতী রজনীর তিনভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিয়া সহসা

জাগিয়া উঠিয়া "নীলকণ্ঠ! তুমি কোথায় যাইতেছ?" এইরূপ বাক্য বলিতেন এবং যেন কাহারও গলদেশে বাহুবন্ধন অর্পণ করিবার নিমিত্ত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া থাকিতেন আর কখনও বা মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া ঐ মূর্ত্তিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন যে "পণ্ডিতগণ আপনাকে সকলের অন্তর্যামী বলেন। তবে আমি যে আপনার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী তাহা আপনি জানিতে পারেন নাই?" তৎপরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জগদীশ্বর মহেশ্বরকে পতিলাভ করিতে হইলে একাগ্র সাধনা ও তপস্যা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তখন পিতামাতার অনুমতি লইয়া তপোবনে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

কোমলাঙ্গিনী পার্ব্বতীর সেই কঠোর তপস্যা কিরূপ?

"শুচৌচতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং শুচিস্মিতা
মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্র প্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ
সবিতারমৈক্ষত॥ ২০

কুমার-সম্ভব পঞ্চম সর্গ।

"নিদাঘে জ্বালিয়া অগ্নি বেষ্টনে তাহার
সুহাসিনী, সুমধ্যমা উমা অনিবার,
নেত্র-দগ্ধকর তাপ তুচ্ছ মনে করি
অনিমেষে সূর্য্য পানে রহিত নেহারি।"

এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সাধনার ফলই সিদ্ধিলাভ স্বয়ং ভগবানই ভক্তাধীন।

"যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তছাড়া নও ॥
ভাবময় ভাবরূপে অন্তরেই রও।
অন্তরে অন্তর তুমি কদাচ না হও ॥"

৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সকলেই এইরূপ ভক্তের অধীন। পার্ব্বতীর ভক্তিতে মহাদেব বাঁধা পড়িলেন, হর-পার্ব্বতীর মিলন হইল, পার্ব্বতীর যেন ঈশ্বর প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ হইল। এই পর্য্যন্ত পার্ব্বতী-চরিত্র অতি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ইহার পরই পার্ব্বতী বিলাসিনী গৃহিণী সাজিলেন, ভোলানাথের সঙ্গে রতিরঙ্গরসে কাল কাটাইতে লাগিলেন আর নবজাত শিশু কার্ত্তিকের মুখলেহন ও মুখচুম্বনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

"স প্রজাগরকষায় লোচনং গাঢ়দন্ত পদিতাড়িতাধরম্।
আকুলালকমরংস্ত রাগবানপ্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥৮৮

কুমারসম্ভব অষ্টম সর্গ।

"পার্ব্বতীর দুনয়ন জাগিয়া নিশায়
তখন সাজিল মরি লোহিত আভায়;
অধর দংশন ক্ষতে, তিলক দলিত,
সুচারু অলকরাজি হ'ল আলুলিত;

প্রেয়সীর হেন রূপ করি নিরীক্ষণ
মহেশ্বর মুগ্ধ নেত্র মুগ্ধ তার মন।"

এই কি পূর্ব্বের স্বর্গীয় ছবি? পার্ব্বতীর যেন ঈশ্বরলাভ হইল—মোক্ষপ্রাপ্তি হইল। তদনুরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য কোথায়? সুতরাং পার্ব্বতীচরিত্রও ভালরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

মদন ও রতি-চরিত্র ক্ষুদ্র, কাজেই ভালরূপ বিকাশ হয় নাই। আরও যেন পল্লবিত হইলে অধিক প্রীতিকর হইত।

ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই, করিলে তাহার পরিণাম অনেক সময় শোচনীয় হয়। কবিও বলিয়াছেন—

"না ভাবি সহসা কার্য্য করা অনুচিত
অবিবেক হয় সদা বিপদ কারণ;
বিবেচনা করি কার্য্য করে যে বিহিত
গুণ-লোভে তারে লক্ষ্মী করেন স্মরণ॥ ৩০

৺নবীনচন্দ্র দাসের কিরাতার্জ্জুনীয় দ্বিতীয় সর্গ।

মদন-চরিত্রে ইহাই লক্ষনীয় বিষয়।

রতি পতিপ্রাণা রমণী, রতির স্বামীসহ সহমৃতা হইবার ইচ্ছাটী সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা রমণীর স্বভাবোচিত ধর্ম্ম। কবি ইহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

'দৈববাণীপ্রবুদ্ধ রতি সহমৃতা হইল না ইহাও সুন্দর কল্পনা হইয়াছে। কুমার-সম্ভবের রতিবিলাপ বড়ই মর্ম্মন্তুদ।

"ক নু মাং ত্বদধীন জীবিতাং বিনিকীর্য্য ক্ষণমভিন্ন সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষত সেতুবন্ধনো জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুত ॥" ৬

কুমার-সম্ভব চতুর্থ সর্গ।

"জানিয়াও এ জীবন অধীন তোমার,
ক্ষণেক সৌহার্দ্দ্য রাশি করি পরিহার,
সেতুভঙ্গে জলাভাবে নলিনীর প্রায়
ফেলি মোরে দুর্দ্দশায় চলিলে কোথায় ?"

ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপটিও সুন্দর, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত স্থল ব্যতীত অপর একটা স্থান এইরূপ—

"অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি-যান
আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণ-রাজীবরাজে মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে বাহিয়া॥
অরে রে মলয়-বাত, তোরে হৌক বজ্রাঘাত,
মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্লায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বাধ সবে পলাইলা॥
কোথা গেলে সুররাজ মোর মুণ্ডে হানি বাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম॥" ভারতচন্দ্র।

হিমাচল ও মেনকা-চরিত্র অতিক্ষুদ্র, কাজেই যথোচিতরূপ বিকাশিত নাই। তবে পিতামাতার যেরূপ সন্তানবৎসল ও সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া কর্ত্তব্য কবি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। উমাজননী মেনকা যখন তপস্যায় স্থিরসঙ্কল্পা উমাকে অতি স্নেহভরে কোলে তুলিয়া বলিলেন—

"মনীষিতা সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ
ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষপুষ্পং
ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥৪ পঞ্চম সর্গ।

গৃহে প্রিয় দেবতাব কর আরাধনা,
তপস্যা কঠোর বৎসে, কোমল শরীরে;
শিরীষ-কুসুম সহে অলি-পদাঘাত,
পাখীর চরণ-স্পর্শ সহিতে কি পারে?"

তখন মনে হয়, মেনকা সন্তান-স্নেহে অতি অভিভূতা অথচ তাহার অতি হিতাকাঙ্ক্ষিনী।

(খ) নলোদয় (২)

নলোদয়কাব্যে কালিদাস পৌরাণিক-চরিত্র প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহাতে নল ও দময়ন্তীর চরিত্রই প্রধান। উভয় চরিত্রই গ্রন্থে সাধারণভাবে বিকাশ হইয়াছে। পুষ্কর, ঋতুপর্ণ, বিদর্ভরাজ, দময়ন্তীর আশ্রয়দাতা সুবাহুর রাজ্যের রাজ-মাতার চরিত্রও যথোপযুক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয়ে এই গ্রন্থে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই।

(গ) রঘুবংশ (৩)

রঘুবংশে বহু চরিত্র। মহারাজ দিলীপ, সম্রাট্ রঘু, মহারাজ অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, রাবণ, কুশ, অতিথি, রাণী সুদক্ষিণা, ইন্দুমতী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীতা প্রভৃতি চরিত্র প্রধান। কালিদাস, দিলীপ, রঘু, অজ-চরিত্র বিশেষভাবে বিকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য চরিত্র বিশেষভাবে বিকাশ করেন নাই। কেন না, বাল্মিকীর রামায়ণেই তাঁহাদের চরিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং রঘুবংশের চরিত্র-বিকাশ যথোচিত হয় নাই।

(ঘ) মালবিকাগ্নিমিত্র (৪)

এই নাটকে রাজার চরিত্র, মালবিকার চরিত্র, রাজমহিষী ধারিনীর চরিত্র, ইরাবতীর চরিত্র, পরিব্রাজিকার চরিত্র ও বিদূষক-চরিত্রই প্রধান।

রাজার চরিত্র তৎকালোচিত ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে। রাজার গৃহে রূপবতী ও গুণবতী দুইটি জায়া বর্ত্তমান, তথাপি রাজা মালবিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন। ইহাকে প্রকৃত প্রেম বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক এ চরিত্রের এই দোষটি তৎসাময়িক সমাজগত বলা যাইতে পারে। রাজ-চরিত্রে অন্যান্য দিক মন্দ বিকাশ হয় নাই। রাজা জ্ঞানবান্, দয়াবান্, বুদ্ধিমান্, ন্যায়পরায়ণ এবং উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা। তিনি

ইরাবতীর কর্কশ ব্যবহারে প্রশ্রয় দিলেন না এবং রাজমহিষী ধারিণীকেও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজা রাজোচিত গুণেই ভূষিত ছিলেন।

মালবিকা-চরিত্র সুন্দর, যেন কোমল লজ্জাবতী লতা অথচ অতি বুদ্ধিমতী যুবতীস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছে।

রাজমহিষী ধারিণী আদর্শ রমণীরত্ন। পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণীর যেরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, তিনি আত্মসুখ বলিদানেও তাহা করিয়াছিলেন।

ইরাবতী-চরিত্র তাঁহার কুটিল প্রকৃতির অনুরূপ বেশ ফুটিয়াছে।

পরিব্রাজিকা-চরিত্র, কবি অতি সুন্দরভাবে চিত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির তাৎপর্য্য এবং তাঁহার কৌশলপূর্ণ বাক্‌চাতুর্য্য দৃষ্টে যেন সকলেরই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়।

এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র অতি শ্রেষ্ঠ চিত্র। ইহার বোধ হয়, তুলনা নাই। ইহাতে "বোন বোন কেলিবেন নাই" (Ban, Ban, caliban" Shakespear's Tempest) লুচি-মণ্ডা খাওয়া নাই, বিকট হাস্য নাই, তীব্র বিদ্রূপ নাই, অযথা নিন্দা নাই, অপ্রাসঙ্গিক কথা নাই, টেকচাঁদের ঠক্ চাচার ঠকামি নাই, দীনবন্ধু মিত্রের হোঁদল কুতকুতের কোৎকোতানি নাই, পঞ্চানন্দের রামদাস শর্ম্মার মাই ডিয়ার গিন্নী নাই, বঙ্কিম বাবুর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের বর্ব্বর রসিকতা নাই, এবং তারকনাথের গদাধর চন্দ্রের ডি ডি ডাক নাই। যাহা যাহা আছে তাহার সমস্তই সুন্দর। ইহাতে আছে সুকৌশলে ঘটনা সংঘটন ক্ষমতা, ইহাতে

আছে অসাধারণ বুদ্ধি-চাতুর্য্য, ইহাতে আছে দিব্য বাক্পটুতা, এই গ্রন্থের সমস্ত ঘটনাই যেন এই বিদূষক দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বকুল বালিকা ও নিপুণিকা প্রভৃতি সখী-চরিত্র-তত বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই।

মোটের উপর এই গ্রন্থখানির চরিত্র-বিকাশ ভালই বলা যাইতে পারে। গ্রন্থের চরিত্র-বিকাশ দ্বারা গ্রন্থের নৈতিকতত্ত্ব বিশদভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঙ) বিক্রমোর্ব্বশী (৫)

এই গ্রন্থে প্রধান চরিত্র রাজা পুরূরবাও নিতান্ত কামুকস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছেন। আমাদের বঙ্গীয় কবি মাইকেলও পুরূরবাকে কামুকস্বরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

"যথা ঘোরবনে ব্যাধ বাধ অজগর,
চিরশিরঃ ভার, লভে অমূল্য রতনে;
বিমুখি কেশরে আজি, হে রাজা সমরে,
লভিলা ভুবনলোভ তুমি কামধনে।"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

কিন্তু পুরূরবাকে কবি কালিদাস সর্ব্ববিধ রাজোচিত গুণে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি প্রবল, তিনি বিক্রমেও প্রধান। তিনি অনায়াসে কেশী দৈত্যকে বধ করিয়া উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আর উর্ব্বশী যেন কামের প্রতিমূর্ত্তি।

উন্মদা মদন-মদে কহিলা উর্ব্বশী ;
কামাতুরা আমি নাথ ! তোমার কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে আসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি,
দাসীরে অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থরথরি।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

মাইকেলের এই কবিতাটিই উর্ব্বশী-চরিত্র সুন্দররূপে প্রকাশ করিতেছে। উর্ব্বশী কামের দাসী, তাই স্বর্গ হইতে তাহার মর্ত্ত্যে আগমন। পুরূরবা কামের দাস তাই প্রবল সম্রাট হইয়াও সেই কুহকিনী রমণীর পিছনে পিছনে তাঁহার বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ। কবি এই দুই সম-চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির সংযোগ করাইয়া দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ ও রমণী উভয়েই কামরিপুর অধীন হইলে, উভয়ের সাক্ষাৎ মাত্রেই মিলন হইবে এবং মিলন হইলেই উভয়েরই অধঃ-পতন হইবে। যেরূপ সাধুতে সাধুতে মিলন স্বাভাবিক। অসতে অসতে মিলনও স্বাভাবিক। সাধুতে সাধুতে মিলনে উন্নতি, অসতে অসতে মিলনে অবনতি। সাধারণ কথায়ও বলে—

"সৎসঙ্গে কাশীবাস
অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।"

রাজা পুরূরবার রাজমহিষী অতি জ্ঞানবতী ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। রাজা পুরূরবা স্বভাবতঃ কিছু কাম-প্রকৃতির বশীভূত

হইলেই সেই ধর্ম্মশীলা রমণীর সংসর্গ-গুণে অতি উন্নত চরিত্র ছিলেন, কিন্তু যেই উর্ব্বশীর সঙ্গে সংমিলন অমনি অধঃপতন। এমন কি সেই পতিপ্রাণা সতী-সাধ্বী রাজরাণীকে পর্য্যন্ত অবহেলন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য রাজকার্য্যে অমনোযোগ।

উর্ব্বশী ঈর্ষাপরায়ণা রমণী, এই জন্যই ঈর্ষার কুফলস্বরূপ কবি তাহার লতামযী রূপ কল্পনা করিয়াছেন। মহাকবি পুরূরবা ও উর্ব্বশী-চরিত্র অতি সুন্দরভাবেই চিত্রণ করিয়াছেন।

রাজমহিষী-চিত্র অতি আদর্শ চিত্র। তাহার "প্রিয় প্রসাদন" ব্রতটি কবির অতি সুন্দর কল্পনা-সৃষ্টি। রাণী যখন দেখিলেন যে, কামমোহিত রাজা সদুপদেশের বাধ্য নহেন, তখন তিনি প্রাণ-বল্লভের মনস্তুষ্টির জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া সাধ্বী রমণীজনোচিত একান্ত কর্ত্তব্য সাধন করিলেন।

এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র তত বিকাশ হয় নাই এবং এই চরিত্রের কোন নূতনত্বও নাই।

মোটের উপর গ্রন্থখানির চরিত্র-বিকাশ দ্বারা বিশেষ নৈতিক-তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। কাজেই ইহার চরিত্র-বিকাশও ভালই বলা যাইতে পারে।

(ক) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা (৬)

রঘুবংশ কবি কালিদাসের যেরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি অভিজ্ঞান-শকুন্তলা সেইরূপ তাঁহার এক অতুল কীর্ত্তি। যুগ-যুগান্তরেও বোধ হয় এই কীর্ত্তির ধ্বংস হইবে না। ইহাতে জীবজগতের

সর্ব্বতোভাবে বিকাশ হইয়াছে। দৃশ্যকাব্যোচিত জড়জগৎ ও অন্তর্জগতের সঙ্গতরূপ বিকাশ আছে। ইহার স্তরে স্তরে কবিত্ব ও গভীরভাব যেন পাঠককে স্বর্গ-সুখ অনুভব করাইতেছে।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র রাজা দুষ্মন্ত, মাধব্য, কণ্বমুনি, শারদ্বত, সার্ঙ্গরব, কশ্যপ, শকুন্তলা, গৌতমী, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা প্রভৃতি চরিত্রের প্রত্যেকটিই যথাসঙ্গতভাবে এরূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে যে, জীবজগতের ও অন্তর্জগতের মাহাত্ম্য যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সঞ্চার করিতেছে।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ, ইহা তাঁহার রূপজ মোহ। কিন্তু সেই রূপজ মোহের ভিতরও কবি সুন্দর মহত্ত্ব সৃজন করিয়া সেই রূপজ মোহকে যেন লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। রাজসভায় যখন গর্ভবতী শকুন্তলা উপস্থিত হইল, তখন রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলাঘটিত বিবরণ কিছুই দুর্ব্বাসার অভিশাপপ্রযুক্ত স্মরণ হইতেছিল না। তথাপি শকুন্তলা প্রভৃতির বাক্যে কেন জানি একটু ধারণা হইল যে, তাহাদের কথার ভিতর কিছু না কিছু সত্য আছে। অমনি তিনি কুলপুরোহিতের উপদেশ চাহিলেন। কুলপুরোহিত বলিলেন "আপনার কোষ্ঠী অনুসারে আপনার নন্দন মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন। এই শকুন্তলার গর্ভজাত সন্তান যদি পুত্র হয় ও মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণাক্রান্ত হয় তবে সেই সন্তান আপনার এবং এই শকুন্তলাও আপনার পরিণীতা স্ত্রী।" রাজা দুষ্মন্ত তখন শকুন্তলাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্য্যন্ত কুল-পুরোহিতের নিকট থাকিতে আদেশ করিয়া বলিলেন যে,

শকুন্তলার গর্ভজাত সন্তান যদি মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর লক্ষণাক্রান্ত হয় তবে তাঁহাকে পত্নীস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। ইহা কি অতি মহদন্তঃকরণের পরিচয় নহে? তাহার স্মৃতি বিলোপ হওয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইল। সংসারে অতি কম উদার প্রকৃতি লোকই আছে যে, স্বীয় দোষ অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির বিলোপ স্বীকার করিয়া স্বীয় অপকর্ম্মের ফল গ্রহণ করিবে। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত স্বীয় অন্যায় কর্ম্মের নিশ্চয়তা জানিতে পারিয়া তাহার ফল গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অপরতঃ রূপের বশীভূত রাজা দুষ্মন্ত বনের মধ্যে শকুন্তলাকে দর্শনে তাহার অসামান্য রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রণয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজসভায় সেই শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া তাহার সেরূপ ভাবও হইল না এবং সেরূপও করিলেন না। ইহার কারণ কি? ইহা দ্বারাও কবি দুষ্মন্ত-চরিত্রের মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কবি দেখাইয়াছেন যে, দুষ্মন্ত রূপের একান্ত দাস ছিলেন না। তার পর অঙ্গুরীয় দর্শনে দুষ্মন্তের অনুতাপ ও শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব এবং শকুন্তলার সঙ্গে মিলন সময়ে দুষ্মন্তের অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীর প্রেম প্রকাশোক্তি যেন তাহার প্রথম জীবনের সাময়িক রূপজ মোহ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। কবি দেখাইয়াছেন যে, রাজা দুষ্মন্তের প্রথম প্রণয়ভাব রূপজ মোহ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল কিন্তু পরে অবস্থাগতিকে ও বিরহে সেই রূপজ প্রণয়-ভাব গভীর পবিত্র প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। অবস্থান্তরে ও বিরহে প্রেমের পরিপক্কতা হইয়া থাকে এবং প্রকৃত পরিপক্ক

ভালবাসা কখনও পরিবর্ত্তন হয় না, ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে।

Love is not love
Which alters when alteration friends,
Or bends with the remover to remove.
* * * *
Love is not time's fools though
rosy lips and cheeks.
Within her bending sickles compase come
Save alters not with her brief hours and weeks
But bras it ant even to the edge of doom,
Shakespear's sonects,

এই নাটকের বিদূষক মাধব্য-চরিত্র মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক-চরিত্রের স্তায় তত সুন্দর নহে। কিন্তু চরিত্রটি সুবিবেচক রসিক ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত। এই চরিত্রে গাম্ভীর্য্য আছে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। এরূপ চরিত্র অতি বিরল।

কণ্বমুনি ও কশ্যপ প্রভাবসম্পন্ন প্রজ্ঞাশীল মুনি-ঋষি-চরিত্রেরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে, কণ্বমুনি আশ্রমে অনুপস্থিত থাকিলেও তাহার প্রভাব যেন সদাসর্ব্বদা বিরাজমান, ইহা কবির সুন্দর বর্ণনা-কুশলতা।

কণ্বমুনির শিষ্যদ্বয় শারদ্বত ও শার্ঙ্গরব কণ্বমুনির উপযুক্ত শিষ্য। রাজসভায় তাঁহাদের বাক্যগুলি অতি উপযুক্ত গম্ভীর ও উপদেশব্যঞ্জক।

শকুন্তলা স্বাভাবিক পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি, এই মূর্ত্তির তুলনা নাই। তিলে তিলে এই প্রেম ক্রমশঃ বিকাশ হইয়া সতীত্বধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছে, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সহিত তুলনায় শকুন্তলা ধীর শান্ত লজ্জাবতী রমণীরত্ন। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সুন্দর বিচিত্র-চিত্র। এ চিত্র বোধ হয় সম্পূর্ণ নূতন ও অতীব সুন্দর। সেক্ষপীয়রে Merchant of Venice, As you like it প্রভৃতিতেও সখীচরিত্র আছে, কিন্তু তাহা এত সুন্দর নহে। অনসূয়াও শকুন্তলার তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত; শকুন্তলার হিতকার্য্যে ব্যস্ত। দুর্ব্বাশা মুনির অভিশাপ, এই অনসূয়া যাইয়াই খণ্ডন করিয়াছিলেন। আর প্রিয়ম্বদা সুচতুরা রসিকা, তাহার প্রত্যেক কথাই রসিকতাপূর্ণ। সে অতি চতুরতার সহিত শকুন্তলার দুষ্মন্তের সহিত মিলন করিয়াছিল। কবি সুকৌশলে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা-চরিত্র শকুন্তলা চরিত্রে দ্বারা বিকাশ করিয়াছেন। গোতমী-চরিত্র প্রৌঢ়া ধর্ম্মশীলা জ্ঞানবতী রমণীর সুন্দর চিত্র।

এখন দেখা যাইতেছে যে, কালিদাসের চরিত্র-বিকাশ তাঁহার কাব্যে অধিক হয় নাই, কিন্তু নাটকেই যথোচিত হইয়াছে। কাব্যে তিনি অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের প্রতিই অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। কাব্যই প্রধান শিক্ষক। এই জন্যই বোধ হয় তিনি কাব্য অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। মোটের উপর কালিদাসের চরিত্র-বিকাশ কম হইলেও তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে বহুবিধ চরিত্র-সৃষ্টি আছে। তাহার প্রত্যেকটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতীয়মান

হইবে না। কিন্তু মোটের উপর প্রত্যেক গ্রন্থই চরিত্র এবং বাহ্যজগত ও অন্তর্জগতের বিকাশের সম্মিলনে অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

চরিত্র-বিকাশে কালিদাসের প্রধান গ্রন্থাদির পরস্পরের কিছু সাদৃশ্য আছে। কুমার-সম্ভবের রতি-বিলাপ, নলোদয়ের দময়ন্তী বিলাপ, রঘুবংশের অজ-বিলাপ প্রায় একরূপ, কেবল লোক ও অবস্থাভেদে যেরূপ হয় তাহাই প্রভেদ। নাটকের মূল ঘটনারও কিছু সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু এই সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও প্রত্যেক গ্রন্থেই বিশেষ নূতনত্ব। সেই নূতনত্বই প্রত্যেক গ্রন্থের অভিনব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সকল কৃতবিদ্যলেখক বা গ্রন্থকারের গ্রন্থের মধ্যেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে। ইহা বোধ হয় স্বাভাবিক প্রকৃতি হইতেই হইয়া পড়ে। কিন্তু কৃতবিদ্য গ্রন্থকারদিগের প্রণীত গ্রন্থের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলে তাঁহাদের প্রত্যেক গ্রন্থই এক সুন্দর প্রীতিপ্রদ নূতন গ্রন্থ। মিলটনের পেরাডাইস লষ্ট ও পেরাডাইস রিগেইণ্ডে (Paradise Lost and Paradise Regained), বাইরণের চাইল্ড হেরাল্ড ও ডনজুয়ানে (Childe Harold and Danjuan) ও সেক্ষপীয়রের মেক্‌বেথ ও হেমলেটে (Macbeth and Hamlet) কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে; অথচ প্রত্যেক খানিই এক প্রীতিকর স্বতন্ত্র নূতন গ্রন্থ। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যেও তদনুরূপ দৃষ্ট হইবে। নবীন বাবুর রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রে কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে। আর বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল ও

বিষবৃক্ষে কি কিছু সাদৃশ্য নাই ? কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল ভ্রমর ও রোহিনীর সঙ্গে কি বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রলাল সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর সহ কিছু কিছু তুলনা হইতে পারে না ? অবশ্য তাহাদের চরিত্র-ঘটিত ঘটনায় কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নাই। তথাপি উভয় গ্রন্থই যেন সর্ব্বৈব নূতন। মহাকবি কালিদাসের চরিত্র-বিকাশেও উপরোক্ত সাধারণ দোষ লক্ষিত হয়। কিন্তু তথাপি তজ্জন্য তাঁহার কোন গ্রন্থের অভিনব সৌন্দর্য্য-হানি হয় নাই।



৬। কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনা

কবি কে? কবিত্বই বা কিসে হয়? এবং কবিতারই বা সংজ্ঞা কি? যিনি বিদ্যা, জ্ঞান ও কল্পনা-বলে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ দ্বারা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ আত্মোন্নতিকর ভাবের সমাবেশ করেন তিনিই কবি। লোকের আত্মার উৎকর্ষ সাধনপূর্ব্বক ভগবানে লীন করাই চরমোন্নতি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও স্বর্গলাভ। ইহাই কবির কার্য্য ও কবিত্বের ফল। কবি এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে লোককে বিচরণ করাইয়া মোক্ষ প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে কবি কর্ত্তা, কবিত্ব তাঁহার যন্ত্র এবং কবিতা তাঁহার সৃষ্টি। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকৃতই লিখিয়াছেন :—

"চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট॥
ভাব চিন্তা প্রেমরস আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি-চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয়॥

পটুয়ায়া লিখে কত হাত মুখ পদ।
কবি-চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ ॥
পদে পদে সেই পদে হয় হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দুখ ॥
কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাব-নীরে মগ্ন করি এক হয় শিলা ॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয় ধন আর বন।
ভাব-রসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন ॥
রসিক জনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যায় সুধা ॥
জগতের মনোহর ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদি-পটে লিখি তোর ছবি ॥"

চিত্রকর ও কবি।

আর মাইকেল কবির ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন।

"কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি কার,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যমদমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা-সুন্দরী
যার মন-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামী ভানু প্রভা সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।

আনন্দ আক্ষেপ ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে,
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে,
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে।
মরুভূমে তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কল কলে।"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

কবির ত্রিজগতের সমাবেশপূর্ণ ভাবই কবিত্ব এবং সেই কবিত্ব-সম্বলিত ছন্দোবদ্ধ পদাবলীই কবিতা। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ "কবিতা ও বনিতা" নামক সারগর্ভ প্রবন্ধে এ দুয়ের বিশেষ সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাস্তবিক সুন্দরী বনিতা সৌন্দর্য্যে কবিতা তুল্য এবং সৎগুণশালিনী বনিতা কবিতাসদৃশ লোকের উন্নতির প্রধান সহায়।

"কবিতা বনিতাধটিত সুখদাস্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমানাচেৎ সরাপ বিরাসায়তে॥" উদ্ভট শ্লোক।

ছন্দ কি এবং কত প্রকার তাহা কবি কালিদাসের "শ্রুত-বোদ" গ্রন্থেই প্রকাশিত। সাধারণতঃ তাহা হইতেও বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দের প্রচলন হইয়াছে। বাঙ্গালা ছন্দে দুই একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ :—

মালঝাঁপ

"গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।
নাহি সুখ ম্লান মুখ চির দুঃখ সয়॥

গুণবান্ মতিমান্ ধনবান্ হয়।
নাহি দুঃখ হাস্যমুখ সদা সুখময় ॥

মিশ্র ললিত

"নয়ন কেবল নীল-উৎপল
মুখ-শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত-পাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল ॥
শরীর সকল চম্পকের দল
দিয়া অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে তবে কি কারণে
পাষাণেতে তব মন গঠিল ॥"

কবিত্ব ও কবিতা অবিনশ্বর, কল্পনা তাহার নিত্য সহচর। কল্পনা বীণাপানির প্রিয়সখী এবং কবিত্ব ও কবিতা সৃষ্টির প্রধান সহায়। তাই কবিবর মাইকেল লিখিয়াছেন।

"লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
কান্দে বীর প্রিয়সখি! এই ভিক্ষা করি;
হায় গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে।
নিকুঞ্জবিহারী পাখী পিঞ্জর ভিতরি।"

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

কবিত্ব ও কল্পনার বড়ই নিকট সম্বন্ধ। পতি-পত্নীর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের ফলে যেমন সন্তানের সৃষ্টি, সেইরূপ কবিত্ব ও কল্পনার

অবিরাম সংযোগে কাব্যজগতের সৃষ্টি, একের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্যে সে সৃষ্টি করিতে পারিবে না। যাহার কবিত্ব আছে কল্পনা নাই বা যাহার কল্পনা আছে কবিত্ব নাই সে প্রকৃত কাব্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না। কবিত্বের প্রাণ রস কল্পনার ভূষণ ও অলঙ্কার। রসময় কবিত্ব ও অলঙ্কারময়ী কল্পনার সম্মিলনে যাহা সৃষ্টি হইবে তাহাই প্রকৃত কাব্য এবং কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। আবার ছন্দোবদ্ধ পদাবলীময় কবিতা সংযোগে যে কাব্য সৃষ্টি হইবে তাহা অধিক শ্রুতিসুখকর ও প্রীতিকর হইবে।

"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।" ভবভূতি।

আর

"নীরস তরুবর পুরোত ভাতি।" কালিদাস।

এই দুই বাক্যের মধ্যে শেষোক্ত বাক্যই শ্রুতিমধুর, প্রীতিকর ও শ্রেষ্ঠ। কেন না উহাতে রসপূর্ণ কবিত্ব ও অলঙ্কারময়ী কল্পনা আছে। উহার প্রত্যেক শব্দই যেন কবিত্বের সুমধুর রস ও কল্পনার অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রথমোক্তটিতে সেরূপ কিছুই নাই। ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায়ও এইরূপ দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে।

"কি মধুর পূর্ণিমার মধুর-প্রভাত।
আচম্বিতে উষা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে জাগিয়া
রচিছে পূজার অর্ঘ্য ; প্রভাত সমীর-
সিক্ত রক্তাম্বরে তার অঙ্গ আবরিয়া,
বাড়াইছে দেহ-কান্তি, দেখায় যেমতি

মধুর করিয়া আলো স্বচ্ছ আবরণ।
রম্য উপচয়স্থলী অনন্ত অম্বর
সজ্জিত করিলা উষা। রাখে থরে থরে
কোথায় শ্যামল মেঘ শ্যাম দূর্ব্বাদল;
কোথা শ্বেত পুষ্প, শ্বেত সর্ষপ তণ্ডুল
বিরল নক্ষত্ররাজি; স্থাপিলা পশ্চিমে
শ্বেত চন্দনের পাত্র—পূর্ণ সুধাকর
পূরয়ে অরুণ—রক্তচন্দন আধার।"

বিপিন বিহারী নন্দী "কন্দ"।

আর

"উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত-দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মিলা নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা,
কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গল বাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বর লহরী
নিকুঞ্জে বিমল জলে শোভিল নলিনী॥
স্থলে সম প্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্য্যমুখী।"

মাইকেলের মেঘনাদ বধ।

প্রথমোক্ত কবিতাটিতে রসমাধুর্য্যাভাব এবং কল্পনারও অধিক

সমাবেশ নাই শেষোক্তটিতে রসমাধুর্য্য ও কল্পনা-সৌন্দর্য্য প্রচুর। সেই একই বিষয়ের অন্য প্রকারের কবিতাও এইরূপ—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল;
রাখাল গরুর পাল ল'য়ে যায় মাঠে
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
ফুটিল মালতীফুল সৌরভ ছুটিল;
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল,
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন;
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

৺মদনমোহন তর্কলঙ্কার।

আবার—রাত পোহাল, ফরসা হোল ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা জুটলো অলিকুল;
পূর্ব্বভাগে, নবীন রাগে, উঠলো দিবাকর;
সোণার বরণ তরুণ-তপন, দেখতে মনোহর;
ফেরে আলো, চোক জুড়ালো, কোকিল করে গান,
বৌ কথা কয় করে বিনয় ভাঙ্‌চে বোয়ের মান।
ঘরের চালে পালে পালে ডাক্‌চে কত কাক
পুঁজাবাটীতে জোড় কাঠিতে বাজছে যেন ঢাক। ইত্যাদি

৺দীনবন্ধু মিত্র।

উপরোক্ত প্রথম কবিতায়ও রস ও কল্পনার বিশেষ সমাবেশ নাই, শেষোক্ত কবিতাটিতে রসমাধুর্য্য ও কল্পনা-সৌন্দর্য্য যথেষ্ট।

এই চারিটি লেখকের একই বিষয়ের কবিতা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, রসমাধুর্য্য ও কল্পনা-সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ কবিত্বের লক্ষণ।

✓কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনা কিরূপ এখন তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

। প্রথমতঃ কালিদাস প্রায় প্রত্যেক পদাবলীতে প্রত্যেক কথায় সুমধুর রসময় কবিত্ব ও সুন্দর অলঙ্কারময়ী কল্পনার সংযোগে বিভিন্ন মনোহর ভাব সৃষ্টি করিয়া, সকলকে আলোকিত করিয়াছেন, এ বিষয়ে বোধ হয় বাল্মীকি ব্যাস হইতেও তিনি অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার শ্লোকগত শব্দের ও ভাবের ব্যঞ্জনা-শক্তি (Suggestiveness) অনেক অধিক।

"তৎ প্রসুপ্তভুজগেন্দ্রভীষণং বীক্ষ্যদাশরথিরাদদে ধনুঃ।
বিদ্রুতক্রতুমৃগানুসারিণং যেন বাণমসৃজদ্ বৃষধ্বজঃ ॥৪৪

রঘুবংশ একাদশ সর্গ।

"নিদ্রিত ফণীন্দ্র সম মহাশরাসন
নিরখিয়া রামচন্দ্র করিলা গ্রহণ,
যে ধনুকে ব্যোমকেশ প্রহারিলা শর
মৃগরূপে ধাবমান যজ্ঞের উপর।"

৺কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"তত স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেন হৃদি পত্রিণা
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞোভূত্বা সপাবকঃ।"

মহাভারত সৌপ্তিক পর্ব্ব ১৮ অধ্যায়।

"অনন্তর মহাদেব ভয়ঙ্কর শর দ্বারা যজ্ঞের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে অগ্নিরূপী যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে পলায়ন করিলেন।"

"পরস্পরে এই কথা বলিল তখন।
এই দুই মুনি শিশু রামের মতন॥
ভানুবিম্ব হ'তে যেন ভানুবিম্ব ছায়া।
উঠিয়াছে, আহা কিবা সুশ্যামল কায়া॥
জটা-বল্কল যদি না ধরিত মাথে।
ভিন্নতারহিত নাহি শ্রীরামের সাথে॥"

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

"ঊচু পরস্পরঞ্চেদং সর্ব্ব এব সমাহিতাঃ
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবাদ্ধৃতৌ॥ ১৩
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং নবল্কলধরৌ যদি।
বিশেষংনাধি গচ্ছামো গায়তো রাঘবস্যচ॥ ১৪

বাল্মীকির রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১০৭ সর্গ।

তদ্গীত শ্রবণৈকাগ্রাং সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতিনির্ব্বাতেন বনস্থলী॥ ১৬

রঘুবংশ ১৫ সর্গ।

"কুশ-লব-গীত সঙ্গীত শ্রবণে
ভাজে অশ্রু সবে নিস্তব্ধ সভায়
তরুরাজি যথা নির্ব্বাত কাননে
পত্রে পত্রে হিম বরষে ঊষায়।" ৬৬

৺রায় গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

বাল্মীকির রামায়ণের ও ব্যাসের মহাভারতের উপরোক্ত শ্লোক দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, কালিদাসের কবিতার ভাব ও কল্পনা সরস।

মহাকবি সেক্ষপীয়র চরিত্র-বিকাশে কালিদাসের সমকক্ষ হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু একাধারে কবিত্ব ও কল্পনা-সংযোগে কোন প্রকারে তাহার সমতুল্য নহেন।

"The youngest son of Priam, a true knight,
Not yet mature, yet matchless ; firm of sword.
Speaking indeeds, and deedless in his tongue.
Not soon provoked nor leving provoked, soon calmed.
His heart and hand both open and both free,
For what he has he gives ; what thinks he shows,
Yet gives he not till judgment guides his bounty,
Not dignified and impure thought with breath,
Marily as Hector but, but more dangerous."

Shakespear's Tratious and prasid.

সেক্ষপীয়রের এইরূপ লেখায় কালিদাসের ন্যায় কবিত্ব ও কল্পনা-সংযোগের বিশেষ অভাব।

"ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ সগুণৈরুদারধীঃ ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণবোপমাঃ।
ততার বিদ্যাঃ পবনাতিপাতিভির্দিশোহরিভির্হরিতামিবেশ্বরঃ ॥৩০
ত্বচংসমেধ্যাং পরিধায় রৌরবীম শিক্ষিতাস্ত্রং পিতুরেব মন্ত্রবৎ।
ন কেবলং তদ্গুরুরেকপার্থিবঃক্ষিতাবভূদেবাধনুর্দ্ধরোহপি সঃ ॥ ৩১

মহোক্ষতাং বৎসতরঃ স্পৃসন্নিব দ্বিপেন্দ্রভাবং কলভঃ শ্রয়ন্নিব।
রঘুক্রমাদ যৌবনভিন্নশৈশবঃপুপোঁগ গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ ॥৩২

রঘুবংশ ৩য় সর্গ।

"সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে দিলীপ-সন্ততি
অতিক্রমি চারিবিদ্যা সমুদ্র সমান,
পবন-বিজয়ী অশ্বে তপন যেমতি,
অতিক্রমি চারিদিক করেন প্রয়াণ। ৩০
পরি কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পিতার সদন
সমস্ত অস্ত্রের শিক্ষা লভিলা কুমার;
একচ্ছত্র পৃথিবীর দিলীপ রাজন
ধনুর্ব্বেদে হেন শিক্ষা আছে আর কার? ৩১
বিগত শৈশবভাব আসিল যৌবন
গাম্ভীর্য্য রঘুর বপু শোভার আধার,
লভিল গজেন্দ্রভাব করভ যেমন,
গো-বৎস ধরিল যেন বৃষভ আকার। ৩২

৺রায় কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ ৩য় সর্গ।

এই উভয় কবির উভয় কবিতা একই প্রকারের অথচ কালিদাসের কবিতার রসপূর্ণ কবিত্ব ও কল্পনার সহিত সেক্ষপীয়রের উপরোক্ত কবিতার কিছুই তুলনা হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, যে কালিদাস সাধারণতঃ প্রত্যেক বাক্যে ত্রিজগতের বিষয় সম্মিলন করিতেন। ইহা কবিত্ব ও কল্পনার কার্য্য। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য অন্যান্য কবিগণ বা বঙ্গীয় কবিগণ

যে কোন অংশে তাঁহার সমকক্ষ নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের এই অনন্য সাধারণ গুণ কি জন্য? তাঁহার অগাধ বিদ্যা সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এবং ত্রিজগত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনের ফলেই তিনি এইরূপ অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনার সমাবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহার দিব্য কল্পনাকে অধিকাংশভাবে উপমালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বিবিধ ভাব সৃষ্টির সম্যক্ উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার উপমা অতি শ্রেষ্ঠ, সেরূপ উপমা অপর কোন কবি বা গ্রন্থকারেই সৃষ্ট হয় না। সেই উপমাগুলিই যেন অন্তর্জগতের গূঢ় সত্য ও বাহ্যজগতের বিবিধ মাহাত্ম্য উজ্জ্বল অক্ষরে প্রদর্শনপূর্ব্বক লোককে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া স্বর্গধামাভিমুখে ধাবিত করিয়াছে।

তাঁহার পদ্য কাব্যের উপমা শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ রঘুবংশের উপমা অতুলনীয়। পূর্ব্বে কাব্যাদি হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দৃষ্টেই তাহা সুন্দর প্রতীয়মান হইবে।

তাঁহার খণ্ড-কাব্যের উপমাগুলিও সুন্দর, বিশেষতঃ মেঘদূতের উপমা অতি সুন্দর। সামান্য খণ্ড-কাব্য ঋতুসংহার, পুষ্পবাণ-বিলাসের উপমাও অতি উপাদেয়।

"কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞ বক্ত্রা,
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালী রুচিরাতনুগাত্রযষ্টিঃ প্রাপ্তা
শরন্নব বধূরিব রূপরম্যা॥"১ ঋতুসংহার শরদ্বর্ণন।

"কাশাংশুকা, মনোহর কমল-আননা,
উন্মত্ত-মরাল-রব নূপুর-নিস্বনা,
পক্কশালীরূপ দেহ যষ্ঠি সুগঠন,
শরৎ আসিল নব বধূর মতন।"

এইরূপ কবিত্বপূর্ণ উপমালঙ্কার অতি বিরল। আর ভারত-চন্দ্রও লিখিয়াছেন :—

ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটী॥
ঝড়ঝড়ি জলের বায়ুর থরথরি
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি।
আশ্বিনে এদেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
নদে-শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥" ভারতচন্দ্র।

The Chill rain is falling,
The nipped warm is crawnling
The rivers are swelling,
The thunder is knelling for the year.
The blithe swallows are flown,
The lizard each gone to his dwelling.
Come, months, come away ;
Put on white, black and gray."

Shelley's Autumn.

বঙ্গীয় কবি ও ইংরেজ কবির এই ঋতু-বর্ণনে কোন উপমা নাই, বিশেষ কোন কল্পনা নাই, সব সোজা কথা, কিছু শিখিবার নাই, শিক্ষা যেন এই সব কবিতার উদ্দেশ্য নহে। আর কালিদাসের শরৎ-বর্ণনার প্রথম শ্লোকটীই সুন্দর শিক্ষাপ্রদ ও সম্পূর্ণ কবিত্ব ও কল্পনালঙ্কারে অলঙ্কৃত।

কালিদাসের আখ্যানগুলিতেও উপমাপূর্ণ কবিত্ব ও কল্পনা অপ্রচুর নহে।

"ভো রাজন্! পরোপকারো মহাদ্রুমইব
স্বদেহকষ্টং সহিত্বা পরিশ্রমোচ্ছেদং করোতি।
উক্তঞ্চ ছায়ামন্যস্য কুর্ব্বন্তি স্বয়ং তিষ্ঠন্তি চাতপে।
ফলন্তি হি পরার্থেচ সত্যমেতে মহাদ্রুমাঃ॥
পরোপকারায় বহন্তিসন্তঃ পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ।
পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ পরোপকারায় শরীরমেতৎ।
দ্বিতীয় উপাখ্যান, দ্বাত্রিংশ-পুত্তলিকা।

"হে রাজন্! পরোপকারী মহাদ্রুমের ন্যায় নিজ দেহে কষ্ট সহ্য করিয়া পরের শ্রম বিনাশ করিতেছে। উক্ত আছে যে, মহাদ্রুম সকল স্বয়ং আতপে থাকিয়া অন্যকে ছায়া বিতরণ করে এবং সত্য সত্যই পরের নিমিত্ত ফলবান হয়। আরও পরোপকার নিমিত্ত গাভী সকল দুগ্ধ প্রদান করে এবং পরোপকারের নিমিত্তই এই শরীর জানিবেন।

কালিদাসের উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য সহজে আমাদের

মনে আসে না। কিন্তু তাঁহার অভাবনীয় সাদৃশ্য দর্শনে আমরা অতিশয় চমৎকৃত হই।

"প্রফুল্লচ্যূতাঙ্কুরতীক্ষ্ণসায়কো দ্বিরেফ মালাবিলস ধনুর্গুণঃ।
মানাংসি বেদ্ধুং সুরত প্রসঙ্গিনা বসন্তোযোধঃ সমুপাগত প্রিয়ে।"

ঋতুসংহার বসন্ত-বর্ণন।

"প্রফুল্ল চুতাঙ্কুররূপ তীক্ষ্ণ শর নিয়া
অলি পংক্তিরূপ ধনুর্গুণে সুশোভিয়া,
প্রিয়ে! বিলাসীর মন করি বিদারিত
সুখদ বসন্ত বীর হল সমাগত।"

হয়ত যাহা স্বপ্নেও কেহ কল্পনা করেন নাই, মহাকবি এই শ্লোকে বসন্ত-ঋতুর সহিত এরূপ সব সুন্দর উপমা সংযোগ করিয়াছেন, এই বসন্ত ঋতুও ভারতচন্দ্র বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ভাল ছিল শীতকাল সেত কামানল জ্বাল,
হৃদয় সহিত শাল এবে এল দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল স্তব্ধ
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ বৃক্ষ ছিল জীবন্ত॥
এবে বায়ু সাপেক্ষেকো ভুবন করিল ভেকো,
কেবল কামের ডেকো সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গের অঙ্গ দিলি, শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি,
ভারতেরে ভুলাইলি আঃ আরে বসন্ত॥" ভারতচন্দ্র।

কবিবর ভারতচন্দ্রের এই কবিতাটিতে কিছু কিছু উপমালঙ্কার থাকিলেও সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত নাই।

বঙ্গীয় কবিগণও অধিকাংশস্থলে উপমালঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলেই উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য কম কিম্বা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের একটি উপমা এইরূপ :—

"যতকাল এই দেহে থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই থাকে যেন মন॥
করিতে তোমার পূজা কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি কোন দ্রব্য নাই॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর ভাব বিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই পূজার সম্বল॥
শরীর নৈবেদ্য মম উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই লহ লহ লহ॥
ছয় রিপুদান শেষ অতি বলবান।
তোমার নিকট বিভু দিব বলিদান॥"

এইস্থলে বোধ হয় শরীর ও নৈবেদ্যের উপমা সমীচীন হয় নাই।

কবিবর মাইকেল কেবল জড়জগতের বিষয় লইয়া উপর্য্যুপরি উপমা সৃজন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য অতি কম।

"কি কাজ, প্রভু! রাজসুখ-ভোগে?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী; কুমুদী তাঁর সুজে মর্ত্ত্যতলে;

কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজ-পদে।"

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, বীরাঙ্গনা কাব্য।

এস্থলে উপমা বোধ হয় ঠিক হয় নাই। মাইকেলের উপমায় আবার অধিকাংশ স্থলেই অন্তর্জগতের বিকাশ নাই।

হেম বাবুর উপমারও কিছু কিছু তদনুরূপ দোষ বর্ত্তিয়াছে।

"সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়।
সোণার বিগ্রহে যদি পূজ এক দিন
সেওরে পরশ-দোষে হয়রে মলিন।
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ
তাতেও কালের ছায়া কালেতে পতন।
কত শোভা পদ্মফুলে জলে যবে ভাসে
পরশ করিলে তারে, তারো শোভা হ্রাসে।
সংসারের সুখ-পদ্ম নারীও শুধায় সদ্য
পুরুষের দরশে পরশে
বলে আর ফিরে ফিরে, নেহারে নেহারে ধীরে
নারী আস্তে নিদ্রার সরসে।"

হেম বাবুর কবিতাবলী

"এই কি আমার সেই জীবন-তোষিনী।"

নবীন বাবুর উপমায় ততোধিক দোষ দৃষ্ট হয়।

"দোলে মুক্তাহার কি লীলা করিয়া!
শিঞ্জিনী শিঞ্জন কিবা লীলাময়!

আবার আবার সহস্র চুম্বন,
চুম্বন সহস্র আবার আবার ;
হাসির লহরে সহস্র সহস্র
কুসুম-বর্ষণ কিবা অনিবার !
বাঙ্গলা যুবক আঁকিতে সে ছবি
কক্ষতলে বালা বসিল যানে,
বারিভরা মেঘ বিস্তৃত নয়নে
ছল ছল চাহি গালিচা পানে"।

৺নবীন চন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্র—দ্বিতীয় সর্গ

পাশ্চাত্য কবিদিগের উপমায়ও তাদৃশ দোষের অভাব নাই।

"He at their invoking came,
But with a scarce well lighted flame
And in his garland as he stood ;
Ye might descern a cyprus-bud.

Milton's epitaph on the Marchioness of Winchester.

মিল্টনের এইরূপ উপমা ঠিক কিনা সন্দেহ, ইহাতেও অন্তর্জগতের কোন কথাই নাই।

মহাকবি সেক্ষপীয়রের উপমাও অনেক সময় ঠিক নহে ও উপমায় অন্তর্জগতের বিকাশ নাই।

He sits high in all the people's hearts.
And that which would appear offence to us,
His countenance like richest alchemy
Will chance to virtue and to worthiness.

Shakespear's Julius scear.

পাশ্চাত্য অন্যান্য কবিদিগের কবিতায়ও উপমা সম্বন্ধে সেই দোষ লক্ষিত হয়।

"The dew I gather from thy lip,
Is not so dear to me as this ;
That I for a moment may rip
And banquet in a transient bliss.

Byron's To a lady.

Like an army defeated
The snow hath retreaed
And now doth faire ill
On the top of the bare hill

"Words worth's Written in March."

Of oft we still must weep,
Since we are human.
Stormy night's serenest morrow
Whose showers are pety's gentle tears,
Whose clouds are smiles of those that die
Like infants without hopes or fears
And whose beams are joys that lie
In blended hearts now holds dominion"

Shakespear's Revolt of Islam Canto 5. Stanga 4.

A prince I was blue-eyed and fairs in face
Of temper amorous as the first of May,
With lengths of yellow ringlet like a girl,
For on my cradle show the worthir star,"

Tennysons's princess.

এখন তুলনায় দেখা যাইতেছে কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনা-পূর্ণ উপমা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কালিদাসের উপমায় অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের একত্র সমাবেশ, কালিদাসের উপমার সাদৃশ্য অতুলনীয় এবং কালিদাসের উপমা অনন্যসাধারণ ও অভাবনীয়।

কেবল গভীর জ্ঞান থাকিলেই এইরূপ শ্রেষ্ঠ উপমা সৃজন করিতে পারে না, বা অসাধারণ প্রতিভা থাকিলেও এইরূপ অতুলনীয় উপমা সৃষ্টি করিতে পারে না, তৎসঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন-শক্তি চাই, গভীর চিন্তাশক্তি চাই এবং তুলনা-ক্ষমতা চাই। মহাকবি কালিদাসের এই সব শক্তি প্রচুর ছিল কাজেই তিনি এইরূপ কবিত্ব ও কল্পনাপূর্ণ উপমা সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সব শক্তি যে কেবল তাঁহার স্বভাবগত ঈশ্বর-প্রদত্ত ছিল তাহা নহে। তিনি স্বীয় চেষ্টা বা অধ্যবসায় দ্বারা এই সব ক্ষমতা অধিকাংশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে সংসার কি না হইতে পারে? চেষ্টা ও অধ্যবসায়ই পুরুষকারের সহায়। পুরুষকারই আত্মোন্নতির শ্রেষ্ঠ হেতু, পুরুষকার অদৃষ্ট হইতেও শ্রেষ্ঠ। অদৃষ্ট পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলজনিত ভগবদ্বিধান, পুরুষকার ইহজন্মের সৎকর্ম্মানুসরণ। পুরুষকার দ্বারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-জনিত বিধান খণ্ডন করা যাইতে পারে। এই জন্যই পুরুষকার অদৃষ্ট হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহাতে নির্দ্দিষ্ট বিধান খণ্ডন করিতে পারে তাহা শ্রেষ্ঠ হইবে না কি? কালিদাস সেই পুরুষকার অবলম্বনে কতকগুলি অসীম ক্ষমতা ও বিবিধ শক্তি অর্জ্জন ও সঞ্চয়

করিয়াছিলেন। দেশ দেশান্তরে, নগরে, গ্রামে গ্রামে এবং বন বনান্তরে তিনি অবশ্য পরিভ্রমন করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তাহার শ্রেষ্ঠ উপমার বস্তু সকল হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছেন, তাহার অগাধ জ্ঞান ও গভীর চিন্তাশক্তি তৎসঙ্গে নৈতিক তত্ত্ব সকল জড়িত করিয়া লইয়াছে; ইহা শ্রেষ্ঠ পুরুষ-কারের কার্য্য সন্দেহ নাই। ভাল মন্দ সদসৎ কর্ম্ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তদনুসরণ করিবার ক্ষমতা আমাদের স্বাভাবিক ঈশ্বর-প্রদত্ত। কর্ম্মফল সংঘটনে কোন ক্ষমতা না থাকিলেও ইহাতেই কর্ম্মকর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য। যিনি সেই ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার সুপরি-চালনা করেণ তিনিই পুরুষকারের আশ্রয় করিলেন এবং তদ্দ্বারা উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলেন।

কালিদাসের উপমার প্রধান গুণ এই যে প্রত্যেক উপমাই যেন আমাদের মানস-চক্ষে উপমার জিনিষটি উপস্থিত করিয়া তাহার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আমাদের হৃদয়ে দেদীপ্যমান করিয়া দিতেছে।

৪ তৃতীয়তঃ কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনার স্বভাবগুণ অতি অধিক, অতি মনোরম, অর্থাৎ যে বাক্যের যে স্থানের এবং যে বিষয়ের যেরূপ ভাব বিকাশ থাকা উচিত কালিদাসের লেখায় সাধারণতঃ তদনুরূপ ভাবই বর্ত্তমান। প্রত্যেক লেখকের পক্ষেই এই কার্য্যটি অতি কঠিন ব্যাপার। অনেকের মনে ভাব আছেত শব্দ আসে না, জ্ঞান আছেত ভাবের আবেশ হয় না এবং কল্পনা আছেত সংযোজন ক্ষমতা হয় না। কালিদাসের সমস্ত ক্ষমতাই প্রচুর ছিল এই জন্য তাঁহার লেখায় স্বাভাবিক ভাবগুণ ও যথেষ্ট

রহিয়াছে। জড়জগৎ, অন্তর্জগৎ বা জীবজগৎ বর্ণনায় যেখানে যে ভাবের বিকাশ হওয়া কর্ত্তব্য কালিদাস তাহাই অতি সুন্দর ভাবে বিকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কাব্য এবং প্রত্যেক নাটক আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে তাহার প্রত্যেক গ্রন্থেরই ভাব বিকাশ অতি সুন্দর।

কুমার-সম্ভবের হিমালয় বর্ণনা, তৎপরে পার্ব্বতীর জন্মবিবরণ, পার্ব্বতীর রূপ-বর্ণনা মহাদেবের তপস্যা-বর্ণনা; পার্ব্বতী কর্ত্তৃক মহাদেবের সেবা, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ, মদন ভস্ম, রতি-বিলাপ, পার্ব্বতীর তপস্যা, হর-পার্ব্বতীর মিলন ও বিবাহ, তাহাদের বিহার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম এবং তৎপর তাড়কাসুর নিধন প্রভৃতি বর্ণনা যেন ক্রমিক যথোপযুক্ত ভাবে বিকশিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে যথোচিত রূপে যথাস্থানে অন্তর্জগত ও জড়জগতের বিকাশ হইয়াছে। যেন কোথাও কিছু ফাঁক বা অভাব নাই। এইরূপ তাঁহার অন্যান্য সকল গ্রন্থেই ভাব বিকাশের কোন অসম্পূর্ণতা নাই, যেন প্রত্যেক খানিই এক খানি অতি সম্পূর্ণ চিত্র (a systematic whole) এ বিষয়ে অন্যান্য সকল গ্রন্থকার সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য কবি বা গ্রন্থকারদিগের বিষয় আলোচনা না করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে এক জনের একখানি গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যখানি অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যাইতে পারে না। ইহার অনেকই অভাব। ইহাতে ক্রমিক ঘটনার সম্পূর্ণ

সমাবেশ হয় নাই। অনুপযুক্ত স্থলে জড়জগতের রাশি রাশি উপমা স্তূপীকৃত হইয়াছে অথচ অন্তর্জগতের কোন কথাই নাই। অনুপযুক্ত স্থলে অসঙ্গত ভাবে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করা হইয়াছে যথা রামচন্দ্রের নরক দর্শন প্রভৃতি।

কালিদাসের ভাব বিকাশও অতি শ্রেষ্ঠ, অভিজ্ঞান শকুন্তলার ত কথাই নাই। শকুন্তলার প্রেমভাব বিকাশ অতুলনীয়। দুর্ব্বাসার অভিশাপ কবির অতি উপাদেয় কল্পনা সৃষ্টি যেন ইহাই গ্রন্থের মেরুদণ্ড।

প্রত্যেক গ্রন্থের সম্পূর্ণ ভাব বিকাশ ব্যতীত ও বিষয় গত ভাব বিকাশ ও কালিদাসের গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ, রঘুর দিগ্বিজয় বিবরণে যে বিভিন্ন দেশের ও স্থানের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, দশরথের মৃগয়া বর্ণনায় যে বিবিধ পশুর স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টেই প্রতীয়মান হইবে যে কবির কি অসাধারণ ভাব বিকাশ ক্ষমতা।

"উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যা-
ন্মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্।
জগ্রাহ স দ্রুতবরাহকুলস্য মার্গং
সুব্যক্তমার্দ্রপদপঙ্ক্তিভিরায়তাভিঃ ॥৫৯

তং বাহনাদবনতোত্তরকায়মীষ
দ্বিধ্যান্তমুদ্ধৃতসটাঃ প্রতিহন্তুমীষুঃ।
নাত্মানমস্য বিবিদুঃ সহসা বরাহাঃ
বৃক্ষেষু বিদ্ধমিষুভির্জঘনাশ্রয়েষু ॥"৬০

রঘুবংশ নবমসর্গ।

ত্যজি পল্বলের পঙ্ক বরাহনিকর
ধাইল, মুস্তার গ্রাস করে মুখ হতে
অদ্রি পদচিহ্নরাজি বিরাজিল পথে
সেই দশরথ হলো অগ্রসর।৫৯
অশ্ব হ'তে অগ্রকায় নোয়ায়ে রাজন্
ফুল্ল কেশ বরাহেরে প্রহারিয়া বাণ
পশ্চাৎ পাদপে তার বিঁধিলা যখন
না জানে বরাহ তাহা রোষে হতজ্ঞান।৬০ ইত্যাদি
রঘুবংশ নবম সর্গ।

তৎপর কালিদাসের শ্লোকগত স্বভাব গুণ অতি মনোহর। যেন প্রত্যেক শ্লোকের বর্ণিত কথা জড়জগৎ, অন্তর্জগৎ ও জীবজগতের সংমিশ্রণ হইলেও অতি স্বভাব সিদ্ধ অতি প্রকৃত সত্য।

"নন্বাত্মানং বহুবিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে,
তৎকল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মানসঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো
বা নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।৪৯
মেঘদূত উত্তর মেঘ।

ভাবী সুখ আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণি, এখন
ধৈর্য্য সহকারে ধরি আমার জীবন ;
কাতর না হয়ে সখি, ভেবে দেখ মনে
কে সুখী বা চির দুখী এই ধরাধামে ?

উচ্চে নীচে যথাক্রমে চক্রনেমি প্রায়
জীবের অবস্থা-চক্র ঘুরিয়া বেড়ায়।"

কচ্চিৎ সৌম্যব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়্যমে
প্রত্যাদেশান্ন খলুভবতোধীয়তং কল্পয়ামি
নিশব্দোহপি প্রদিশনি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্য
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সীতার্থ ক্রিয়ৈব ॥৫৩

মেঘদূত উত্তর মেঘ।

"হে সৌম্য, এ মিত্র কার্য্য সম্পাদন তবে
কি তব সঙ্কল্প ? নাহি জিজ্ঞাসি তোমারে ;
ভেবে দেখ বারি প্রার্থী চাতকে কেমনে,
নীরবে করিয়া থাক সলিল বর্ষণ।
যাচকের অভীপ্সিত সাধনা নিচয়
সজ্জনের প্রত্যুত্তর ! এই মনে হয়।"

"মৃগাঃ প্রচণ্ডতাপতাপিতাভৃশংতৃষা সহত্যা
পরিশুষ্ক তালবঃ।
বনান্তরে তোয়মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য
ভিন্নাঞ্জন সন্নিভন্নভঃ ॥১১

ঋতুসংহার গ্রীষ্ম বর্ণন।

"প্রচণ্ড আতপ-তপ্ত কুরঙ্গ এখন
পিপাসায় শুষ্ক-তনু ব্যাকুল নয়ন
দলিত অঞ্জন প্রভ আকাশ হেরিয়া
বনান্তরে বারি ভ্রমে যাইছে ছুটিয়া।"

বোমঙ্ক চিত্র যত শঙ্খ মৃণাল গৌরৈস্তক্তাম্বুভির্লঘুতয়া।
শতশঃ প্রয়াতৈঃ সংলক্ষ্যতে পবন বেগ চলৈঃ
পয়োদৈঃ রাজেব চামর বরৈরূপবীজ্যমানঃ ॥৪

ঋতুসংহার শরদ্বর্ণন।

"রজত মৃণাল শঙ্খ শুভ্র বর্ণ ধরি
বারি শূন্য লঘুমেঘ শত ভাগে উড়ি
চিত্রিছে অপূর্ব্ব চিত্র গগন প্রাঙ্গণে
রাজেন্দ্র শোভিত যেন চামর ব্যজনে॥

কালিদাসের দৃশ্য-কাব্যের (নাটকের) সাধারণ কথাগুলিও এইরূপ স্বভাব-সিদ্ধ ভাবে পূর্ণ। প্রিয়ম্বদা বলিতেছে :—

"দুষ্মন্তেনাহিতং তেজোদধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্নগ্নিগর্ভাং শমীমিব ॥৬॥

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা চতুর্থ অঙ্ক।

"অখিল অবনী তলে সাধিতে কল্যাণ,
ভূপতি দুষ্মন্ত তেজ করিলা আধান
অন্তরে অনল ধরে শমীতরু যথা,
জানিবেন দ্বিজবর! তনয়ারে তথা।"

অথবা

প্রবরং অহিণজিণংবচ্ছে দিটটিয়া ধূমো বরুদ্ধ
দিট্ঠিণোবিজ্জমাণম্ স পাবডস্ স

জেবমুহে আসুদী নিবড্ডিদা সুসিস্সপরি-
দিয়া দিঅ বিজ্জা আক অণী আসি
মে সংবত্তা ত্যজ্জে জেম তুমং ইসি
পরিরক্খিদং করিঅ ভত্তুণোকআসং
বিকজ্জ জেমিস্তি ।৪৬

চতুর্থ অঙ্ক ।

"বৎসে যেরূপ ধূমা কুলিত দৃষ্টি যজমানের ভাগ্যবশেই পাবকোপরি আহুতি নিপতিতা হয়, সেইরূপ তুমিও ভাগ্যবশেই উপযুক্ত স্থানেই নিপতিতা হইয়াছে এবং সদ্বিগ্বাসুশিষ্যা কর্তৃক পরিগৃহিতা হইলে যেমন শোচনীয় হয় না সেইরূপ তুমিও আমার শোচনীয় না হইয়া বরং আনন্দের নিমিত্তই হইয়াছে। আজ তোমাকে শিষ্যগণে পরিবৃত করিয়া স্বামী সন্নিধানে প্রেরণ করিব।"

কাজেই কালিদাসের লেখায় স্বভাবোচিতভাব প্রকাশ গুণ সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্ব প্রকারেই বিদ্যমান।

৮ চতুর্থতঃ কালিদাসের কোনও গ্রন্থে অতুলনীয় যমক সৃষ্টি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে ঘটকর্পর একখানি সুন্দর যমক সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নবরত্ন সভায় গর্ব্ব করিতেছিলেন যে এইরূপ যমক আর কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। সর্ব্বপ্রতিভাপন্ন কালিদাস তাহাতে যমক পূর্ণ নলোদয় কাব্যখানি প্রণয়ন করিয়া ঘটকর্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করেন। অবশ্য তাঁহার "নলোদয়" কাব্য "মিঠেকড়া বা "ছুছোন্দরী বধ" কাব্যের ন্যায় হয় নাই।

"অপিচ বিনামানেন শ্রবণীয়ঃ সর্ত্তুপর্ণ নামানেনঃ।
স্বাঙ্গেনামানেন ম্যাবিপদোনহি নহি নৃণাং কলামানেন।"২০

নলোদয় ৩য় সর্গ।

"প্রভু, তুমি অভিমান করি পরিহার
ঋতুপর্ণ নৃপতির লইবে আশ্রয় ;
যেহেতু বিপন্ন যারা, তাহারা নিয়ত
সাধুর শরণ লয় বিপদ সময়।"

আর একটি শ্লোক এইরূপ—

"কলিমিতি নানামায়ং নমস্তময়ুগম্মহান্মনানাময়ং।
কীর্ত্তিধনা নামায়ং সদধাতি হরস্তিরিপুজনানাময়ং॥"২৪

চতুর্থ সর্গ।

"এইরূপ নানাবিধ বিনয় ও স্তুতি করায় উচ্চাশয় নলরাজ, নানা কপটশালী কলিকে শাস্তি না দিয়াই ছাড়িয়া দিলেন। শত্রুগণের নমস্কার যে পুরুষের মন আকর্ষণ করে তাহার অপরিমিত কীর্ত্তি ধনলাভ হইয়া থাকে। এইরূপে কলি নলের অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল।"

নলোদয়ের প্রায় শ্লোক গুলিই এইরূপ সুন্দর সুন্দর যমক পূর্ণ। যমক সৃষ্টি কবিত্ব ও কল্পনার কার্য্য অসাধারণ কবিত্ব ও কল্পনা না থাকিলে কালিদাস কখনও এইরূপ সুন্দর যমক সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। তাহার অন্যান্য গ্রন্থে ও যে কিছু কিছু যমক না আছে তাহা নহে তবে নলোদয়ের প্রায় শ্লোকই যমকপূর্ণ। কবিবর ভারতচন্দ্র যে লিখিয়াছেন,—

"আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি,
অন্য লোকে ভুরাদেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"

ইহাও বিশেষ কবিত্ব ও কল্পনার পরিচায়ক কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অধিক যমক হওয়ার সুবিধা নাই। সংস্কৃতে যেরূপ এক শব্দ বহু অর্থ ব্যঞ্জক বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নহে।

৫ পঞ্চমতঃ কালিদাসের ভাষা সরল ও সরস ভাব গম্ভীর। ভাষার সারল্য রক্ষণ করিয়া তৎসঙ্গে ভাবের গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করা সহজ কবিত্ব ও কল্পনার কার্য্য নহে।

৬ ষষ্ঠতঃ কালিদাসের ভাষায় ক্ষমতা অতি চমৎকার। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত একই প্রকারের ভাষা যেন মৃদু কল্লোলিনী স্রোতস্বিনার ন্যায় অবিরাম গতিতে চলিয়াছে এবং তৎসঙ্গে সাঙ্গ বিবিধ ভাবোৎপাদন করিয়া লোকের মন প্রাণ মুগ্ধ করিতেছে।

৭ সপ্তমতঃ কালিদাসের লেখায় প্রসাদ ও মাধুর্য্য গুণ অতি শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রত্যেক পদাবলীর মাধুর্য্য রসে হৃদয় যেন আপ্লুত হয়।

এইরূপ বিবিধ গুণ কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনায় বর্ত্তমান। অবশ্য তাহাতে আরও অসংখ্য অবর্ণনীয় গুণ ও বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই। তাহার প্রত্যেক গ্রন্থের বিবরণ সৃষ্টি বিষয়ে ও তাহার কবিত্ব ও কল্পনা কুশলতা অতি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার বর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলি যেন লোক-চক্ষুর সমক্ষে অতি উজ্জ্বল ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি কল্পনা ও কবিত্ব বলে যে সমস্ত জড়জগৎ, অন্তর্জগৎ ও জীবজগতের বিষয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা সমস্তই তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বিবৃত

করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনা অতীব প্রশংসনীয় ও শ্রেষ্ঠ, এই জন্য যে তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কোন অংশেই অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রীতিকর নহে বরং অধিকাংশ ভাবেই অত্যাশ্চর্য্য-রূপে সুসঙ্গত। কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর আরাধনা, নলোদয়ে প্রান্তর মধ্যে নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ কারণ বর্ণনা, রঘুবংশে দীলিপের সন্তান-লাভ ঘটনা, রঘুর সময়ে কৌৎস্য বিবরণ, কুশের সমক্ষে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব, মালবিকাগ্নিমিত্রে বিদূষকের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল-প্রণালী বিক্রমোর্ব্বশীতে রাজমহিষীর প্রিয় প্রসাদনব্রত ও লতাময়ী উর্ব্বশীর অবস্থা, অভিজ্ঞান শকুন্তলায় শকুন্তলার প্রেম ও পরিণয় বর্ণনা, অনসূয়া প্রিয়ম্বদা চরিত্র সৃষ্টি, দুর্ব্বাসার অভিশাপ বিবরণ প্রভৃতি কালিদাসের অতুলনীয় কল্পনা-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কালিদাসের কবিত্ব ও কল্পনা অনুকরণ করা অসম্ভব। তাহার কবিত্বের ও সীমা নাই কল্পনার ও অন্ত নাই উভয়েই নিত্য নূতন ভাব নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য। তাহার কবিত্ব পূর্ণ ও কল্পনা সম্বলিত প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক পদাবলী, প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক বিষয় বর্ণনা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিবে যে তাঁহার প্রত্যেকেই নিত্য নূতন ভাব, নিত্য নূতন রসপূর্ণ কবিত্ব এবং নিত্য নূতন অলঙ্কার-ময়ী কল্পনা। এই প্রকার অপরূপ কবিত্ব ও কল্পনার সমাবেশ আর বোধ হয় মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস ব্যতীত আর কাহারো গ্রন্থেই নাই। অনেকের মতে মহাকবি সেক্সপীয়র ও গেটে কবিত্ব ও কল্পনায় কালিদাসের সমকক্ষ কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা কালিদাসের সমতুল কিনা সন্দেহ।

৭। কালিদাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও ধর্ম্মে যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তদনুরূপ বড়ই নিকট সম্বন্ধ। জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত, সংজ্ঞা ও বিবিধ। কেহ মোক্ষ, বিষয়াধীকে জ্ঞান বলেন। "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা" পাতঞ্জল-দর্শন যোগমতে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সমুদয় ও আত্মার একত্বকে জ্ঞান বলে। ন্যায় মতে প্রমা ও অপ্রমা এই দুই প্রকার জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানে ভ্রম নাই তাহাকে প্রমা এবং ভ্রমাত্মক জ্ঞানকে অপ্রমা বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞা এই যেন "জ্ঞায়কে তৎজ্ঞানং।" যদ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান।

জ্ঞানের সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন জ্ঞানের রাজ্য অসীম কাজেই বিজ্ঞান ও দর্শন জ্ঞান-রাজ্যের অন্তর্গত; জ্ঞান ও বিজ্ঞান দর্শন প্রসারিত করে। আবার দর্শন ও বিজ্ঞান জ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত করে। জ্ঞান যেরূপ বিজ্ঞান দর্শনের বিকাশের সহায় বিজ্ঞান দর্শন ও সেইরূপ জ্ঞান বৃদ্ধির সাহায্য কারক। নীতি ও শিল্পশাস্ত্রাদি বৈষয়িক ধীকেই বিজ্ঞান বলে। কাজেই উহার সঙ্গে জ্ঞানের বড়ই নিকট সম্বন্ধ।

জগতে যত দার্শনিক বা বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন বা আছেন তাহাদের সকলেই বিশেষ জ্ঞানী। ব্যাস, কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম, জৈমিনি, চার্ব্বাক, রামানুজ, পাণিনি প্রভৃতি

প্রাচ্য দার্শনিকগণ সকলেই অতি জ্ঞানী ছিলেন। ডাইওজিনিস (Diogenes), পিথাগোরাস (Pythagoras), প্রটোগোরাস্ (Protagorus), সক্রেটিস (Socrates), ইউক্লিড (Euclid), প্লেটো (Plato), এরিষ্টেটল (Aristotle), এপিকিউরাস (Epecurus), সিসিরো (Cecero), গ্রেগরী (Gregory), অগাষ্টাইন (Augustine), বেকন (Bacon), হবস্ (Hobbs), ডেকার্ট (Descerts), লক (Locke), বর্কিলি (Bokeley) হিউম (Hume), রিড (Reed), কেণ্ট (Kant), হেগেল (Hegel), ডারউইন (Darwin), মেকিনটস (Mackentosh), হেমিল্টন (Hamilton), মিল (Mill), স্পেন্সার (Spencer), মার্টিনো (Matinow), ছালি (Sully), প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ গণের সকলেই কৃতবিদ্য জ্ঞানী পুরুষ। তাহাদের অসীম জ্ঞান দর্শন ও বিজ্ঞান প্রচারিত করিয়াছে, আবার বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চ্চায় যেন তাহাদের জ্ঞান প্রসারিত হইয়াছে।

কালিদাস অপরিমেয় জ্ঞানশীল ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক পদাবলী, প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক বিষয় বর্ণনা তাহার সুগভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং তাঁহার বিজ্ঞানে ও যথেষ্ট অধিকার ছিল। মোগাকর্ষণ শক্তি, পদার্থের কাঠিন্যের কারণ, জলকণা সমূহে সূর্য্য কিরণ সংযোগ হেতু ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি, জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের উৎপত্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের কারণ প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞান শাস্ত্র সিদ্ধ বিষয়ের তিনি তাঁহার গ্রন্থে অবতারণা

করিয়াছেন। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় তাঁহার বিজ্ঞান-শাস্ত্রে যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার বিবিধ নৈতিক তত্ত্বের অবতারণায় বোধ হয় দর্শন-শাস্ত্রে ও তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার ভৌগলিক জ্ঞান ও যথেষ্ট ছিল। রঘুর—দিগ্বিজয় বিবরণ, মেঘদূতের বিবিধ দেশের বিশদ বিবরণই ইহার সুন্দর প্রমাণ।

এখন তাহার গ্রন্থাদি হইতে তাহার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কিছু কিছু দেখা কর্ত্তব্য। কুমার সম্ভবের একটি শ্লোক এইরূপ :—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া
চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্য ময়ান বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরানীব কলান্তরাণি।২৫

কুমার-সম্ভব ১ম সর্গ।

"দিন দিন নবকলা সংযোগে যেমন
চন্দ্র চন্দ্রিকায় হয় পূর্ণ মনোরম ;
তেমতি উমার দেহ অপূর্ব্ব প্রভায়
দিন দিন পরিপূর্ণ হ'ল পূর্ণতায়।"

কালিদাস উপমাদ্বারা এই শ্লোকে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

"স্ত্রী পুংসাবাত্মভাগৌতে ভিন্ন মূর্ত্তেঃ স্বসৃক্ষয়া।
প্রাসূতিভাবাঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ।"

কুমার-সম্ভব ২য় সর্গ।

"সৃষ্টি অভিলাষে তুমি আপন স্বরূপে,
প্রকৃতি পুরুষ দুয়ে বিভক্ত করিলে ;
যেই শুভ সম্মিলনে জীবগণ যত
জন্ম লাভ করে তব অপার কৌশলে।"

এই শ্লোকে সাংখ্যর মত প্রকৃতি পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দুই শ্লোকে বিজ্ঞান ও দর্শনের অবতারণা হইয়াছে।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রঘুবংশে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিকাশ অনেক অধিক। প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু না কিছু আছে তবে রঘুবংশে অনেক বেশী, রঘুবংশে কালিদাস জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

রঘুবংশের প্রথম শ্লোকটিই কবি কালিদাসের বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক।

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥"১

রঘুবংশ ১ম সর্গ।

"নমি আমি জগতের জনক-জননী,
ভবেশ শঙ্কর আর পর্ব্বত-নন্দিনী
নিরন্তর যুক্ত যাঁরা বাক্য অর্থ প্রায়
বাক্য অর্থ জ্ঞান লভি যাঁদের কৃপায়।"

৺রায় গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ

আর বায়ু পুরাণে আছে :—

"শব্দজাতমশেষন্তু ধত্তে সর্ব্বস্য বল্লভা
অর্থরূপং যদখিলং ধত্তে মুগ্ধেন্দুশেখরঃ।"

বায়ু পুরাণ সংহিতা।

সর্ব্ব অর্থাৎ শিব অর্থের ও সর্ব্বপ্রিয়া দুর্গা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দুইয়ের নিত্য ঘনিষ্ট সম্পর্ক।

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"৪

রঘুবংশ ১ম সর্গ।

অথবা বাল্মীকি আদি পূর্ব্ব কবিগণ
সে বংশ বর্ণন দ্বার খুলিলা যখন
চলিব সে পথে, সূত্র পশে যেইমতে
মণি মধ্যে হীরকের সূচীবিদ্ধ পথে।

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

এই শ্লোকে শিল্প বিজ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত হইয়াছে—

"মন্ত্র মূলং যতোরাজ্যমতোমন্ত্রং সুরক্ষিতম্
কুর্য্যাৎ যথা তন্নবিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

রঘুবংশের এই শ্লোক ও যাজ্ঞবল্ক্যের নীতিসূত্রেও শৈব দর্শনের কর্ম্মফল তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

"অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ
সুরসরিদিব তেজোবহ্নিনিষ্ঠ্যূতমৈশম্।

নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী
গুরুভি রভিনিবিষ্টং লোকপালানুভাবৈঃ ।" ৭৫

রঘুবংশ দ্বিতীয় সর্গ ।

"অত্রির নয়ন হতে ঝরিল যখন
চন্দ্ররূপে শীত বারি উজলি অম্বর
ধরিল সে প্রভানভঃ দেব হুতাশন
নিক্ষেপিলা রুদ্রতেজ যবে তীব্রতর
ধরিলা সে তেজ গঙ্গা কুমার প্রসূতি
দিলীপের অঙ্কলক্ষ্মী সুদক্ষিণা সতী
সূর্য্য বংশ বৃদ্ধিহেতু ধরিলা তেমন
লোকপাল তেজপূর্ণ গর্ভসুলক্ষণ ।" ৭৫

"বৈবস্বতোমনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্ ।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥" ১১

রঘুবংশ ১ম সর্গ ।

"বৈবস্বত মনুনাম সূর্য্যের তনয়
মনীষিকুলের মণি সর্ব্ব গুণালয়,
নৃপতিকুলের তিনি আদি নরপতি
বৈদিক মন্ত্রের আদি প্রণব যেমতি ।"

আর মনুতে আছে—

অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্মিতো নৃপঃ ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা । মনু

"তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনাইব।"২০

"গম্ভীর প্রকৃতি তাঁর ইঙ্গিত-আকার
হেরি মনোগত-ভাব বুঝে সাধ্য কার।
মন্ত্রণা সতত রাজা রাখেন গোপনে
ফল দৃষ্টে কার্য্য তার বুঝে অন্য জনে,
পূর্ব্ব-জনমের যথা সংস্কারনিচয়,
ইহ-জনমের কার্য্যে প্রকটিত হয়॥"২০

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

যাজ্ঞবল্ক্যে উক্ত হইয়াছে—

"মন্ত্রমূলং যতোরাজ্যমতোমন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাৎ যথাতন্নবিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ॥"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

রঘুবংশের উপরোক্ত শ্লোকে যাজ্ঞবল্ক্যের নীতিসূত্র ও শৈব-দর্শনের কর্ম্মফল-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

"অথ নয়নসমুত্থং জ্যোতিরত্রেরিব দ্যৌঃ।
সুরসরিদিব তেজোবহ্নি নিষ্ঠ্যূতমৈশম্॥
নরপতিকুলভূত্যৈ গর্ভমাধত্ত রাজ্ঞী।
গুরুভিরভিনিবিষ্টং লোকপালানুভাবৈঃ॥"৭৫

রঘুবংশ দ্বিতীয় সর্গ।

অত্রির নয়ন হতে ঝরিল যখন
চন্দ্ররূপে শীতবারি উজলি অম্বর

ধরিল সে প্রভা নভঃ দেব-হুতাশন
নিক্ষেপিলা রুদ্রতেজ যবে তীব্রতর
ধরিলা সে তেজ গঙ্গাকুমার-প্রসূতি
দিলীপের অঙ্ক-লক্ষ্মী সুদক্ষিণা সতী,
সূর্য্যবংশ-বৃদ্ধি হেতু ধরিলা তেমন
লোকরূপে তেজপূর্ণ গর্ভ সুলক্ষণ ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

অত্রি মুনির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি শাস্ত্রসিদ্ধ।

"নেত্রাভ্যাং বারিসুস্রাব দশধাদ্যোতয়ন্দিশঃ।
তদ্গর্ভং বিধিনাহৃষ্টা দিশো দেব্যাদধুস্তদা ॥
সমেত্য ধারয়া মাসুর্ন চ সমশকনুরণ্।
সত্তাভ্যঃ সহসৈবাথদিগ্‌ভ্যোগর্ভঃ প্রভান্বিতঃ।
পপাত তাসয়ন্ লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥"

হরিবংশ।

অষ্টলোকপালের তেজে রাজোৎপত্তি পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে—

"অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।"

মনুসংহিতা।

"নিবাত পদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূরইবেন্দু দর্শনাৎ
গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি ॥"১৭ তৃতীয় সর্গ।

"অচপল ইন্দীবরনিভ ভুনয়নে
পুত্রের সুচন্দ্র-মুখ হেরিলা রাজন্
অপার আনন্দ তাঁর না ধরে অন্তরে
যথা যায় পূর্ণিমার বিধু-দরশনে
সুখের বিহ্বলে সিন্ধু হয় নিমগন
সঙ্গম-সলিলোচ্ছ্বাস উছলিয়া পড়ে ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

সমুদ্রমন্থনে উৎপত্তি লাভ করাতে চন্দ্র সমুদ্রের অপত্যস্বরূপ। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র স্ফীত হয়। তাহাতে জোয়ার হইয়া থাকে।

"পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ
শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনেদিনে।
পুপোষবৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনু
প্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ ॥"২২

রঘুবংশ ৩য় সর্গ।

"দিনেদিনে সুত প্রতি রাজার যতন,
পিতৃস্নেহে শিশু-দেহ বাড়ে মনোহর ;
পশে যবে সৌর-প্রভা অন্তরে আপন
কালক্রমে বাড়ে যথা বাল-শশধর ॥"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

সুর্য্য হইতে তেজপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও কলার বৃদ্ধি হয়। সৌর-কিরণের সহিত পিতৃ-স্নেহের উপমা বরাহ-সংহিতায়ও আছে যথা :—

"সলিলময়ে শশিনি-রবেদীধিতয়ো মূর্চ্ছিতা স্তমোনৈসঃ।
ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদর নিহিতাইব মন্দিরান্যাস্তঃ॥"

বরাহ-সংহিতা।

"প্রজানামেব ভূত্যার্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টু মাদত্তে হি রসং রবিঃ॥"

১৮ শ্লোক প্রথম সর্গ, কালিদাস-রঘুবংশ।

"সাধিবারে প্রজাদের অশেষ মঙ্গল
কর ভাগ কর রাজা করেন গ্রহণ
সংগ্রহি সহস্র রশ্মি ধরা হ'তে জল
করেন সহস্র গুণ পুনঃ বরিষণ॥"

নবীনদাস রঘুবংশ।

"দ্বেষ্যোঽপি সম্মতঃ শিষ্টস্তস্যার্তস্য যথৌষধম্।
ত্যজ্যোদুঃষ্ট প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতা॥"

২৮ শ্লোক ১ম সর্গ কালিদাস।

"শত্রু হইলেও শিষ্টে পালেন নৃপতি,
তিক্ত ঔষধেরে রোগী আদরে যেমন;
প্রিয়জন দুষ্ট হ'লে দণ্ডেন সুমতি,
কে না ত্যজে সর্পদষ্ট-অঙ্গুলী আপন?"

রঘুবংশ নবীনদাস।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরি উদ্ধৃত বিভিন্ন প্রকারের কএকটি শ্লোক দৃষ্টেই কালিদাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং দর্শনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই প্রকারের তৎপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থেই প্রায়

প্রত্যেক পদাবলীতেই তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও বিজ্ঞান বা দর্শনের নিদর্শন রহিয়াছে। তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রত্যেক পদাবলীতেই সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্ত নৈতিক-তত্ত্বও বিকাশিত রহিয়াছে।

মহাকবি কালিদাস কি প্রকারে এই দুরূহ কার্য্য সংঘটন করিলেন? সংসারে ত অনেক জ্ঞানী, অনেক বৈজ্ঞানিক ও অনেক দার্শনিক রহিয়াছে সকলে এইরূপ পারে না কেন? কালিদাসের সময়ের নবরত্ন-সভার অন্যান্য পণ্ডিতগণই বা এইরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই কেন? জগতের সকলেই কি কবি, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হইতে পারে বা হইয়া থাকে? অনেক মৌনী কবি, নীরব জ্ঞানী, ভাষাহীন বৈজ্ঞানিক বা লেখনাক্ষম দার্শনিক যুগ-যুগান্তর হইতে এ জগতে বিচরণ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু কালিদাসের কবিত্ব মৌনত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছিল না, তাঁহার জ্ঞান নীরব ভাব অবলম্বন করিয়াছিল না এবং তাঁহার বিজ্ঞান ও দর্শন ভাষা-ভাবে অব্যক্ত রহিয়াছিল না। আবার কাহারো বা স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্তু সম্যক জ্ঞানের অভাব বা বিজ্ঞান ও দর্শনাজ্ঞতা বর্ত্তমান, কাহারো বা প্রচুর জ্ঞান আছে কিন্তু কবিত্ব নাই বা ভাষার প্রতি যথেষ্ট অধিকার নাই। এবং কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের কবিত্ব একেবারেই নাই, কি ভাষায় সুন্দররূপে মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা নাই। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের সর্ব্ব ক্ষমতাই ছিল। কাজেই তিনি যেরূপ একাধারে জীবজগৎ, জড়জগৎ ও অন্ত-র্জগতের এবং কবিত্ব ও কল্পনার সমাবেশ করিয়াছেন, তৎসঙ্গে-সঙ্গে

আবার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনেরও যথোচিত বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার এই বিকাশ-প্রণালীও অত্যাশ্চর্য্য সুকৌশলে পরিপূর্ণ। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক পদাবলীতেই সকল বিষয়ই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কবি কালিদাসের শব্দ-যোজনা-প্রণালীই ইহার মূল-কারণ, প্রত্যেক শব্দই যেন বিশেষভাবব্যঞ্জক ও অর্থব্যঞ্জক। দ্বিতীয় কারণ তাঁহার বিষয়-বর্ণনা-প্রণালী অতি সুন্দর। এক বিষয়-বর্ণনায় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য অতি স্বাভাবিক। সুপ্রকাশিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান জগৎ আলোকিত ও উন্নত করে। কালিদাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞান অতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাহা জগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"সরসী-সরিৎ-সিন্ধু-শেখর সুন্দর।
গহন, গহ্বর, বন নির্ঝরনিকর
দিনকর-নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥
ইহা খলু নিসর্গের শোভা অনুপম।
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাস-বিভ্রম॥
সে সুখের তুল্য সুখ আর কিসে হয়?
দৈব-অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয়॥
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস।
কাব্যে সেই রস কিবা করিলা প্রকাশ॥

মহা মহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্নরূপে খ্যাত দেশ-দেশান্তর ॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বিষয়।
না বর্ণিয়া কিছু মাত্র ভাব রসময় ॥
প্রকৃতি-রূপের ছটা করি দরশন।
করে হেন কাব্য-সুধাসার বরিষণ ॥
পাঠমাত্রে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ধন্য ধন্য কাব্য-শক্তি রসের সাগর ॥"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের পদ্মিনী-উপাখ্যান।

বাস্তবিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্বলিত কবিত্বের বা কবিত্বপূর্ণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা অবর্ণনীয়। কবিত্বের সাধারণ গুণ এই যে, ইহা সকল রসসঞ্চার করিয়া লোককে মুগ্ধ ও আলোকিত করে। হয়ত মোহিত হইবার কোন কারণ নাই অথচ কবিত্বপূর্ণ কবিতা পাঠ বা শ্রবণে লোকের চিত্ত স্বভাবতঃ মুগ্ধ হইবে, অশ্রু-বিসর্জ্জনের কোন কারণ নাই অথচ সুকবিত্বে অশ্রু-বিসর্জ্জন করাইবে। হাস্যের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই অথচ সুকবির কাব্যে হাস্যরসে তরঙ্গিত করিবে, বীভৎস ভাবের কোন হেতুই নাই অথচ কবিত্ব-রসাস্বাদনকারীর মুখ-ভঙ্গীতেই তাহা সুন্দররূপে প্রকাশ পাইবে। সুকবিত্বের আর এক গুণ এই যে, উহা সুষুপ্ত মানসিকবৃত্তিনিচয় অতর্কিতভাবে জাগ্রত ও উত্তেজিত করিয়া থাকে সুতরাং উহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতম ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তাহাতে দয়া,

করুণা, মায়া, মমতা, প্রণয়, প্রীতি প্রভৃতি মানসিক-বৃত্তিসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে। কবিত্ব পরমার্থিক সুখসম্ভোগের হেতুস্বরূপ। ইহা এক ধর্ম্মবিশেষ; কবিগণ ইহার প্রচারক ও পুরোহিত। তাঁহারা মানবের নিকট ঐশী ক্রিয়া-প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। তাঁহারা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার ও প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উপদেশপূর্ণ দৃষ্টান্তস্বরূপ শোভিত করিয়া জগৎ-সমক্ষে প্রদর্শন করেন। তাঁহাদিগের উপদেশ-গুণে আমরা অচেতনকে সচেতন প্রত্যক্ষ করি এবং অদৃশ্যকে যেন মূর্ত্তিমান্-স্বরূপ দর্শন করিয়া পুলকিত হই।

"তরু-লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থভাব ধরে॥
উপদেশ দান করে পাষাণসকল।
সকলি প্রতীতি হয় সুন্দর নিষ্ফল॥"

৺রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

একে জ্ঞান ও বিজ্ঞান স্বভাবতঃই জগতের অতি হিতকর, তাহাতে আবার কবিত্ব-সংযোগে উহা অধিকতর হিতকর হইয়া থাকে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিষয় সাধারণতঃ শুষ্ক, কঠিন ও ঔৎসুক্য-হীন, কবিত্ব আবার চিত্ত-উন্মেষকারী ও ভাব-কুসুম প্রফুল্লকারী। কাজেই কবিত্ব-সম্মিলনে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ অতি প্রীতিকর হইয়া থাকে। বুদ্ধির প্রাখর্য্য-সম্পাদন জ্ঞান ও

বিজ্ঞানের কার্য্য, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ-সাধন কবিত্বের কার্য্য। সুতরাং উভয়ের সম্মিলন যেন সোণায় সোহাগা-সংযোগ।

কালিদাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞান কবিত্বপূর্ণ ও শ্রুতিসুখকর কবিতায় ব্যক্ত। কাজেই উহা বিশেষ প্রীতিকর, হিতকর ও শিক্ষাপ্রদ।

কালিদাসের উদ্ধৃত শ্লোকাবলী দৃষ্টেই প্রতীয়মান হইবে, কালিদাস বেদ, শ্রুতি-স্মৃতি, দর্শন এবং সর্ব্ববিধ নীতিশাস্ত্রেই সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ না থাকিলে তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে স্থানে স্থানে সেই সব শাস্ত্রের মনোহর-রূপে বিকাশ করিতে পারিতেন না। তাঁহার কবিত্ব-ক্ষমতাও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞানও অত্যুৎকৃষ্ট। সুতরাং এ তিনের সংযোগও তাঁহার শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জগৎ গর্ব্বসহকারে মহাকবি সেক্সপীয়রকে কালিদাসের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু এসম্বন্ধে বোধ হয় সেক্সপীয়র কালিদাসের সমকক্ষ নহেন। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মহাকবি সেক্সপীয়র বাহ্য-জগৎ ও অন্তর্জগৎ বিকাশে কালিদাসের সমতুল্য নহেন। বিজ্ঞান ও দর্শন বাহ্য-জগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তর্ভূক্ত। কাজেই সেক্সপীয়ারও বিজ্ঞান ও দর্শন-বিকাশে কবি কালিদাসের সমকক্ষ হইতে সক্ষম হন নাই। অন্যান্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কবিগণ-সম্বন্ধেত কোন বক্তব্যই নাই।

ইহার কারণ কি? অন্যান্য কবিগণ কি জন্য তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই? সকলেইত কবি, জ্ঞানী ও দার্শনিক? তবে এ বিভিন্নতা কেন? শ্রেষ্ঠ কবিত্ব সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞানী।

শ্রেষ্ঠ কবিহৃদয় সহস্রধারার প্রস্রবণস্বরূপ, তাহা হইতে এক সঙ্গে কবিত্ব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, জীবজগৎ, জড়জগৎ, অন্তর্জগৎ প্রভৃতির বিবিধ তত্ত্ব ও সত্য যেন সহস্রধারায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কবিত্ব ছিল, তাঁহার হৃদয় সুবৃহৎ সহস্র ধারায় প্রস্রবণস্বরূপ, কাজেই তাঁহারা কালিদাসের সমকক্ষ হইতে সক্ষম হন নাই।

কালিদাস এক শ্লোকে, অথবা এক লাইনে বা এক শব্দে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন বিকাশ করিয়াছেন, অন্যান্য কবিগণের তাহার কিয়দংশও বিকাশ করিতে হয়ত বহু বাক্য-ব্যয় করিতে হইয়াছে, সুদীর্ঘ আবর্জ্জনাময় কবিতা সৃজন করিতে হইয়াছে। কালিদাসের একটি শ্লোক এইরূপ :—

"পতিরঙ্কনিষন্নয়া তয়া করণাপায় বিভিন্নবর্ণয়া।
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাং মৃগলেখা মুষসীব চন্দ্রমাঃ।"৪২

রঘুবংশ অষ্টম সর্গ।

"আহা সে কনক-লতা জীবনবিহনে
লুণ্ঠিতা পতির কোলে মলিন বরণ
উষার শশীর কোলে নিশা-অবসানে
মলিন মৃগাঙ্ক-রেখা দেখায় যেমন।"২৭

৺নবীনদাসের রঘুবংশ।

আর সেক্সপীয়রের একটি কবিতা এইরূপ :—

"Without the bed her other fair hand was
On the green coverlet, whose perfect white

Showed like an April daisy on the grass
With pearly sweet resembling dew of night
Her eyes like marigold had sheathed their light
And can opiced in darkness sweetly lay
Till they might open to adorn the day."

Shakespear's Venus & Adonis.

মহাকবি কালিদাস একলাইনে যেরূপ সুন্দর-বর্ণনা করিয়াছেন, যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ করিয়াছেন, বোধ হয় সেক্সপীয়রের এই সুদীর্ঘ বর্ণনা তদনুরূপ সুন্দর ও অর্থব্যঞ্জক নহে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। এইরূপ অবশ্য সকল কবির কবিতার সঙ্গেই কালিদাসের কবিতায় তুলনা করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কালিদাসের লেখাই সর্ব্বাংশে অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

× কালিদাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞান যে কেবল অনন্ত ও অসীম ছিল তাহা নহে, তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন সহজে সহসা উপলব্ধি ও বিকাশ করিতে পারে। কালিদাসের তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় তাঁহার বাল্য-জীবন ও বিবাহ-সময়েই পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চ্চায় তাহা স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণ জ্ঞানবুদ্ধিতে পরিণত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান ও দর্শনের বিকাশ করা কবির বা কাব্যজগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। কিন্তু যে কবি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় কাব্যে প্রসঙ্গতঃ তাহার কথঞ্চিৎ বিকাশ করিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ কবি

এবং তাঁহার কাব্যও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে। মহাকবি সেক্সপীয়রের লেখায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথঞ্চিৎ বিকাশ আছে। এইজন্যই তিনিও এক জন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিগণিত।

"Though little fire grows great with little wind
yet extreme gusts will blow out fire and all"

Shakespear's Taming of the Shaew.

এই সব সুন্দর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা সন্দেহ নাই। সেক্সপীয়রের গ্রন্থে কবিত্ব, কল্পনা, জীবজগৎ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতেরও যথেষ্ট সংযোগ আছে। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ।

"This England never did nor never shall
Lie at the proud foot of a conqueror,
But when it first did help to wound itself.
Now these her princes are come home again.
Come the three corners of the world in arms
And we shall shock them. Naught shall
make us true.
If England to itself do rest but true.

Shakespear's Richerd II.

এইরূপ লেখা কি শ্রেষ্ঠ নহে? কিন্তু মহাকবি কালিদাসের লেখা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তাহাতে একসঙ্গে সব ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে।

বঙ্গীয় কবিগণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিকাশ-ক্ষমতা অতি কম।

কবি ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কবির যত আবির্ভাব হইয়াছে কাহারও লেখায় দর্শন ও বিজ্ঞানের যথোচিত বিকাশ দৃষ্ট হয় না। ভারতচন্দ্র ও কবিবর মাইকেল সুন্দর সুন্দর উপমা সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উপমায় দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা অতি কম।

"চকোরনয়নী শ্যামা সুধাংশুবয়ানী।
করিকুম্ভসম স্তনভরে নম্র জানি॥
অসুর-রুধির-ধারা পান নিরন্তর।
ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥
মৃত্যুকালে সদা ভাবে চিন্তি বারে বার॥
এ দুঃখ-সাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥" ভারতচন্দ্র।

"শুনি দেবেন্দ্রের বাণী কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীরস্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্রনখে রোষী॥"
মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

কবিদ্বয়ের উদ্ধৃত এই দুই কবিতায় উপমা যথেষ্ট রহিয়াছে, অথচ বিজ্ঞান বা দর্শনের কোন কথাই নাই।

হেমবাবু, নবীনবাবু প্রভৃতির উপমালঙ্কারাদি অতি কম এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের উল্লেখও তদনুরূপ অতি সামান্য, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস ;
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগন-পথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রকাশিল তেমতি সভায়।"

হেমবাবুর বৃত্রসংহার-কাব্য।

"দেখিয়া নীরব-ধারা
কৃষ্ণ ভাবিলেন, সারা
ক্ষুদ্র পালা ভাগ্য ভাল বড় কিছু নয়।
মনে ঝটিকার তাঁর
ছিল দীর্ঘ সংস্কার
জানিতেন বর্ষে যবে ঝড় নাহি বয়
মান শেষ, সাক্ষী তার অশ্রুধারাদ্বয়।"

৺নবীনবাবুর রৈবতক কাব্য।

কবি-হৃদয় স্বভাবতঃই বৃহৎ ও প্রশান্ত ; তাঁহাদের আত্মা অতি উদার। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চ্চায় তাঁহাদের আত্মা অধিকতর প্রশান্ত ও মহৎ হইয়া থাকে। সেইজন্য তাঁহারা জগৎ অতি সুন্দর দেখেন এবং জগৎও তদনুরূপ সুন্দরভাবে প্রদর্শন করেন।

Who doth the world so gloriously behold
That cedar drops and hills seem burnished gold.

Shakespear's Venus & Adonis.

কবি কালিদাসের আত্মা অতি মহৎ, অতি প্রশস্ত, বিজ্ঞান ও দর্শনেরও অভিজ্ঞান সুপ্রশস্ত, কাজেই তিনি সমস্তই অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

৮। কালিদাসের রস ও রসিকতা

কালিদাস এক জন অতি রসিকপুরুষ ছিলেন ও শ্রেষ্ঠ রসিক-কবি ছিলেন। যেন—

"রসের নাগর রসের সাগর রসভরা তার প্রাণ,
রসে রসে মাতোয়ারা হচ্ছে হৃদয় খান।"

রস কাহাকে বলে? শাস্ত্রানুসারে নয়টি রস।

"শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকাঃ
কারুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ নবনাট্যরসা স্মৃতাঃ॥" রত্নকোষ।

শ্রীধরস্বামীর মতে রস এইরূপ,—

"রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারোহাস্য বীরোদয়া তথা
ভয়ানকশ্চ বীভৎস শান্তঃ স প্রেম ভক্তিকঃ।"

রসিক কবি ভারতচন্দ্র রসের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন।

"শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয়॥
আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার॥"

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী।

কবিবর ভারতচন্দ্র আদিরসকে শ্রেষ্ঠ রস বলিয়াছেন কিজন্য? আদিরস হইতে প্রেম, প্রেম হইতে ভক্তি এবং ভক্তিতেই

মুক্তি। এইজন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীর সাহায্যে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের বিধবা পত্নী জাহ্নবীদেবীর সাহায্যে স্বর্গলাভের সোপান প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শান্তরসের গুণও মোক্ষপ্রাপ্তি। তবে আদিরসের বীভৎস মূর্ত্তিও আছে, শান্তরসের সদাই শান্ত পবিত্রমূর্ত্তি। আদিরসে অন্যের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি ও মানসিক বৃত্তির উন্মেষ হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু হয়। আর শান্তরসের চর্চ্চায় অন্যের সাহায্য আবশ্যক করে না, আপনা হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ধ্যান-ধারণায় স্বতঃই চিত্তবৃত্তির উন্মেষ হইয়া জীবন মোক্ষধামাভিমুখে চালিত করে। শান্তরসের চর্চ্চায় মোক্ষপ্রাপ্তি অতি দুরূহ, তাহাতে সাধারণতঃ সংসার পরিজনবর্গসহ-সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। আর আদিরসে তাহা কিছুই করিতে হয় না, সংসারে থাকিয়া সংসারের সাহায্যেই স্বর্গলাভ। এজন্যই কবিবর ভারতচন্দ্র আদিরসকে সকল রসের সার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আদিরসে পতনাশঙ্কা আছে তাহা সত্য, কিন্তু যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে তাহাদের কখনও পতন হয় না। শ্রীধরস্বামী প্রেমভক্তি কেবল শান্তিরসের অন্তর্গত করিয়াছেন কিন্তু আদিরস হইতেও পবিত্র প্রেমভক্তি উদ্ভব হইতে পারে। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেই জগৎ-সৃষ্টি। কালিদাসের বিবাহকালেই এই বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে। কালিদাসের কুমারসম্ভবের পূর্ব্বোদ্ধৃত একটি শ্লোকেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পরের সাহায্যেই পরস্পরের মুক্তি। কালিদাস বোধ হয় এই সব মনে করিয়া প্রকৃতি-পুরুষের

সংযোগের মূলাধার শৃঙ্গাররসকে শ্রেষ্ঠ রসকল্পনাপূর্ব্বক তাহারই বিশেষ বিকাশ করিয়াছেন।

কালিদাসের গ্রন্থাদিতে কোন রস প্রধান ইহা লইয়া মতদ্বৈধ হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কালিদাসের প্রায় সকল গ্রন্থেই শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভবে শৃঙ্গাররসের স্বর্গীয় ছবি ও কামুকমূর্ত্তি, নলোদয়ে প্রণয়ের পবিত্র মূর্ত্তি, রঘুবংশে দিলীপ ও রঘুর বিবরণে প্রণয়ের আদর্শ ছবি, অজ-বিবরণে শৃঙ্গাররসের স্ত্রৈণভাব এবং দশরথ ও রাম-বিবরণে শৃঙ্গাররসের বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

কৌশল্যা ধর্ম্মশীলা পতিপ্রাণা রমণী, কৈকেয়ী স্বার্থান্ধা রমণী, এবং সীতা আদর্শসতী সাধ্বীরমণীস্বরূপ চিত্রিতা হইয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে প্রণয়ের সাংসারিক ছবি, বিক্রমোর্ব্বশীতে প্রণয়ের অভিনব কামুকছবি এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় গভীর স্বর্গীয় প্রেমের নিদর্শন অঙ্কিত হইয়াছে। কালিদাসের এই বিভিন্ন প্রধান গ্রন্থে সাধারণতঃ আদিরসের তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, সাধনা, তৃপ্তি ও মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে, কেবল অজ-বিবরণে বিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে। গৃহী ও সংসারীর পক্ষে আদিরসই সুখ, শান্তি ও মোক্ষের সোপান। এইজন্য কবি আদিরসের বিভিন্ন মূর্ত্তি চিত্রণ করিয়া তুলনায় কোন্ মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শৃঙ্গাররসের এইরূপ শিক্ষাপ্রদ বিভিন্ন মূর্ত্তি চিত্রণ করা সহজ

নহে। ইহাতে অসাধারণ কল্পনা, তীক্ষ্ণ পরিদর্শন-শক্তি এবং সমাজ-চিত্র-বিকাশ ক্ষমতার প্রয়োজন। কালিদাস বারবিলাসিনীর বিলাসপূর্ণ ব্যবহার, কুলটা রমণীর গুপ্তপ্রেম, অথবা লম্পট-চরিত্রের কলুষিতভাব চিত্রণ করেন নাই। কেন না উহা সমাজের পঙ্কিলচিত্র। সেই প্রকারের সব চিত্র-চিত্রণে সমাজের বিশেষ তত উপকার নাই বরং বিষময় ফলোৎপাদন হইতে পারে।

কালিদাসের গ্রন্থের চরিত্র-বিন্যাসে আদর্শ আন্তরস প্রকাশিত হইয়াছে। কুমারসম্ভবের হর-পার্ব্বতীর মিলন কি মোক্ষলাভ-স্বরূপ নহে? নলোদয়ের নল-দময়ন্তীর প্রেম কি আদর্শ পতিব্রতার প্রেম নহে? রঘুবংশের সীতা-প্রেম কি আদর্শ সতী সাধ্বীর প্রেম নহে? দিলীপ-সুদক্ষিণার কি স্বর্গীয় প্রেম নহে? আবার অজ-ইন্দুমতীর আদর্শ গৃহীর প্রণয়, মালবিকাগ্নিমিত্রে ও বিক্রমোর্ব্বশীতে সাংসারিক ব্যক্তির বিভিন্নরূপ স্বাভাবিক সুন্দর প্রণয় এবং অভি-জ্ঞান-শকুন্তলায় ইহজগতের গভীর প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার প্রণয়-চিত্র নির্ম্মল, পবিত্র ও মধুর। তিনি যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহার কোনরূপ প্রেমেই চিরসুখ, শান্তি ও মুক্তি। জয়দেবপ্রমুখ বৈষ্ণবকবিগণও পার্থিব রমণীপ্রেম হইতে ভক্তি ও মুক্তির পথ সূচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চিত্র অন্তরূপ। উলঙ্গ কামজ-মোহের বিলাস-কলুষিত চিত্র।

"কাপি বিলাসবিলোল বিলোচন খেলনজনিত মনোজম্।
ধ্যায়েতি মুগ্ধ বধূরধিকং মধুসূদন-বদন-সরোজম্॥"

গীতগোবিন্দ, ১ম সর্গ।

"বিলোল-কটাক্ষ-পূরিত-লোচন
মধুসূদনের সরোজ-আনন,
ধ্যানমুগ্ধ চিত্ত করে নিরীক্ষণ
কোন গোপকুল-বধূ, মনোরম।"

আবার

সকল ভুবনজনবরতরুণেন।
বহতি ন দারুণমতিকরুণেন ॥৩৭

সপ্তম সর্গ গীতগোবিন্দ।

"সে নারী অনঙ্গ-জ্বালা সহে কেন আর!
ভুবন-যুবক-জন-শ্রেষ্ঠ যিনি অনুপম,
যার সনে করেছেন মধুরে বিহার।"
"মা মহবিধুরয়তি মধুর মধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃত সুকৃত কামিনী॥"৬

সপ্তম সর্গ গীতগোবিন্দ।

"হায় এই মধুময়ী বসন্ত-রজনী আমাকে অধীর করিতেছে। কিন্তু যেমন সুকৃতিসম্পন্না ললনাও এ সময়ে হরির সহিত সম্ভোগ-সুখ অনুভব করিতেছেন।"

জয়দেবের এইরূপ কামজ-মোহের চিত্র শৃঙ্গাররসের নিকৃষ্ট মূর্ত্তি সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় বৈষ্ণবকবিগণ শৃঙ্গাররস-বর্ণনায় ইহা অপেক্ষা আরও অধোগামী হইয়াছেন।

"একলি আছিনু হাঁম গাঁথইতে হার।
সগরি অমল কুচ চীর হাঁমার॥

তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত ।
ফুকরিয়ে বনাপিব কিয়ে নীবিবন্ধ ॥
হাসি বহুবল্লভ আলিঙ্গন দেল ।
ধৈরজ লাজ সব রসাতল গেল ॥
কায়ে কি বুঝাঅব তোরে দুরে জি দীপ ।
লাজে লাজাঅল একটি ন জীব ॥
বিদ্যাপতি কয় মরমত কাজ ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিহে লাজ ॥

বিদ্যাপতি ।

সুখের পিরীতি, আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয় ।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে যে রসময় ॥
সই ! কিবা কারিগর সে ।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল সে ॥ ধ্রুব
তিন তিন গুণে বান্ধিল সে গুনে
পাঁজর ধরিয়া গেল ।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥
এমত অকাজ করে কোন্ রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা ।

কুলের ধরমে অজিমু মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডিদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি অনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে ॥"
চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসও শৃঙ্গার-রসকে শ্রেষ্ঠ রস বলিয়াছেন।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে।
সব রস-সার শৃঙ্গার এ ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম মজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোর-কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মুরতি হন ॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু কে সদাই মজে ॥
চণ্ডিদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥ চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস এই কবিতাটিতে প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের আভাস দিয়াছেন। ভারতচন্দ্র ব্যতীত বঙ্গীয় কবিগণ শৃঙ্গার-রসের বিকাশ অন্যরূপ করিয়াছেন। কতক প্রাচ্য, কতক পাশ্চাত্য, কিছু বাঙ্গালা, কিছু ইংরেজীভাবমিশ্রিত। কবিবর ভারতচন্দ্রের তৎসাময়িক সমাজের অবস্থানুযায়ী আদিরস কাম-প্রবৃত্তির নিতান্ত কুৎসিত মূর্ত্তি। মাইকেল হেমবাবুর কিছু গম্ভীরভাব। তাঁহাদের বর্ণিত আদিরসে ভারতচন্দ্রের কুৎসিত ভাব অথবা বৈষ্ণবকবিগণের অতিশয় কাম-ভাব না থাকিলেও আদর্শ নহে। যেন কিছু অস্বাভাবিক অথচ ভালমত ফুটে নাই। নবীনবাবুর আদিরসে পাশ্চাত্যভাব অতি প্রচুর। "রৈবতক কাব্যে" অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রণয়ালাপ (কোর্টসিপ) "কুরুক্ষেত্রে" অভিমন্যু ও উত্তরার বিহার ইত্যাদি আধুনিক বঙ্গীয়-সমাজে প্রচলিত পাশ্চাত্যভাবের বিলাসিনী মূর্ত্তি।

"সুবঙ্কিম শশধর কৃষ্ণা-নবমীর,
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে দূর বন-রাজি শিরে ;
হীরকের অর্দ্ধচন্দ্র রঞ্জি ধরাতল।
উজ্জল রজতালোকে তরল শীতল॥
চাহি সে ফুটন্ত শশী, শিশির গবাক্ষে বসি
উত্তরা ও অভিমন্যু ; গাইছে উত্তরা,
বাজে কুমারের করে বীণা-সপ্তস্বরা !
রহিয়া রহিয়া সুখে প্রেম উচ্ছ্বাসিত বুকে

গাইতেছে অভিমন্যু, সুধা বরষিয়া
জ্যোছনায় তিল বিনা উঠিছে ভাসিয়া।
অভি দেখলো উত্তরে! চাহি, বসুন্ধরা অবগাহি
জ্যোছনায় উঠিছেন দেব শশধর।
পাপীর হৃদয়ে যেন পবিত্র ঈশ্বর।
এ সৌন্দর্য্য মনোহর এ কবিত্ব মুগ্ধকর
পারে লো বর্ণিতে বর্ণে লোক চিত্রকর
পারে কোন কবি বল চিত্রিতে অক্ষরে ?
উত্তরা। পারে জানি একজন
"কে উত্তরে" ? অন্যমন
জিজ্ঞাসি অভিমন্যু, অধরে তখন
আদরে বিরাট-বালা করিল চুম্বন।
"আমি।" যুবা কহে হাসি "তবে যেরে অগ্নিরাশি
করিস্ ব্যবস্থা মম চিত্র, কবিতার" ?

কুরুক্ষেত্র ১১শ সর্গ।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের আদিরসাত্মক প্রেমতান কিছু অন্য রকমের, কিছু চাপা কিছু সলজ্জভাব অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবেরও কিছু আভাস আছে। তাঁহার প্রেমের নাগরীর যেন মুখে "না না" কিন্তু অন্তরে-অন্তরে পূর্ণ ইচ্ছা। তাঁহার রসিকা প্রেমিকার বর্ণনা এইরূপ,—

"সে কেন চুরি করে চায়
লুকায়ে গিয়ে হাসি হাসিয়ে পালায়।"

তাঁহার রসিক নাগরভাব এইরূপ যেন কচ্‌কে বাবু;—

"আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে
ভয় নাইকো সুখে থাকো
অনেকক্ষণ থাকবো নাকো
আসিয়াছি দু'দণ্ডেরি তরে।
দেখবো শুধু মুখখানি
শুনব সুধ মধুরবাণী
আড়াল থেকে দেখে তোমায়
চলে যাব দেশান্তরে॥"

তাঁহার বিরহিনী প্রেমিকা যুবতী রমণীর বিরহ-বিলাপ এইরূপ যেন কামরসে জর্জ্জরিতা।

"এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি এজনম বাহি
কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীল-বাসে তনু ঢাকিয়া।

তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া।"

ইহাকে শৃঙ্গার-রসের আদর্শ ভাব বলা যাইতে পারে না। এইসব বর্ণিত ভাবের ভিতর যেন ঐকান্তিকতার অভাব অথচ কাম-ভাবের প্রাচুর্ভাব। একাগ্র পবিত্র প্রেম ব্যতীত ভক্তির ভাব আসিতে পারে না এবং ভক্তি না থাকিলে মুক্তি হইতে পারে না। এই সব আদিরসাত্মক বর্ণনায় সেই মুমুক্ষুভাবের কিছুমাত্র আভাস নাই। প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পর সংযোগে যে স্বর্গ-সুখের অধিকারী হইবে, পরমা শান্তি-লাভ করিবে সেঁ ভাব কোথায়?

নিধুবাবুর নিম্নলিখিত সঙ্গীতটিতে প্রেমের উচ্চভাব প্রকাশিত হইলেও কিছু কচ্‌কোমির আভাস আছে।

"ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখতে আসি দেখা দিতে অসিনে॥"

নিধুবাবু।

কিন্তু গিরীশ বাবুর নিম্নোক্ত গানটি আদর্শ নিষ্কাম-প্রেমব্যঞ্জক।

"হায়রে হায় প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে বদল পেলে
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা॥

প্রেম চায় ভালবাসি
পরাব না প'রব ফাঁসি।
চায় না প্রেম বেচাকেনা
ভালবেসে ফুরায় আসা॥" গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

নিধুবাবুর আর একটি গান এইরূপ,—

১

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কচ্ছলে।
সৌরভে গৌরবে কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গা-জলে॥"

ইহাও আদিরসের তরলভাবজ্ঞাপক।

অতি আধুনিক সর্ব্বসাধারণ-প্রচলিত আদিরসাত্মক দুই একটি প্রেমের গান এইরূপ।

১

"গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে। (সখিরে)
রাধা রাধা বলে কত ডেকেছে আমারে
বনমালা বাঁশরী তার ফেলে গেছে দ্বারে।
সারানিশি জেগে জেগে ঘুমায়ে পড়েছিলাম।
তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম;
হায় কি করিলাম, মরমে তার ব্যথা দিলাম
কে এমন সুহৃদ্ আছে এনে দিবে তারে॥

২

"বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু বারেক ফিরিয়ে চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পুষেছি বঁধু আর কেন চলে যাও হে ॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম-সরোবর হাসির কমল তায়।
আদর-হিল্লোলে ধুয়ে পরিমল মাথায় শিকর গায় ॥
কতই করিব খেলা- প্রাণে দিব আশা,
বুকে ভালবাসা করিব পীরিতি-মেলা ;
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু একবার পিয়ে লও হে ॥"

আদিরসের এইরূপ প্রেমাত্মকভাবকে শৃঙ্গার-রসেব বা জ্ঞানের বাচালতা বলা অসঙ্গত নহে। এইরূপ কামরসপূর্ণ ভাব হইতে ভক্তি ও মুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম।

সাধারণ লোকের আদিরসাত্মক প্রেম এইরূপ :—

"রসে ভরা রসের নাপ্‌তিনী।
খেটে খুটে যোগাই আমি মীন্‌সে করে কাপ্‌তেনী ॥
বাহবা সাবাস রে কেয়াবাত নাপ্‌তিনীর টিকিকাটা হাত
আমি যাই কামিয়ে আনি, মিন্‌সে নেশায় কুপোকাত
নাপ্‌তিনীর গুণে আমার বেজায় লোকের আমদানী ॥"

ইহা আত্মরসের নিতান্ত কুৎসিত চিত্র সন্দেহ নাই। আদিরসের কুৎসিত ভাব হইতে প্রীতি ও ভক্তির উদ্ভব হওয়া বড়ই সুকঠিন। আদিরসাত্মক আদর্শ নিষ্কাম পবিত্র প্রেম হইতেই ভক্তিরস সঞ্চার হইয়া থাকে।

আদিরসাত্মক আদর্শ পবিত্র প্রেমে ভক্তির উদ্ভব হইবার কারণ কি? প্রকৃতি-পুরুষের—মানব-মানবীর পরস্পরের একাগ্র অনুরাগ হইতেই ভক্তির উদ্ভব হয়। অনুরাগের মূলই শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং তাহা হইতেই মুক্তি। অনুরাগিণী প্রেমিকা অনুরক্ত প্রেমিককে দেবতুল্য দর্শনে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং অনুরক্ত প্রেমিকও অনুরাগিণী প্রেমিকাকে আন্তরিক প্রেম-ভক্তিতে ভালবাসে। উভয়ের সেই প্রেমাত্মক ভক্তিভাব হইতেই ভগবৎ-ভক্তির সঞ্চার হয়। মানব-হৃদয়ে রমণীই হউক আর পুরুষই হউক সকলের অন্তঃকরণেই ঐকান্তিক ভক্তির বীজ স্বভাবতঃই সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপায় রোপিত আছে। আদিরসাত্মক প্রেমপূর্ণ ভক্তি-বারিতে তাহা অভিসিঞ্চিত হইয়া অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া সুবৃহৎ মুক্তিবৃক্ষে পরিণত হয়। তখন আদিরসাত্মক ভক্তির আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। কেন না উহা ঐশী-ভক্তির পরিপোষণ ও বৃদ্ধিতেই তৎসঙ্গেই মিশ্রিত হইয়া যায়। জীব সেই ঐশী ভক্তি-বীজ হইতে উৎপন্ন মুক্তি-বৃক্ষে আরোহণ-ক্রমেই অর্থাৎ তৎঅবলম্বনেই স্বর্গগামী হয় ও মোক্ষলাভ করে। ইহাই আদিরসাত্মক প্রেমপূর্ণ ভক্তির শেষ চরম অবস্থা। অবশ্য শৃঙ্গাররসের অতি নিকৃষ্টভাব হইতেও পরিশেষে মোক্ষাবস্থা আসিতে পারে কিন্তু তাহার পদে-পদে পতনাশঙ্কা সম্ভব। সুতরাং আদিরসের আদর্শ পবিত্র প্রেমভাবই অতি শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর কোন প্রকারেই পতনাশঙ্কা নাই। ভাগবত-মতে প্রকৃতি-পুরুষের পবিত্র নিষ্কাম অনাসক্ত সম্ভোগ হইতেই মুক্তি। কিন্তু বৈষ্ণবকবিগণ

প্রকৃতি-পুরুষের বিলাস-আসক্তিপূর্ণ সম্ভোগই মোক্ষের বিধান-স্বরূপ চিত্রন করিয়াছেন।

কালিদাসের গ্রন্থোক্ত চরিত্র-প্রকাশিত প্রেমভাব সাধারণতঃ, অতি শ্রেষ্ঠ, উহা কামজ-মোহ নহে। হর-পর্ব্বতীর প্রেম, নল-দময়ন্তীর প্রেম ও রাম-সীতার প্রেম গুণজ; শকুন্তলার প্রেম ঐশ্বরিক পবিত্র ভাব। দুষ্মন্তের প্রেম প্রথম রূপজ হইলেও পরিশেষে নির্ম্মল পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রেম নির্দ্দোষ গৃহস্থাশ্রমীর প্রেম এবং বিক্রোমোর্ব্বশীর প্রেমভাব রূপজ মোহ হইলেও তাহাতে গভীর একাগ্রতা ও তন্ময়ভাব আছে। বিশেষতঃ শেষোক্ত দুইগ্রন্থে প্রধান রাজমহিষীদিগের প্রেমভাব অতি আদর্শ। কবির যেন তুলনায় তাহাদিগের প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। কালিদাসের গ্রন্থের চরিত্রগত এই প্রেম প্রদর্শনের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, তাঁহার কোন নায়িকাই সম্পূর্ণরূপে তেজস্বিনী ক্রোধমূর্ত্তি ক্লিওপেট্রা নহে বা পুরুষভাবাপন্না (Masculine) পোর্শিয়া নহে বা নিতান্ত সরল ডেসডিমোনা নহে, অথবা রূপমুগ্ধা মিরণ্ডা নহে। অবশ্য কালিদাসের এই প্রেমভাব-চিত্রণে তৎসাময়িক কিছু সামাজিক দোষ স্বভাবতঃ বর্ত্তিয়াছে কিন্তু স্থূলতঃ তাঁহার প্রেম-চিত্র আদর্শ যেন রমণী ও পুরুষ, নায়ক ও নায়িকা পরস্পরে প্রেম-ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছে। কালিদাসের নায়ক-সৃষ্টিও সুকৌশলপূর্ণ। তাঁহার কোন নায়কই নায়িকাবিহীন নহে এবং প্রত্যেক নায়কই ধীর-বীরোদাত্ত গুণসংযুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থের বর্ণিত কালোচিত।

কালিদাসের নায়িকাগুলি আবার বৈষ্ণব কবিদিগের বিলাসিনী রসিকা নাগরী নহে যথা—

"রসিকা নাগরী রসের ভরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম-পিয়ারা ॥
অবলা মুরতি রসের বাণ
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে
দরশ বাড়াঞা পরশ মাগে
দরশে পরশে রস-প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস ॥"

নায়িকাগুলি সবই যেন স্বাভাবিক ও কোন না কোন প্রকারে আদর্শ। আবার তাঁহার নায়ক ও নায়িকাগুলি যেন আত্মহারা প্রেমোন্মাদ। ইহাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ। কবিও বলিয়াছেন ;—

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.
Shakespear's Mid Summer Night's Dream.

কালিদাস অতি রসিক পুরুষ ছিলেন। রসিক পুরুষের লক্ষণ চণ্ডীদাস এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গঠিত হয় ॥

সখিহে, রসিক বলিব কারে ?
বিবিধ মসলা রসেতে মিশায়
রসিক বলিয়ে তারে।
রস পরিপাটী সুবর্ণের ঘটী
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সে রসপান রজনী দিবসে
অঞ্জলি পুরিয়া খায়॥
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতী
তুমি সে রসের কূপ ;
রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ" ॥ চণ্ডীদাস।

কালিদাস এইরূপ রসে ভরপুর ছিলেন। অফুরন্ত রসে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। কাজেই তাঁহার আদিরসের বিকাশ বিবিধ রসভাবপূর্ণ। সে কিরূপ ? তাহাতে কখন বা করুণরসে চিত্ত দ্রব হয়, কখন বা ভক্তি বা শান্তিরসে স্নিগ্ধ ও আপ্লুত হয়, অদ্ভুতরসে মন বিস্মিত হয়, বীররসে মন উৎসাহিত হয়, রৌদ্ররসে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ভয়ানকরসে চিত্তে ভীতি সঞ্চার হয় এবং হাস্য-রসে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। রসাদির পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ।

একটি রসের প্রাধান্য ও বিকাশ প্রদর্শন করিতে অন্য রসাদির সাহায্য আবশ্যক। যেরূপ রাজার রাজত্ব প্রদর্শন করিতে হইলে পাত্র, মিত্র, উজির, সৈন্য-সামন্ত, দৌবারিক, প্রতিহারী প্রভৃতিরও সমাবেশ এবং বর্ণন আবশ্যক, তদনুরূপ একটি রস বর্ণনার অন্য রসাদির বর্ণনাও আবশ্যক। আদিরসের সঙ্গে করুণ রসের আবার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই কালিদাসের আদিরস-বিকাশে করুণরসেরও যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে। কুমারসম্ভবে সর্ব্বপ্রকার রসের বিস্তৃত ও বিশদ বিকাশ না হইয়া থাকিলেও নব রসের সমস্তই কতক কতক বিকাশ হইয়াছে।

কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর রূপ-বর্ণনায় আদিরসের মধুর মূর্ত্তি পার্ব্বতীকর্ত্তৃক মহাদেবের সেবা ও আরাধনা ভক্তি বা শান্তরসের শান্তিসূচক ভাব, মদন-ভস্মে মহাদেবের রৌদ্রভাব, রতি-বিলাপে করুণরসের চিত্ত-দ্রবকর বিলাপ, নন্দীকর্ত্তৃক মহাদেবের তপস্যার বিঘ্ন দূরীকরণে অদ্ভুত রসের অদ্ভুত ভাব, কুমার কার্ত্তিকের বীরত্বে বীররসের উৎসাহপূর্ণভাব, তারকাসুরের ভয়ানক উৎপীড়নকারী চরিত্রে ভয়ানক ভাব এবং তারকাসুর-নিধনে দেবগণের আনন্দপূর্ণ হাস্যে চিত্তের উল্লসিত ভাব স্ফুরিত হইয়াছে। এইরূপ কালিদাসের প্রধান গ্রন্থগুলির প্রত্যেক খানিতেই সকল রসের কিছু কিছু সঞ্চার হইয়াছে। তবে কোন গ্রন্থে কোন রস কম কোন রস বেশী।

কালিদাসের রস তরল, তীব্র বা চপল নহে, গম্ভীর অথচ মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণপূর্ণ। তিনি যে রমণীর কুচযুগলের শোভা বা নবোঢ়া রমণীর সলজ্জ-কামপূর্ণভাব অথবা রমণী-পুরুষের বিহার

ও বিলাস-বিভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও যেন মধুর গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ।

"নাভিদেশ নিহতঃ সকম্পয়া শঙ্করস্য রুরুধে তয়া কর।
তদ্দুকূল মথ বা ভবৎ স্বয়ং দূরমচ্ছ্বসিত নীবিবন্ধনম্॥"

কুমারসম্ভব ৮ম স্বর্গঃ।

"প্রিয়তম নাভিদেশে কর প্রদান করিলে পার্ব্বতী তাঁহার কর নিরোধ করিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার নিতম্ব-দেশের বসনগ্রন্থি আপনিই অতিশয় শিথিল হইয়া যাইত।

"সম্বন্ধে প্রিয়মুখো নিপীড়নং প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ।
মেখলা প্রণয়লোভাং গতং হস্তমস্য শিথিলং রুরোধমা॥"১৪

কুমারসম্ভব ৮ম সর্গ।

"বল্লভ হৃদয় ভরি দিলে আলিঙ্গন
পার্ব্বতী সানন্দে তাহা করিত গ্রহণ।
চুম্বন চাহিলে আর ফিরাইয়া মুখ।
প্রেমাকাঙ্ক্ষী স্বামীকে না করিত বিমুখ।
প্রিয়হস্ত ব্যস্ত হলে মেখলা ধারণে
বারণ করিত মাত্র মৃদু পরশনে॥"

কালিদাসের সর্ব্বপ্রকার রস-বিকাশেই গাম্ভীর্য্যতা ও মাধুর্য্য প্রচুর। করুণরসের একটি দৃষ্টান্ত অজ-বিলাপে এইরূপ :—

বিভবেঽপি সতি ত্বয়া বিনা সুখ মেতাবদজস্য গণ্যতাম্।
অহৃতস্য বিলোভনান্তরৈর্ম্মম সর্ব্বে বিষয়াস্ত্বদাশ্রয়াঃ॥"৬৯

রঘুবংশ ৮ম সর্গ।

তব প্রাণ বায়ুসহ আজি অবসান
জীবনের সুখ মম বিভব অপার
কি সুখ বিহনে তব করিবে প্রদান ?
সকল ইন্দ্রিয় মম অধীনে তোমার।

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

রস-বিকাশে এইরূপ গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য একান্ত বাঞ্ছনীয়, রসের গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে চিত্ত উন্মেষ হয়, ভাব বিকাশ হয় এবং হৃদয় উন্নত করে। বাইরণের তদনুরূপ শোকব্যঞ্জক একটী কবিতা এইরূপ :—

These times are passed our joys are gone
you leave me, leave this happy Vale
These scenes I must retrace alone
Without Thee what will they avail.

Byron's "To Emma" stanza.

বাইরণের এই কবিতাটিতে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য অভাব। যেন ভাসাভাসা কৃত্রিম কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আর কালিদাসের উপরোক্ত কবিতাদি যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য-গুণে করুণরসে হৃদয় প্লাবিত করিতেছে।

রস থাকিলেই সকলে রসিকতা করিতে পারে না। মহাকবি সেক্সপীয়রও রসিকতা করিয়াছেন, তিনিও বিদূষক (Clown) ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিতে ও লেখায় অনেক স্থলে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের অভাব।

কালিদাসের রসিকতার প্রণালী অতি শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সৃষ্ট রসিক-চরিত্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলসম্পন্ন এবং বাক্‌চাতুর্য্যে অতি পারদর্শী। মালবিকাগ্নিমিত্রের বিদূষক-চরিত্র ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত।

তাঁহার রসিকতাপূর্ণ পদাবলীগুলি যেন গম্ভীরস্বরে নীতিধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিতে থাকে।

"এনং পয়োধরযুগলং পতিতং নিরীক্ষ্য খেদং
যো বহসি কিং কমলায়তাক্ষি।
যস্মাৎ সহস্রকিরণো জনতাপকারী অত্যুন্নত
প্রভবতীতি কিমত্র চিত্রম্॥" ২২ শৃঙ্গারতিলক।

কমল-লোচনে কেন কর অনুতাপ ?
তব চারু কুচ-যুগ হেরি অবনত ;
জন-তাপকারী রবি সহস্রকিরণ
সময়ে হইতে হয় তাঁরেও পতন।

কালিদাসের রসিকতাপূর্ণ পদাবলী সদাই যেন প্রফুল্লভাবাপন্না। কুৎসিত কথা লিখিত হইলেও বাক্যের প্রফুল্ল হাসিসদৃশ ভাব দৃষ্টে যেন তাহা দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ তাহাতে নৈতিক বা অন্য কোন তত্ত্ব থাকায় আরও দোষাবহ মনে হয় না।

/ কালিদাসের রসিকতাপূর্ণ কবিতায় যে সব নৈতিকতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই পাঠকের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করে। অশ্লীল অংশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য হয় না এবং তাহা তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকটিতে রমণীর উন্নত কুচযুগের বিষয় উল্লেখ আছে সত্য কিন্তু তাহা অতি তুচ্ছ ও

অচিরস্থায়ী, তাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত অন্যান্য আদিরসাত্মক কবিতা দৃষ্টেই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

আদিরস-সঞ্চারে মহাকবি পদে পদে এইরূপ অশ্লীলভাব ও অশ্লীল কথার অবতারণা করিয়াছেন কি জন্য? কতকটা তাঁহার স্বভাবগত রুচির দোষ, কতকটা তৎসাময়িক সামাজিক দোষের জন্য হইয়াছে। কিন্তু মহাকবি অতিশয় জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাহা যে দোষাবহ তাহা তিনি অতি সুকৌশলে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার লিখন-প্রণালীতেই বোধ হয় যেন উহার হেয়ত্ব প্রদর্শনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আদিরসের নিকৃষ্ট ভাব হইতে উন্নতির সম্ভাবনা কম। মহাকবি সেই জন্যই আদিরসের উৎকৃষ্ট অংশ তুলনায় উদ্ভাসিত করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে সুকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য রসিক কবি ও লেখকগণ মধ্যে এডিসন, কনগ্রীভ, ষ্টিল, প্রায়র, গে, পোপ ও বাইরণ, সেলী প্রভৃতি (Addison, Congreve, Steele, Prior, Gay, Pope, Byron and Shelly) আদিরস-সম্বন্ধে অনেক ও বহুবিধ প্রকার লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহারা কেহই যেন আদিরসের নিকৃষ্ট ভাবকে নিকৃষ্ট স্বরূপ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই বরং তাঁহাদের অঙ্কিত আদিরসের নিকৃষ্ট মূর্ত্তি যেন অতি প্রীতিকর ও অভীপ্সিত বলিয়া মনে হয়।

"Thou art fair, and few are fairer
Of the nyghps of earth or Ocean
They are robes that fit the wearer.
Those soft limbs of thine whose motion

Ever falls and shifts and glances
As the life within their dances.
I have eyes a dauble planet
Gaze the wisest into madness
With soft clear fire the winds that fan it,
Are those thoughts of tender gladness.
Which like z-phyrs on the billow
Make thy gentle soul their pillow.
If whatever fall thou pointest,
In those eyes, grows pale with pleasure.
It the fainting soul is faintest
When it fears thy hearts wild measure,
Wander not that when thou speakest
Of the weak my heart is weakest.
As dew beneath the wind of morning
As the sea which whirl winds weaken
As the winds at thunder's morning
As ought mute yet deeply shaken
As one who fills an unseen spirit
In my heart when thine is near it"

Shelly's to Misstophi.

মহাকবি সেক্সপীয়রের আদিরসও তদনুরূপ দোষে দূষিত।

But the plain devil and dissembling looks,
And yet to win her, all the world to nothing

Shakespear's Reacherd III.

"All of her that is out of door, most rich,
If she be furnished with mind so rare
She is alone the Arabin bird ; and I
Have lost the wager. Boldness is my friend
Arm me audacity, from head to foot
Or like the partha, I shall flying fight
Rather, directly fly."

Shakespear's Cymbline

বৈষ্ণব কবিগণ ও বঙ্গীয় কবিগণও যে আদিরসের উৎকৃষ্ট ভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মাইকেলের একটি আদিরসাত্মক কবিতা এইরূপ :—

"নাচিছে কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা-রমণ।
চল সখি ! ত্বরা করি দেখিবে প্রাণের হরি
গোকুল-রতন ;
মধু কহে ব্রজাঙ্গনে স্মরি ও রাঙ্গা-চরণে
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন
যৌবন মধুরকাল, আশু বিনাশিবে কাল
কালে পিও প্রেম-মধু করিয়া যতন।

মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা-কাব্য।

মাইকেলের শৃঙ্গাররসপূর্ণ এই কবিতাটি শ্রুতিমধুর সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে শৃঙ্গাররসের বিলাসপূর্ণ ভাবই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। অন্তর্নিহিত গভীর ভাব সহজে লক্ষ্য হয় না।

বহুকালাবধি জন-সমাজে রসিকতা ও রসের কথা বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন প্রকারে প্রচলিত। চারণ ও ভাট-মুখে, কথকের কথকতায়, কবিওয়ালাদের রসময় সঙ্গীতে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর রসপূর্ণ ভিক্ষার গানে, ঢপওয়ালীর সুমধুর তানে বিভিন্ন প্রকারের রসিকতা ও রসের কথা অদ্যাপিও লোক-সমাজে প্রচলিত আছে। "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ" এইজন্য রসিকতা ও রসের কথাও বিভিন্ন প্রকার। গ্রন্থকারদিগের রসিকতা ও রসের কথাও তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকারের। বৈষ্ণব-কবিদিগের রসিকতা ও রসের কথা একরূপ; ভারতচন্দ্রের রসিকতা একরূপ, ঈশ্বরগুপ্তের রসিকতা ও রসের কথা অন্যরূপ, টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের রসিকতাও অন্যরূপ, দীনবন্ধু মিত্রের রসিকতা ও রসের কথা একরূপ, বঙ্কিমবাবুর রসিকতা একরূপ, পঞ্চানন্দের রসিকতা ও রসের কথা অন্যরূপ এবং গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা আর্ একরূপ। লোকের রসিকতা ও রসের কথা প্রচার করিবার ক্ষমতাও বিভিন্ন প্রকারের। এইজন্য কবি কালিদাসের রসিকতা ও রসের কথা প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও বিভিন্ন প্রকারের। এইজন্য কবি কালিদাসের রসিকতা ও রসের কথাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকমের। তাঁহার রসিকতা ও রসের কথায় রুচিদোষ থাকিলেও উহার ভিতর এক পবিত্র স্বর্গীয় রস-মাদকতা আছে। তাহার আস্বাদন করিলে যেন প্রকৃত স্বর্গসুখ উপলব্ধি হয়; নন্দন-কাননের সুমন্দ সমীরণ-হিল্লোলে শরীর শীতল হয় এবং দেব-ধামস্থিত সাগর-সিঞ্চিত সুধাপানে মন-প্রাণ শীতল হয়।

রস শব্দে বিভিন্ন প্রকারের রস বুঝাইলেও রসিকতা ও রসের

কথা সাধারণতঃ আদিরসঘটিত কথাই বুঝা যায়। সংসারী ও গৃহীর পক্ষে আদিরসই যে প্রধান রস ইহাও তাহার এক নিদর্শন।

কালিদাসের রসপূর্ণ প্রশান্ত হৃদয় হইতে সহস্র ধারায় বিভিন্ন রস নির্গত হইয়া জগৎ অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। তন্মধ্যে আদি-রসের স্রোতই অধিক। আদিরসের কুরুচিপূর্ণ ভাবও অনেক আছে। ইহার কারণ এই যে, কেবল তাঁহার স্বভাবগত ও তৎ-সাময়িক সমাজগত রুচি-দোষ তাহা নহে; যৌবনস্বভাবসুলভ দোষেও ইহা ঘটিয়াছে। উত্তর-চরিত-রচয়িতা ভবভূতি বলিয়াছেন যে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যেন যৌবনেই বাণপ্রস্থস্বরূপ হইয়াছিল :—

"পুত্র সংক্রান্ত লক্ষ্মীকৈর্যৎ বৃদ্ধেক্ষ্বাকুভির্ধৃত।
ধৃতং বাল্যে তদার্য্যেণ পুণ্য মরণকং ব্রতং॥"

কালিদাস শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় যৌবনেই জটা-বল্কল ধারণপূর্ব্বক বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই, বা শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় যৌবনের পরিণত অবস্থায়ই তুলসীরমালা গলায় দিয়া বৃন্দাবন যান নাই, তিনি সংসারী ও গৃহী ছিলেন। যৌবনের পূর্ণাবস্থায় তিনি তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং তাঁহার রসিকতা ও রসের কথায় তাঁহার যৌবনস্বভাবসুলভ দোষ কিছু বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও অসীম প্রতিভা যেন যে সব দোষ লোক-চক্ষুর একেবারে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে এবং অতুল গুণরাশি জগৎ-সমক্ষে দেদীপ্যমান করিয়াছে।

৯। কালিদাসের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি।



ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের সংজ্ঞাই বা কি? কেহ বলেন সৎসঙ্গই ধর্ম্ম, কেহ বলেন পুরুষের ক্রিয়াসাধ্য গুণের নামই ধর্ম্ম। পুরাণ-মতে যাহা দ্বারা জগতের স্থিতি-বিধান হয় তাহাই ধর্ম্ম। আবার কাহারও মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, যুক্তিবাদীর মতে কর্ত্তব্যসাধনই ধর্ম্ম আবার জ্ঞানবাদীর মতে মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সাধারণতঃ ধর্ম্মের সংজ্ঞা এইরূপ।

"ধরতি অধঃপতনাৎ যঃ সঃ ধর্ম্মঃ"।

ধর্ম্মের সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, ইহার সাম্রাজ্য সুবিশাল ও সুপ্রশস্ত। জগতের সর্ব্বপ্রকারের নৈতিক-তত্ত্ব ইহার অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্মই জগতের প্রাণ ও মানবের নিদান। ধর্ম্মাবলম্বনেই ঈশ্বর-প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ।

মুমুক্ষু ব্যক্তি পরম পুরুষের প্রাপ্তি-লাভেচ্ছায় এবং মুক্তি-লাভ ও পরমাশান্তি পাইবার অভিলাষে ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া থাকে। এই জন্যই বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ধর্ম্মরাজ্যের কোন্ পথ অবলম্বন করিলে যে মানব শান্তিধামে পৌহুছিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্মপথ উদ্ভাবন ও অবলম্বন

করিয়া থাকে। কেহ বা দিশাহারা হইয়া সেই পরাৎপর পরম-পুরুষের সাক্ষাৎ-লাভেচ্ছায় কায়মনোবাক্যে গাহিয়া থাকে।

"তুমি এস হৃদে এস হৃষিকেশ।"

বা

জয় শিবেশ শঙ্কর কৃষ্ণ গোপেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান-নাটক বিষাণ-বাদক
হুতাশ ভালক মহত্তর॥" ভারতচন্দ্র।

বা

"দুর্গা দুর্গতিহারিণি বিপদবারিণি
তারিণি তার অধমে।"

বা

"ডুব'দে মন কালী ব'লে
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে" রামপ্রসাদ সেন।

অথবা কেহ নিরাশচিত্তে রবীবাবুর ন্যায় সেই নিরাকার পরমেশ্বরকে সম্বোধনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে গাহিতেছে—

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিরদিন কেন পাই না।"

মানব-হৃদয়ের এই ভাব হইতেই বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমান-ধর্ম্ম, বুদ্ধ-ধর্ম্ম, জৈন-ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম, ও তাহার বিবিধ শাখা-প্রশাখা ধর্ম্মান্বেষী প্রতিভাশালী মুমুক্ষু মানবের সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানবমাত্রেই মুক্তি ও শান্তিলাভেচ্ছুক এবং তজ্জন্য বিভিন্ন লোক ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম্মপথাবলম্বন করিয়া থাকে। মানুষ যতই দূষিত ও লম্পট চরিত্র হউক না কেন সকলেরই একটি ধর্ম্ম আছে। সাধুর যেরূপ ধর্ম্ম আছে, চোরেরও তদনুরূপ কোন ধর্ম্ম আছে। চোরও চুরি করিতে যাইবার পূর্ব্বে হয়ত কালীপূজা বা কালীর নাম স্মরণ করিয়া থাকে। বেশ্যাসক্ত লম্পট বা মাদকাসক্ত পরদাররত ব্যক্তিও সেইরূপ কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী। কেননা সকলেই স্বভাবতঃ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যাহারা আবার পাপানুরক্ত তাহারা স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে মুক্তি ও শান্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। কেন না দুষ্কর্ম্মের ও পাপের বৃশ্চিক-দংশন বড়ই যন্ত্রণা-দায়ক ও মর্ম্মন্তুদ। সুতরাং কালিদাসের লম্পট ও কলঙ্কিত চরিত্র হইলেও তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। লম্পটপ্রকৃতি মার্লো-সেক্সপীয়র, বাইরণ ও গোল্ড্স্মিথের কি কোন ধর্ম্ম ছিল না? তাঁহারাও ধর্ম্মের গান গাইয়াছেন, ধর্ম্মের কথা কহিয়াছেন ও ধর্ম্ম-নীতি প্রচার করিয়াছেন।

কবি মার্লোর একটি কবিতা এইরূপ :—

Our souls whose faculties comprehend
The wonderous architecture of the world
And measure every wondering planet's course
Still climbing after knowledge infinite
And always moving as the restless sphere
Will us to wear ourselves and never rest
Untill we reach the ripest fruit of all

That perfect bliss and sole felicity
The sweet fruition of an earthly crown.
Marloeb Tamberlain.

মহাকবি সেক্সপীয়রের একটি কবিতায় এইরূপ :—

It is religion to be thus fore sworn
For charity itself fulfils the law ;
And who can sever love from charity
Shakespear's Lover Lover Lost.

বাইরণের একটি গান এইরূপ :—

In that high world which lies beyond
Our own, Surviving love endears.
If there the cherished heart be found,
The eye the same, except in tears
How welcome those untrodden sphers
How sweet this very hour to die !
To soar from earth and find all fears
Lost in thy light—Eternity.
Byron's melodeis.

গোল্ডস্মিথের একটি কবিতাংশ এইরূপ :—

But on he moves to meet his latter end.
Angels abound befriending virtue's friend
Sinks to the grave with unpercived decay
While resignation gently shapes the way
And all his prospects brightening at the lost
His Heaven commences ere the world be past.

দেখা যাইতেছে "ম"কারাসক্ত কবিগণের প্রত্যেকেই বিশেষ ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। রসিক ও লম্পট-চূড়ামণি কালিদাসও অতিশয় ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কি ছিল ?

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কালিদাসের প্রায় গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের ভক্তিপূর্ণ স্তোত্র আছে। ইহা ব্যতীত প্রায় গ্রন্থের মধ্যে ও স্থানে স্থানে মহাদেবের স্তবপূর্ণ বর্ণনা আছে। কুমার-সম্ভবের মহাদেবই কালিদাসের আদর্শ চিত্র এবং স্বয়ং কালিদাস তাহাতেই প্রতিফলিত। এই সব কারণে এবং অন্যান্য কারণে কালিদাস যে শৈব বা মহাদেবোপাসক ছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে। শৈবদিগের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন, শৈব-দর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও রসেশ্বর-দর্শন এই চারি প্রকার শৈব-শাস্ত্রের প্রধানতঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নকুলীশপাশুপত-দর্শনাবলম্বী পরম কারুণিক মহাদেবকেই পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু বলিয়া থাকেন, জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতিও বলা হয়। তিনি সমস্ত সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া স্বতন্ত্র কর্ত্তা এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় বলিয়া সর্ব্বকার্য্যের কারণস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অপ্রতিহত ইচ্ছানুসারে সর্ব্বকার্য্য সংঘটন করিয়া থাকেন এজন্য তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারীও বলা যাইতে পারে। জীবের প্রবৃত্তি তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। এই মতানুসারে মুক্তি দ্বিবিধ—দুঃখসকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পরমৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি। দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কস্মিনকালেও কোন

দুঃখ জন্মে না। পরমৈশ্বর্য্য মুক্তি দুই প্রকার—দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। দৃক্‌শক্তি দ্বারা সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা যত সূক্ষ্ম, যত ব্যবহিত, যত দূরস্থ হউক না কেন, স্থূল অব্যবহিত ও অদূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রত্যেক বস্তুতে দোষ ও গুণ অনায়াসে লক্ষ্য হয়। এই প্রকারে দৃকশক্তিমান্ ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়াশক্তি হইলে যখন যে বিষয়ের যেরূপ অভিলাষ জন্মে তখনই তাহা তদ্রূপ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রিয়াশক্তি মুক্ত-ব্যক্তির ইচ্ছা-শক্তির বিকাশমাত্র। মুক্ত ব্যক্তি যখন যেরূপ ইচ্ছা করিবে তখনই তদ্রূপ হইবে। এইরূপে দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ পরমেশ্বরের স্বকীয় শক্তি তুল্য, এজন্য উহাকে পরমৈশ্বর্য্য মুক্তি বলে। এইমতে প্রধান ধর্ম্ম-সাধন-প্রণালীকে চর্য্যাবিধি বলে। চর্য্যাবিধি দুই প্রকার—ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা, ভস্ম-ম্রক্ষণ, ভস্ম-শয্যায় শয়ন ও উপহার এই তিনকে ব্রত বলে। দ্বাররূপ চর্য্যা ছয় প্রকার—ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ ও অবিতদ্ভাষণ। সুপ্ত না হইয়া সুপ্তের মত প্রদর্শনকে ক্রাথন কহে। বায়ু-সম্পর্কে কম্পিতের ন্যায় শরীরাদির কল্পনাকে স্পন্দন, খঞ্জ ব্যক্তির অনুরূপ গমনকে মন্দন, রূপবতী রমণী দর্শনে কামুকের ন্যায় কুৎসিত ব্যবহার প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনের ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে অবিতৎকরণ এবং নিরর্থক অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত শব্দোচ্চারণকে অভিতদ্ভাষণ বলে। এই সব চর্য্যাবিধানেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন।

শৈবদর্শন-মতেও মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীব পশুস্বরূপ

পরিগণিত। এইমতে কর্ম্মফলের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। জীবের কর্ম্মানুযায়ী ফললাভ হয় এবং সেই কর্ম্মফলের কর্ত্তাই পরমেশ্বর মহাদেব। কিন্তু তাঁহার স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু তিনি অন্য কর্ত্তৃক কিছুমাত্র আদিষ্ট না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্মফলের বিধান করেন। এইমতে পদার্থ তিন প্রকার—পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ ভগবান শিব এবং যাঁহারা শিবত্ব পাইয়াছেন। শিবত্ব পদ-প্রাপ্তি সাধন-দীক্ষাদি উপায়সকল। পশুপদার্থ জীবাত্মা। এই জীবাত্মা মহৎ, ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদবাচ্য দেহাদি ভিন্ন, সর্ব্বব্যাপক নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন দুর্জ্ঞেয় ও কর্ত্তাস্বরূপ। পাশ পদার্থ আবার চারি প্রকার—মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তি। স্বভাবিক অশুচিকে মল কহে। যেরূপ তণ্ডুল তুষ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে সেইরূপ ঐ মল দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তিকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ম্ম প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্য্যসকল লীন হয় এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টি যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে মায়া এবং পুরুষ তিরোধায়ক যে পাশ তাহাকে রোধশক্তি বলে।

এই মতেও মুক্তির পথ প্রায় নকুলীশ-পাশুপত-দর্শনের ন্যায়।

প্রত্যভিজ্ঞানাবলম্বীরাও ভক্তবৎসল মহাদেবকেই জগদীশ্বর বলিয়া মনে করেন এবং সকল কার্য্যের কারণস্বরূপ অভিহিত করেন। এইমতে মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ "সোঽহং" এই জ্ঞান। পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মার অভেদ-জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে এবং তাহা হইতেই মুক্তি। এইমতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই। পরমাত্মাই জীবাত্মা। জ্ঞান

ও ক্রিয়াশক্তিশালী ব্যক্তিই পরমেশ্বর সুতরাং জীবাত্মাও জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় পরমাত্মাস্বরূপ। তবে পার্থক্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্বের অজ্ঞতা। যেমন অপরিমিত ধন থাকিলেও উহার অস্তিত্বের অজ্ঞতায় প্রীতি জন্মে না, কিন্তু ধনের অস্তিত্বজ্ঞানে অসীম আনন্দ হইয়া থাকে। সেইরূপ আমিই ঈশ্বর এই প্রকার জীবের ঈশ্বরতা জ্ঞান হইলে এক অসাধারণ প্রীতি জন্মে এবং তাহাই সর্ব্বশক্তি ও মোক্ষের কারণ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ও অনুমানাদি ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি জানিয়া সেই শক্তি জীবাত্মাতেও আছে। "স একেশ্বরোঽহম্" (সেই ঈশ্বরই আমি) এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই মুক্তি ও সর্ব্বশক্তি। পরমাত্মা স্বতঃ ও সদা প্রকাশমান, কিন্তু জীবাত্মা স্বতঃ সদা প্রকাশমান নহে। আয়াস ও সাধনা দ্বারা জীবাত্মা প্রকাশমান করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান হয় ও পূর্ণত্ব লাভ হয়। যেরূপ গৃহে গৃহিনী আছে কেবল এই জ্ঞান থাকিলে তত আনন্দ হয় না। গৃহে যাইয়া গৃহিনীর সহিত সংযোগে গৃহিনীর গুণ উপলব্ধি করিতে পারিলেই পরম আনন্দ হয় এবং উভয়েতে অভেদ-জ্ঞান হয়। তদ্রূপ জীবাত্মায় পরমাত্মা আছে, এই কথা মনে করিলেই "সোঽহং" জ্ঞান হয় না, জীবাত্মার ভিতর পরমাত্মার গুণ উপলব্ধি করিতে পারিলেই পরম প্রীতি ও আনন্দ হয় এবং অভেদ-জ্ঞান রূপ "সোঽহং" ভাব উপস্থিত হয়।

রসেশ্বরদর্শন প্রত্যভিজ্ঞান-দর্শনের ন্যায় প্রায় একরূপ। এইমতে মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক

ও অভিন্ন ইহা স্বীকার্য্য বিষয়। কিন্তু এইমতে মুক্তির পথ বিভিন্ন। এইমতে পারদ-রস দ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে হয়, পরে ক্রমশঃ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন মুক্তিরসের আবির্ভাব হয়। দেহের স্থৈর্য্য-সম্পাদনার্থ পারদ-রস ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই। কথিত আছে দেবগণ, দৈত্যগণ, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ, গোবিন্দ-ভগবৎ-পাদাচার্য্য, গোবিন্দ নায়ক চর্ব্বটী, কপিল, ব্যাস, কাপালি, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণ পারদরস দ্বারা দিব্য দেহ-সম্পাদনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। সমাধি দ্বারা দেহ সুসম্পন্ন করা সুকঠিন, কেন না সমাধি বহুকালসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। সুতরাং পারদরস দ্বারা দেহ সুসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ যোগাভ্যাসাদি দ্বারা পরম তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, নতুবা এই রোগক্লিষ্ট অস্থির দেহে কখনই পরমতত্ত্বের বিকাশ হইতে পারে না। পারদ নানা প্রকার। মূর্চ্ছিত-পারদ দ্বারা ব্যাধি বিনষ্ট হয়, মৃত-পারদ দ্বারা জীবিত হওয়া যায় এবং বদ্ধ-পারদ দ্বারা শূন্যমার্গে গতিশক্তি জন্মে। যে পারদের নানা বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং ঘনতা ও তরলাদি ধর্ম্ম না থাকে তাহাকে মূর্চ্ছিত কহে। যে পারদে আর্দ্রত্ব, ঘনত্ব, তেজস্বিতা, গুরুতা ও চপলতাদি গুণ না থাকে তাহাকে মৃত কহে এবং যে পারদ অক্ষত, নির্ম্মল, তেজস্বী ও গুরু এবং যাহার ত্বরায় দ্রবভাব হয় তাহাকে বদ্ধ-পারদ বলে। এই মতে পারদ দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষস্বরূপ চতুর্ব্বর্গের

মূলীভূত এতৎ সকল বিদ্যার ও সুখ-সচ্ছন্দতার আধারস্বরূপ দেহ অজরামর হয়, উহা ব্যতীত দেহের নিত্যতা-সম্পাদনের উপায়ান্তর নাই এবং উহার দর্শন, স্পর্শন, ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও দানে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এজন্য পারদ-রসকে রসেন্দ্র ও রসেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের শৈব-শাস্ত্র সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। কালিদাস ইহার কোন্ দর্শনাবলম্বী ছিলেন? তিনি রসেশ্বর দর্শনাবলম্বীদিগের ন্যায় শরীরে পারদ মাখাইতেন কি? কালিদাসও নাই তাঁহার গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই, তাঁহার সমসাময়িক লোকও নাই এবং তৎসাময়িক লোকের কোন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই মহাকবির স্বর্গীয় আত্মা আসিয়া ইহা বলিয়া না দিলে জানিবার উপায় নাই। শারীরিক স্থৈর্য্য-সম্পাদন জন্য পারদ-রস ব্যবহার করিয়া না থাকিলেও তিনি যে প্রচুর পরিমাণে সুরা-রসাস্বাদন করিতেন তাহার আভাস যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। তিনি বোধ হয় তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রকার শৈব-শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়াছিলেন। কালিদাসের গ্রন্থে চার্ব্বাক-দর্শন, জৈমিনি-দর্শন, পাতঞ্জল-দর্শন, সাংখ্যদর্শন, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি অন্যান্য দর্শন বা দর্শনতত্ত্বের কিছু না কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হইলেও বোধ হয় শৈবদর্শন ও শৈব-শাস্ত্রেই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। দেবদেব মহাদেবই তাঁহার পরমেশ্বর আর ইহজগতের সমস্ত জীব তাঁহার নিকট পশু-সদৃশ, কোন জীব উচ্চশ্রেণীর পশু কোন জীব নিম্নশ্রেণীর পশু, সেই পশ্বাদির সৃষ্টিকর্ত্তা ও অধিপতিই মহাদেব, এইজন্যই তিনি পশুপতি।

কালিদাসের প্রথম গ্রন্থ কুমারসম্ভব তাঁহার শৈব-শাস্ত্রানুবর্ত্তিতার প্রধান নিদর্শন। এই গ্রন্থে দেবদেব মহাদেবই সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্ব-অধিপতিস্বরূপ বর্ণিত ও প্রদর্শিত হইয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও প্রাধান্য-স্বীকারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। দৈত্যগণ তাঁহার ভয়ে ভীত, ঋষিগণ তাঁহার স্তুতিগানে নিরত, নক্ষত্রবাসীগণ তাঁহার আদেশ-পালনে উৎগ্রীব, ভূত-প্রেত, পিশাচ, যক্ষ-রক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ তাঁহার সহচর ও পদানত এবং পশ্বাদি পর্য্যন্ত তাঁহার যোগসমাধিযুক্ত সাধনার বিঘ্ন উৎপাদনে শঙ্কিত। সেই মহাদেবের এমনি প্রভাব যে, তদনুচর নন্দীর ইঙ্গিতমাত্রেই হিমালয়ের নিবিড় বন-মধ্যস্থিত পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীরব হইল; ভূত, প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, কিন্নরাদি নিঃশব্দ হইল এবং সমীরণ-সঞ্চালিত বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত, স্থিরভাব অবলম্বন করিল।

"নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥"৪২

কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ।

"বিটপী নিশ্চল হ'ল নির্ব্বাক ভ্রমর,
মৃগকুল লীলাহীন, বিহঙ্গ নীরব;
নন্দীর আদেশক্রমে নিখিল কানন
হ'ল চিত্রার্পিত স্থির আজি অভিনব।"

সুতরাং সর্ব্বতোভাবে সেই মহাদেবই জগদীশ্বর। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই যেন এই জগৎ চালিত, তিনিই যেন সকলের প্রভু-

স্বরূপ এবং তাঁহার ইচ্ছাই যেন আদেশস্বরূপ। ইহা প্রধানতঃ নকুলিশ-পাশুপত-দর্শনের মত।

কবি কালিদাস জীব-জগতের আদর্শ প্রেম, প্রীতি ও মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের পশুভাব প্রদর্শনেও ত্রুটি করেন নাই। পশ্বাদির ক্রিয়া ও বিহারাদি বর্ণনা কবি এক সঙ্গে একই রূপ করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহাদের পার্থক্য বড় কম।

"মধু দ্বিরেফ কুসুমৈকপাত্রে পপৌপ্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥৩৬
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেনচিসেনজায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥৩৭
গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত পত্রলেখম্।
পুষ্পাসবা ঘূর্ণিত নেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে ॥"৩৮

কুমারসম্ভব, ৩য় সর্গ।

ভ্রমরগণ নিজ নিজ প্রিয়ার অনুগামী হইয়া এক পুষ্পরূপ পাত্রে মধুপান করিতে লাগিল। আর কৃষ্ণসার মৃগগণ স্ব স্ব শৃঙ্গ দ্বারা মৃগীগণের গাত্র-কণ্ডূয়ন করিয়া দিলে উহারা স্পর্শসুখে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিল ॥৩৬॥

কোথাও করিণীগণ প্রেমভরে পদ্ম-পরাগে সুরভিকৃত সরোবর-সলিল গণ্ডূষ দ্বারা কুঞ্জরবরকে প্রদান করিতে লাগিল। কোন-স্থানে চক্রবাক্ পক্ষী এক খণ্ড মৃণালের অর্দ্ধভাগ আপনি ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ ভাগ স্বীয় প্রেয়সীকে প্রদান করিতে লাগিল ॥৩৭॥

কিন্নর ও কিন্নরীগণ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম-

-বারি দ্বারা কিন্নরীর মুখস্থিত পত্রাবলি রচনা কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং পুষ্প-মধুপানে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইলে ঐ মুখের শোভা আরও বৃদ্ধি হইল, তখন প্রেমাবেশে কিম্পুরুষগণ নিজ নিজ প্রেয়সীর বদন চুম্বন করিতে লাগিল ॥৩৮ ॥

এই বর্ণনায় পশ্বাদি ও মানবে কিছু প্রভেদ আছে কি ?

"ভ্রূভঙ্গ ভীষণ মুখোঽসুর চক্রবর্ত্তী সন্দীপ্ত

কোপদহনোত্থরস্তং বিহায় ।

ক্রীড়ৎ করাল করবাল করোদধানশ্চম্বা

ভ্যধাবদভিতাস্ত্রিপুরারিপুত্রম ॥৪৯

অভ্যাপতন্তমসুরেশ্বরমীশ পুত্রোছুর্ব্বার

বাহুবিভবং সুরসৈনিকৈস্তং ।

দৃষ্টাযুগান্ত দহন প্রতিমাং মুমোচ শক্তিং

প্রমোদ বিকাসদ্ বদনারবিন্দঃ ॥৫০

উদ্দ্যোতাম্বর দিগন্তরমাংশুজালৈঃ শক্তি

পপাত হৃদিতস্য মহাসুরস্য ।

হর্ষাশ্রুভিঃ সহ সমস্ত দিগীশ্বরাণাং

শোকোত্থবাষ্পসলিলৈঃ সহদানবানাম্ ॥৫১

শক্ত্যাথ তারকসুরেশ্বরমাপতন্তং কল্পান্ত

বাতাহত ভিন্নমিবাদ্রিশৃঙ্গম্ ।

দৃষ্ট্বা প্ররূঢ় পুলকাঞ্চিত চারুদেহা দেবাঃ

প্রমোদমা গমং ত্রিদেবেন মুখ্যাঃ ॥"৫২

কুমারসম্ভব, সপ্তদশ সর্গ ।

"অনন্তর অসুর-রাজচক্রবর্ত্তী তারক প্রজ্জ্বলিত কোপাগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণমুখ হইয়া স্বীয় রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ও চর্ম্মদল গ্রহণপূর্ব্বক কুমারের অভিমুখে প্রধাবিত হইল।৪৯। তখন ঈশ্বর-নন্দন কার্ত্তিকেয় সুরসৈনিকগণ দ্বারা দুর্ব্বার বাহু-প্রভাব সেই অসুরপতিকে আসিতে দেখিয়া হর্ষ-ভরে মুখপদ্মের প্রফুল্লভাব ধারণপূর্ব্বক প্রলয়কালের দহন-তুল্য শক্তি নামক মহাস্ত্র মোচন করিলেন।৫০। তখন সেই মহাশক্তি অম্বরতল ও দিগন্তর উদ্যোতিত করিয়া সমস্ত দানবগণের শোকো-খিত বাষ্প-সলিল এবং সমস্ত দিকপালগণের হর্ষাশ্রু সহিত তদীয় বক্ষস্থলে নিপতিত হইল।৫১। অনন্তর কল্পান্ত বায়ুর আঘাত দ্বারা বিভিন্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় সেই শক্তি দ্বারা আহত তারকাসুরকে নিপতিত দর্শনে ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ পরম পুলকিত হইয়া অতিশয় আমোদ প্রাপ্ত হইলেন"।৫২।

এই স্থলে তাড়কাসুরকে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের সহিত ও মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় কি মনে হয় না যে, পরমেশ্বর-নন্দন একটি প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত পশুকে নিহত করিয়া দেবকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন, গ্রামে ভীষণ ব্যাঘ্র আসিয়া বা ভীষণ অজগর সর্প আসিয়া উৎপীড়ন ও লোক-ধ্বংস আরম্ভ করিলে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা উহা নিহত হইলে গ্রামবাসী সকলের যেরূপ আনন্দ হয়, এ যেন অসুর-ভয়ত্রস্ত দেবকুলের তদ্রূপ আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে।

বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে বোধ হয়, কালিদাসের

অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থেই সমস্ত জীবেরই যেন পশুত্ব ভাব অন্তর্নিহিত। নলোদয় গ্রন্থে নল-দময়ন্তীর বনবাস-বর্ণনায় ইহা সুন্দর লক্ষ্য হয়, দময়ন্তীর অনুরোধে হংস ধরিবার জন্য নল তাঁহার পরিধেয় বসন হংসদিগের গাত্রোপরি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু হংসগণ ঐ বসন নিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তখন যেন বনচর হংসে ও নলে কোন পার্থক্য রহিল না। উভয়ে যেন সমশ্রেণীর জীব; একের বসন অন্যে গ্রহণ করিল।

"তাপস তেন বসানৌ দ্রবেদ্বিতীয়ৌ নগাবৃতেন বসানৌ।
ভেলাস্তেন বসানৌ চেরতুরকেন পর্ব্বতেন বসানৌ ॥"১১

নলোদয় ৩য় সর্গ।

"অধিকতর আতপ দ্বারা আমাদের বসা ও মেদাদি দগ্ধ হইবে এই ভাবিয়া নল, দময়ন্তীর বস্ত্রাংশ পরিধান করিয়া নূতন শৃঙ্গ ও তরুসমন্বিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কষ্ট পাইয়া তথাপি তাঁহারা জীবিত রহিলেন।"

এই শ্লোকটিতে বুঝা যায়, যেন নল-দময়ন্তী বনবাসী পশুর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তৎপর কর্কোটক নাগের সহিত নলের কথোপকথন ইত্যাদিতে বোধ হয়, যেন নল ও কর্কোটক নাগ সমশ্রেণীর জীব।

অক্ষক্রীড়া-চতুর পুষ্করকে ক্রূর ভুজঙ্গ সদৃশ বোধ হয় না কি? যেন তাহার কুটিল দংশনেই নলের রূপান্তর বা অবস্থান্তর হইল। তদনুরূপ কর্কোটক নাগের দংশনেই আবার নলের রূপান্তর হইয়াছিল।

তারপর রঘুবংশে কালিদাস কোন পুরুষকে বৃষের সহিত তুলনা করিয়াছেন, কাহাকেও বা সিংহের সহিত উপমা দিয়াছেন। কোন রমণীকে বা মরাল সহিত তুলিত করিয়াছেন। স্বয়ং মহারাজ দিলীপ-সম্বন্ধে কালিদাস একটি শ্লোক এইরূপ লিখিয়াছেন।

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম্মইবাশ্রিতঃ" ॥১৩

রঘুবংশ ১ম সর্গ।

"সুলম্বিত বাহু তার বক্ষ সুবিশাল
বৃষস্কন্ধ কলেবর যেন দীর্ঘ শাল;
নিজ কর্ম্মক্ষম দেহ করিয়া ধারণ
ক্ষাত্র ধর্ম্ম অবতীর্ণ ধরায় যেমন" ।১৩

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ ১ম সর্গ।

তৎপর দিলীপের বন্য পশুর ন্যায় বনে বনে পরিভ্রমণ এবং সিংহরূপী মহাদেবসহ কথোপকথন ইত্যাদিতে যে কিছু পশুভাব-ব্যঞ্জক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥"

রঘুবংশ অষ্টম সর্গ, ৫৯ শ্লোক।

"বায়ু-কোলে দোলে লতা নিকুঞ্জ-ভিতর
বিলাস-বিভ্রম সে কি ধরিল তোমার?
কোকিলা হরিয়া তব কল কল স্বর
দিতেছে দ্বিগুণ ব্যথা চিত্তে অভাগার,

হরিণী হরিল চারু চঞ্চল-দর্শন ;
কলহংসী হরিয়াছে মন্থর গমন"।

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

রূপমাধুরীসমন্বিতা ইন্দুমতির সহিত এরূপ পশ্বাদির তুলনা কেন? কেবল কি সুন্দর উপমা বলিয়া এইরূপ তুলনা দেওয়া হইয়াছে? মহাকবি সেক্সপীয়রের মত এইরূপ মানুষের পশ্বাদির সহ তুলনা অতি বিরল।

কালিদাসের নাটকগুলিতেও এইরূপ ভাব অস্পষ্ট নহে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় স্বয়ং রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার ভাব কিরূপ? লতাগৃহে যেমন কামোন্মত্ত কুকুর যেরূপ পথি-পার্শ্বস্থ রতি-সম্ভোগেচ্ছুকা কুকুরীর গাত্র লেহন করে, তদনুরূপ দুষ্মন্তও শকুন্তলার গাত্র লেহন করিতেছিলেন। তৎপর উভয়ের সংযোগও যেন পশ্বাদির ন্যায়ই হইল। আর বিক্রমোর্ব্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্রেও প্রায় তদনুরূপ দৃশ্য।

মানবজাতির এইরূপ সাধারণ পশ্বাদি-ভাব কালিদাসের প্রায় সব্ব গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। খণ্ডকাব্যগুলিতে এইরূপ ভাব অধিকাংশস্থলে উপমালঙ্কার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূক্ষ্মভাবে এইরূপ না দেখিলেও মানুষের পশুত্বের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মানবের পশুত্ব কিসে? অজ্ঞানতায় ও অসম্পূর্ণতায়। তাহারা ন্যূনাধিক পশুর ন্যায় অজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ এবং নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত।

পুষ্কর ছলে নলের রাজ্য অপহরণ করিল। সে পশু নহে কি?

দময়ন্তী স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও ছলপূর্ব্বক দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ঘোষণা করিল। ইহা পশুত্ব নহে কি? ঋতুপর্ণ রাজা দময়ন্তী পূর্ব্ব-বিবাহিতা জানিয়াও তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া বিদর্ভ নগরে চলিল। ইহা পশুভাব নহে কি?

সম্রাট রঘু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুলোক ধ্বংস করিলেন। ইহা পশুত্ব নহে কি? রাজা দশরথ মৃগয়া-কালে পশুর ন্যায় অন্ধক মুনির পুত্রকে শব্দভেদী বাণে বধ করিয়াছিলেন, ইহা পশুত্ব নহে কি?

অগ্নিমিত্র ও পুরূরবা তাঁহাদের পতিব্রতা সুযোগ্য রাজমহিষী-দিগকে অবহেলা করিয়া অপরা রমণীতে আসক্ত হইলেন ইহা পশুত্ব নহে কি? এইরূপ সকল জীবই পশু, অজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কালিদাস জীব-জগৎ বিশেষ বিকাশ করেন নাই, বোধ হয় ইহাও তাহার এক কারণ। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে মানুষের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি রামচন্দ্রের সীতার বনবাস বা সীতার অগ্নি-পরীক্ষাও তিনি রাম-চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত জীবই পশু বা অজ্ঞ ও অসম্পূর্ণ। কেবল সেই পশু-রাজ্যের অধিপতি মহেশ্বরই পূর্ণ।

সেই মহেশ্বর কিরূপ? নকুলিশ-পাশুপত-দর্শনমতে তিনি ইচ্ছাময় ও স্বেচ্ছাচারী, কালিদাস কুমারসম্ভবে তাঁহাকে তদনুরূপই চিত্রণ করিয়াছেন।

মহাদেব ইচ্ছা করিয়া পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইলেন, তৎপর

স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় তাঁহার সঙ্গে কৌতুক-বিহার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে মদন ভস্ম হইল ও পুনর্জীবিত হইল এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইল ও তদ্দ্বারা তারকাসুর নিধন হইল।

শৈব-শাস্ত্রের মহেশ্বর নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত। কালিদাসের মহাদেবও নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত।

"বিপৎ প্রতিকারপরেণ মঙ্গলং নিষেব্যতে
ভূতি সমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাসীষঃ সতঃ কিমেভি
রাশোভহতাস্ত বৃত্তিভিঃ" ॥৭৬
কুমার-সম্ভব ৫ম সর্গ।

"যাহারা বিপৎ প্রতিকার এবং ঐশ্বর্য্যলাভের ইচ্ছুক, তাহারাই মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তিনি ঐশ্বর্য্যলাভেচ্ছা বা বিপৎ প্রতিকারের আশা দ্বারা আপন চিত্তকে কলুষিত করিবেন কেন? তিনি জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা এবং বাসনাবর্জ্জিত, অতএব সকল মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া তাঁহার কি হইবে?

কালিদাস প্রত্যভিজ্ঞান-দর্শনে তাঁহার "সোঽহং" ভাব কুমারসম্ভবে চিত্রণ করিয়াছেন। স্বয়ং তিনি মহাদেব-চরিত্রে চিত্রিত। তিনিও মহেশ্বরের ন্যায় নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী। ইহার নিদর্শন তৎপ্রণীত অন্য গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। রঘুবংশে নারায়ণের স্তবে এইরূপ উক্ত আছে :—

"ত্বয্যোবেশিতং চিত্তানং তৎ সমর্পিত কর্ম্মণাং।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণাম ভূয়ঃ সন্নিবৃত্তয়ে ॥"২৭

রঘুবংশ দশম সর্গ।

"বিষয়-বিরাগ-মতি যেই যতিগণ
যোগবলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়
সর্ব্ব কর্ম্ম তব প্রতি করে সমর্পণ,
মোক্ষগতি পায় তারা তোমারি কৃপায়" ॥

আর গীতায়ও এই নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ। ৬।৭

ভগবদ্গীতা ১২ অধ্যায়।

"মৎপর আমাতে যারা সর্ব্বকর্ম্ম করি দান
অনন্ত যোগেতে করে মম উপাসনা-ধ্যান
আমাতে অর্পিত চিত্ত তাহাদের করি পার
অচিরেতে মৃত্যুযুক্ত সংসারের পারাবার।"

নবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদ।

* কালিদাস নিষ্কাম-ধর্ম্মাবলম্বী থাকায় বোধ হয় অনেক সময় তাঁহার যথেষ্ট অর্থকষ্ট পাইতে হইত। তৎসম্বন্ধে কিম্বদন্তী ইত্যাদিতেও তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উদারপ্রকৃতি পাশ্চাত্য কবি গোল্ডস্মিথের ন্যায় তাঁহার হৃদয় ও অর্থ, বোধ হয় পরার্থেই নিয়োজিত ছিল। হয়ত ঘরে তাঁহার পরিজনের পরিধেয়

বসন থাকিত না। আহার্য্য তণ্ডুলাভাব হইত, গোয়ালা টাকা বাকীর জন্ম দুগ্ধ বন্ধ করিত। মুদি-পসারি পাওনার তাগাদি করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিত, চাকর-চাকরাণী মাহিনা না পাইয়া কটূক্তি করিত, গৃহিণী গঞ্জনা দিত; মহাজনদিগের রাশি রাশি ক্রোক আসিত এবং তাঁহার গৃহে কিছু না পাইয়া ফিরিয়া যাইত, আর নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী উদারহৃদয় নির্লিপ্ত মহাপুরুষ হয়ত একদিন সমস্ত অর্থ কাহাকেও তাহার দুঃখ দর্শনে দান করিয়া ফেলিলেন অথবা সুরারসে মজ্জমান হইয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় কোন বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক এক রাত্রিতেই সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া আসিলেন। এইরূপ সংসার-নির্লিপ্ত হৃদয়ের অসাধারণ সাহস, অসীম মানসিক শক্তি, অদম্য উৎসাহ এবং বিলক্ষণ কার্য্যপটুতা হইয়া থাকে। যাহারা নিষ্কাম, অর্থে মায়া-মমতাহীন তাহাদের কিছুতেই দুঃখ-কষ্ট বোধ নাই; সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, যেন ভগবৎশক্তি তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-পথে চালিত করে। এজন্যই নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী স্বেচ্ছাচারী কবি অমূল্য গ্রন্থসমস্ত প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর তাঁহার যদি অর্থে লিপ্সা থাকিত—সংসারের প্রতি মায়া থাকিত, নিষ্কাম ভাব এবং নিস্পৃহ চিত্ত না হইত তাহা হইলে হয়ত দিবানিশি অর্থ-চিন্তাই করিতেন, অর্থ স্বপ্নই দেখিতেন, বাক্স-পেটী খুলিয়া অনবরত টাকার হিসাব দেখিতেন, সুদের হিসাব করিতেন এবং সুদ গণিয়া কাল্পনিক সুখের স্বপ্ন দেখিতেন। তাহা হইলে আর তাঁহার কবিত্ব বাহির হইত না, কল্পনা ফুটিত না এবং

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির উন্মেষ হইত না। সকল প্রতিভাশালী বীরই এক এক জন ধর্ম্মবীর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক এক জন ধর্ম্মবীর। ধর্ম্মপ্রাণ শিশিরকুমার ঘোষ যেন ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই "অমিয়-নিমাই-চরিত" প্রভৃতি অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছেন, ধর্ম্মময় জীবন না হইলে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

কালিদাস বোধ হয় শৈবদর্শনোক্ত কর্ম্মফল মানিতেন।

"বভ্রামানন্তেন শ্রমেণ কলিনা বিধূয়মানস্তেন।
মহিরিপুমানস্তেনঃ স্বভাগ্যদোষাৎ কৃসমহিমানস্তেন ॥

নলোদয় ৩য় সর্গ। (১৩ শ্লোক)

"তখন শক্র-গর্ব্বাপহারী নল অবিরত আয়াস ও পরিশ্রম দ্বারা অত্যন্ত কম্পিত, অবসন্ন ও দগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম-দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। যেহেতু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই বলবান হইয়া থাকে, নতুবা এইরূপ পৃথিবীপতি রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিবেন কেন?

দশরথের মৃত্যুও রঘুবংশে কর্ম্মফলজনিত পাপের ফল বলিয়া উল্লেখ আছে।

"রাজাপি তদ্বিয়োগার্ত্তঃ স্মৃত্বাশাপস্ব কর্ম্মকং।
শরীরত্যাগমাত্রেণ শুদ্ধিলভেমমন্যতঃ ॥"১০

রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গ।

"রামের বিরহে রাজা রামময়প্রাণ
অন্ধকের অভিশাপ করিয়া স্মরণ
আপন শরীর এবে করিলা প্রদান
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলা সাধন।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

ইহাতে প্রতীয়মান হয়, কালিদাস ইহজন্মকৃত কর্ম্মফল ও পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল উভয়ই মানিতেন।

কালিদাস বোধ হয় রসেশ্বর-দর্শনোক্ত কোন প্রকার যোগাভ্যাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থলেই বিবিধ প্রকার যোগ-ধ্যানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুমারসম্ভবে মহাদেবের বীরাসনযুক্ত সমাধি-ধ্যান, রঘুবংশে মুনি-ঋষিদিগের যোগ-ধ্যানাদি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় কালিদাস স্বয়ং কোন প্রকার যোগ-ভ্যস্ত না থাকিলে এইরূপ বিশদ বর্ণনা করিতে পারিতেন না। কেবল কল্পনা ও শাস্ত্রজ্ঞান হইতে এসব বিষয়ে সঠিক ও বিশদ বর্ণনা হওয়া অসম্ভব।

কালিদাস বোধ হয় নকুলিশ-পাশুপত-দর্শনোক্ত ক্রাথন, শৃঙ্গারণ প্রভৃতি বিবিধ চর্য্যাবিধি অবলম্বনপূর্ব্বক দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপ পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়, তিনি অনেক সময় বিবিধ ছল-চাতুরী অবলম্বন করিতেন। ইহা নকুলিশ-পাশুপত-দর্শনের এক অঙ্গ। ইহাতে চিত্ত-বৃত্তি উন্মেষ হয়, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য জন্মে এবং দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি লাভ হয়। তাঁহার যে সকল কুৎসিত ভাবপূর্ণ শৃঙ্গাররসের কবিতা

রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই বোধ হয় নকুলিশ-পাশুপত-দর্শনোক্ত শৃঙ্গারণ-চর্য্যার বিজৃম্ভন। প্রকৃত কামুক না হইয়া কামুকের ন্যায় ব্যবহার, কামুকের ন্যায় কুৎসিত পদাবলী রচনা এবং কামুকের ন্যায় বীভৎস ভাব বর্ণনায় অনেক লাভ আছে। ইহাতে মানবের স্বাভাবিক দুর্দ্দমনীয় কাম-প্রবৃত্তির প্রশমন হয়। কামসম্বন্ধীয় বিষয়ের উপর ঘৃণার উদ্ভব এবং কামরিপুর কুৎসিত ভাব ও দশা কল্পনায় মন সৎপথের পথিক হয়। তিনি যে ঋতুরক্ত-রঞ্জিত সুরতরক্ত রক্তাম্বরা রমণীর উপমা সৃজন করিয়াছেন, বিলাসিনী বারাঙ্গনার মদবিহ্বলা আয়তনেত্রের বর্ণনা করিয়াছেন, সুন্দরী যুবতী রমণীর নাভিপদ্মে হস্তার্পণপূর্ব্বক পরিধেয় বসনোত্তোলনের বীভৎস দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যে উপরোক্ত শৃঙ্গারণ-চর্য্যার কতকটা ভাব হইতে করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধ হয়, কুমারসম্ভবে হর-পার্ব্বতীর কুৎসিত বিহার-বর্ণনাদিও কতকটা সেই ভাব হইতেও হইয়াছিল।

কালিদাসের যে নকুলিশ-পাশুপত-দর্শনোক্ত দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি অতি প্রখর ছিল তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই সে বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। তাঁহার অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি, দূরস্থ বিষয়ের অদূরবর্ত্তী বস্তুর ন্যায় দর্শন এবং সকল বস্তুর দোষগুণ অবধারণ ক্ষমতার পূর্ব্বেই যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। তিনি যে পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, তড়াগ, হ্রদ, অরণ্যানী এবং লতাকুঞ্জ ইত্যাদির সুবিস্তার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার এই অসাধারণ দৃক্‌শক্তির সুফল। তাঁহার দিব্য ক্রিয়াশক্তিও ছিল। তিনি যেন যখন যেরূপ ইচ্ছা করিয়া-

ছেন সেইরূপই সংঘটন হইয়াছে এবং তদনুরূপই সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিষয় লিখিবেন মনে করিলেন, অমনি যেন তাঁহার ইচ্ছানুরূপ জিনিষ সমস্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং তিনি অনায়াসে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অতএব কালিদাসের স্বীয় ধর্ম্মের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী শৈব ছিলেন এবং কর্ম্মফল-বাদী যোগাভ্যাসনিরত "সোঽহং" তত্ত্বাবলম্বী দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। নিষ্কাম কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম-সাধনই তাঁহার সমুজ্জ্বল জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব।

যেরূপ প্রত্যেক মানবের কোন বিশেষ ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব আছে তদ্রূপ প্রত্যেক গ্রন্থকারের প্রণীত গ্রন্থেরও কোন বিশেষ ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব আছে। কালিদাসের গ্রন্থের ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব কি? কবিত্ব-মাধুর্য্য-কি কল্পনা-সৌন্দর্য্য বা লোক-চরিত্র-চিত্রণ অথবা অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগতের সমন্বয়ই কি তৎপ্রণীত গ্রন্থের বিশেষত্ব? বোধ হয় ইহার কিছুই নহে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচারই তাঁহার গ্রন্থের বিশেষত্ব। তিনি স্বয়ং যে ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা প্রচার ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তৎপ্রণীত গ্রন্থের ধর্ম্ম ও বিশেষত্ব তাহাই। মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস যেরূপ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য অবলম্বনে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তিনিও তদনুরূপ করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি তাঁহার গ্রন্থের ভিত্তি, কবিত্ব-কল্পনা ও ঘটনা সেই ভিত্তির বাহ্যিক

আবরণ। তৎগ্রন্থ পাঠে উপর উপর যাহা দেখিতে পাইবে, তাহা কবিত্ব-মাধুর্য্য, কল্পনা-সৌন্দর্য্য ও ঘটনা-চাতুর্য্য আর গ্রন্থের ভিতর প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবে কেবল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি। গ্রন্থ যেন ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহের অভ্যন্তরেই জীবনরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও উন্নতি সাধনের সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ বা বহুমূল্য বস্তু নিহিত থাকে। তাহা বাহির হইতে সমস্ত আমরা দেখিতে পাই না। বাহির হইতে সাধারণতঃ দেখিতে পাই গৃহের দেওয়াল, ছাদ ও কপাট-জানালা ইত্যাদি। কালিদাসের গ্রন্থের ভিতরে ঢুকিতে পারিলেই দেখিতে পাইবে কেবল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি। গ্রন্থের উপরাংশে কেবল কবিত্ব, কল্পনা ও ঘটনা। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতিই মানব-জীবনের রক্ষণ, পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও উন্নতি বা মোক্ষ ও চিরশান্তি-লাভের হেতু। তাহা তিনি গ্রন্থের ভিতরে স্তরে স্তরে কবিত্ব কল্পনা ও ঘটনার সুন্দর আচ্ছাদনে অতি সুকৌশলভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রন্থের একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই তাহা লক্ষ্য হয় এবং তদ্দ্বারা মন-প্রাণ মুগ্ধ ও উন্নত হয়। তৎসাময়িক সমাজ-গত ও কবির স্বভাবগত দোষে তাঁহার গ্রন্থাদি কিছু আদিরস-প্রধান হইলেও ধর্ম্মই তৎপ্রণীত গ্রন্থাদির বিশেষত্ব। কেন না পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আদিরস হইতেই ধর্ম্মভাব বিকাশিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং পরমেশ্বর মহেশ্বরের মুখে তপস্যানিরতা পার্ব্বতীকে কুমার-সম্ভবে বলিয়াছেন।

"অনেন ধর্ম্মঃ সাধনেষমাস্তমে ত্রিবর্গসার প্রতিভাতি ভাবিনি।
ত্বয়ামনোনির্ব্বিষয়ার্থ কাময়া যদেক এব প্রতিগৃহ্যসেব্যতে ॥"৩৮
কুমার-সম্ভব ৫ম সর্গ।

"হে ভাবিনি, অর্থ, কাম না করি কামনা,
কেবলি ধর্ম্মের সেবা করিছ যখন ;
তাতেই আমার মনে হইছে নিশ্চয়
ধর্ম্মই ত্রিবর্গসার পদার্থ পরম।"

সে ব্যক্তির যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে ইহা বিচিত্র কি ?

৺দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন :—

"তুই কি বুঝিবি শ্যামা করমের বেদনা ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে অনল দগ্ধ করে
তুই কি বুঝিবি তাহা অন্যে তাহা বুঝে না।"

ইহা অতি প্রকৃত কথা। মানব-হৃদয়ের স্তরে স্তরে তুষার অগ্নি জ্বলিতেছে। কোন যুবতী রমণী প্রাণপতি স্বামীর অকাল-বিয়োগে অন্তর্দাহে পুড়িয়া মরিতেছে, কোন যুবক প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নীর অসাময়িক মৃত্যুতে শোকানলে অহরহ দগ্ধ হইতেছে, কাহারও বা প্রিয়তম পুত্র-বিহনে হৃদয়ে চিতাগ্নি অহরহ জ্বলিতেছে, কাহারও বা অর্থভাব-ক্লেশে হৃদয় যন্ত্রণাগুণে অবিরত দহ্যমান হইতেছে। এই সংসারে এইরূপ সর্ব্ব প্রকারে সুখী বিরল। এইরূপ সকলের হৃদয়ে কোন 'না কোন আগুণ নিয়ত জ্বলিতেছে, তাহা অবর্ণনীয়,

অপ্রকাশ্য ও অবক্তব্য। অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না, অন্যে সে গভীর বেদনা অনুভবও করিতে অক্ষম। এই গভীর জ্বালার এই মর্ম্মন্তুদ অন্তর্দাহের একমাত্র শান্তি ও উপশম ধর্ম্মে ও ধর্ম্ম-নীতিতে। তবে কালিদাসের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞানী, সর্ব্বদর্শী, অত্যুন্নত মহাপুরুষ গ্রন্থ-প্রণয়নে সেই শান্তিদায়ক, বিমল আনন্দদায়ক, অন্তর্জ্বালা-নিবারক, মোক্ষ-প্রাপ্তির একমাত্র হেতু ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ গ্রহণ করিবেন না কেন? ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার উদ্দেশ্য না হইলে তিনি কেবল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কাব্যাদি লিখিতেন না। তিনি অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, যে সব পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা আবহমান কাল হইতে লোকের মুখে-মুখে এপর্য্যন্ত জগতে প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহা কখনই চিত্ত-বিনোদনকারী ও প্রীতিকর হইতে পারে না। তিনি এইসব বিষয় অবলম্বনে কাব্য লিখিয়াছেন যে এইজন্য উহা ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতি-প্রচার বিষয়ে বিশেষ উপযোগী। নতুবা স্বকপোলকল্পিত গল্পপূর্ণ কাব্যাদি প্রণয়ন করিয়া লোকরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

এখন দেখা যাউক, কি প্রকারে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি-প্রচারই তৎপ্রণীত গ্রন্থের বিশেষত্ব এবং সেইসব গ্রন্থাদিই বা কি প্রকার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার করিতেছে।

/ সকলের মতেই কালিদাসের কুমারসম্ভব একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কিন্তু ইহা বলিলেই এই গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয় হইল না।

বোধ হয়, ইহা এক খানি অতি উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম ও নীতিবিজ্ঞান বলিলে ইহার প্রকৃত পরিচয় হইল।

কুমারসম্ভবের মূল ধর্ম্মতত্ত্ব কি? ইহা কি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার করিতেছে? দেবদেব মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। পার্ব্বতী-রূপধারিণী প্রকৃতি সতী তাঁহার সহচরী। সেই প্রকৃতিতেই তিনি বিরাজিত—সেই প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য-বিধানেই তিনি তৎপর ও প্রীত। প্রকৃতিসুন্দরীও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী ও অনুরক্তা। সেই প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে ও সেই পরমপুরুষের অপ্রতিহত ইচ্ছায় কুমাররূপী ধর্ম্মতেজের সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা তারকাসুররূপী অধর্ম্মাসুরের বিনাশ। অধর্ম্মের বিনাশই লোকহিত ও দেবহিত। প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলন হইতেই পরমানন্দ ও মোক্ষলাভ। সেইরূপ মোক্ষলাভ করিতে হইলে ঐকান্তিক সাধনা ও একাগ্র তপস্যা আবশ্যক। সেই পরম-পুরুষ কামের বশীভূত নহেন। কাম তাঁহার নিকট ভস্মীভূত। কামেচ্ছা ও কাম-বিহার তাঁহার প্রবৃত্তিমূলক ও ইচ্ছাধীন। সেইরূপ পরমপুরুষই আদর্শ মহাপুরুষ। তদনুরূপ হইতে হইলে যোগধ্যান-নিরত ও নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া চাই। "সোঽহং" ভাব অব-লম্বন করা চাই। যোগ-সাধন-ব্রতদ্বার প্রভৃতি চর্য্যাবিধি দ্বারা দৃকশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ পরমৈশ্বর্য্য লাভ করা চাই। তাহা হইলেই পরম পুরুষত্ব ও মোক্ষলাভ। তখন সমস্তই অধীন হইবে—সমস্তই দৃষ্টি-গোচর হইবে এবং সমস্ত ঘটনাই ইচ্ছাধীন হইবে। কুমারসম্ভবে এই ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মনীতি কি স্পষ্টতর

দেদীপ্যমান নহে? কবি যেন এই প্রকারের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রদর্শন জন্যই পৌরাণিক হর-পার্ব্বতীবিষয়ক ঘটনাবলম্বনে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।

তৎপর নলোদয়। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একখানি ধর্ম্ম ও নীতিবিজ্ঞান। সত্যধর্ম্ম পালনই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তাহাতেই অন্তিমে পরম সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্য। পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মকৃত পাপের ফলে ইহজন্মের দুঃখ ও কষ্ট স্বাভাবিক, তথাপি সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকিলে পরিণামে সুখ ও শান্তি। সত্যপ্রতিজ্ঞ নল দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দময়ন্তীর নিকট দেবগণের তৎপাণি-গ্রহণাভিলাষ জানাইবার জন্য যাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না, সাধ্বী দময়ন্তীও পূর্ব্বে নলকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করায় দেবগণকে প্রত্যাখ্যান করিতে দ্বিধা-বোধ করিলেন না। তৎপর নল অক্ষক্রীড়ারূপ ব্যসনে নিযুক্ত হইয়া সেই পাপে রাজ্য ও সম্পদ-হারা হইলেন, তথাপি সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন না. তাঁহার সহধর্ম্মিনী দময়ন্তীও তৎসহ তাঁহার দুষ্কর্ম্মের কষ্টপূর্ণ ফলভাগিনী হইল, কেন না পাপীর সংসর্গজনিত কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। উভয়ে প্রাণান্তকর অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ও মূলতঃ সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকায় পরিশেষে অতুল ও বিমল সুখ-শান্তির অধিকারী হইলেন। ইহা কি গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? গ্রন্থকার এই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রদর্শন জন্যই যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন এইরূপ মনে হয় না কি? এই গ্রন্থের জড়-জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয়-বর্ণনা বিশেষ কিছুই নাই। সমস্ত সহজ কথায় সহজ ভাবে

বর্ণিত হইয়াছে। কবিত্বের মধ্যে কেবল প্রায় শ্লোকগুলিই সুন্দর সুন্দর যমকপূর্ণ। তবে উপরোক্ত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচারই যে গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা না বলিব কেন?

তার পর রঘুবংশের প্রত্যেক বিষয়েই যেন বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচারকল্পেই লিখিত হইয়াছে। মহারাজ দিলীপের বিবরণে ঐকান্তিক গুরুসেবার সুফল, সম্রাট রঘুর বিবরণে দিগ্বিজয়ী সম্রাটের আদর্শ কর্ত্তব্য ও সুদানের সুফল, রাজা, অজের বিবরণে পার্থিব প্রেম ও স্ত্রৈণতার কষ্টদায়ক পরিণাম, রাজা দশরথের বিবরণে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল, রাজা শ্রীরামচন্দ্রের বিবরণে নিষ্কাম সত্যধর্ম্মের জয় এবং রঘুবংশের শেষ বিবরণে বিলাসিতার শোচনীয় পরিণাম প্রধানতঃ যে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতিই কি গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নহে? কবিত্ব ও কল্পনা-সৌন্দর্য্য ও বর্ণনা-চাতুর্য্য প্রদর্শন যেন গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

নাটক বা দৃশ্য-কাব্যের বিষয়েও এই কথা। মালবিকাগ্নিমিত্রে ও বিক্রমোর্ব্বশীতে আদর্শ পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ও অকৃত্রিম আন্তরিক প্রেমের সুখদ পরিণাম প্রদর্শনই যেন গ্রন্থদ্বয়ের প্রধান উদ্দেশ্য এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় কবির যেন পবিত্র প্রেমের সুপরিণাম, গুপ্ত প্রণয়ের বিপদজনক ফল এবং কর্ত্তব্য-কার্য্যের অবহেলায় কষ্টকর পরিণাম প্রদর্শনই মুখ্য উদ্দেশ্য। সামাজিক কর্ত্তব্যই হউক আর নৈতিক কর্ত্তব্যই হউক অথবা ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্যই হউক

সমস্তই একমাত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত। যে প্রকারের কর্ত্তব্যই হউক না কেন, তাহা লঙ্ঘনেই পাপ এবং পাপের পরিণাম অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক। অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় যেন এই প্রকারের সব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির বিকাশ-সম্পাদনই গ্রন্থকারের প্রধান অভিপ্রায়। দৃশ্য-কাব্যে চরিত্র-বিকাশ ও ঘটনার সমাবেশ দ্বারাই প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিকাশ সম্ভব। সুতরাং প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় দৃশ্য-কাব্যে অধিক থাকিতে পারে না এবং প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় একটি কি দুইটি কথা হইলেও অনেকগুলি চরিত্র-সৃজন ও বিবিধ ঘটনার অবতারণা করিতে হয়। এইজন্যই দৃশ্য-কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সহজে লক্ষ্য হয় না এবং হইলেও সাধারণতঃ মুখ্য বলিয়া লক্ষ্য হয় না। মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রধানা রাজমহিষীর আদর্শ নিষ্কাম পাতিব্রত্য-প্রদর্শন জন্য ছোট রাণী ইরাবতী সৃজন করিতে হইয়াছে এবং মালবিকার ঐকান্তিক প্রেম-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য বিদূষক ও বকুল বালিকা ও পরিব্রাজিকা প্রভৃতি সৃজন করিতে হইয়াছে এবং এই উভয় বিষয় প্রদর্শন জন্য ঘটনারও তদনুরূপ অবতারণা করা আবশ্যক হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীতেও রাজরাণীর প্রিয় প্রসাদন-ব্রতরূপ আদর্শ নিষ্কাম পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রদর্শন জন্য উর্ব্বশীর আবির্ভাব করাইতে হইয়াছে এবং উর্ব্বশীর প্রেম-বৈচিত্র ও প্রেমের পরিণাম প্রদর্শন জন্য দেবরাজ-সভার বিবিধ ঘটনার বর্ণনা করিতে হইয়াছে। আর অভিজ্ঞান-শকুন্তলায়ও তদনুরূপ লোক-সৃষ্টি ও ঘটনা সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়াছে। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার সৃষ্টি শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মিলন-সংঘটন জন্য, দুর্ব্বাসার আবির্ভাব দুষ্কৃতের

শান্তির জন্য, কণ্ব ও কশ্যপ মুনির সৃষ্টি শকুন্তলার পরিপালন ও রক্ষণ-জন্য, কণ্বের শিষ্যদ্বয় ও গৌতমী সৃষ্টি রাজসভায় শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য, বিদূষক-সৃষ্টি রাজ-চরিত্র বুঝাইবার জন্য, অভিজ্ঞানা-ঙ্গুরীয় ঘটনা-সৃষ্টি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-কালোত্তীর্ণ সময় প্রদর্শন জন্য এবং দেবাসুরের যুদ্ধ-সৃষ্টি শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পুনর্মিলন জন্য। মুখ্য বিষয় বিকাশ করিতে যখন এতগুলি ঘটনা, চরিত্র ও বিষয়-বর্ণনা সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, তখন মুখ্য বিষয় সেই সব বিষয় বর্ণনা-গতিকে যে সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া থাকিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পদ্য-কাব্যে সেরূপ নহে। মহারাজ দীলিপের বিবরণ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। তদ্ঘটিত ঘটনা নাটক বা দৃশ্য-কাব্যাকারে বর্ণিত হইলে আরও অনেক লোক ও ঘটনা সৃষ্টি করিতে হইত। এই কথা কুমারসম্ভব ও নলোদয়-সম্বন্ধেও সুন্দর প্রযুজ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কালিদাসের গ্রন্থের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-নীতি প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য। কালিদাসের খণ্ড-কাব্য ও আখ্যান-গুলিতেও ধর্ম্মনীতিপূর্ণই কথা। সুতরাং ধর্ম্মনীতি প্রচার কালিদাসের গ্রন্থের বিশেষত্ব না বলিবার কোন কারণ নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞানবান কালিদাস ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি কেন এই ভাবে প্রচার করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সহজ। রূপবতী যুবতী রমণীর বদন-শোভা অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে দেখিলে যেরূপ প্রীতিপ্রদ বোধ হইবে, অবগুণ্ঠন খুলিয়া সুস্পষ্টভাবে দেখিলে সেরূপ বোধ হইবে না। উহাতে অনেক দোষ

ও অনেক খুঁত বাহির হইবে। কবিত্ব, কল্পনা ও ঘটনার অন্তরালে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই উহা সুন্দর ও প্রীতি-প্রদ বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম ও নৈতিকতত্ত্ব বড়ই নীরস জিনিষ। কবিত্ব-মাধুর্য্য, কল্পনা-সৌন্দর্য্য ও ঘটনা-বৈচিত্র্যে তাহা বিবৃত হইলে বড়ই কার্য্যকর হয়। যাহার ক্ষমতা আছে সে কেন কবিত্ব-ভূষণে কল্পনালঙ্কারে ও ঘটনার বসনাবরণে তাহা প্রদর্শন করিবে না? উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল নহে কি?

বাল্মীকি, বেদব্যাস বা কালিদাস ব্যতীত অন্যান্য কবির কি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি-প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? না তাঁহাদের কাব্যাদি-গ্রন্থে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকিলেও তাহা আনু-ষঙ্গিক বিষয় মাত্র গ্রন্থের মুখ্য বিষয় নহে। তাঁহাদের মুখ্য বিষয় কবিত্ব ও কল্পনা। কবিত্ব, মাধুর্য্য ও কল্পনা-সৌন্দর্য্যই তাঁহাদের কাব্যের বিশেষত্ব। মিলটনের পেরাডাইস্‌লষ্ট, পেরাডাইস, রিগেইণ্ড (Paradise-lost) and (Paradise Regained), সেক্সপীয়রের নাটকাবলী, বাইরণের ডন্‌যোয়ান, চাইল্ডি হেরল্ড (Donjouan, and Childe, Harold) প্রভৃতি গ্রন্থ কি কেবল কবিত্ব ও কল্পনার বিজৃম্ভন নহে? দৃষ্টান্তস্বরূপ সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকখানি গ্রহণ করা যাউক। ইহা কি প্রধানতঃ কোন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার করে, না ঘটনা-পরম্পরায় পরিণামফল বিবৃত করে? প্রকৃত পক্ষে এই গ্রন্থের বিশেষত্ব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি নহে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব সামাজিক ঘটনাবিশেষের ফলাফল-প্রদর্শন। তবে কবিত্ব ও কল্পনা-সমাবেশ যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই; মাইকেলের

মেঘনাদবধ কাব্যের বিশেষত্ব কি? ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার নহে, কবিত্ব ও কল্পনাই বিশেষত্ব, এই গ্রন্থ দ্বারা কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মনীতি প্রধানতঃ প্রচার হয় নাই। আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ নবীন বাবুর "রৈবতক" ও "কুরুক্ষেত্র" উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ হইয়াছে মাত্র। তাহাই গ্রন্থের প্রধান প্রতি-পাদ্য বিষয় নহে। রৈবতকে অর্জ্জুনের ও কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ বর্ণনা ও কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য-কলাপ বর্ণনাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে তদনুরূপ নহে, প্রত্যেক গ্রন্থের বর্ণিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি যেন তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা প্রদর্শন জন্য যাহা যাহা আবশ্যক যে যে বিষয় বর্ণনা প্রয়োজনীয়, তিনি যেন তাহারই যথোচিতমত সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার শ্লোকাবলী দৃষ্টে ইহা আরও সুন্দর-ভাবে প্রতীয়মান হইবে।

কালিদাসের গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পত্রে, প্রত্যেক শ্লোকে, প্রত্যেক ছত্রেই, প্রত্যেক শব্দে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত। তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে প্রায় সমস্ত শ্লোকই উদ্ধৃত করিতে হয়। সমস্ত ধর্ম্ম ও নৈতিকতত্ত্ব বিবৃত করা সুকঠিন, কেহই এই পর্য্যন্ত পারিয়াছেন কিনা এবং কোন দিন পারিবেন কি না সন্দেহ। এই জন্যই শাস্ত্রে ধর্ম্ম-তত্ত্ব গুহায় নিহিত উল্লিখিত হইয়াছে :—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতাঃ স এব পন্থাঃ।" মহাভারত।

যুগ-যুগান্তর হইতে অনেক মনীষী ও সিদ্ধযোগী ঋষি তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কালিদাসও তদনুরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

কালিদাসের রঘুবংশ একখানি অতি শ্রেষ্ঠ কবিত্বসম্বলিত ধর্ম্ম ও নীতিবিজ্ঞান। এই গ্রন্থের প্রায় শ্লোকে-শ্লোকেই ধর্ম্ম ও নীতি-কথা। বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও দর্শন ইত্যাদি হইতে জ্ঞানী-প্রবর কালিদাস এই গ্রন্থে কত কথাই যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

"উপপন্নং ননু শিবং সপ্তস্বঙ্গেষু যস্য মে।
দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমাপদাম্॥"

রঘুবংশ ১ম সর্গ।

"তব আশীর্ব্বাদে গুরু রাজ্যেতে আমার
হইতেছে সপ্ত অঙ্গে সতত মঙ্গল,
দেবে কি মানুষে করে যতই প্রকার
অশুভ আপদ তুমি হরেছ সকল।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"হুতাশনোর্জ্জনংব্যাধিঃ দুর্ভিক্ষং মরণং তথা।
ইতি পঞ্চবিধং দৈবং মানুষং ব্যসনং ততঃ॥
অযুক্তকেভ্যশ্চৌরেভ্যা পরেভ্যা রাজবল্লভাৎ।
পৃথিবীপতি লোভাচ্চ নরাণাং পঞ্চধীরিতম্॥"

কামন্দক।

"মৃদ্গাং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধু চতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণানি কুর্ব্বীত বিজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্॥" ৭৬

১ম সর্গ রঘুবংশ।

ঋতুস্নাতা মহিষীরে জানিয়া তখন
ধর্ম্মলোপ-ভয়ে তুমি ছিলে অন্যমনা।
না করিলে মাতার উচিত বন্দনা।
না করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে গমন। ৭৬

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

গাভী দেখিলে প্রদক্ষিণ করা নীতিশাস্ত্রের কথা। কালিদাস তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

"দীর্ঘেষমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু
নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ বনায়ুদেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি-
লেহ্যানি সৈন্ধব শিলাশকলানি বাহাঃ॥" ৭৩

রঘুবংশ ৫ম সর্গ।

"পট-গৃহে বাঁধা পারসিক-অশ্বদল
জাগিয়া উঠিল তব, সরোজ-নয়ন
সম্মুখে নির্ম্মল লেহ্য সৈন্ধব-লবণ
মুখের মারুতে তাহা করিছে সমল।" ৭৩

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

প্রাতে অশ্বকে সৈন্ধব-লবণ দেওয়া বিধেয়। কালিদাস এই শ্লোকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

"পূর্ব্বাহ্নকালে চাম্বানাং প্রায়সো লবণং হিতং
শূলং-মোহ বিকম্পঘ্নং লবণং সৈন্ধবং বরং ॥"

সিদ্ধযোগ-সংগ্রহ।

"ক্রিয়াপ্রবন্ধাদয়মধ্বরাণামজস্রমাহূত সহস্রনেত্রঃ।
শচ্যাশ্চিরং পাণ্ডুকপোললম্বান্ মন্দারশূন্যানলকাংশ্চকার ॥"২৩

রঘুবংশ, ৬ সর্গ।

"বহুযজ্ঞ সাধি সদা মগধ-ঈশ্বর
রাখিলা বাসবে নিজ গৃহে নিরন্তর
ইন্দ্রের বিরহে স্বর্গে শচীর বদনে
বিমুক্ত অলকা তাই সংস্কার বিহনে।" ২৩

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

শাস্ত্রবচনও এইরূপ :—

"ক্রীড়াং শরীর-সংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে-বাসং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥"

"বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা।
তথৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥"৮

রঘুবংশ—৭ম সর্গ।

"গবাক্ষে আইল এক মৃগাক্ষ-যুবতী
অঞ্জন-তুলিকা করে অতি দ্রুতগতি
দিয়াছে অঞ্জন-রেখা দক্ষিণ-নয়নে;
ভুলিয়াছে বাম-নেত্র রঞ্জিতে অঞ্জনে।"৮

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

শ্রুতি-অনুসারে পূর্ব্বে বাম-চক্ষুতে কজ্জল দেওয়া বিহিত। যথা :—

"নৈবংহি পূর্ব্বং মনুষ্যা অঞ্জতে।"

"অকরোদচিরেশ্বরঃ ক্ষিতৌ দ্বিষদারম্ভফলানি ভস্মসাৎ।
ইতরো দহনে স্বকর্ম্মণাং ববৃতে জ্ঞানময়েন বহ্নিনা ॥"২০

রঘুবংশ—৮ম সর্গ।

"করিছেন ভস্মসাৎ অজ বীরবর
শত্রু-কৃত দুর্গ আদি রণ-আয়োজন
জ্ঞানের অনলে বৃদ্ধ কোশল-ঈশ্বর
ভব-বীজ ভূতকর্ম্ম করেন দহন।"২০

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

গীতায়ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুনঃ।"

"পণবন্ধমুখান্ গুণানজঃ ষড়ুপাযুঙ্‌ক্ত সমীক্ষ্যতৎফলম্।
রঘুরপ্যজয়দ্ গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং সমলোষ্ট্রকাঞ্চনঃ ॥"২১

রঘুবংশ—৮ম সর্গ।

"শুভফল বীর অস্ত্র গণি অজবীর কুলধন
সন্ধি আদি ষড়্‌গুণ করেন সাধন
স্বর্ণ লোষ্ট্রে সমজ্ঞানে রঘু মহাশয়
সত্ত্বঃ, রজঃ, তম গুণ করিলেন জয়" ।২১

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

নীতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে :—

"সন্ধিনা-বিগ্রহো-যানং-আসনং দ্বৈধ-আশ্রয়ঃ ষড়্‌গুণাঃ।"

দণ্ডনীতি।

"অথ কাশ্চিদজব্যপেক্ষয়া গময়িত্বা সমদর্শনঃ সমাঃ।
তমসঃ পরমাপদব্যয়ং পুরুষং যোগসমাধিনা রঘুঃ॥"২৪

রঘুবংশ—৮ম সর্গ।

"সুত-স্নেহে কতকাল যাপিয়া বিরলে
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান রঘু অবশেষে
লভিলেন সনাতন পরম্ পুরুষে
মায়ার অতীত যোগ-সমাধির বলে।"২৪

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

কালিদাস এই শ্লোকে যোগ-সমাধি-বলে জীবাত্মা-পরমাত্মা মিলন করিতে পারিলেই যে মোক্ষলাভ হয়। সেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার করিয়াছেন।

গীতায়ও উল্লেখ আছে :—

"সংযোগ-যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মা-পরমাত্মনোঃ।"

"অকরোৎ স তদৌর্দ্ধদৈহিকং পিতৃভক্ত্যা পিতৃকার্য্যকল্পবিৎ।
নহি তেন পথা তনুত্যজস্তনযাবর্জ্জিতপিণ্ডকাঙ্ক্ষিণঃ।"২৬

রঘুবংশ—৮ম সর্গ।

"তনু-ত্যাগ শুনি তবে ভাসি অশ্রুজলে
শোকেতে আকুল অজ সূর্য্য-কুলপতি ;

যোগিদলে অন্তক্রিয়া সাধি বিনানলে
ভূগর্ভে রঘুর দেহ স্থাপিলা সুমতি ॥"২৫

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

যোগীদিগের অগ্নি-সৎকার নিষিদ্ধ। তাহাদের মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করা শাস্ত্রসঙ্গত। যথা :—

"সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্যচ।
ন তস্য দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥
নিদধ্যাৎ প্রসবে নৈববিলেভিক্ষোঃকলেবরং।
প্রক্ষণং ক্ষণনৈশ্চৈব সর্ব্বং তেনৈব কারয়েৎ ॥"

শৌনকঃ।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥"৬৭

রঘুবংশ ৮ম সর্গ।

"গৃহিণী, সচিব তুমি নিভৃত-সহায়
প্রিয়শিষ্য তুমি মম ললিত-বিদ্যায়
হরিয়া দারুণ কাল তোমা হেন ধন
অভাগার কিবা নাহি করিল হরণ ?" ৬৭

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

কলাদি-সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন এইরূপ :—

"গীত-বাদিত্রকুশলাঃ নৃত্যেষু কুশলাস্তথা
উপায়জ্ঞাঃ কালজ্ঞশ্চ বৈশিকে পরিনিশ্চিতাঃ।"

নর-নারী চৌষট্টি কলায় পারদর্শী হইলে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

"অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীমনুগৃহ্ণীষ্ব নিবাপদত্তিভিঃ।

স্বজনাশ্রু কিলাতিসন্ততং দহতি প্রেতমিতি প্রচক্ষতে॥"৮৬

রঘুবংশ, ৮ম সর্গ।

"ত্যজ শোক মহারাজ না কর বিলাপ

করগো নিবাপদানে প্রিয়ার তর্পণ

করিয়া স্বজন বহু অশ্রু-বিসর্জ্জন

অকারণে মৃতজনে দেয় মনস্তাপ।" ৮৬

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"শ্লেষ্মাশ্রু বন্ধুভিঃ মুক্তং প্রেতোভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।

অতোনরুদিন বহ্নি ক্রিয়াকার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য।

"ন মৃগয়াভিরতি র্ন দুরোদরং ন চ শশিপ্রতিমাভরণং মধু।

তমুদয়ায় ন বা নবযৌবনা প্রিয়তমা যতমানমপাহরৎ॥"৭

রঘুবংশ, ৯ম সর্গ।

"সমুন্নতি তরে তার সতত যতন,

শশী-বিম্ব সুশোভিত মদিরা নিশার

মৃগয়া, যুবতী যোষা অথবা পাশায়,

কেমনে করিবে তার মন আকর্ষণ?"

(নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ)

মনুতে উক্ত আছে :—

"পানং অক্ষঃ স্ত্রিয়শ্চেতি মৃগয়াচ যথাক্রম।

এতদ্ কষ্টতমং বিদ্ধা শ্চতুষ্ক কানজেসনে॥" মনুসংহিতা।

কালিদাস নিজে মদ্যপায়ী ছিলেন। একারণ তিনি মদ্যপানের অপকারিতা বিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। রঘুবংশের শ্লোকে তাঁহার সেই হৃদ্‌গত নৈতিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

"অমেয়োমিত লোকস্ত্বমনর্থী প্রার্থনাবহঃ।
অজিতোজিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্তোব্যক্তকারণম্॥"১৮

রঘুবংশ, ১০ম সর্গ।

"বিশ্ব পরিমাণ কর অমেয় আপনি;
অজেয়স্বরূপ, সর্ব্বজয়া, চিন্তামণি;
আপনি নিষ্কাম, পূর কামনা সবার
স্থুল ব্রহ্মাণ্ডের হেতু সূক্ষ্ম নিরাকার।"১৮

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"ব্যক্তোঽব্যক্তেতরশ্চাসি, প্রাকাম্যংতে বিভূতিষু।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥" সাঙ্খ্য।
"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"

ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায়।

কালিদাস রঘুবংশের উপরোক্ত শ্লোকে সাংখ্য ও গীতার মত সমন্বয় করিয়াছেন।

'অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ।"৩১

রঘুবংশ ১০ম সর্গ॥

"কি আছে অলব্ধ কিম্বা অপ্রাপ্য তোমার ?
নিত্য পরিপূর্ণ প্রভু ; বিশ্বের আধার ;
জনম করম তবু করিছ গ্রহণ,
কেবল লোকের হিত করিতে সাধন।"৩১

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৮ম শ্লোক

ভগবদগীতা চতুর্থ অধ্যায়।

কবি কালিদাসের রঘুবংশের উপরোক্ত শ্লোকে গীতার ধর্ম্মতত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন।

"তস্মিন্নাত্ম চতুর্ভাগে প্রাক্‌নাকমধিতস্থুষি।
রাঘবঃ শিথিলং তস্থৌ ভুবি ধর্ম্মস্ত্রিপাদিব ॥"৯৬

রঘুবংশ, ১৫শ সর্গ।

"আপন চতুর্থ ভাগ সে লক্ষ্মণ
গেলা স্বর্গধামে, তাই রঘুবর
রহিলা ত্রিপাদ ধর্ম্মের মতন
বিকলাঙ্গ বিকল অন্তর।"৯৬

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"কৃতে ধর্ম্মচতুষ্পাচ্চ সত্যং দানং তপো-দয়া।
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ ধর্ম্ম সত্যদান-দয়াত্মকঃ ॥" গরুড় পুরাণ।

কালিদাস উপরোক্ত শ্লোকে সত্য-যুগের ত্রিপাদ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন।

রঘুবংশের এই সামান্য কএকটি উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা কালিদাসের ধৰ্ম্ম ও ধৰ্ম্মনীতির আভাস দেওয়া গেল; অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোকাদিতেও কালিদাসের ধর্ম্ম ও নৈতিকতত্ত্বের অভাব নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত অনেক শ্লোকেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পুষ্পবাণ-বিলাসের একটি সাধারণ শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

"দূতি, ত্বয্যকৃতমহো নিখিলং মদুক্তং নত্বাদৃশী
পরহিতপ্রবণাস্তিলোকে।
শান্ত নিতন্তমৃদুলাঙ্গিধ গতামদুর্থংসিদ্ধস্তিকুত্র
সুকৃতানি বিনাশ্রমেণ ॥১৭

পুষ্পবাণ-বিলাস।

"হে দূতি! আমি যাহা বলিয়াছি তৎসমুদয় কার্য্যই সাধন করিয়াছি, এই লোকমধ্যে তোমার তুল্য পরহিতকারী ব্যক্তি আর দৃষ্ট হয় না। হে কোমলাঙ্গি, তুমি আমার নিমিত্ত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ, তোমার এই পরিশ্রম উচিত হইয়াছে; যেহেতু পরিশ্রম ব্যতিরেকে উত্তম কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।"

এই সাধারণ শ্লোকটির ভিতরও প্রেমিকের প্রণয়িনীর প্রতি উক্তিতে একটু নৈতিকতত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে; যেন কবির এই শ্লোক দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করা প্রধান উদ্দেশ্য।

শৃঙ্গার-তিলকের একটি শ্লোক এইরূপ :—

"দৃষ্ট্বা যাসাং নয়নযুগমাং বঙ্গবারাঙ্গনানাং।
দেশত্যাগ পরমকৃতিভিঃ দৃষ্টসা বৈরকারি॥
তাসামেব স্তনযুগজিতা কুম্ভিনঃ কম্ভিমত্তাঃ।
প্রায়ে মূর্খঃ পরিভব বিধেন নাভিমানং তনোতি॥"

শৃঙ্গার-তিলকম্, ১৮ শ্লোক।

"যে সকল বারাঙ্গনাদিগের নেত্রযুগল সন্দর্শনে কৃষ্ণসারগণ দেশত্যাগ করিয়াছে, আবার সেই বারাঙ্গনাদিগের স্থূল ও উন্নত পয়োধরযুগলের সন্নিকটে দন্তীসকল পরাভূত হইয়া অদ্যাপি মত্ত হইয়া রহিয়াছে। না হইবেই বা কেন? মূর্খ লোকসকল পরাস্ত হইলেও কদাচ অভিমান করিতে অভিলাষ করে না।"

এই শ্লোকটিতে বারাঙ্গনার নেত্রযুগলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা যেন কবির বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য নহে, শেষে যে নীতিকথা লিখিয়াছেন তাহাই যেন কবির বলা মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাহাই যেন লোকের মনে অঙ্কিত করাই তাঁহার প্রধান অভিপ্রায়।

সাধারণ-লোকচিত্ত ও লোক-হৃদয় বড়ই তরল; সহজে গভীর ও নীরস বিষয়ে প্রবেশ করিতে বড়ই পরাঙ্মুখ। এইজন্যও কবি অনেক সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি সাধারণ বিষয় ও কথার সঙ্গে গভীর ধর্ম্ম বা নৈতিক-তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। আবার কবি এইরূপ সুকৌশল ও কৃতিত্বের সহিত তাহা সন্নিবেশ করিয়াছেন, যেন তাহাই লোক-হৃদয় প্রধানতঃ আকর্ষণ করিতে পারে।

এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে যে, কালিদাসের গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্বই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার। তিনি যে অন্তর্জগৎ ও বাহ্য-জগতের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিকাশ করিয়াছেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিস্তারিত উন্মেষ করিয়াছেন, কবিত্ব ও কল্পনার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময় সমাবেশ করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা কেবল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রচার জন্য এবং তাহার আকর্ষিণী-শক্তি বৃদ্ধির জন্য। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, প্রচুর বৈভব ছিল, তাই তিনি এইরূপ বিবিধ সুন্দর ও মনো-মুগ্ধকর সাজসজ্জায় ও অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহার অতি আদরের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি বাহির করিয়াছেন। যাহার শক্তির অভাব, ঐশ্বর্য্যাভাব, সে এইরূপ পারিবে কি? সে হয়ত সাধারণ কর্কশভাষায় সাধারণ পরিচ্ছদে অথবা প্রায় উলঙ্গিনী মূর্ত্তিতে বাহির করিবে, যদ্দৃষ্টে হয়ত সকলে ভ্রুকুটি করিয়া মুখ ফিরাইবে, বা তাহার প্রতি একবার কেহ দৃষ্টিপাতও করিবে না।

কালিদাস বড়ই মনোদুঃখে ঘরের বাহির হইয়াছিলেন। অবশ্য তখন তাঁহার দিবানিশি জাগরণেই যাইত এবং জীবন দীর্ঘ ও অতি ভারবহ বোধ হইত। এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে শান্তির বিধান কি? তাহার সুখ-শান্তির উপায় নাই? ধর্ম্মজ্ঞানেই তাহার শান্তি, সত্যধর্ম্মের আলোতেই তাহার পুন-র্জ্জীবন ও মোক্ষ-প্রাপ্তি। বৌদ্ধশাস্ত্রকার বলেন :—

"দীর্ঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্স যোজনং।
দীঘো বালানং সংসারোসদ্ধম্মং অভিজানতং॥"

"দীর্ঘ বলি ভাবে নিশি জাগ্রত যে রয়,
যোজন পন্থায় দীর্ঘ ভাবে শ্রান্তজন।
সেইরূপ সত্যধর্ম্ম-বিমুখ অজ্ঞান,
দীর্ঘ বলি মনে করে তাহার জীবন।"

কালিদাস পূর্ব্বে সুশিক্ষার জ্ঞানালোকবিহীন ছিলেন। কিন্তু যখন সংসারে ঠেকিলেন, তখন অবশ্য বুঝিলেন যে সত্য-ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত জীবন অসার। ধর্ম্ম হইলেই জ্ঞান হইবে, সমস্ত বৈভব হইবে এবং সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য আসিবে।

চাষা-লোক বলিয়া থাকে যে "মানুষ ঠেকিলেই আল্লার নাম করে।" ইহা অতি প্রকৃত কথা। কালিদাস যেই ঠেকিলেন অমনি ঈশ্বরের দিকে চাহিলেন, ধর্ম্মে মতি হইল। বোধ হয় সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতাভিলাষেই ঘরের বাহির হইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এ সংসারে অতি কম লোকই আছে যে ঠেকিলে—দায়ে পড়িলে পরমেশ্বরের দিকে না তাকায়, তাঁহার অপার করুণা ভিক্ষা না করে; তাঁহার মুক্ত-হস্তের সাহায্য প্রার্থনা না করে।

চণ্ডীদাস কহিয়াছেন :—

"এ তিন ভুবন ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে নারে শকতি॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥

সাক্ষাত নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়॥" চণ্ডীদাস।

সেই পরমগতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ জন্যই যে, ভগ্নহৃদয় কালিদাস গহন বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই সময় তাঁহার ধর্ম্মভাব উপস্থিত না হইলে তিনি হয়ত আত্ম-হত্যা করিতেন, না হয় অন্য কোন গুরুতর কাণ্ড করিয়া বসিতেন। তাঁহার এইটুকু বুদ্ধি ছিল যে, কেবল স্বীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে গভীর বিদ্যার্জ্জন করা তাঁহার পক্ষে সহজ নহে। ভগবৎ-শক্তির সাহায্য চাহিলেন। অরণ্যে তাঁহার আরাধ্য-দেবতা পরমেশ্বর বা ঈশ্বর সদৃশ মহাপুরুষ মিলিল। তাঁহার সাহায্যেই বোধ হয় তিনি ধর্ম্মজ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত অর্জ্জন করিলেন এবং গৃহে আসিয়া তাহাই প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ধর্ম্ম হইতে তাঁহার উত্থান ও পুনর্জ্জীবন। সেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি তাঁহার গ্রন্থের বিশেষত্ব না হইবে কেন? বাল্মীকি ও বেদব্যাস ধর্ম্ম দ্বারাই উন্নত। এজন্য তাঁহাদের গ্রন্থও ধর্ম্মপ্রধান। ধর্ম্ম হইলেই জ্ঞান হইবে ও বিজ্ঞানে অধিকার হইবে। ধর্ম্মের সঙ্গে উহাদের অতি নিকট-সম্বন্ধ। কালিদাস তাহাই প্রচার করিয়াছেন এবং তাহা প্রচারই তাঁহার গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব।

কালিদাসের ধর্ম্মতত্ত্বও অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। মহাদেবসদৃশ এক পরমেশ্বরই বিধাতাপুরুষ। তিনিই এ জগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। যোগ-সমাধি-অভ্যাসে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্মিলন করিয়া সেই পরমেশ্বরের সহিত "সোঽহং" ভাব লাভ অর্থাৎ প্রকৃতি

পুরুষের ভেদাভেদ-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি ও চির-শান্তি। ইহাই সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মত-সমন্বয় এবং বোধ হয় শ্রেষ্ঠ বিধান।

কালিদাসের ধর্ম্মনীতি অসংখ্য, তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থের পত্রে-পত্রেই মণি-মুক্তার ন্যায় তাহা জ্বলিতেছে। তিনি প্রধানতঃ নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বন ও নিষ্কাম কর্ত্তব্য-সাধনই ধর্ম্মনীতির অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির সঙ্গে মহাকবি বিবিধ সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বেরও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার আভাস তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতেই কথঞ্চিৎ পাওয়া যাইবে।

কালিদাস জ্ঞানোন্নত ও ধর্ম্মোন্নত হইয়া সংসারে আসিলেও তাঁহার চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ধর্ম্মভাব আরও গভীর হইয়াছিল। আদিরসাত্মক অনেক কবিতাতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। রসিকনাগর রসেরসাগর কালিদাসের পক্ষে ধার্ম্মিকপ্রবর হওয়া অসম্ভব কি? কিছুমাত্র নহে। জ্ঞানী লোক পাপ-নীরে যত ডুবিবে ততই পাপের বৃশ্চিক-দংশন বেশী হইবে সুতরাং তাহার ধর্ম্মভাবও বেশী হইবে। পাপের জ্বালা হইতে যে ধর্ম্মভাব উদ্ভব হয় তাহা মর্ম্মোদ্ভূত ও বড় গভীর।



১০। কালিদাসের গ্রন্থের প্রভাব।



এ সংসারে অধিকাংশ গ্রন্থকারেরই গ্রন্থের বিশেষ প্রভাব আছে। তবে কাহারও কম কাহারও বেশী। যাহার গ্রন্থ যত শ্রেষ্ঠ তাহার গ্রন্থের তত অধিক প্রভাব।

আবার সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব নহে। বাল্মীকি, ব্যাস বা হোমরের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব, শাস্ত্রকারদিগের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব, বৈজ্ঞানিকদিগের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব, দার্শনিকদিগের একরূপ প্রভাব, কবিদিগের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব, ঔপন্যাসিকদিগের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব এবং নাট্যকারদিগের গ্রন্থের একরূপ প্রভাব এবং রসিক লেখকদিগের গ্রন্থের আর একরূপ প্রভাব।

এইজন্য কেহ মিলটনের গ্রন্থ অনাদর করিয়া হয়ত সেক্ষপীয়র কি বাইরণের গ্রন্থ আদর করিয়া থাকেন, কেহ মাইকেলের গ্রন্থ তুচ্ছ করিয়া হেমবাবুর বা নবীন বাবুর গ্রন্থ অতি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। অতি কম গ্রন্থকারের গ্রন্থের প্রভাবই সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সমাজে বর্ত্তমান।

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থের প্রভাব কিরূপ ?

আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষিত লোকই কালিদাসের

গ্রন্থ অতি যত্ন-সহকারে অধ্যয়ন করিতেছে, কেহ গ্রন্থের সমালোচনা করিতেছে, কেহ অনুবাদ করিতেছে, কেহ গ্রন্থবিশেষের অনুকরণ এবং কেহ কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছে।

কালিদাসের একটি শ্লোক এইরূপ :—

"সুখশ্রবামঙ্গল তূর্য্যনিঃস্বনাঃ প্রমোদনৃত্যৈঃ সহ বারযোষিতাম্।
ন কেবলং সদ্মনি মাগধীপতেঃ পথি ব্যাজৃম্ভন্ত দিবৌকসামপি॥"

রঘুবংশ, তৃতীয় সর্গ ১৯ শ্লোক।

"বাজিল মঙ্গল-বাদ্য সুমধুর রোলে
নাচিল নর্ত্তকীবৃন্দ, আনন্দ-হিল্লোলে
মাতাইয়া রাজপুরী ; অমর-নগরে
দুন্দুভি মঙ্গলোৎসব ঘুষিল অম্বরে॥"

৺নবীনচন্দ্রদাসের রঘুবংশ।

আর মাইকেল লিখিয়াছেন :—

"কেন আজি পুরবাসী যত আনন্দ-সলিলে মগ্ন ?
ছড়াইছে কেহ ফুলরাশি পথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা, সাজাইতে গৃহদ্বার
মহোৎসবে যেন ? কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতিগৃহ-চূড়ে ?
কেন পদাতিক-হয়-গজ-রথ-রথী বাহিরিছে,
রণ-বেশে ? কেন বা বাজিছে রণ-বাদ্য ? কেন
আজি পুরনারীব্রজ মুহুর্মুহু হুলাহুলি
দিতেছে চৌদিকে ? কেন বা নাচিছে নট,
গাইছে গায়কী ; কেন এত বীণা-ধ্বনি ?" ইত্যাদি—

মাইকেলের এই লেখা কি কালিদাসের উপরোক্ত শ্লোকের ভাবানুকরণ নহে ?

পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্রই কালিদাসের গ্রন্থের আদর। কেহ শকুন্তলার অনুবাদ করিয়াছেন, কেহ মেঘদূতের পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহ রঘুবংশের কোন অংশ অনুকরণ করিয়াছেন।

"The jungle rooted in his shattered hearth
The serpent coiled about his broken shaft.
The scorpeon crawling over naked skulls ;—
I saw the tiger in the ruined fame
Spring from his fallen God.

Tenneyson's Demeter and Parsophone.

শ্রীরামনন্দন কুশের রাজত্বকালে রঘুবংশের হৃতশ্রী অযোধ্যার বর্ণনায়ও এই বর্ণনার কিছু সাদৃশ্য আছে না কি ? টেনিসন্ তাহা হইতে অনুকরণ করা অসম্ভব নহে। তাঁহার একটি কবিতা এই-রূপ :—

"Once with their tinkling and painted feet
Gay bands of women thronged the royal street,
Now through the night the angry jackal howls
And seek his scanty prey with angry howls."

Griffith.

"নিশাসু ভাস্বৎ কলনূপুরাণাং যঃ সঞ্চরোহভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥"১২

রঘুবংশ ১৬শ সর্গ।

জার্ম্মণীর সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি গেটে কালিদাসসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"Wouldst thou the young years blossoms
And the fruits of its decline,
And all by which the Soul is charmed,
Enraptured, feasted, fed ?
Wouldst than the earth and heaven itself,
In one sole name combine
I name thee, O Sakuntala,
And all at once is said."

কোন ইংরেজ কবি মদন-ভস্মের অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

"Like the moon's influence on the Sea at best
Came passion over the hermit's breast
White the maiden's lips that mocked the dye
Of ripe red-fruit he bent his meeting eye."

আবার কোন ইংরেজ কবি মেঘদূতের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"On Nag Nadis banks thy water shed
And raise the feeble Jasmin's languished
Grant fir a while thy enter posing shroud
To where those damsels woc thy fiendly cloud
As while the garland's flowery stores they seek
The scorching sunbeams tinge their tender
cheek, &c."

উলিয়াম ওয়াটার ফিল্ড অজ-বিলাপের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"My own, my loveliest
I clasp thee to my breast
Alute with chords unstrung
Hushed is this music tone
An evening lotus lone
No bee to murmur deep its snowy
leaves among."

William Water field's Lamentation of Aja.

গ্রীফিথ সাহেব ঋতু-সংহারের কতকটা এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"Who is this that driveth near,
Heralded by sound of fear ?
Red his flag, the lightning's glow
Flashing through the musty air.
Peeling thunder for his dreams,
Royalty the monarch comes."

The Rains by Griffith.

দেখা যাইতেছে কালিদাসের গ্রন্থের প্রভাব জগৎব্যাপী। জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার গ্রন্থের অতি আদর। কেন ইহার কারণ কি ?

কালিদাসের গ্রন্থে মৌলিকতা ও নূতনত্ব আছে তাহা অন্যের গ্রন্থে নাই। এইজন্যই তাঁহার গ্রন্থের অসাধরণ প্রভাব ও

প্রতিপত্তি। তাঁহার গ্রন্থে যাহা যাহা আছে, তাহা গেটেতে নাই, সেক্ষপীয়রে নাই, মিল্টনে নাই, বাইরণে নাই, ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থে নাই, সেলীতে নাই, মাঘে নাই, ভারবিতে নাই, এবং ভবভূতিতে নাই। তাহাতে যাহা আছে সমস্তই অব্যক্ত ও অবর্ণনীয়, কেবল অনুভব করা যাইতে পারে। গভীর মৃদঙ্গ-নিনাদের ন্যায় তাহা সুষুপ্ত জগতকে জাগ্রত করে, সাগর-সিঞ্চিত স্বর্গীয় সুধার ন্যায় তাহা যেন নির্জীব জীবকে সজীব করে, সঙ্গীত-সভায় সুমধুর বীণা-বাদনের ন্যায় তাহা যেন লোক মোহিত করে, বসন্তোদ্যানের কোকিলের কল-কল্লোলের ন্যায় তাহা যেন লোক-হৃদয়ে মধুর ভাবের সঞ্চার করে এবং ফল-পুষ্প-শোভিত প্রাঙ্গনো-দ্যানে ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় তাহা যেন গুণগুণ-স্বরে ভগবৎ-গুণ গানে হৃদয় প্লাবিত করে। তাঁহার কবিতা-লহরী যেন কুল-কুল নাদিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় অবিরাম ধীর গতিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং কুল-কুল নাদে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের মহিমা প্রচার করিয়া সর্ব্বজনাকাঙ্ক্ষিত মোক্ষ ও পরমাশান্তি লাভের বিধান বলিয়া দিতেছে। যাঁহার এইরূপ গ্রন্থে ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নৈতিকতত্ত্ব, সর্ব্বরস অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগত এবং কবিত্ব ও কল্পনার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্র সমাবেশ ও বিকাশ রহিয়াছে, তাহার সেই গ্রন্থের প্রভাব ও আদর যে চিরকাল সর্ব্বব্যাপী থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এই সমস্তের বিকাশ ও সমাবেশ-প্রণালীও সর্ব্বৈব নূতন ও সুন্দর, এইজন্যও তাঁহার গ্রন্থের অতি আদর ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব।

অনেকের মতে কালিদাসের কবিত্ব শ্রেষ্ঠ। ভারবি ও ভবভূতির ভাব শ্রেষ্ঠ এবং মাঘের কাব্য শ্রেষ্ঠ।

"দিশি মন্দায়তে তেজো দক্ষিণস্যাং রবেরপি।
তস্যামেব রঘোঃ পাণ্ড্যাঃ প্রতাপং ন বিষেহিরে ॥"৪৯

রঘুবংশ, ৪র্থ সর্গ।

"দক্ষিণে ভানুর তেজ হয় ম্রিয়মাণ
তথায় প্রচণ্ড তেজা পাণ্ড্যরাজগণ
কে পারে তাদের তেজ করিতে দমন।
রঘু-হস্তে সেই তেজ হইল নির্ব্বাণ।"৪৯ শ্লোক।

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

মাঘের তদনুরূপ একটি কবিতা এইরূপ :—

"কৌবের দিগ্‌ভাগমপাস্য মার্গ-
মাগস্ত্য মুষ্ণাংশুরিবাবতীর্ণঃ
অপেত যুদ্ধাভিনিবেশ সৌম্যো
হরি হরি প্রস্থমথ প্রতস্থে ॥"১

শিশুপালবধঃ ৩য় সর্গ।

"ইন্দ্রপ্রস্থে তবে চলিলা শ্রীপতি
সমর-বাসনা প্রশমিয়া মনে।
উত্তর-অয়ন ত্যজিয়া যেমতি
শান্তভাবে রবি চলেন দক্ষিণে।"১

৺নবীনচন্দ্র দাসের শিশুপালবধ।

"নিশ্চিত্য চানন্যনিবৃত্তি বাচ্যং ত্যাগেন পত্ন্যাঃ পরিমার্ষ্টুমৈচ্ছৎ।
অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥"৩৫

রঘুবংশ ১৪ সর্গ।

"অন্য উপায়েতে নিন্দা ঘুচিবার নয়
বুঝি তিনি ছায়া-ত্যাগে করিলা নিশ্চয়?
কে না জানে তুচ্ছ দেহ, যশের তুলনে?
নহে চিত্র, যশ রক্ষা কলত্রে বর্জ্জিলে।"

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

ভবভূতির তদনুরূপ শ্লোক এইরূপ:—

"স্নেহং দয়াং যথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

উত্তররামচরিত।

"স্নেহ দয়া সৌখ্য আদি সকলি ত্যজিতে পারি
আরো পারি ত্যজিবারে সীতা।
লোক-রঞ্জনের তরে সবি পারি সহিবারে
কিছুতেই নাহি মম ব্যথা॥

আবার

আরাধন ব্রত সত্যের এইত ব্রত
অন্য কোন্ ব্রত মনোরম্?
যার পূজা তারে তাও 'আমারে ত্যজিতে পারি
প্রাণে পারি দিতে বিসর্জ্জন।"

পুনশ্চ

"সত্যং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনং ব্রতং।
যৎ পূজিতঃ হি তাতেন মাং চ প্রাণাং শ্চমুঞ্চতা ॥"

উত্তররামচরিত।

"তস্যান্বয়ে ভূপতিরেষ জাতঃ প্রতীপ ইত্যাগমবৃদ্ধসেবী।
যেন শ্রিয়ঃ সংশ্রয়দোষরূঢ়ং স্বভাবলোলেত্য যশঃ প্রমৃষ্টম্ ॥"৪১

রঘুবংশ, ষষ্ঠ সর্গঃ।

"জন্মিলা তাহার বংশে প্রতাপ সুমতি
আশ্রয়ের দোষে লক্ষ্মী সতত চঞ্চলা,
এ কলঙ্ক কমলার খণ্ডিলা নৃপতি,
ইহার সদনে সদা ধনদা অচলা ॥৪১

৺রায় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

আর ভারবির একটি কবিতা এইরূপ—

"শ্রুতমপ্যধিগম্য যে রিপূন্ বিনয়ন্তেন শরীর জন্মনঃ।
জনয়ন্ত্যো চিরায় সম্পদাম্ অযশস্তে খলু চাপলাশ্রয়ম্ ॥"৪৩

কিরাতার্জ্জুনীয় ২য় সর্গঃ।

"সর্ব্ব শাস্ত্র জানিয়াও অক্ষম যেমন
দমিতে স্বদেহ ভব মত্ত রিপুগণ
আপন চাপল্য-দোষে যশঃ দূরে যায়
লক্ষ্মীর চপলা বলি অখ্যাতি ধরায়।"

ভারবির কিরাতার্জ্জুন ২য় সর্গ।

এই চারি কবির শ্লোক তুলনায় ভাব বা কবিত্বে যিনিই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন সর্ব্বাংশে বা মোটের উপর কালিদাস যে অতি শ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কালিদাসের গ্রন্থে যে সব গুণের সামঞ্জস্য রাহিয়াছে অন্যান্য কবিদিগের গ্রন্থে সে সব গুণের সামঞ্জস্য নাই। এজন্যই কালিদাসের গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলের আদরের জিনিস।

কালিদাস অকালে দৈবদুর্ব্বিপাকে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ অনন্তধামে অনন্তদেবের সহিত অনন্তভাবে সম্মিলিত হইয়া অনন্ত সুখশান্তি উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থেরও তুলনা নাই, তাঁহার নিজেরও তুলনা সম্ভবে না। কবিবর মার্লো-সম্বন্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠনন্দন যে স্মৃতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পরলোকগত কবি কালিদাস-সম্বন্ধে যেন সুন্দর প্রযুজ্য।

Let earth and Heaven his timeless death deplore
For both their worths will equal him no more

কালিদাস স্বর্গগত হইলেও বিশ্বব্যাপী কীর্ত্তি দ্বারাই এ সংসারে জীবিত এবং তদ্গতিকেই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়।

"কিন্তু যাঁর কীর্ত্তি-রশ্মি দিক-দিগন্তরে
রবির কিরণ-সম আছে বিরাজিত
মরণান্তে কিম্বা যুগ-যুগান্তর পরে
হয় কি তাহার নাম কভু অন্তর্হিত ?"

* * * *

"মানবমণ্ডলী মাঝে ধন্য সেই জন,
কীর্ত্তির প্রসাদে যেই হয়েছে অমর
চিরকাল নর যাঁরে করিছে স্মরণ,
সেই জন বরণীয় অবনী ভিতর ॥"

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।



১১। কালিদাসের মৌলিকতা

———0———

অনুকরণপ্রিয়তা লোক-চরিত্রের এক স্বাভাবিক বৃত্তি এবং উহা হইতেই লোকের অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। সামান্য শিশু-চাবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দৃষ্ট হয় যে, শিশু অনুকরণবৃত্তি হইতেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষা করিয়া থাকে। সকলকে হাঁটিতে দেখিয়া হাঁটিতে শিখে, কথা বলিতে শুনিয়া কথা বলিতে শিখে, আহার করিতে দেখিয়া আহার করিতে শিখে এবং লিখিতে-পড়িতে দেখিয়া লিখিতে পড়িতে চেষ্টা করিয়া শিক্ষা করে। মানবের জাতিগত ও সামাজিক উন্নতিও তদনুরূপ। একজাতির উন্নতি দর্শনে ও তদনুকরণে অন্য জাতি উন্নত হইয়া থাকে। এক সমাজের উন্নতি-অনুকরণে অন্য সমাজ উন্নতি-লাভ করিয়া থাকে।

মানবমাত্রেই যখন এইরূপ অনুকরণ-বৃত্তি হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তখন প্রত্যেক গ্রন্থকার ও কবিও সেইরূপ এই অনুকরণ-বৃত্তি হইতেই উন্নতি ও শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সকলে সমানরূপ ও ভালরূপ অনুকরণ করিতে সক্ষম হয় না। অনেকেই হয়ত সেই মোহনবংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বংশীবাদন করিতে অভিলাষী হন সত্য কিন্তু সেইরূপ সকলে বাজাইতে পারেন কই?

এইজন্যই কোন কবি হতাশ হৃদয়ে গাইয়াছেন—

"বাঁশরী বাজাতে চাই বাঁশরী বাজিল কই ?
বিহরিছে সমীরণ কুহরিছে পিকগণ।
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই।"

ভালরূপ অনুকরণ করিতেও ক্ষমতা ও মৌলিকতার আবশ্যক। এইজন্যই অনুকরণ করিয়া সকলে তুল্যরূপ উন্নতি ও শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম হয় না।

মহাকবি সেক্সপীয়র কি অনুকরণ করিয়া উন্নতি ও শিক্ষা লাভ করেন নাই ? তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন এবং সেই গ্রন্থকারদিগকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। জনহৈউড (John Hoywood), নিকলাস উড্অল (Nicholas udal), টমাস নর্টন এবং টমাস সেক্‌বিল (Tomas Norton & Tomas Sackbilla), টমাস্‌ হিউজ (Thomas Hugues), ষ্টিফেন গোসন (Stephen Gossan), সাইরসটুকার মার্লো, (Chirostopher Marlowa), টমাস্‌ কিড্ (Thomas Kyd), জন্ লিলি (Jhon Lilly), জর্জ্জ পিল্ (George peele) এবং রবার্ট গ্রিন্ (Robert Green) প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণই মহাকবি সেক্সপিয়রের আদর্শ ছিলেন। মহাকবি সেক্সপিয়র তাঁহাদের কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন অংশ অনুবাদ, কোন কোন অংশ অনুকরণ, কোন কোন ভাব অনুকরণ এবং কোন কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার নিজের মৌলিকতাগুণে তাঁহার গ্রন্থে অত্যাশ্চর্য্যরূপ নূতনত্ব সৃষ্ট হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাসও তদনুরূপ পূর্ব্ব গ্রন্থকারদিগের স্বভাবতঃ অনুকরণ করিয়াছেন। মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসই তাঁহার প্রধান আদর্শ। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ও অতীব সুন্দর মৌলিকতাগুণে তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নূতন শ্রীধারণ করিয়াছে।

কবি কালিদাসের মৌলিকতা কিসে ? এবং সেই মৌলিকতাই বা কিরূপ ?

প্রথমতঃ—প্রায় প্রত্যেক পদাবলীতে জড়-জগৎ, জীবজগৎ ও অন্তর্জগৎ এই ত্রিজগতসম্মিলনই যে কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান মৌলিকতা, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। বাল্মীকি, ব্যাসের অধিকাংশ পদাবলীতেই সেইরূপ ত্রিজগত-সম্মিলন মিলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ কালিদাসের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি ও অন্তর্জগৎ বিকাশ-প্রণালী সর্ব্বৈব নূতন।

পুরাতন সভ্য গ্রীসে আহ্লাদ-আনন্দ এবং সৌন্দর্য্যই জীবনের চরমোদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু ভারতবর্ষে সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা, ভক্তিই জীবনের প্রধান আদর্শ ছিল। গ্রীক্ কবিগণ তাঁহাদের আদর্শ চিত্রণ ও প্রদর্শন একরূপ করিয়াছেন। হিন্দু কবিগণ তাঁহাদের আদর্শ চিত্রণ ও প্রদর্শন অন্যরূপ করিয়াছেন। হিন্দু কবিগণ আবার সকলে একরূপ করেন নাই। বাল্মীকি প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি বা অন্তর্জগৎ বাহ্যাবয়বে প্রদর্শন করিয়াছেন অর্থাৎ মানব-মূর্ত্তিতে এবং মানব-চরিত্র দ্বারায় প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসদেব অধিকাংশত যেন গম্ভীরস্বরে হস্তসঞ্চালনপূর্ব্বক স্বয়ং

বিবিধ বাক্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মনীতি ও অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্মতত্ত্বাদি ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি যেন বলিয়াছেন শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী হও, ব্যাস যেন বলিয়াছেন নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন কর। তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং এই বলিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর কালিদাস কি করিয়াছেন? তিনি উভয় মহাকবি হইতে এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বাহ্যাকারে মানব-মূর্ত্তিতে আদর্শ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রধানতঃ প্রতিফলিত করিয়া সেই মানব-মূর্ত্তি দ্বারা তাহার আবার উল্লেখ করিয়া সেই সব তত্ত্বের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বাল্মীকির তত্ত্ব ও সত্য অজ্ঞাতসারে লোক-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। ব্যাসের তত্ত্ব ও সত্য বাক্য ও উপদেশ হৃদয়ে জাগরূক হয়, আর কবি কালিদাস প্রচারিত তত্ত্ব ও সত্য যেমন অজ্ঞাতসারে লোক-হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, তিনি আবার যেন অঙ্গুলি প্রদর্শন দ্বারা তৎপ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দিতেছেন। ইহার সুন্দর ও প্রধান দৃষ্টান্ত পার্ব্বতী ও ব্রহ্মচারীবেশী মহাদেবের উত্তরপ্রত্যুত্তর (কুমারসম্ভব) এবং দেবগণকর্ত্তৃক ভগবান নারায়ণের স্তব ও প্রার্থনা এবং তাহার উত্তর (রঘুবংশ)। নলোদয়ে কর্কোটক নাগের উক্তি যেন, পাশাক্রীড়ারূপ ব্যসনের জন্যই নল রাজা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, মালবিকাগ্নিমিত্রে পরিব্রাজিকার প্রধানা রাজমহিষীর প্রতি উপদেশ-বাক্য, বিক্রমোর্ব্বশীতে রাজমহিষীর রাজার প্রতি উপদেশবাক্য, অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় দুর্ব্বাশার অভিশাপ ইহার সাধারণ দৃষ্টান্ত নহে। অতএব কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অনুসরণ ও অনুকরণ

করিয়া থাকিলেও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার-প্রণালীতে বিশেষ নূতনত্ব ও সুন্দর মৌলিকতা আছে।

তিনি বাল্মীকির ভাব ও ব্যাসের ভাব উভয়ই গ্রহণ করিয়া এক নূতন প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারপ্রণালী যেন অজ্ঞাতসারে হৃদয়-নিকেতনে আলো জ্বালিয়া দিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেতে বলিয়া দিতেছে—

"মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে।"

যেন স্পষ্ট ইঙ্গিত-বাক্যে বলিয়া দিতেছে, তোমার হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে জীবাত্মার, জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে, দর্শন করিয়া তৃপ্ত হও, পুলকিত হও, পরমানন্দ উপভোগ ও মোক্ষ-লাভ কর। তাঁহার গ্রন্থে ব্যাসের ধৈর্য্যচ্যুতিকর বিস্তারিত ধর্ম্মব্যাখ্যা নাই এবং বাল্মীকির গ্রন্থের ন্যায় অত্যল্প অন্তর্নিহিত ধর্ম্মব্যাখ্যাও নাই, যাহা আছে তাহা যেন যথোপযুক্ত, সুতরাং এবিষয়ে কবি কালিদাসের প্রণালী শ্রেষ্ঠ এবং তাহার অসাধারণ মৌলিকতাগুণে তাঁহার আদর্শ মহাকবিদ্বয় হইতে এবিষয়েও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। বাল্মীকির প্রতিভা-ভক্তিতে, ব্যাসের প্রতিভা-জ্ঞানে এবং কালিদাসের প্রতিভা ভক্তি ও জ্ঞানে উভয়েই। বাস্তবিক কালিদাস বোধ হয় এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মহাকবিদিগের ন্যায় ভক্তি অথবা জ্ঞান কোন ভাবই তাঁহার সুবিস্তৃত নহে।

সেই হিসাবে কালিদাস নিকৃষ্ট, তবে তাঁহার ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য অতি সুন্দর ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

তৃতীয়তঃ কবি কালিদাসের জড়জগৎকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা:—বাস্তুভাগ, বনভাগ, জলভাগ ও ব্যোমভাগ। বাস্তুভাগের বর্ণনা বাল্মীকির প্রচুর এবং ব্যাসের ততোধিক প্রচুর ও অপর্য্যাপ্ত। উভয়েই তৎ-তৎ কালোচিত বাস্তু-ভাগের যথেষ্ট ও প্রচুর বর্ণনা করিয়া উহার ঐশ্বর্য্য ও বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের তৎসম্বন্ধে বর্ণনা অতি সংক্ষেপ। বোধ হয় তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা তিনি আদৌ আবশ্যক বোধ করেন নাই। রাজা দশরথের রাজ্যসম্পদের সুবিস্তৃত বর্ণনা, কিষ্কিন্ধ্যার বিশদ ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা, লঙ্কার বিস্তারিত অতুল বৈভববর্ণনা, কালিদাসে নাই অথবা কৌরব-পাণ্ডবের বিস্ময়কর অচিন্তনীয় ঐশ্বর্য্যাদির বর্ণনানুরূপ কোন বর্ণনা কালিদাসে নাই। লোক ও সমাজের হিতকল্পে ও উন্নতিসাধনের পক্ষে ইহাও আবশ্যক। কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে ইহার কথঞ্চিৎ অভাব। এ বিষয়ে মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস তাঁহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

বন-ভাগের বর্ণনা বাল্মীকি একরূপ করিয়াছেন, ব্যাস অন্যরূপ করিয়াছেন। আর কালিদাস কিছু বিভিন্ন রূপ করিয়াছেন। প্রত্যেকের সময় কালোচিত বিভিন্নতা প্রযুক্তই এ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ রূপবর্ণনার কতক কারণ হইতে পারে। বাল্মীকির বন-পর্ব্বত ও অরণ্যানী অতি পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ এবং যোগসিদ্ধ বা যোগধ্যান-

নিরত মুনিঋষিদিগের আবাসস্থান, অথচ আবার দৈত্য-দানব-যক্ষ-রক্ষাদির বিচরণস্থল। সীতা যেন সেই সুপবিত্র শান্তিসুখদ বনাশ্রমের শান্তি ও প্রকৃতিরূপিণী কোমল মূর্ত্তি। সীতার যেন সেই সৌন্দর্যো আনন্দ ও শ্রীবৃদ্ধি। সীতা রাজভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও শান্তি-সুখময় পবিত্র বনাশ্রমবাসিনী তপস্বিনী ও তাপসপত্নীদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য যেন ব্যগ্র। গর্ভবতী সীতা দেবী ফল-মূল-ভোজী মুনি-ঋষিদিগের পবিত্র আশ্রম দর্শন করিতে এবং অন্তত তথায় এক রাত্রি বাস করিতেও অভিলাষী। আর ব্যাসের বনভাগ অন্যরূপ যেন বনপ্রদেশেও রাজৈশ্বর্য্য ও রাজসভা ও রাজ-মন্ত্রণা, মুনি-ঋষিদিগের রাজসমীপে আগমন, রাজন্যবর্গের রাজার সহিত সম্ভাষণ, কৃষ্ণাদির রাজা ও রাণীর সহিত সম্মিলন সেই বনপ্রদেশেই হইয়াছিল। তথাপি রাজমহিষী দ্রৌপদী যেন সেই বন-প্রদেশের উপযুক্ত নহেন। দ্রৌপদী রাজৈশ্বর্য্যের ভোগ-বিলাসের জন্য লালায়িতা। তিনি তজ্জন্য কখন কখন বা যুধিষ্ঠিরকে কটূক্তি করিতেছেন, কখন বা ভীমকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং কখন বা অর্জ্জুনকে শ্লেষ করিতেছেন। রাজ-অন্তঃপুরে এবং রাজ-সভায়ই যেন তাঁহার শোভা ও সৌন্দর্য্য। কৌরব-রাজসভায় ক্রোধ ও অভিমানদৃপ্তা দ্রৌপদীর শোভা ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। দুর্বৃত্ত দুঃশাসনকর্ত্তৃক কেশাকর্ষিতা হইয়া দ্রৌপদী কৌরবরাজ-সভায় এক কুটিল আইন-সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন, অক্ষ-ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে সর্ব্বস্ব এবং নিজকে হারিয়া সর্ব্বশেষ দ্রৌপদীকে হারায় ইহাতে দ্রৌপদীর হাইর হইল

কি না? এইরূপ কুট প্রশ্ন সুশিক্ষিতা কুটীল রাজনীতি-অভিজ্ঞা রাজমহিষীরই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই জন্যই ব্যাসের বনভাগ যেন রাজৈশ্বর্য্যে সুশোভিত হইয়াছে। আর কালিদাস বনভাগে বাল্মীকির শান্তিময় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যাসের পার্থিব ঐশ্বর্য্যকে ভগবদৈশ্বর্য্যে পরিণত করিয়াছেন, অথচ ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষাদির তাণ্ডব নৃত্য, অপ্সরা-কিন্নরাদির সুমধুর সঙ্গীত এবং পশ্বাদির স্বাভাবিক লীলা-খেলাদিও প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয় বোধ হয় প্রধানতঃ তিনি মহাকবি বাল্মীকির পদাঙ্কসারী, কিন্তু তাহা হইলেও এ বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্তা দেদীপ্যমান। তাঁহার অত্যুচ্চ ভূধরশৃঙ্গ যেন অধিকতর স্পষ্ট-বাক্যে ভগবৎ-বিভূতি প্রচার করে, গগনস্পর্শী বনস্পতিচয় মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক অধিকতর সুস্পষ্ট স্বরে বিবিধ নৈতিক তত্ত্ব প্রচার করে, নিবিড় অরণ্যাস্থিত বেণুবন বংশীধ্বনিপূর্ব্বক যেন অধিকতর সুস্বরে ভগবৎ গুণগান করে এবং তাঁহার সুগন্ধি পুষ্পাদি শোভিত তরু-লতা যেন অধিকতর সুগন্ধিময় ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করে। তাঁহার জড়-জগতের বনভাগ যেন সঠিক সজীব পদার্থের ন্যায় অতি স্পষ্টস্বরে সর্ব্বপ্রকারের নৈতিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছে। রঘুবংশের একটি অতি সাধারণ শ্লোক এইরূপ :—

"শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনাদাবাগ্নিরাসীদ্
বিশেষ ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ।
ঊনং ন সত্ত্বেষধিকোববাধে তস্মিন্ বনং
গোপ্তরি গাহমানে॥"১৪ রঘুবংশ ২য় সর্গ।

"অরণ্যে পশিলা যবে অবনীরক্ষণ
নিখিল বর্ষণ বিনা বনে দাবানল
লভিল বিশেষ বৃদ্ধি ফল পুষ্পদল,
প্রবল দুর্ব্বলে নাহি করে আক্রমণ।"

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

এই স্থলে ফল-পুষ্পের বৃদ্ধি দ্বারা একটি নৈতিকতত্ত্বের প্রচার হইয়াছে।

কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক এইরূপ :—

"দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব॥"১২

১ম সর্গ।

"দিবাভীত অন্ধকার নিবাসি কন্দরে,
রাত্রিচর প্রায়, রক্ষা পায় ভানুকরে।
শরণ-আগত অতি ক্ষুদ্র জন প্রতি,
নিতান্ত মমতাশীল মহতের মতি॥"

এইরূপ এই শ্লোকে হিমালয়-বর্ণনায় সুন্দর একটি নৈতিক-তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্যাস-বাল্মীকি অপেক্ষা কালিদাসের বনভাগ মৌলিকতাগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

কালিদাসের জলভাগ-বর্ণনাও মহাকবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস হইতে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার জলভাগ-বর্ণনার উজ্জ্বলতা অধিক এবং উহা অতি ভক্তি উদ্রেককর।

"নাভিপ্ররূঢ়াম্বুরুহাসনেন সংস্তূয়মানঃ
প্রথমেন ধাত্রা।
অমুং যুগান্তোচিত-যোগনিদ্রঃ সংহৃত্যলোকান
পুরুষোহধিশেতে ॥"৬

রঘুবংশ ১৩শ সর্গ।

"নাপি বিশ্ব/যোগনিদ্রা-বশে নারায়ণ
যুগান্তে এ সিন্ধুজলে করেন শয়ন,
নাভিপদ্মে পদ্মযোনী করি আরোহণ
করেন তাঁহার স্তুতি সৃষ্টির কারণ।"

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

"মুখার্পণেষু প্রকৃতি প্রগল্ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষ।
অনন্যসামান্য কলত্রবৃত্তিঃ পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ॥"৯

রঘুবংশ ১৩শ সর্গ।

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর
যত মুখে নদীকুল চুম্বিছে তাহারে।
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ-অধর
চতুর সরিৎ প্রতি তোষেণ সবারে॥"

নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

সমুদ্রের প্রেম ও ধর্ম্মোৎপাদক এইরূপ উজ্জল বর্ণনা বোধ হয় বাল্মীকি ও বেদব্যাসের গ্রন্থে দৃষ্ট গোচর হইবে না।

বাল্মীকির সাগরের বর্ণনা এইরূপ :—

"সমুদ্রের বক্ষে, দেখিল সকলে,
গ্রহ-তারাদের প্রতিবিম্ব ঝলে।
সাগরের তীরে গিয়া কপিসার,
উত্তরের দিকে স্থাপে স্কন্ধাবার।
মহাসিন্ধু যেন আকাশ সমান
অনন্ত অপার, না হয় সন্ধান।
পাতালনিবাসী দানবানচয়ে
অবিরত আছে পরিপূর্ণ হয়ে।
কোথাও কোথাও পবনে প্রেরিত
সলিল রাশিতে হয় বিলোড়িত।
কোথাও বা যেন নিদ্রিত র'য়েছে
কোথাও বা যেন ক্রীড়া করিতেছে।"

রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

আর সাগরসম্বন্ধে আধুনিক কথা এইরূপ :—

"তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে
সোণার স্বপন ভরা প্রভাতের মাঝে
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার
গগনে-পবনে বহে সেই গীত ধার!"

চিত্তরঞ্জন দাসের সাগর-সঙ্গীত।

কালিদাস পম্পা-সরোবর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"উপান্তবানীরবনোপগূঢ়ান্যা লক্ষ্যপরিপ্লবসারসানি।
দূরাবতীর্ণাপিবতীব খেদাদমূনি পম্পাসলিলানি দৃষ্টিঃ ॥৩০

অত্রাবিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নাং মন্যোন্যদত্তোৎপলকেসরাণি।
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্ত্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহমীক্ষিতানি ॥৩১
ইমাং তটাশোকলতাঞ্চ তন্বীং স্তনাভিরাম স্তবকাভিনম্রাম্।
ত্বৎপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা পরিরব্ধুকামঃ সৌমিত্রিণা সাশ্রুরহং নিষিদ্ধঃ ॥৩২
অমূর্ব্বিমানান্তর লম্বিনীনাং শ্রুত্বা স্বনং কাঞ্চনকিঙ্কিনীনাম্।
প্রত্যুদ্‌ ব্রজন্তীব খমুৎপতন্ত্যো গোদাবরীসারসপংক্তয়স্ত্বাম্ ॥"৩৩

রঘুবংশ ১৩ সর্গ।

"দূর হতে দেখি ওই পম্পা-সরোবর
পথশ্রমে যেন নেত্র পিপাসু আমার,
মঞ্জুল বঞ্জুল পুঞ্জে পূর্ণ চারিধার,
ঈষৎ পড়িছে মাঝে সারস-নিকর।৩০
তোমার বিয়োগে প্রিয়ে মুনি মনোহর
পম্পাজলে নিরখিনু সতৃষ্ণ-নয়নে,
বিহরিছে চক্রবাক চক্রবাকী সনে
এ উহার মুখে দিয়ে কমল-কেশর ॥৩১
পম্পাতটে ঐ ক্ষুদ্র অশোক-লতায়
কুসুম-স্তবক-স্তন নমিত শরীর
আলিঙ্গিতে গিয়াছিনু ভাবিয়া তোমায়
কাঁদি নিবারিল মোরে লক্ষ্মণ সুধীর।৩২
কনক-কিঙ্কিনীরব শুনি এ বিমানে
যূথ-কলরব করে সারসনিকরে

উড়ি গোদাবরী হ'তে আসিছে এখানে
আগ বাড়াইয়া যেন লইতে তোমারে।"৩৩

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

আর মহাকবি বাল্মীকি পম্পা-সরোবরসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"সৌমিত্রে শোভতে পম্পা বৈদূর্য্য-বিমলোদকা।
ফুল্ল পদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈ দ্রুমৈঃ॥
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনং।
যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরাইব॥৪

* * * *

শোকার্ত্তিস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা।
ব্যবকীর্ণৈর্বহুবিধৈ পুষ্পৈরশীতোদকাপিবা॥৬
নলিনৈরপি সংচ্ছন্না হ্যত্যর্থ শুভদর্শনা।
সর্ব্ব ব্যালানুরচিতা মৃগ-দ্বিজ-সমাকুলা॥
অধিকং প্রতিভাত্যেতন্নীল পীতন্তু সাদবলম্।
দ্রুমাণাং বিবিধৈ পুষ্পৈ পরিস্তোমৈরিবা পিতম্॥৮
পুষ্পাভার সমৃদ্ধানি শিখরানি সমন্ততঃ।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভি রূপগূঢ়ানি সর্ব্বতঃ॥"৯

বাল্মীকি রামায়ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১ম সর্গ।

রম্যোপবনসম্বাধাং পদ্মসাম্পীড়িতোদকাং।
স্ফটিকোপম তোয়স্থাং শ্লক্ষ্ণবালুকাসন্ততাং॥১৭

মৎস্য-কচ্ছপসম্বাধাং তীরস্থ দ্রুমশোভিতাং
সাখীভিরেব সংযুক্তাং লতাভিরনুচেষ্টিতাম্ ।১৮
কিন্নরোরগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-সেবিতাম্ ।
নানাদ্রুম-লতাকীর্ণাং শীতবারিনিধি শুভাং ॥১
পদ্মসৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং-কুমুদমণ্ডলৈঃ ।
নীলাং কুবলয়োদ্ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিভি ॥২৭
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকাযুতাং ।
পুষ্পিতাম্র-বনোপেতাং বর্হিনোদ্ঘুষ্টনাদিতাম্ ॥"২১

ইত্যাদি বাল্মীকি রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৫ম পর্ব্ব ।

"বৎস এ পম্পার বারি-বৈদূর্য্যের মত ।
নির্ম্মল, তাহাতে শোভে ফোটা পদ্ম কত ॥
ইহার তীরস্থবন অতি মনোহর ।
এ বনের বৃক্ষগুলি শ্যামল-সুন্দর ?
শাখাদলে শোভি তারা পর্ব্বত সমান ।
বিরাজিছে সারি সরি দেখ মতিমান্ ॥
সর্প-আদি হিংস্র জীবপূর্ণ এইক্ষণ ।
চতুর্দ্দিকে চরিতেছে মৃগপক্ষিগণ ॥

* * * *

নিরখিয়া মনোহরা এ পম্পা নদীরে ॥
দেখ নীল পীতবর্ণ তৃণময় স্থান ।
কেমন সুন্দর ঐ লক্ষ্মণ ধীমান্ ॥

বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প পড়িয়াছে ব'লে।
শোভে যেন ঐ স্থান বিচিত্র কম্বলে॥
এ দিকে ও দিকে পুষ্পস্তবক শোভিত।
লতাগুলি ঐ দেখ হইয়া জড়িত॥
ক্রমে ক্রমে তরু-দেহে করি আরোহণ
পাদপের অগ্রশাখা করে আলিঙ্গন॥
পম্পানদী অতিশয় দেখিতে সুন্দর।
নিরখিলে দর্শকের জুড়ায় অন্তর॥
উহার স্ফটিকসম স্বচ্ছ জল-তীরে।
রয়েছে কমলদল ফুটি থরে-থরে॥
সুকোমল বালুকণা সর্ব্বত্র উহার।
রহিয়াছে, ঝক্‌মক্ করে অনিবার॥
নিবিড় ভাবেতে মীন কচ্ছপের দল।
সন্তরণ করিতেছে আলোড়িয়া জল॥
কোন স্থল তাম্রবর্ণ কাহার উহার॥
কোন স্থল শ্বেতবর্ণ কুমুদে আবার॥
কোন স্থল নীলবর্ণ কুবলয়-দলে।
দেখিলে জুড়ায় আঁখি আনন্দ উথলে॥
পম্পানদী বহুবর্ণ গজ-আস্তরণ।
কম্বলের মত দৃষ্ট হয় অনুক্ষণ॥
তীরে তার উদ্দালক পুন্নাগ বকুল।
অশোক তিলক আদি শোভে তরুকুল॥

কোথাও সুরম্য উপবন শোভা পায়।
কোথাও কুসুমকুল লুকায় পাতায় ॥
সহচরী সখি সম কোথা লতাগণ ;
বৃক্ষগণে শোকভরে করে আলিঙ্গন ॥
কোথাও ময়ূরগণ করে কোলাহল।
কোথাও মধুর ডাকে বিহঙ্গম দল ॥

* * *

কোথাও বা কুসুমিত আম্রের কানন।
মধুর সৌরভ-দানে জুড়াইছে মন ॥

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের রামায়ণ।

উভয় কবির একই বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয়, কালিদাসের বর্ণনা সংক্ষেপ হইলেও এবং তিনি মহাকবি বাল্মীকি হইতে অনেক ভাব লইয়া থাকিলেও তাঁহার বর্ণনা নিতান্ত নিকৃষ্ট নহে, তবে তাঁহার বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততার ভিতর উজ্জ্বলতাই নূতনত্ব। মোটের উপর এইস্থলে মহাকবি বাল্মীকির বর্ণনাই অধিক শোভাব্যঞ্জক সন্দেহ নাই।

"কালিদাস গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালাসিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥"৫৪

রঘুবংশ ১৩ সর্গ।

"সুনীল যমুনা-জলে মিলি কুতূহলে।
বহিছেন এই শ্বেতপুর-তরঙ্গিনী

মুক্তাহারে গাথা যেন ইন্দ্রনীলমণি
শ্বেত পদ্মমালা কিম্বা নীল-উৎপলে ॥"৫৪

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

আর বাল্মীকি লিখিয়াছেন :—

"প্রবাহ-সংঘর্ষনাদ দুইটি নদীর
স্বরূপে শ্রুতিমূলে আসে ধীরে ধীরে।"

এইস্থলে কালিদাসের বর্ণনা বোধ হয় সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম বর্ণনায় আরও সুন্দর শ্লোক আছে। তাঁহার সেই বর্ণনা অতি সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও অতি প্রসিদ্ধ।

✓ কালিদাসের ব্যোমচিত্রও মন্দ নহে। কুমারসম্ভবে নক্ষত্রবাসীদিগের চিত্র ইহার দৃষ্টান্ত।

এই ক্ষিতিতলের ঘটনার দ্বারা নভোমণ্ডলের দৃশ্য পরিবর্ত্তন ও তিনি কোন কোন স্থলে সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

"তদ্‌ব্যোম্নি শতধা ভিন্নং দদৃশে দীপ্তিমন্মুখং।
বপুর্ম্মহোরগস্যেব করাল ফণমণ্ডলম্ ॥"৯৮

রঘুবংশ, ১২শ সর্গ।

সে জলন্ত ব্রহ্মঅস্ত্র উঠিল গগনে
শতধা অনলরাশি উগরি বদনে
প্রসারি সহস্রফণা বাসুকি যেমতি
উঠিল আকাশ-মার্গে ভীষণ মুরতি ॥৯৮

৺নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ।

কিন্তু এই অতি সাধারণ ব্যোমচিত্রেও দেবভাব আরোপিত হইয়াছে, ইহাই কালিদাসের নূতনত্ব ও মৌলিকতা।

চতুর্থতঃ কালিদাসের জীব-জগৎ-বর্ণনায় নূতনত্ব আছে। বাল্মীকির জীব-জগতের রাজ্য বিস্তৃত, ব্যাসের জীব-জগতের রাজ্য অত্যধিক বিস্তৃত যেন বিরাট রাজ্য। কালিদাসের জীবজগত তৎসঙ্গে তুলনায় ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও উজ্জ্বল। এসম্বন্ধে উজ্জ্বলতাই তাঁহার মৌলিকতা। তাঁহার পশ্বাদির বর্ণনাও অত্যুজ্জ্বল এবং বিশেষভাবজ্ঞাপক।

"তান্ হত্বা গজকুলবদ্ধতীব্রবৈরান্
কাকুৎস্থঃ কুটিলনখাগ্রলগ্নমুক্তান্।
আত্মানং রণকৃতকর্ম্মণাং গজানাং
আনৃণ্যং গতমিব মার্গণৈরমংস্ত॥"৬৫ রঘুবংশ নবম সর্গ।

"গজকুল চির-অরি কেশরী ভীষণ
গজ-মুক্তালগ্ন যার কুটিল নখরে
হেন সিংহগণে রাজা সংহারিয়া শরে
হিতকারী করি ঋণ করিলা মোচন।"৬৫

৺নবীনচন্দ্রদাসের রঘুবংশ।

পঞ্চমতঃ কালিদাসের শ্লোকগত ভাবব্যঞ্জনা-গুণ অত্যধিক এবং প্রণালীও অতি শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে বোধ হয়, বাল্মীকি ও বেদব্যাস হইতে কালিদাস অনেক শ্রেষ্ঠ।

'Brevity is the soul of wit এই গুণটি কালিদাসের লেখায় অত্যধিক।

এই সংসারে সকল গ্রন্থকারই অনুকরণকারী বা অনুবাদকারী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, টেকচাঁদ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকগণ ও দামোদর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই অনুকরণ বা অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের ভিতরই বিশেষ মৌলিকতা আছে এবং সেই মৌলিকতাগুণেই তাঁহাদের গ্রন্থের আদর, প্রচার ও গৌরব। অনেকের যেন আবার গুরুমারা বিদ্যাও হইয়াছে অর্থাৎ গুরু অপেক্ষা শিষ্যের মৌলিকতা-গুণে যশঃ ও গৌরব অত্যধিক হইয়াছে।

কবি কালিদাসেরও তদনুরূপ হইয়াছে। কালিদাসের প্রধান গুরু ও আদর্শ মহাকবি বাল্মীকি। তাঁহার রঘুবংশের প্রারম্ভে তিনি তাঁহাকে কবিগুরু বলিয়া যেন কায়মনোবাক্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক আশীষ গ্রহণ করিয়াছেন। সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কালিদাস তাঁহার কবিগুরু বাল্মীকি হইতে কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ। ইহা যে কেবল মৌলিকতার গুণে হইয়াছে তাহা নহে, সময়ের পরিবর্ত্তনেও হইয়াছে। সময়ের পরিবর্ত্তনে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাও এ মৌলিকতার অন্যতম কারণ।

"সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের সিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥

হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে-দ্বারে।
সাজিয়া কাচিয়া সবে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন লইয়া সবে চলিলা এক সাথে॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রাম-কানু।
কাচলি পাঁচনি আর হাতে শিঙ্গা বেণু॥
সভার সমান বেশ বয়েস এক ছাঁদ।
তারাগণ ঘেরিয়া চলিল শ্যামচাঁদ॥
ধাইয়া ধাইয়া কেহ ধেনু বাহুরায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥"

জ্ঞানদাসের পদাবলী।

বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস অনুকরণে উপরোক্ত শোভাময় সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, আর কলিদাসও অনুকরণে বিশাল শিক্ষাপ্রদ চিত্র চিত্রণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল-নেত্রে তৎপ্রতি নিঃসন্দেহ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকেই অনুকরণ করিয়া সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে অসমর্থ হইয়া বিরক্তিবোধে আদর্শ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া হয়ত বলিবেন।

"যারে বঁধুয়া তুই আমি তোরে চাই না।
যখন তোরে মনে করি তখন তোরে পাই না॥"

সব বিষয়ে যাহারা অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদেরই এই দশা উপস্থিত হয়। তাহাদের সকল সময় মনোমত আদর্শও মিলে

না এবং আদর্শে যাহা পাইতে চায় সকল সময় তাহাও মিলে না। ইহা মৌলিকতার অভাব হইতে হইয়া থাকে। মৌলিকতা থাকিলে সব জিনিষে সব বিষয়েই নূতনত্ব সৃজন করিতে পারা যায়। কালিদাস প্রায় অধিকাংশ মূল বিষয়ই পূর্ব্ব গ্রন্থকারদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন অথচ তন্মধ্যে বিবিধ নূতনত্ব সৃজন পূর্ব্বক জগৎ বিমুগ্ধ করিয়াছেন।

"যাহা দরশনে তনু পুলকে ভরই।
যাহা পরিরম্ভণে অন্তর গলই॥"

গোবিন্দদাসের পদাবলী।

(সমাপ্ত)

